আলোচনা-প্রসঙ্গে

একবিংশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

একবিংশ খণ্ড

সঙ্কলয়িতা
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম. এ.

প্রকাশক
শ্রীঅজিত কুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৪০৬

মুদ্রক
কৌশিক পাল
প্রিন্টিং সেন্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

ALOCHANA-PRASANGE, Vol. XXI
Conversation with *Sri Sri Thakur Anukulchandra*

1st edition, November 1999

ভূমিকা

আলোচনা-প্রসঙ্গে ২১শ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। এতে ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৭।২।১৯৫২) থেকে ২৯শে মাঘ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১২।২।১৯৫৩) তারিখ পর্য্যন্ত কথোপকথন সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচনা-প্রসঙ্গের অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডের মধ্যেও বহু বিচিত্র প্রসঙ্গ স্থান লাভ করেছে। এই খণ্ডের প্রেস্-কপি তৈরীর কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীমান মুক্তেন্দু দাস। গ্রন্থের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র প্রণয়নের কাজ করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আশা করি, আলোচনা-প্রসঙ্গের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও পাঠকসমাজে সমাদৃত হবে। পরম দয়ালের ঈঙ্গিত পথে চ'লে আমরা যেন সার্থক হ'তে পারি, এইই আমাদের প্রার্থনা তাঁর শ্রীচরণে।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
আশ্বিন, ১৪০৬

নিবেদক
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

১৪ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৭। ২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে। আজ আবার জ্বর এসেছে। শরীর খুব খারাপ। পেটের অবস্থা ভাল নয়। শরীরে প্রবল অস্বস্তি। Blood Pressure (রক্ত-চাপ) বেশী। এমত অবস্থায় পূজনীয় খেপুদার কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু,

খেপু!

তোমার চিঠি পেলাম। শান্ত পাশ করতে পারেনি শুনে মর্ম্মাহত হ'লাম। ও যেন হাল না ছাড়ে।

আজ ক'দিন ধ'রে আমার শরীর খুব খারাপ। ক'দিন আগে একদিন রাত্রে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, সেই সঙ্গে বমিও হয়। খুব সম্ভব food poisoning-এ অমন হ'য়েছিল। সেই থেকে কিছুতেই আর শরীর ঠিক হ'চ্ছে না। আজ আবার জ্বর হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন বোধ হয়। কিছুই ভাল লাগে না, কিছুতেই সোয়াস্তি পাই না। ওদিকে বড়খোকারও শরীর ভাল না। জ্বর, গলাবেদনা ইত্যাদি। অবশ্য আজ দু'দিন একটু ভাল আছে। আর সবাই একপ্রকার। হরিদাস ও বাদলের বাড়ির সকলে ভাল আছে।

তোমার শরীর কেমন? খুকী কেমন আছে? কানুর পেটের অবস্থা কেমন? শান্ত, তোতা, মঞ্জু, শরবিন্দু প্রভৃতি ভাল আছে তো?

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

১৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে আছেন। আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর নেই। তবে ভোরে কাশি হয়। তারপর কিছুক্ষণ বুকে palpitation (ধুক-ধুক করণ) হয়।

পঞ্চাননদা (সরকার) কাছে ছিলেন। উনি বললেন—ভণ্ডামি ও মিথ্যা এই দুটো জিনিস আমি সহ্য করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দেখি সততা ও ভণ্ডামি গঙ্গা-যমুনার মতো। ভণ্ডামিকে সততায় পর্য্যবসিত করার তপস্যাতেই মানুষ নিরত। সেইই জীবন। মিথ্যা মানুষের জীবনে আছে। কিন্তু মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করা লাগবে। সত্য আর যথার্থ এক জিনিস নয়। সত্য relative (আপেক্ষিক) ব্যাপার। তবে প্রকৃত সত্যের সঙ্গতি থাকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের সঙ্গে। অনেক সময় তথাকথিত সত্য কথাটাকে মনে হয় মিথ্যা কথার সামিল।

১৯শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৩। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল আছেন, তবে শরীর দুর্ব্বল। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন, education (শিক্ষা) সম্বন্ধে কয়েকজন প্রবীণ লোকের সঙ্গে আলোচনা করছেন, কেমন ক'রে ছেলেদের প্রশ্ন করতে হবে, কী ভাষায়, কোন্ ভঙ্গীতে ইত্যাদি। সেই প্রসঙ্গে তাদের স্বপ্নের মধ্যে বলছিলেন—কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও জনসেবায় পারদর্শী ক'রে তুলতে হবে ছাত্রদের। আর, সেইটা attain (লাভ) ক'রতে science (বিজ্ঞান), mathematics (অঙ্ক), history (ইতিহাস), geography (ভূগোল) ইত্যাদি বিভিন্ন subject (বিষয়) যেমন ক'রে শেখান লাগে, সেইভাবে শেখাতে হবে। ঐ কাজগুলি different aspect (বিভিন্ন দিক) থেকে শেখান লাগবে—তার উপর ভিত্তি ক'রেই হবে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা।

২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৪। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর নেই। তবে শরীর খুব দুর্ব্বল। আজ ভোর থেকে নামযজ্ঞ শুরু হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুস্থতা-কামনায়।

২১শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৫। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। আজ ভোরে শ্রীশ্রীঠাকুর কাশতে-কাশতে অস্থির হ'য়ে পড়েন।

২২শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৬। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। আজ তিনি একটু ভাল বোধ করছেন।

সকালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখ অনেকে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন—সঙ্গতিপ্রবণ বোধি থাকলে গাছপালা, প্রাকৃতিক নানা জিনিসের সমাবেশ ইত্যাদির ভিতর রকমারি form (বৈচিত্র্য) দেখা যায়। হয়তো পঁচিশটি গাছ আছে এমনভাবে সাজানো যে, তা' থেকেও হয়তো ঠিক একটা সিংহের মূর্ত্তি ফুটে ওঠে। একটা গাছের ডাল ও আকাশের ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখা যাবে হয়তো একটা মানুষের চেহারা। Brain (মস্তিষ্ক)-টা ঐভাবে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নেয়।

মেন্টুভাই (বসু)—ভক্তি থাকলেও মানুষ cynic (রূঢ়প্রকৃতি) হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি থাকলে আবার cynic (রূঢ়প্রকৃতি) হয় কি ক'রে? ভক্তি না থাকলে বরং cynic (কঠোর) হ'তে পারে। Cynic হয় তার মানে ভক্তি থাকে না, লক্ষ্য থাকে অন্য কিছু। আর, তারই জন্য ভক্তির বাহানা নিয়ে চলে। যা' সে পেতে চায়, তা' না পেলে cynic হ'য়ে ওঠে। ভক্তি থাকলে উল্টো হয়, মানুষ তখন মন্দের ভিতরও ভাল দেখে।

২৩শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৭। ৩। ১৯৫২)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের সুস্থতা-কামনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত তিনদিনব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের অবসান হ'লো।

২৪শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৮। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে গাড়ীতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ও একটুখানি হেঁটেছিলেন।

২৫শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৯। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। অনেকে কাছে আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতকগুলি সৎ সিদ্ধান্ত করলাম। তার হয়তো দুই আনা করলাম, কিংবা করলাম না। তাতে ঐ unsuccess (ব্যর্থতা)-গুলি একটা বোধি-channel (প্রণালী) সৃষ্টি করে। তার থেকেই আসে অবসাদ।

আমার জীবনে মা যতদিন বেঁচেছিলেন, আমার মনে পড়ে না যে কোনদিন একটা link (সূত্র) আমার ছুটে গেছে। এখন কাউকে কিছু বলতে পারি না। মানুষের জীবনের একটা private aspect (ব্যক্তিগত দিক) আছে, outer aspect (বাহ্যিক দিক) আছে, inner aspect (আভ্যন্তরীণ দিক) আছে, political aspect (রাজনৈতিক দিক) আছে, diplomatic aspect (কূটনৈতিক দিক) আছে, artistic aspect (শিল্পগত দিক) আছে, ইত্যাদি নানা দিক আছে। কিন্তু সবার সামনে সব কথা খুলে বলতে পারি না। মানুষের সামনে যেভাবে বলা যায়, তাতে হয়তো আপনাদের ভাল ক'রে touch (স্পর্শ) নাও করতে পারে। এইভাবে আপনাদের যতখানি adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হবার, তা হয়তো হ'লো না। তাতে আমিই deprived (বঞ্চিত) হলাম। আমার যা'-কিছু ফুটানি তা'তো আপনাদের দিয়ে। তাই এমনতর ব্যবস্থা ও সুবিধা যদি থাকে যে আমার যখন যাকে যা' বলবার তা' প্রাণ খুলে বলতে পারি, তাকে individually (ব্যক্তিগতভাবে) deal করতে (বলতে) পারি, তাহ'লে অনেকখানি সুবিধা হয়। অবশ্য, মানুষের যদি হিতবুদ্ধি থাকে, তবে যা' দিয়েছি, তার থেকেই ধ'রে নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু সবাই সবসময় তো তা' পারে না।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১০। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। ননীদা (চক্রবর্তী), হরিদাসদা (সিংহ), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি যতদিন agile (তৎপর) ছিলাম, কোনও evil (অন্যায়)-এর উপর এমন ঝাঁপায়ে পড়তাম, এবং এমন skilfully (সুকৌশলে) manage (বিহিত) করতাম যে কোন opposition (বিরোধ) মাথা চাড়া দিতে পারত না। আর, সবাই ধন্য ধন্য করত।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১১। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। সুশীলদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র), প্যারীদা (নন্দী), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রফুল্ল—মহাপুরুষরা by induction (আবিষ্ট ক'রে) শ্রদ্ধা, ভালবাসা সঞ্চারিত ক'রে দিতে পারেন না মানুষের মধ্যে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—By induction (আবিষ্ট ক'রে) ক'রে দিলেও তা' থাকে না। মহাপুরুষদের লক্ষ্যই হ'ল, মানুষের সত্তাকে উন্নত ক'রে তোলা, ভিতর থেকে না হ'লে মানুষের কল্যাণ হয় না।

সুশীলদা—অনেকে বলে সাধনা করার শক্তি কি আমার আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধনা করব তাঁর জন্য, আমার জন্য নয়। To be fit for Him (তাঁর জন্য যোগ্য হ'তে হবে)। আমি চাই, তাঁর সেবা ক'রব অনন্তকাল—তার জন্য যোগ্যতা চাই, সেজন্য অনুশীলন চাই। আমি ভাবি, আমার তপশ্চর্য্যা তোমাতেই পরিপুষ্ট হোক, তোমাতেই আপূরিত হোক। তাঁর প্রীতিই আমার স্বার্থ।

প্রবোধদা—ক্রাইস্ট ভারতে বারো বছর ছিলেন শোনা যায়। তাই, তাঁর ভাবধারার মধ্যে ভারতীয় ছাপ দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ভারতবর্ষে থাকুন না-থাকুন, তাঁর যে বৈশিষ্ট্য, তিনি যে তাঁরই অনুপ্রেরিত সন্তান, সে বিষয়ে আর দ্বিতীয় কথা নেই।

সুরেশভাই (রায়)—বৈজ্ঞানিক যারা তারা কি সাধু হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধু না হ'লে বৈজ্ঞানিক হওয়াই কঠিন।

সুরেশভাই (রায়)—আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা কি সাধু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখনকার অনেক বৈজ্ঞানিক ছিন্নপল্লব-সংগ্রাহী। আর, সাধু না হ'লে বাস্তবতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারে না।

মেন্টুভাই (বসু)—আপনি একদিন বলছিলেন honesty (সাধুতা) মানে to do a thing perfectly (কোন কাজ পরিপূর্ণভাবে করা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধু মানেও তাই—সাধ্-ধাতু মানে নিষ্পন্ন করা।

৩রা চৈত্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৬। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। অনেকে কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Chronic inflammation due to environmental pressure (পরিবেশের চাপে প্রসূত স্থায়ী প্রদাহ) যদি brain-এ (মস্তিষ্কে) থাকে, সেখানে কাউকে ভালবাসি, অথচ তার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারি না, সেখানে ঐ inflammation (প্রদাহ) রূঢ়তায় আত্মপ্রকাশ করে। হৃদ্যবাক্ আমার যখন পছন্দ হ'চ্ছে, তখনই বুঝতে হবে ওই-ই আমার প্রকৃতি—তা' সত্ত্বেও যদি আমি রূঢ় কথা বলতে অভ্যস্ত হই, তার মানে ওটা আমার সঙ্কর অভ্যাস

হয়েছে, প্রকৃতির সঙ্গে গেঁথে ওঠেনি। ওটার পিছনে হয়তো থাকে কারও প্রতি admiration (শ্রদ্ধা), তার অনেক বদভ্যাসও মানুষে সংক্রামিত হয়।

দুপুরের পর শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বড়ালের ঘরে। এমন সময় একজন প্রতিলোম-সংস্রবদুষ্টা দুশ্চরিত্রা মেয়ে পারিপার্শ্বিকের তাড়নে ভীত ও কতকটা অনুতপ্ত হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে কাতরভাবে বলছিল—'ঠাকুর! অমন কাজ আর করব না, আমাকে ক্ষমা করুন।' তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'আর করবি না তো? এই ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর অধীর হয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সেই আকুল কান্নায় মেয়েটাও মাথা নীচু ক'রে কেবল কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগল, 'ঠাকুর! আমায় ক্ষমা করুন, এমন কাজ আমি আর করব না।' শ্রীশ্রীঠাকুরের কান্না আর থামে না। মেয়েটার মনেও এখন গভীরভাবে অনুশোচনা হতে লাগল ও সে ভাল হবার জন্য প্রতিজ্ঞা করল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কান্না দেখে উপস্থিত সবাই বিহ্বল ও ব্যথাহত হয়ে পড়লেন। সে স্বর্গীয় করুণ দৃশ্যে পাষাণও বুঝি গলে যায়, সবারই মনের পাপ-প্রবৃত্তি ধুয়ে মুছে যায়। যাদের ভীতি-প্রদর্শন ও শাসনে মেয়েটির মনে অনুশোচনার উদয় হয়েছিল, মেয়েটি চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের ডেকে প্রাণ ভ'রে আশীর্বাদ করলেন—'পরমপিতার কাছে প্রার্থনা আমার, তোমরা সুখে সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক। আর এমনি করে লোককল্যাণ কর। তোমরা সুখী হও, সুদীর্ঘজীবী হও, চরিত্রবান হও, আদর্শস্থানীয় হ'য়ে ওঠ। তোমাদের দিয়ে মানুষ জীবন পাক, পথ পাক। তোমরা আজ যা করলে তার তুলনা হয় না। এই মনোভাব ওর বজায় থাকে তা'হলে হয়।'

অসৎ-নিরোধ এতখানিই প্রয়োজন, আর এতখানিই তাঁর কাছে প্রিয়।

৪ঠা চৈত্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ১৭।৩।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে বসে উপস্থিত অনেকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—ভক্তির চর্চ্চা ছাড়া (অবশ্য ব্যভিচারী ভক্তি নয়, সে ভক্তি অচ্যুত সুকেন্দ্রিক হওয়া চাই) মানুষের সুখও হয় না, উপভোগও হয় না, জ্ঞানও হয় না।

৫ই চৈত্র, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ১৮।৩।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। অনেকে কাছে আছেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভ্রান্তি মানে বিপথে ভ্রমণ করা। Ignorance-এর (অজ্ঞতার) মধ্যে ignore (অবজ্ঞা) করাও আছে। যখন existence (অস্তিত্ব) ও becoming (বিবর্দ্ধন)-কে ignore (অবজ্ঞা) ক'রে একটা কিছু adopt (আয়ত্ত) করলাম, তখন আসে ignorance (অজ্ঞতা)।

৬ই চৈত্র, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ১৯। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে বসে পঞ্চাননদার (সরকার) সাথে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—ভক্তি জ্ঞানকে perceive (বোধ) করায়। নৈয়ায়িকতা ও দার্শনিকতায় তত্ত্ব বেশী থাকে, perception (প্রত্যক্ষজ্ঞান) কম থাকে। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি তাঁতে concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে perception (প্রত্যক্ষ জ্ঞান) আসবে না, অনুভূতিও আসবে না, প্রাপ্তিও হবে না।

বোধের মধ্যে দুটো জিনিস আছে। একটা বোধ করা, আর একটা জানা। আগে মানুষ বোধ করে, তারপর আসে জ্ঞান। আজকাল inferential rationalisation-এর (অনুমানপ্রসূত বিচারবুদ্ধির) উপর জোর বেশী, তাতে শিক্ষাটা পাকা হয় না।

রাত্রে গোল তাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে কথায় কথায় বললেন—আমি খারাপ একটা কিছু বুঝলেও কই না। ভাবি, আমার কওয়ার দরুন যদি সে খারাপ হয়। কেউ খারাপ বুঝলেও তা স্বীকার করি না, যত সময় সে নিজের আচরণ দিয়ে তা' ধরিয়ে না দেয়। আমি ভাবি, মানুষের খারাপটা নিয়ে তো আমার কোনও interest (স্বার্থ) নেই।

তিনি জানেন ব'লে জানেন না, সৃষ্টি করেছেন ব'লে করেন না, যেন হ'য়ে যাচ্ছে।

কেষ্টদা বললেন—আপনার জিনিসগুলি philosophy (দর্শন) হ'য়ে নেই। অথচ সব philosophy (দর্শন) এখানে এসে meet (সাক্ষাৎ) করছে। এটা যেন factism (তথ্যবাদ)।

৭ই চৈত্র, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ২০। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে উপবিষ্ট। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একজনের জামাকাপড়ের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পঁচাত্তর টাকা সংগ্রহ করে দিলেন। তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললেন—একেই বলে আপূরণী প্রবৃত্তি। কেউ না চাইলেও তার ভালর জন্য যা যা প্রয়োজন না ক'রে পারি না। কেউ হয়ত আকাম করল। ভাল করার জন্য তার পিছনে লেগে না থেকেই যেন পারি না। আকাম করে সবাই, আর দণ্ড নিই আমি। না ক'রেও যেন নিস্তার নেই। এত সংগ্রহ করতে হয়, এত দিক সামাল দিতে হয়, কিন্তু profitable (উপচয়ী) যা' তা' করতে পারি কমই। কেন যে এ সব করি, তা বুঝি না। বুঝেও উপায় নেই, করতেই হবে। এটা weakness (দুর্বলতা) কিনা বুঝি না। বাইবেলে আছে lost sheep উদ্ধারের কথা। এ তা কিনা তাও জানি না। মোটপর, আমার এ করতেই হবে, আমার স্বভাবের সঙ্গে পারি না, কোনও বিচারবুদ্ধি খাটে না। ফলকথা, গীতায় যে অনাসক্তির কথা

বলেছে, তা আমার হ'ল না। মমতা আমাকে ছাড়লো না। স্বার্থবোধ আমার গেল না। তাই সকলের জন্যই আমার উদ্বেগ। ভাবি, খারাপ একটা মানুষও যদি পরিশুদ্ধ ও যোগ্য হয়ে ওঠে সে হয়ত বহুর আশ্রয় হ'য়ে উঠতে পারবে, বহুকে টেনে তুলতে পারবে। নিজের দিকে আমার চাইবার অবকাশ নেই। হয়ত যে অস্পৃশ্য কাজ করেছে তারই হাতে খাচ্ছি। ভাবি, না খেলে তার মনে ব্যথা লাগবে, তাই খাই। অথচ, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি'। সে-দিক দিয়ে বিচার করলে আমি অশুদ্ধ আহার গ্রহণ করেছি। আমি যা করি, বামুন-পণ্ডিতরা তা করত না। মাঝে-মাঝে আমার শাজাহান নাটকের সেই কথা মনে হয় 'খোদা! তুমি আমায় হাত ধ'রে কোথায় নিয়ে চলেছ জানি না।' মনে হ'লেই বা কী করব?

৮ই চৈত্র, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ২১। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে সমাসীন। যোগেনদা (হালদার), হরিদা (গোস্বামী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), ক্ষীরোদদা (বিশ্বাস), ভবতারণদা (বসু), অমূল্যদা (ঘোষ) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জীবন যদি উৎসর্গীকৃত হয় কোথাও, তবে জীবনের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়ান তিনি। নারায়ণ কথার মানেও তাই—বৃদ্ধির পথ, way of becoming (বিবর্দ্ধনের পথ)।

১০ই চৈত্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ২৩। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

বরিশালের শ্রীযুত মধু ঠাকুরতা এসেছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাজনে brain (মস্তিষ্ক)-exercise (অনুশীলন) ভাল হয়, vital exaltation (প্রাণশক্তির উন্নয়ন) হয় খুব।

Heredity (বংশানুক্রম), environment (পরিবেশ) ইত্যাদি ব্যাপারে রাশিয়ার মত সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জৈবী-সংস্থিতির ভিতর মানুষের সম্ভাব্যতা আছে। Environmental nurture (পারিবেশিক পোষণ) না পাওয়ার দরুন সেটা হয়তো atrophied (ক্ষয়প্রাপ্ত) হয়ে যেতে পারে। আবার ভাল nurture (পোষণ) ও manipulation (পরিচালনা)-এ সেটা হয়তো ফুটে উঠতে পারে। কিন্তু তাতে কি হ'লো? তার structure (গঠন)-টা, জৈবীসংস্থিতিটা বদলে গেল কি? কাঁটা-গাঁধলে গাছটা কফি হ'য়ে গেল কি? তা' তো হয় না।

আমরা pick-up (সংগ্রহ) করতে পারি না—আমাদের সত্তাপোষণী কী কোথায় আছে। আমাদের হয়েছে defeatist mentality (পরাভূতি-প্রবৃত্তি)।

একটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাংখ্যের বহুপুরুষবাদ ও বৈষ্ণবদের দ্বৈতবাদের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। তার মানে, ঈশ্বরও eternal (চিরন্তন)। জীব চায় অনন্তকাল তাঁকে উপভোগ করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত আছেন।

পঞ্চাননদা (সরকার), সুশীলদা (বসু) প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা অনেক সময় ভাল কাজ করি। সেই ভাল কাজের ফলে আমরা খানিকটা উৎকর্ষ, যোগ্যতা, বোধিবিকাশ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করি। সেইটেই হয়তো পরে আবার কোনও খারাপ কাজে লাগিয়ে দিলাম। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চাতুর্য্য ও শক্তি প্রয়োগ ক'রে হয়তো কাউকে ধাপ্পা দিলাম প্রবৃত্তিতাড়িত হ'য়ে। এইভাবে ওটা খরচ হ'য়ে গেল। কিংবা সেই সৎকর্ম্ম-উৎসৃষ্ট শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োগ করলাম খারাপ কাজে। এইভাবে আমাদের উন্নতি আর হয় না। পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখলাম সবই, কিন্তু spelling mistake (বানান ভুল)-এ ভরা, mark (নম্বর) আর পেলাম না। এইরকম করতে করতে একদিন ভাল করবার ক্ষমতাও নষ্ট হবার উপক্রম হ'তে পারে।

১১ই চৈত্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ২৪। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। পঞ্চাননদা (সরকার), যোগেনদা (হালদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ তাঁর সান্নিধ্যে উপভোগ ক'রছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চাননদার দিকে চেয়ে বলছিলেন—আপনি কেমন মানুষ, তা' বোঝা যায় যখন আপনি শ্রেয়ানুচর্য্যা নিয়ে থাকেন, তখন আপনার efficiency (দক্ষতা), deficiency (খাঁকতি) দেখে। বাইরে কিছুসময় ভালমানুষ মক্স ক'রেও হওয়া যায়। কিন্তু আপনার মনের লাগামকে কতখানি adjust (নিয়ন্ত্রণ) করেছেন, তা বোঝা যায় বাস্তব শ্রেয়ানুচর্য্যার ক্ষেত্রে। বাইরে আপনি কোন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন—'আমি সৎসঙ্গে থাকি'। তখন আপনি অনুবর্ত্তী হন বা না হন, দু'চারটে কথা দিয়ে একটা মানুষকে মুগ্ধ করতে পারেন। কিন্তু আপনার যদি বাস্তব চরিত্র না থাকে, তবে আপনার সান্নিধ্যে যত সে আসবে এবং ইষ্টের স্থানে ইষ্টকে নিয়ে ইষ্টের জন্য আপনার চলন ও কর্ম্ম যত দেখবে, তাতে disappointed (হতাশ) হবে ততই। ইষ্টের অনুবর্ত্তী যদি না হয়, তখন পারিপার্শ্বিকের কাছে স্বতঃই ধরা প'ড়ে যায়। ইষ্ট তখন তাকে যতই defend (রক্ষা) করুন না কেন, তাতেও কুলায় না। শ্রেয়ের প্রীণন-পরিচর্য্যাই হ'লো বড় জিনিস। এর মধ্য-দিয়েই আদত চরিত্র ধরা পড়ে। আর, অনুরাগ

যদি থাকে ওই তোড়েই সব ঠিক হ'য়ে যায়। তা'ছাড়া মানুষ যত insincere (কপট) হয়, ততই ইষ্টকে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করে। আর, ইষ্টকে betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করে যে যত, সে নিজেকেও তার ভিতর-দিয়ে ততখানি betray (বিশ্বাসঘাতকতা) করে।

সুশীলদা (বসু) আসলেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন— আমি হয়তো প্রফুল্লর সঙ্গে কথা বলছি। তখন চুনীকে বলতে পারি না 'যাও'। 'যাও' কথার সঙ্গে associated (সম্মিলিত) হ'য়ে গেছে death (মৃত্যু) পর্য্যন্ত। তাই তা' বলতে পারি না। 'সর' কথাও বলতে পারি না। ভাবি মনে ব্যথা লাগবে। বড় জোর হয়তো বলি 'সরলে হয়'। আবার, যার সম্বন্ধে বুঝি যে সে যতটুকু কঠোরতা, চাপাচাপি সহ্য করতে পারবে, তার ব্যাপারে ততটুকু করি। তার বেশি কঠোর হ'তে পারি না। যদিও তা' হয়তো তার পক্ষে দরকার। Sweetly bitter (মিষ্টিভাবে তিক্ত) জিনিসে অনেক সময় লিভার ভাল হয়। এসবগুলি weakness (দুর্ব্বলতা) কিনা বলতে পারি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কানুভাই-এর কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু,

কানু!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। আশাকরি তুমি যথাসময়ে হাইকোর্টে যোগদান করেছ।

পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি আইনব্যবসার ভিতর-দিয়ে বিপদে-আপদে লোকের ভরসার স্থল হ'য়ে দাঁড়াও, আর্ত্তের আশ্রয় হ'য়ে ওঠ, এইই হ'লো কৃতিত্বের পথ।

তোমার শরীর কেমন জানিও। ওখানকার আর সবাই ভাল তো? শান্ত কৈমন আছে ও কী করছে?

আমার শরীর ভাল নয়। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সকলে ভাল আছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

এরপর কথায়-কথায় শ্রীঠাকুর বললেন—যেমন আমাদের মেটেরিয়া মেডিকা আছে, তেমনি বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ ও তার composition (মিশ্রণ)-এর গুণাগুণ সম্পর্কে যদি একখানি বই লেখা যায়, তাহ'লে ভাল হয়। মেয়েরা তো এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। তাদের educated (শিক্ষিত) করা লাগে।

১২ই চৈত্র, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ২৫। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার) চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

তপোবনের funds সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর হেমদাকে field-এ (ক্ষেত্রে) বেরিয়ে চেষ্টা ক'রতে বললেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—তোমাদের তো কিছুরই অভাব নেই। অভাব শুধু convince করা (বুঝান) ও কুড়োনর মানুষের। ঋত্বিকরা অনেকে নিজের তালে থাকে, তাই পারে না।

ঘুম সম্বন্ধে কথা উঠল।

কেষ্টদা বললেন—অতি কম ঘুমেই শরীর বেশ সুস্থ থাকতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে এক ভূতানন্দী ব্যাপার গেছে। মানুষে মনে করবে inconceivable (অচিন্তনীয়)। ঘুড়ি ওড়ান, কারখানার কাজ, ইটকাটা, construction (ঘরবাড়ি তৈরি), তপোবনে পড়ান, থিয়েটারের rehearsal (মহড়া), ইত্যাদি সব ব্যাপার নিয়ে কিভাবে যে দিনরাত চ'লে গেছে, তা' ঠিক পাওয়া যায়নি।

১৩ই চৈত্র, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২৬। ৩। ১৯৫২)

আজ ক'দিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। সকালে কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে চতুষ্কোণ তাঁবুর ভিতর একটি চৌকীতে একটু ভাবিত হ'য়ে বসেছিলেন।

এক সৎসঙ্গী মায়ের কাল থেকে প্রসববেদনা শুরু হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা শুনে চল্লিশ টাকা সংগ্রহ ক'রে অজয়দা (গাঙ্গুলী) ও প্যারীদা (নন্দী)-কে সঙ্গে দিয়ে তাকে মোটরে ক'রে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

পঞ্চাননদা (সরকার), প্রবোধদা (মিত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী), হরিদা (গোস্বামী), নিখিল (ঘোষ), মেন্টুভাই (বসু) প্রমুখ অনেকে আছেন।

পঞ্চাননদা আজ থেকে শিশু প্রাজাপত্য আরম্ভ করেছেন স্বাস্থ্যের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেক মাসে একটা ক'রে করলে হয়। দিন ঠিক রাখতে হয়, একমাস অন্তে সামনের মাসে আবার ঐ সময় করতে হয়। এইভাবে মাসে-মাসে চালাতে হয়। শিশু চান্দ্রায়ণও ভাল, তবে শিশু প্রাজাপত্যটা খুব mild (মৃদু)।

মেয়েরা আগে নানা ব্রতাদি পালন ক'রত, সেই কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর therapeutic value (রোগনাশক মূল্য) দিয়ে পরিষ্কার ক'রে লেখা ভাল। যাদের science (বিজ্ঞান)-এর knowledge (জ্ঞান) আছে, তারা যদি লেখে, তাহ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চাননদাকে বললেন—আপনি যদি science (বিজ্ঞান) পড়তেন, তাহ'লে ভাল হ'তো। Science course (বিজ্ঞান-বিষয়) না পড়লে leaky man (ছেঁদাওয়ালা মানুষ) মতো হ'য়ে যায়, অনেক জেনেও একটা ভীতি থাকে, ঘাবড়ে যায়। তার মনে হয়, ও আমি বুঝব না, আমি তো একটা layman (খোঁড়ামানুষ)। Science (বিজ্ঞান) পড়লে সাহিত্যিকও ভাল হয়। আমার science (বিজ্ঞান) বাধে না, ও বিষয়ে আমার weakness (দুর্ব্বলতা)-ও নেই, অহঙ্কারও নেই, আমি আমার দাঁড়ার 'পর দিয়ে ব'লে যাই। আপনারা যদি বলেন, 'মিললো না', তখন আমি বলি 'না মিললে আমি করব কী?'

পঞ্চাননদা—আপনি অনেক সময় আবার বলতেন 'দেখেন গে আছে কোথাও', পরে যাওয়া যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্যালিলিও শত প্রতিবাদ সত্ত্বেও বলতো 'still the earth moves round the Sun' (তবুও পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে)। এমনই strong conviction (দৃঢ় বিশ্বাস)। এই সিদ্ধান্ত এর বহুপূর্ব্বে আমাদের দেশে হয়েছিল, আর্য্যভট্টের সময়।

১৬ই চৈত্র, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ২৯।৩।১৯৫২)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকীতে সমাসীন।

রাত্রে পূজনীয় বড়দা, সুধীরদা (চৌধুরী) ও প্রফুল্লকে ডেকে বললেন—ভাল ক'রে দেখেশুনে এমনতর একটা নিরামিষ খাদ্যের তালিকা ঠিক কর, যা' খেয়ে মানুষের স্বাস্থ্য, বীর্য্য, পরাক্রম, virility (পুরুষত্ব) বেড়ে যায়, ঐটে ঠিক ক'রে সর্ব্বত্র introduce (চালু) করা লাগে।

১৭ই চৈত্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৩০।৩।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে ব'সে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)-কে বলছিলেন,—Physics (পদার্থবিদ্যা), Chemistry (রসায়ন) ও Physiology (শারীরবিদ্যা) সম্বন্ধে নূতন ধরনের বই লিখতে। সেই প্রসঙ্গে বললেন—প্রথমে mathematically (গাণিতিকভাবে) জিনিসটা ধরতে নেই, factful (তথ্যপূর্ণ) ও accurate (যথাযথ) ক'রে এমনভাবে লিখতে হয়, যাতে বোধ গজায়, insight (অন্তর্দৃষ্টি) develop করে

(বিকশিত হয়), interest (আগ্রহ) আসে। বই এমন হওয়া চাই যাতে B.Sc পর্য্যন্ত ওতেই কাজ হ'য়ে যায়।

বঙ্কিমদা মিচুরিনের একটা বই প'ড়ে শোনালেন, তাতে একজায়গায় এমনতর তথ্য আছে, যা' থেকে উদ্ভিদ-জগতে অনুলোমের সুফল এবং প্রতিলোমের কুফল প্রতীয়মান হয়।

সেইটা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে বললেন—এই সব দেখে শুনে মনে হয়, আমার দেখাগুলি একেবারে রদ্দি নয়।

১৮ই চৈত্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৩১। ৩। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে হাডসন গাড়ীতে বেড়াতে বেরুলেন। সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ্রীবড়মা, পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা, সুশীলদা (বসু), পণ্ডিত ভাই ও পূজনীয় ছোড়দার মেজছেলে বুড়ো। তার পিছনে একখানা জিপে ভূপেশদা (দত্ত), প্যারীদা (নন্দী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল। জিপগাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তামাক, টিকে, পিকদানি, গাড়ু, গামছা, কমোড, হ্যারিকেন ইত্যাদি আনা হ'লো। তার পিছনের গাড়ীতে ছিল জল, সুপারি ইত্যাদি। গাড়ীতে এসে জসিডির ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল-এর (সিমুলতলার দিকের) কাছে নামা হ'ল। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত শূন্য প্রান্তর। অদূরে ছোট-বড় পাহাড়। কাছে জনমানব খুব কম। কেবল রেলের গুমটিতে ২/৪ জন লোক আছে। যখন গাড়ীগুলি এসে পৌঁছল, তখন বেলা প'ড়ে এসেছে। মাঠের মধ্যে তিন খানা সতরঞ্চি পাতা হ'ল। একটাতে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর, একটাতে বসলেন শ্রীশ্রীবড়মা, শ্রীশ্রীবড়দা, বুড়ো; আর অন্য সতরঞ্চে অন্য সবাই বসলেন। প্যারীদা তামাক, জল, সুপারী ইত্যাদি দিতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এখানে বসার উদ্দেশ্য গাড়ী দেখা। কথায়-কথায় বললেন—ছেলেবেলা থেকে আমার গাড়ী দেখার বড় লোভ। বিশেষতঃ চলন্ত গাড়ী। সে-লোভ এখনও গেল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে বসে থাকাকালীন তিনখানা ট্রেন গেল। দুইখানা মালগাড়ী (আপ), একখানা পার্সেল ট্রেন (ডাউন)। শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহভরে গাড়ীগুলি দেখতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খালি সতরঞ্চের 'পর শুয়ে পড়লেন। পরে আবার উঠে বসলেন। কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

খানিকটা বাদে কেষ্টদাকে বললেন—কেষ্টদা! এখানে এসে বসেন, আমি আপনাকে বালিশ ক'রে শুই।

কেষ্টদা গিয়ে বসলে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার হাঁটুর উপর হাত রেখে কাত হ'য়ে মাথায় হাত দিয়ে শুলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। মেটেমেটে জ্যোৎস্না উঠেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আকাশের দিকে চেয়ে তারা দেখতে লাগলেন। নিজেই বলতে লাগলেন, কোন্‌টা কোন্ তারা। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, তাঁর সহজ, স্বচ্ছন্দ ভাবভঙ্গী ও

কথাবার্ত্তা সবই বড় অপরূপ ও অন্তরঙ্গ লাগছিল। মাঝে-মাঝে আবার ভূপেশদাকে ঘুমটীর লোকদের কাছে পাঠাচ্ছিলেন গাড়ী সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট খোঁজখবর নিতে। এইভাবে ঘণ্টাখানেক কাটলো। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে ফিরলেন।

২০শে চৈত্র, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ২। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আছেন। তাঁর পেটের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হ'লেও সম্পূর্ণ সুস্থ নন। শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়ালের ঘরে ছিলেন। মেন্টুভাই (বসু) ও রমনদার (সাহা) মাকে নিয়ে রহস্যাদি চলছিল।

জনৈক দাদা প্রশ্ন করলেন—চিত্ত স্থির হয় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিত্ত স্থির হওয়া মানে static (স্থিতিশীল) হওয়া নয়। আমরা এককে কেন্দ্র ক'রে যখন চলি, তখনই হয় চিত্ত স্থির। চিত্ত dynamic (গতিশীল), active (সক্রিয়), sharp (তীক্ষ্ণ) ও responsive (সাড়াপ্রবণ) থাকবে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে—এই হ'লো চিত্তস্থৈর্য্যের মূল কথা। যে যত সম্বেগ-সম্বুদ্ধ, যে যত অনুরাগী, তার তত হয় এমনটা।

উক্ত দাদা—তা'হলে vacuity-র (শূন্যতার) প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আমি বুঝি না। যত vacuity (শূন্যতা) হবে, তত sanity-র (স্বস্তির) অভাব হবে। সুকেন্দ্রিক অনুরাগের ভিতর দিয়ে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, ধীরে ধীরে সমাধি পর্য্যন্ত হয়। সমাধি মানে সম্যক ধারণ।

২১শে চৈত্র, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোহিণী রোডের পাশে মাঠে এসে বসলেন। সঙ্গে ছিলেন পূজনীয়া ছোটমা, সুশীলদা (বসু), প্রফুল্ল প্রমুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে বসেছেন তার পাশেই এই দেশীয় কয়েকজন লোক (পুরুষ, স্ত্রী, ছেলেপেলে) পাথরের কুচি কুড়িয়ে গরুর গাড়ীতে ভরছিল। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বামী, পুত্র, স্ত্রী যদি এইভাবে একসঙ্গে কাজকর্ম্ম করে, তাহ'লে ধীরে-ধীরে নিজেদের মধ্যে একটা সত্তাসঙ্গতি এসে পড়ে।

২২শে চৈত্র, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ৪। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সদলবলে বিকালে আশ্রম থেকে বেরিয়ে মোটরে অনেকদূর ঘুরে এসে জসিডির ডিসট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের কাছে মাঠের মধ্যে একটা সতরঞ্চিতে বসেছেন। একটা গালিচায় শ্রীশ্রীবড়মা ও বড়দা বসেছেন। সুশীলদা (বসু), প্যারীদা (নন্দী),

অজয়দা (গাঙ্গুলী) অন্য একটা সতরঞ্চে বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্তী), প্রফুল্ল, নিখিল (ঘোষ), কেষ্টদা (সাহু), হরিদাসদা (সিংহ), চুনু ভাই, ভূপেশদা (দত্ত) অন্য একটা সতরঞ্চে বসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে বসে গাড়িটাড়ী দেখতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একেবারে খুব বিরাট মাঠে মনটা যেন ফাঁকা হ'য়ে আসে। কারণ, সেখানে conflict (দ্বন্দ্ব) থাকে না। তাই মনটা যেন খাঁ খাঁ করে। Conflict (দ্বন্দ্ব) যত বেশি হয়, বোধিও তত active (সক্রিয়) হ'য়ে ওঠে।

একটু পরে বললেন, বাংলাদেশের এমন মাঠ কী সুন্দর!

প্যারীদা—সে এখানে এসে বুঝতে পারছি, দেশে থাকতে আর বুঝিনি।

সবাই হেসে উঠলেন।

কিছু সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মানুষ developed (উন্নত) হয়, উন্নত বোধিপরায়ণ হয়, কিন্তু conflict (দ্বন্দ্ব) ও শ্রদ্ধা যদি না থাকে, তাহলে হয় না। একটা জাতি যদি থাকে, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও তার রকমারি বৈশিষ্ট্য যদি না থাকে, তবে conflict (দ্বন্দ্ব) হবে না। তাই dull (মূর্খ) হয়ে যাবে সব জাতটা। Becoming (বিবর্দ্ধন) আছে বলেই দুনিয়ায় কখনও এক pattern (ধরন) দেখবেন না। Variety is the father of development, intelligence and adjustment (বৈচিত্র্য উন্নতি, বুদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণের জনক)। সব একরকম হলে মিসমার হয়ে যাবে।

টুকটাক নানা কথা নিয়ে টুকরো টুকরো হাসি-গল্প চলতে লাগল। দূরে একটা লাইট দেখে হরিদাসদা বললেন—'এখন গাড়ি আসছে, আমি আলো দেখলাম।' একটু পরেই দেখা গেল, একটা জিপ গাড়ি এসে হাজির হয়েছে—তাই নিয়ে সকলে হাসাহাসি করতে লাগলেন।

হরিদাসদা বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত। তাই বারবার নানা কথা অবতারণা করতে লাগলেন যাতে তাড়াতাড়ি ফেরা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর এবং পূজনীয় বড়দা সরসভাবে তার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলেন। এইগুলিকে অবলম্বন ক'রে থেকে থেকে হাসির ফোয়ারা উঠছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে বসে থাকলে মনে হয় মুসাফিরের দল বসে আছে।

দেরি দেখে হরিদাসদা বললেন—ব'সে থেকে কী করব? একটু ঘুরে বেড়াই ততক্ষণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ তো, এগিয়ে দেখ, নেকড়ে-টেকড়ে চোখে পড়ে নাকি?

এরপর সুশীলদা ও হরিদাসদা অদূরে পাহাড়ের দিকে বেড়াতে বেরুলেন।

পর পর অনেকগুলি গাড়ি যাতায়াত করল। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব ঔৎসুক্য-সহকারে দেখতে লাগলেন ও খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে ফিরে গরমের সময় একদিন রাত্রে ওখানে গিয়ে সদলবলে থাকার পরিকল্পনা করলেন। চারপাশে পর্দাসহ চল্লিশ ফিট চারকোণা একটা চাঁদোয়া তৈরির তোড়জোড় করতে লাগলেন।

২৩শে চৈত্র, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ৫। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোল তাঁবুতে বসে নিখিল (ঘোষ) ও মেন্টুভাই (বসু)-কে জিজ্ঞাসা করলেন—রেডিও স্টেশন দেখেছিস?

উভয়েই জানাল—ভিতরে দেখিনি।

সেই কথার পিঠে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রেডিও স্টেশনের ভিতর দেখলেও বোঝার উপায় নেই, ঐ যন্ত্র এত কাণ্ড করে। তেমনি মহৎ লোকেরা এমন variety (বৈচিত্র্য) ও versatility (সর্ব্বপারদর্শিতার) master (প্রভু) হয়ে পড়েন যে তাঁদের কাছে গিয়ে কিছু বোঝার জো নেই। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে গিয়ে মানুষের টের পাওয়ার উপায় ছিল যে তাঁর মধ্যে অত আছে?

ইছাপুরের একটি দাদা জিজ্ঞাসা করছিলেন—মন্দিরগাত্রে যৌন চিত্র কেন দেখা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা zygote (জীবনকণিকা) থেকেই আমাদের জন্ম। আমাদের যা কিছু affair (ঘটনা), তার পিছনে থাকে ঐ রস। রস মানে আস্বাদন। ঐটাকে base (ভিত্তি) করে যা কিছু। সৃষ্টির prime operation (প্রাথমিক ক্রিয়া) অমনতর। তাই মন্দিরগাত্রে যে কামলেখা, তার মানে হচ্ছে ঐ কামলেখার মধ্য দিয়ে যেন তুমি তোমার ঠাকুরেই পৌঁছতে পার। তান্ত্রিক যুগে ঐ জিনিসটার প্রবর্তন হয়েছিল। আমি তোমাদের কামলেখার অভ্যন্তরে আছি, যদি তা' সত্তাসংবর্দ্ধনার বিরোধী না হয়। তাই কামকে পবিত্র ক'রে নেওয়া লাগবে।

ঈশ্বরের প্রতি আগ্রহ মানে অজানার প্রতি আগ্রহ যা ইষ্টবেদীকে কেন্দ্র ক'রে আমাদিগকে বিবর্তনমুখী ক'রে তোলে। ঐ যে জীয়ন্ত বেদী, তিনিও কামসম্ভূত। দুনিয়ার যা কিছুই তাই। তাই বলে 'রসো বৈ সঃ', ঈশ্বর রসস্বরূপ।

উক্তদাদা একজন archaeologist (প্রত্নতত্ত্ববিদ্)।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—Archaeology-র (প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার) বিভিন্ন specimen (নমুনা) সম্বন্ধে comparative study (তুলনামূলক বিচার) করতে।

সেই প্রসঙ্গে বললেন—এমনভাবে কাজ কর, আলো দিয়ে যাও যাতে তোমার দেওয়া আলো দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধররা আলোকিত হয়ে চলতে পারে। নইলে তোমার আমার জীবনের স্থায়িত্ব কতটুকু? যদি দেড়শ বছরও বাঁচ, তবে মানবতার ইতিহাসে তা ক'টা দিন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে বেরিয়ে অনেকদূর গেলেন। অনেকেই সঙ্গে ছিলেন।

২৪শে চৈত্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ৬। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকেলে যখন বেড়াতে বেরুলেন, হাডসন, দুটো জিপ ও অজয়দার গাড়ি, এই চারখানা গাড়ি ভ'রে লোকজন আসলেন। বড়-ছোট সকলকে নিয়ে সবসমেত ২৭/২৮ জন আসলেন। প্রথমে ডিগরিয়া পাহাড়ের ভিতরের দিকে অনেক দূর যাওয়া হল। যেখানে গিয়ে থামা হল, স্থানটি পরম মনোরম। পিছনের দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। আর, সামনের দিকে বিরাট খোলা মাঠ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লোকালয়। সূর্য্য তখন অস্ত যায় যায়। স্থানটি খুবই ভাল লাগছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে কিছু সময় বসলেন। তারপর ওখান থেকে ফিরে এসে রোজ যেখানে বসেন সেখানে বসলেন। বসে অনেক রাত পর্যন্ত থাকলেন। বেনারস এক্সপ্রেস আজ লেট, বেনারস এক্সপ্রেস দেখে আসলেন বলে আজ ফিরতে অনেক দেরি হ'ল।

২৫শে চৈত্র, ১৩৫৮, সোমবার (ইং ৭। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। পূজনীয় বড়দা, সুশীলদা (বসু) প্রমুখ ছিলেন।

কাল বেড়াতে গিয়ে প্রথমটা যে জায়গায় গিয়েছিলেন সে স্থানের উল্লেখ করে বললেন—আগে পাহাড়ের যে-স্থানে গিয়ে gloomy (বিষণ্ণ) লাগত, একটা শঙ্কার ভাব জাগত, ও-স্থান অতিক্রম ক'রে ওখানে যাওয়াতে কাল তেমন কিন্তু লাগেনি। বরং ভালই লেগেছে। মানুষেরও তেমনি difficulty (অসুবিধা) যখন আসে, প্রথমটা অস্বস্তিবোধ হয়, কিন্তু সেইটেকে face (মোকাবিলা) ক'রে overcome (অতিক্রম) করতে পারলে, তখন আর ও-ভাব থাকে না। একটা aptitude (প্রবণতা) আসে।

২৬শে চৈত্র, ১৩৫৮, মঙ্গলবার (ইং ৮। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে চৌকোণা তাঁবুতে সমাসীন।

আজ শরৎদা (হালদার) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদার কাছে বম্বে ও মধ্যপ্রদেশে তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে খবরাখবর শুনতে লাগলেন।

শরৎদা বললেন—সর্ব্বত্র আপনার ভাব ও কর্ম্মধারার অসাধারণ appreciation (সমাদর)। এ জিনিস এত rational (যুক্তিসম্মত), convincing (প্রত্যয়দীপী), fulfilling (পরিপূরণী), synthetic (সংশ্লেষণী) ও invincible (অজেয়) যে, কোন মানুষেরই যেন খুশী না হ'য়ে উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে খুব আনন্দিত হলেন।

শরৎদা—আমাদের বইগুলির হিন্দি ও ইংরাজী অনুবাদ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজও বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন।

২৭শে চৈত্র, ১৩৫৮, বুধবার (ইং ৯। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে চৌকোণা তাঁবুতে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। বাইরে এখন গোঁসাইদা প্রমুখ অনেকেই দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধু ঠাকুরতা-দা'কে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—সব সোনার মানুষগুলি জ'ন্মে বেঘোরে বেঘাটে প'ড়ে কোথায় কিভাবে চলে, তুমি বামুনের ছেলে হ'য়েও তাদের খোঁজ নেও না, তাদের হাত ধ'রে তোল না, তোমার সে-জীবনের মূল্য কী? মানুষ যদি তোমার সম্পদ না হয়, তোমার সম্পদ হবে সোনা, রূপো, টাকা, তা'কি হয়? আগে নাকি বামুনের রাজ-অন্ন খেলে পাতিত্য হত। তারা ছিল লোকসম্বর্দ্ধক, লোক-অনুগ্রহভুক। আর, তোমরা আজ রাজদ্বারে ঘুরে বেড়াও কাঙালের মত। তোমরা যদি ঐ ক'রে বেড়াও, এদের দেখবে কে?

আজও বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন। আজ পাঁচখানা গাড়ী ভ'রে ছোট বড় মিলে দাদা ও মায়েরা প্রায় পঞ্চাশজন এসেছেন। জসিডির মাঠে রমনদার মা ও মেন্টুভাই (বসু) দু'জনের প্রীতি-কলহের মধ্যে দিয়ে বেশ একটা সরস আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ল।

২৮শে চৈত্র, ১৩৫৮, বৃহস্পতিবার (ইং ১০। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। পিঠের ব্যথা এখনও বেশ আছে। সকালেও ক্ষুধাবোধ নেই।

পরে বিকালে অনেকটা ভাল বোধ করায় বেড়াতে বেরুলেন। আজও পাঁচখানা গাড়ী ভ'রে লোক এসেছেন। প্রথমটা আশ্রম থেকে মাইল দশেক গিয়ে একটা জায়গায় নেমে পাহাড়ের পাদদেশে বসা হ'লো। সেখানে একটুক্ষণ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর জসিডির গুমটির কাছে এসে বসলেন। দাদারা, মায়েরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আলাদা-আলাদা সতরঞ্চ পেতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চারিপাশ ঘিরে বসলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পূর্ণিমার রাত্রি। স্নিগ্ধ হাওয়া বইছিল। বেশ লাগছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ এখানে এসে একটু ক্ষুধা বোধ করতে লাগলেন—তাই কিছুটা আপেল খেলেন।

মায়েরা, ছেলেপেলেরা দলে-দলে বসে গল্প করতে লাগলেন। কেউ কেউ এদিক-ওদিক বেড়াতে বেরুলেন।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রফুল্লর conversation (কথোপকথন)-গুলি এত interesting (হৃদয়গ্রাহী)!

পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের লেখা সম্বন্ধে কেষ্টদা, সুশীলদা, শরৎদা প্রমুখ নানা আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার লেখার মধ্যে কি কোন contradiction (বৈপরীত্য) আছে?

কেষ্টদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় না যে contradiction (বৈপরীত্য) আছে। কারণ, আমি যা' কিছু বলেছি, একটা সূত্রের উপর দাঁড়িয়েই বলেছি।

অনেক রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর ফিরে এলেন।

মেদিনীপুর থেকে চারুদা (করণ) রিজার্ভড্ বগিতে দুইশত সৎসঙ্গী দাদা ও মায়েদের নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী হ'য়ে বললেন—এতে হৃদ্যতা, আত্মীয়তা, সংহতি বাড়ে।

২৯শে চৈত্র, ১৩৫৮, শুক্রবার (ইং ১১। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপস্থিত।

কাল থেকে কনফারেন্স শুরু হবে। তাই পরপর দাদা ও মায়েরা আসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের এক একজনকে ডেকে-ডেকে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। খানিকটা বাদে ওখান থেকে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

দুইশো লোকের চারুদার দল পতাকা, ব্যাণ্ডসহ procession (মিছিল) ক'রে কীর্ত্তন ও শ্লোগান-সহ এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে একে-একে প্রণাম করলেন। সে দৃশ্য সত্যিই উদ্দীপনাময়।

৩০শে চৈত্র, ১৩৫৮, শনিবার (ইং ১২। ৪। ১৯৫২)

আজ থেকে ৫৬তম ঋত্বিক-অধিবেশন শুরু হলো। ক্রমাগত লোকজন আসছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে যতি-আশ্রমে গিয়ে কিছু সময় বসেছিলেন। ওখানে ব'সে বিশেষ ক'রে বলছিলেন কর্ম্মী-সংগ্রহের কথা। পরে এসে গোলতাঁবুতে বসলেন। গোলতাঁবুর সামনে একটা ত্রিপল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার নিচে দাদা, মায়েরা এসে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখবার জন্য সকলের সে কী আগ্রহ!

সমস্তিপুরের এক ভাই হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের যদি ইষ্ট থাকে এবং ভাল কী তা' বোঝে, তা' সত্ত্বেও সে খারাপ করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর হিন্দিতেই তার উত্তর দিলেন,—প্রবৃত্তিকা কয়েদ হো গিয়া, কোশিস করনেসে হো জায়গা, করতে করতে হো জায়গা। (প্রবৃত্তির কাছে বন্দী হ'য়ে গিয়েছে, চেষ্টা করলে ঠিক হ'য়ে যাবে, করতে করতে সব হবে।)

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে—(ভট্টাচার্য্য) বললেন—আপনি যে গানটা লিখেছেন 'দীপ্ত ভবিষ্যৎ, স্বর্ণ ভবিষ্যৎ, তা' বাস্তবায়িত হওয়ার দিকে, তা' মূর্ত্তি ধরার উপক্রম হ'য়েছে।

এক একজন এসে প্রণাম করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাসভরে তাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করছিলেন—'কিরে কখন আলি।'—তাঁর সেই উল্লসিত মধুর সহাস্য সম্ভাষণে সকলেরই যেন মুহূর্তেই পথক্লেশ অপনোদিত হ'য়ে যাচ্ছিল। অনেকে অনেক কিছু জিনিস নিয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-ভোগের জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বলছিলেন—যা! বড়বৌ-এর কাছে দিয়ে আয় গিয়ে। বাইরে তখন প্রচণ্ড রোদ উঠেছে, কতজনে সে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজও বিকালে বেড়াতে বেরুলেন। সন্ধ্যা লাগে-লাগে এমন সময় আশ্রম থেকে মাইল নয়-দশ দূরে পাহাড়ের পাদদেশে বিরাট প্রান্তরের এক পাশে সতরঞ্চ পেতে বসলেন। সঙ্গে অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশ জন আছেন। তাঁরা চারিদিকে ঘিরে বসেছেন।

হাউজারম্যানদা বললেন—এই জায়গাটা বেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনতর জায়গা দেখলে ক্রাইস্টের কথা মনে পড়ে। আমরা যেমন বসে থাকি, তিনিও হয়ত তেমনি ক'রে বসে থাকতেন, গল্প করতেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনুলোম-প্রজন্মের সমর্থনে রাশিয়ান লেখক মিচুরিনের লেখা বই-এর কথা তুললেন।

তারপর বললেন যাতে আমরা খুব জোর দিয়ে কাজ করি। বইগুলির হিন্দি ও ইংরাজি অনুবাদের প্রয়োজনের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে জসিডির গুমটির কাছে মাঠে বসলেন। তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত্রি। বেশ স্নিগ্ধ লাগছিল। এখানে এসেও কতকগুলি সতরঞ্চ বিছিয়ে বসা হল। সবাই চুপচাপ। মাঝে-মাঝে গাড়ী এসে ওখানকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে দিচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরও তখন আগ্রহভরে গাড়ী দেখছিলেন। ধীরে ধীরে কথাবার্তা উঠল।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) তাঁর এক জায়গায় যাজন সম্বন্ধে গল্প করতে করতে বললেন—আমি বলেছিলাম মানুষ পরিবেশের দাসও বটে, আবার প্রভুও বটে। আর এই প্রভুত্ব যাঁর আছে, তিনিই ঈশ্বর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই mastery (প্রভুত্ব) মানেই ঈশিত্ব। Complex-এর (প্রবৃত্তির) উপর, environment-এর (পরিবেশ)-এর উপর mastery অর্থাৎ আধিপত্য বা ঈশিত্ব যদি না থাকে তবে মানুষ বাঁচেই না।

জনার্দ্দনদা কয়েকজনের কথা বললেন যাঁরা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে আজগুবী ধারণা নেই বা আদৌ কোনও মনগড়া ধারণা নেই, তাদের মধ্যেই বরং খাঁটি জিনিসটা ঢোকান যায়।

এরপর discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যতক্ষণ disciple (শিষ্য) হ'তে না পারব, ততদিন discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) normal (স্বাভাবিক) হবে না। Discipline ও disciple (শিষ্য) একই root (মূল) থেকে।

জনার্দ্দনদা শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ সম্বন্ধে কথা তুললেন। সেই সম্বন্ধে বললেন—এ বলেও আবার Qualitative economic difference-এর (গুণগত অর্থনৈতিক পার্থক্যের) কথা বলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গালভরা কথা অনেক বলতে পারে বটে, কিন্তু আদতে কিছু হয় না ওতে।

জনার্দ্দনদা—আমি বলেছি মানুষে-মানুষে তো difference (পার্থক্য) থাকেই। আমি যদি অন্যের সুখে সুখী না হ'তে পারি, তা'হলে কী হ'ল? শুধু মানুষের লোভ ও ঈর্ষ্যাকে বাড়িয়ে লাভ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাকে যদি সুখী করতে না পারি, তুষ্ট করতে না পারি, তবে আমিই deprived (বঞ্চিত) হব। যারা একটু চালাক, প্রকৃত স্বার্থপর, তাদের ঐ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। যদি কেউ বলে আমি শোষক হব না, সে পাগল ছাড়া কিছু না। আবার যদি কেউ পোষক না হ'য়ে শোষক হয়, সেও পাগল ছাড়া কিছু নয়। দুটো জব্বর পাগল আছে।

ঈশ্বর ব'লে কোনও জিনিস যদি না মানি তবে inquisitiveness (অনুসন্ধিৎসা)-টাই blunt (ভোঁতা) হয়ে যায়, becoming (বিবর্দ্ধন) ব'লে জিনিস থাকে না। আমরা exhausted (ক্লান্ত) হ'য়ে পড়ি। Unknown (অজানা) সম্বন্ধে একটা urge (আকূতি) না থাকলে মানুষ বেড়ে ওঠে না, অজানা যেটা সেটা জানার পাল্লার মধ্যে আসে না, higher becoming (উচ্চতর বিবর্দ্ধন) হয় না। মানুষ যতটুকু আছে, শুধু তাই নিয়ে থাকে।

থেকে-থেকে আমার মনে হয় আমি যদি বেশি লেখাপড়া শিখতাম, তাহ'লে বোধহয় এমন ক'রে বলতে পারতাম না। আমার জীবনটা যেন ভূতের মতন।

৩১শে চৈত্র, ১৩৫৮, রবিবার (ইং ১৩।৪।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

আজ ঋত্বিক, পাঞ্চজন্য ইত্যাদি পত্রিকা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটা বড় বড় বাণী আলাদা ছোট পুস্তিকা আকারে ছেপে আসল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলি দেখে খুশী হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে উপবিষ্ট। সামনে খুব ভিড়।

ধানবাদের একটি দাদা প্রশ্ন করলেন—ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তবু মানুষের দুঃখ ঘোচে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা তাঁর পথে চলি যত, ততই আমাদের দুঃখকষ্ট ঘোচে। তা'না ক'রে আমরা যতই প্রবৃত্তিমুখী হই, দুঃখকষ্টে হাবুডুবু খাই।

উক্ত দাদা—তিনি তো দয়াময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর দয়াতেই তো জীবনে বেঁচে আছি। এইটে তাঁর দয়া।

উক্ত দাদা—আমি বছরখানেক হ'ল নাম নিয়েছি, আগে কৃষ্ণপূজা করতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-দেবতার প্রতিই আমার শ্রদ্ধা থাকে, তাঁকে দেখতে হবে ইষ্টের মধ্যে। তাই বলে 'সর্ব্বদেবময় গুরু'।

উক্ত দাদা—যে-কোনও বর্ণের ঋত্বিকের কাছ থেকে যে কেউ দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' পারবে না কেন? দীক্ষা দেন তো ইষ্ট।

উক্ত দাদা—গুরুভাইদের বাড়ি সর্ব্বত্র খাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের বৈশিষ্ট্য-মতো চলা ভাল।

উক্ত দাদা—মৃত্যুর পর সকলেরই কি জন্ম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর— Radio transmission (বেতার-তরঙ্গ সঞ্চার)-এর মত হয়। শব্দের যেমন রূপ হয়, ওটাও তেমনি। যে ভাব নিয়ে যাই, সেই ভাবের tuning (সঙ্গতি) যেখানে পায়, সেখানে তা রূপায়িত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে জসিডির মাঠে।

হাউজারম্যানদা—মানুষের কামিনীকাঞ্চন adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হওয়া সত্ত্বেও তো ego (অহং) থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ego (অহং)-ও তো হ'তে পারে। Ego (অহং) যে সব সময় খারাপ করে তা' নয়, ভাল ego (অহং) ভালই করে। জীবন থাকলে ego (অহং) একটু থাকেই, একেবারে যায় না। Ego (অহং) যখন complex (প্রবৃত্তি)-কে অবলম্বন ক'রে চলে তখন obsessed (অভিভূত) হ'য়ে পড়ে। সেটা তখন বিকারপ্রাপ্ত হয়। আবার তা যখন ইষ্টকেন্দ্রিক হয়, তখন তা' ভালই হ'য়ে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—ভগবান আমাকে মূর্খ করেছেন এইজন্য যাতে আমার ভিতর কোনরকম গলতি-টলতি না ঢুকতে পারে। আমাকে যেন স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছেন। তবে কেষ্টদা এদের কাছ থেকে কিছু কিছু শিখেছি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে গাড়ি ক'রে ফিরলেন।

১লা বৈশাখ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৪। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। তখনও রোদ্ আছে। তা সত্ত্বেও দাদা ও মায়েরা রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন যতি-আশ্রমের বেড়ার বাইরে তাঁকে দেখবার জন্য।

চন্দননগর থেকে ক'টি ভাই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আমার মনের অবস্থাটা কি আপনি বলতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের সঙ্গে থাকে সম্বেগ, সুরত-সম্বেগ। সেই সুরত-সম্বেগ যদি সংহত থাকে, তবে মনের অবস্থাটা যেমনই থাক, তা ঘর নেয়। আর concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে নিজেকে analyse (বিশ্লেষণ) ও adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগে। যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হই, ততই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। এমনকি বৈধানিক পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত হয়।

আমাদের যত complex (প্রবৃত্তি)-ই থাক, আমরা যদি ইষ্টতপা ও ইষ্টার্থপরায়ণ হই, সেগুলি ঐ শ্রদ্ধাকে কেন্দ্র ক'রে বলশালী হয়েও সংযত, সংহত হয়।

উক্ত ভাই—আমি রিপু দমন কিছু কিছু করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রিপু দমন করতে পারিস বা না পারিস, ও সব প্রশ্নই থাকবে না। Supress করা (দমন করা) আর adjust করা (নিয়ন্ত্রণ করা) কিন্তু এক জিনিস নয়। রিপু দমন নয়, বলা ভাল রিপুযমন। রিপু যত সংযত হয়, ততই মনের বল বাড়ে। শক্তি বৃদ্ধি পায়।

উক্ত ভাই—আমি সাধনা করছি, কিন্তু উন্নতি হচ্ছে না যথেষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উন্নতি-অবনতির কথা ভেবো না। ক'রে যাও। অনেকের endowment (বিভূতি) বাড়ে, অনেকের realisation (উপলব্ধি) বাড়ে। একদিকে বাড়বেই, ওর জন্য ভাবিস না।

এরপর কথায় কথায় জানা গেল, তিনি দীক্ষিত নন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবভক্তির একটা বাস্তব অবলম্বন চাই। আবার, যেখানে ভক্তি, সেখানে সক্রিয়তা, বীর্য্য, পরাক্রম, ক্লেশসুখপ্রিয়তা থাকবেই। আকাশের ভগবানে হয় না। তাঁর সঙ্গে কোনও conflict (লড়াই) হয় না। তাই adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয় না। সেইজন্য জীয়ন্ত ঠাকুর চাই। ঠাকুর মানে যিনি ঠক্কর দেন। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হব, কিন্তু কিসে হব? তার জন্যই ঐ জীয়ন্ত পূরয়মাণ আদর্শ বা ঠাকুর লাগে।

আর একটি ভাই—আমার মন বড় চঞ্চল, কিছুতেই শান্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে মন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। মন চঞ্চল থাকেই। তার মধ্যেও শান্তির একটিমাত্র ওষুধ আছে। সেটা হল—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু'।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়ালের দালানে। বহু দাদা সমবেত হয়েছেন।

জনৈক দাদা—পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের একাদর্শে সংহত হ'তে হবে। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন party (দল) করলে হবে না। কেউ কারও স্বার্থে স্বার্থান্বিত নয়, এমন হলেও চলবে না। আর, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যপালী চলনে চলা লাগবে। আমাদের প্রধান করণীয় এখন দীক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তাতে যারা সংহত নয়, তারাও সংহত হয়ে উঠবে। আমরা যদি ঠিক তেমনভাবে চলি, হিন্দুত্বেরই মহিমা ঠিক পাবে সারা জগৎ। করব না, হবে, তা হয় না। জগন্নাথের হাত নেই।

একটি দাদা—মনে শান্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে মন স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হয়, ভেঙে যায়। পাগলের মত হয়। তাতে শান্তি পাওয়া যায় না। শান্তির একমাত্র পথ হল concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া, ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া।

২রা বৈশাখ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৫। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

আজ অনেকেই চ'লে যাবেন। অনেকেই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে অনুমতি নিয়ে যেতে লাগলেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর দালানে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এবার বিশেষ করে বলছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত ৮/১০ কোটি দীক্ষার ব্যবস্থা করতে। তপোবন এবং কয়েকজনের ভরণপোষণের জন্য প্রতিমাসে যাতে অন্তত ২৫০০ টাকা পাওয়া যায়, সে জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর জোর দিয়ে বললেন। কয়েকখানা গাড়ির জন্যও শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকজনকে বললেন। আর, বিশেষ ক'রে জোর দিলেন কর্ম্মীসংগ্রহের উপর।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে।

আজ আলো জ্বলেনি। তার ওপর মেঘলা অন্ধকার রাত।

একজন দাদার অসুখ-বিসুখ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম খুব জোরে চালান লাগে। ততখানি তাপ সৃষ্টি করতে পারলে তার প্রভাবে সব রোগের জীবাণু মরে যায়।

রাত্রে কর্ণার্জ্জুন নাটক অভিনীত হল রঙ্গন ভিলায়।

৩রা বৈশাখ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৬। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা ও যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা (হালদার) প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা করলেন—যুধিষ্ঠির যে পাশা খেলতে গেলেন, এর কুফল কী হবে শ্রীকৃষ্ণ তো জানতেন, তবে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করলেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি জানেন কোথায় কাকে কখন resist (প্রতিরোধ) করতে হবে বা হবে না। মফিজ পাগল বলত, দুনিয়াটা একটা চাল। যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন চাল নিয়ে চলেন তিনি। আবার, যথেষ্ট আনুগত্য না থাকলে সবাইকে সবসময় অবাঞ্ছিত কাজ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না। বললেও শোনে না। তখন তাকে অনুসরণ ক'রে সময়মত ঠিক করতে হয়।

কর্ণের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি কেউ বিকেন্দ্রিক হয়, আর সে যদি অতিপরাক্রমীও হয় বা গুণবানও হয়, তাহলেও সে down (অধোগামী) হয়ই। সার্থকতার প্রথম তুকই হ'ল ইষ্টস্বার্থী হওয়া, ইষ্টকে নিজের স্বার্থ ক'রে নেওয়া। এত মানুষ আছে, অল্প কয়েকজনের মধ্যে সেই জিনিস যদি থাকে, তাতে কী যে হ'তে পারে বলা যায় না। হনুমান, ওমর, ওসমান, আবুবকর ইত্যাদির মধ্যে ঐ জিনিসটা ছিল। ঐ রকমটা থাকলে দূরদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, বুদ্ধি, চাতুর্য্য, সাহস, বীর্য্য, সব কিছুই বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। যোগেনদা এসে তপোবনের বাস্তব সমস্যাদি সম্পর্কে নানা প্রশ্নাদি করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তপোবন সম্পর্কে পূজনীয় বড়দা, এবং কেষ্টদা, সুশীলদা, যতীনদা ও শরৎদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে যা যা করণীয় করতে আদেশ করলেন।

যোগেনদা—ইষ্টের যে কাজের ভার আমি গ্রহণ করি, সে কাজ যদি আমি ভালভাবে করি তাহলেই কি বোঝা যায় না যে আমার ইষ্টের প্রতি অনুরাগ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কথাই না। আপনার ছেলেটার প্রতি কেমন হয়? তার স্বার্থে আপনি স্বতঃই স্বার্থান্বিত থাকেন, করেনও তেমনতর। একটা feeling (অনুভূতি)-ও থাকে অমনি। এটা এক লহমায়ও হয়, আবার হাজার বছরেও হয় না। আরুণির কথা শুনেছি। তার গুরুর প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। তার জন্য যে কোনও দুঃখবরণ সে অতি সহজ মনে করত। এমনি ক'রেই সে সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল। ঐটেই হল শিক্ষার গোড়ার কথা। আপনার যদি আপনার ইষ্টের প্রতি অমনতর হয়, আর আপনার সংস্পর্শে যদি ছেলেদের মধ্যে ঐ জিনিসটা গজিয়ে ওঠে, তবেই যে কি কাণ্ড হতে পারে বলা যায় না।

শরৎদা—একজন হয়ত আপনার কাছ থেকে allowance (ভাতা) নেয়। প্রয়োজনমত সে কতখানি সেই allowance (ভাতা) sacrifice (ত্যাগ) করতে পারে, সেইটে কি অনুরাগের মাপকাঠি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা হচ্ছে, আপনি কিংবা আর পাঁচজন হয়ত allowance নেন। আজ দিতে পারা যাচ্ছে, নিচ্ছেন। কিন্তু একদিন যদি দিতে পারা না যায়, তাহলে যদি আপনি চ'লে যান, আপনার থাকাটা নির্ভর করে যদি এই টাকার ওপর, তাহলে হবে না। ফলকথা, আপনারা এখানে থাকেন আপনাদের প্রাণের আবেগ নিয়ে। সেই প্রাণই

সৃষ্টি করে যা কিছু। তার ওপর দাঁড়িয়েই মানুষ চলে। কিন্তু অসুবিধা হ'ল বলে মানুষ প্রাণের উৎস ত্যাগ ক'রে চ'লে যায় না। তাতে কোথাও সুবিধা ক'রে উঠতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকজন দাদাকে বলছিলেন—এমন কিছু করবে না যাতে নিজেদের মধ্যে ভাঙন ধরে। অচ্ছেদ্য বন্ধনে বজ্রসূত্রে গেঁথে উঠতে হবে তোমাদের। এমন সংহত হতে হবে যে, লাখো বৃত্রাসুরের আঘাতও তোমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। তোমরা কয় লাখ আছ, কোটি কোটি হয়ে পড়। সুলতান সাহেবের চাটাইয়ের মত দেশের পর দেশ ছেয়ে যাক।

জনৈক ভাই—শ্রেষ্ঠযাজী হওয়ার কথা বলেন, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যেখানে কল্কে পাই কেবল তাদের মধ্যেই যদি আবদ্ধ থাকি, তাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি খোলে না, শক্তি বাড়ে না। শ্রেষ্ঠযাজী হতে গিয়ে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। তখন আমাদের চালচলন, কথাবার্তা, ব্যবহার এমন করা লাগে যাতে তারা মুগ্ধ হয়। এতে আমরাও evolve করি (বিবর্ত্তিত হই), শক্তি বাড়ে। ওদের সংস্রবে সাধারণ যারা আছে, তারাও উন্নত হয়। তাই বলে mass (সাধারণ জনতা)-কে ignore (অবজ্ঞা) করব না।

উক্ত ভাই—আপনার কাছে যখন আসি তখন সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। কিছুদিন পরে আবার তা মুছে যায়। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে সমাধান হ'য়েই আছে। মুছে যায় মানে complex (প্রবৃত্তি) এসে চেপে ধরে। আর, মুছে যাবে কি? তোরা যে পরমপিতারই সন্তান।

একটি দাদা—অনেককে ইষ্টভৃতি ধরানই যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও এমন জিনিস যে কিছুদিন করতে করতেই ঠিক পায়। তখন লোভ এসে যায়। তোমরা দশজনে ভাল ক'রে কর, তোমাদের দেখাদেখি করবে।

মৃগাঙ্কদা (বেরা)—আমি দেখি, আপনি মাঝে মাঝেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয়তো কিছু ভাবি।

মৃগাঙ্কদা—মনে হয়, আমাদের কোন ত্রুটির দরুন আপনার এই দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কী চাই, কী দেখলে সুখী হই তা তো সব জানিসই। আমি ভাবি আমি থাকতে-থাকতে তোদের যদি একটা কিছু ক'রে দিয়ে যেতে পারতাম, তাহ'লে হ'তো। আর তো বুড়ো হ'য়ে গেলাম।

একজন দাদা—আপনি বলেছিলেন, ভাল ক'রে কাজ করতে। কিন্তু তা' তো পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারি না, পারি না বলিস কেন? ওই বলাই পারাটাকে ব্যাহত ক'রে দেয়। করাই লাগবে, পারাই লাগবে। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।'

একটি ভাই—আমি যাজন করতে পারি না তেমন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়েকদিন করতে-করতেই দেখবি ধাঁচ এসে যাবে। যাজন করা মানে তো সৎ কথা বলা, যাতে মানুষের ভাল হয়, সুখ-শান্তি হয়। সেই কথা বলা এত কঠিন কিছু নয়।

একটি দাদা—জীবনে বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাকে ডাক, তাহ'লে দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে চলতে হ'লেও unbalanced (সাম্যহারা) হবে না। আর, শান্তি মানে একটা static (স্থিতিশীল) অবস্থা নয়, কোন অবস্থায় unbalanced (সাম্যহারা) না হওয়াই শান্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে কর্ম্মী-সম্মেলনে বললেন—৮/১০ কোটি দীক্ষিত ক'রে তুলতে পারলে whole India (সারা ভারত) তোমাদের হ'য়ে যাবে। ধীরে ধীরে ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকায়ও ছড়িয়ে পড়তে পারবে।

বেপরোয়াভাবে চলাই ভাল। তোমরা যদি এগিয়ে যাও, তোমাদের পিছনে যারা আছে, তারাও এগিয়ে যাবে। ইঞ্জিন যদি এগিয়ে যায়, গাড়িও এগিয়ে যাবে।

নূতন দীক্ষা চলবেই, পুরোনকে maintain (রক্ষা) ক'রে। দুটো হাতই চালু রাখা লাগবে।

অমূল্যদা (দাস)—পরিবারের কেউ-কেউ অনেকসময় ইষ্টকাজে ব্যাঘাত জন্মায়। সেইসব ক্ষেত্রে অনেকসময় ঝগড়া বেধে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর চাইতে বরং এড়িয়ে যাওয়া ভাল, কিংবা মিষ্টিভাবে নিরোধ করা ভাল। ঝগড়া যত বাড়ান যায়, ততই বেড়ে যাবে। কথায়-কথায় মাথা গরম হবে, তখন আর সামলাতে পারবে না।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১৭।৪।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। অনেকেই কাছে থেকে প্রীতিমধুর সান্নিধ্য উপভোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) পরিবার পরিপালনের জন্য কিছু লোক ঠিক করলেন।

বীরেন মুহুরীদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—যেখানে প্রেম আছে, সেখানেই পরাক্রম আছে। যেখানে পরাক্রম আছে, সেখানেই যোগ্যতা আছে। যেখানে যোগ্যতা আছে, সেখানেই সম্পদ স্বতঃ হয়ে ওঠে। প্রেম আছে অথচ পরাক্রম নেই, তার মানে সেখানে প্রেম নেই।

অনেকে এসেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে private (নিভৃতালাপ) করতে লাগলেন—অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক, ব্যবসাবাণিজ্য, কাজকর্ম্ম, চাকরী-বাকরী, মানসিক

অশান্তি, পারিবারিক গোলমাল, ইষ্টকর্ম্ম, বাড়ীঘর করা, উদ্বাস্তুজীবনের দুর্গতি, মামলা-মোকদ্দমা, ছেলেমেয়ের বিয়ে, ছেলেমেয়ের নামকরণ, নামধ্যান, অনুভূতি, ছেলেমেয়ের অবাধ্যতা ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে।

আজ অনেকেই চ'লে যাচ্ছেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বিষণ্ণভাবে বললেন—এলে ভাল লাগে, গেলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে, ভাল লাগে না, কিছুদিন যায় adjust ক'রে নিতে।

অখিলদা (গাঙ্গুলী) বললেন—আমাদের তো আরও দুরবস্থা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বড় লাগে। তোদের সকলের কষ্ট আমার কষ্টকে multiply (গুণিত) করে। তাই সামলাতে পারি না।

আজকাল আরও বুড়ো হ'য়ে গেছি।

দু'জন নূতন পাঞ্জা নেবার সময় বললেন—৮/১০ কোটি ক'রে ফেলা চাই—খুব লাগ, যায় প্রাণ ফলাহারেই যাক্।

জনৈক ভাইকে wholetime worker (সর্ব্বসময়ের কর্ম্মী) হওয়া সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই শালা কুতুকুতু করিস্—আমি হ'লে দিতাম লাফ। তাতে যায় প্রাণ যাক্। জন্মেছি যখন, মরতেই তো হবে একদিন। আর মরতেই যদি হয়, এমনি মরার থেকে এমনতর কাজে যদি মৃত্যু আসে, সেও ভাল। পেছটানের পিছন ঘুরে-ঘুরে কী লাভ? 'সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি পশ্চাতের কোলাহল হ'তে।

বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুরকে ২৫০ টাকা ক'রে দেবার কথা, কিভাবে দেবে জিজ্ঞাসা করছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা বাড়িয়ে ফেল কোনও একটা oblate (যজমান)-কেও down হ'তে (পড়তে) দেবে না, দেখবে, যত্ন করবে। বামুন মানুষ, ঋত্বিক হ'য়েছ তো খাঁটি ঋত্বিক হও। তখন দেখবে স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি-অবদানেই ২৫০ টাকার উপর পেয়ে যাবে। অবশ্য ঐ প্রত্যাশা নিয়ে কিছু ক'রো না।

একটি ভাই নিজে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য তাঁতে বুনে একখানি কাপড় এনেছেন, সেই কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ কাপড় আমার কাছে লাখ টাকার থেকেও বেশী।

কয়েকজন দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—যদি কোটী-কোটী-তে তোমরা বিস্তারলাভ না কর, তবে জীবনের সুখ কোথায়? খেলাম, দেলাম, হাসলাম, ফড়েমি করলাম, অসুখে ভুগলাম, কষ্ট পেলাম বা একটু আরাম করলাম, এইভাবে চ'লে গেলাম,—জীবন শেষ হ'য়ে গেল, তার মূল্য কী?

বিশুভাই—মাঝে-মাঝে depression (অবসাদ) আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Life (জীবন) তো একটা plain street (সরল রাস্তা) নয়। এটা যেন ঢেউয়ের মত। উঁচুনীচু আছেই। কিন্তু সব তরঙ্গের মধ্যেও স্রোত যদি ঠিক থাকে, তাহ'লে depression (অবসাদ)-এ কিছু করতে পারে না। স্রোত হ'লো ঐ অনুরাগ।

বিশুভাই—আপনি যা' বলেন, তা' না ক'রতে পারলেই depression (অবসাদ) আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Depression (অবসাদ) আসবে কেন? আমি তো তোমাদের চাঁদ ধ'রে দিতেও কই। যা' বলি সেইমতো বিধিমাফিক চলা চাই তো।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। চারিপাশে খুব ভীড়।

একটি ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি রামকৃষ্ণদেবের মতো বর্তমান যুগের যুগাবতার?

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—জবর কথা কইছ। তুমিও যেমন যুগাবতার, আমিও তেমনি যুগাবতার। তুমি যে-যুগে জন্মেছ, আমিও সে-যুগে জন্মেছি। তোমার কিছু আগে এই যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। বেড়ার বাইরে তিন দিক ঘিরে বহুলোক। পর পর অনেকে এসে private (নিভৃতালাপ) করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কতিপয় কর্ম্মীকে বললেন—সংহতি এতখানি হওয়া চাই, যাতে প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষের asset (সম্পদ) হয়। দশ কোটী মানুষ যদি হয়, প্রত্যেকে যেন মনে করতে পারে আমি মানে আমি একা নই। আমি মানে দশ কোটী।

প্রত্যেকটা সৎসঙ্গীকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল, প্রত্যেকেই যেন যাজক হয়। আমি সব সময় আশা ক'রে বসে আছি তোদের পানে। আমি বুড়ো হ'য়ে গেলাম। ভাবি, তোরা কবে মানুষ হবি। এছাড়া আমার আর প্রত্যাশা কী আছে?

একটি দাদা বললেন—আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কি? আমার হৃৎপিণ্ডের আগ্রহ। হৃৎপিণ্ড ধুক্‌ধুক্ করে এ নিয়ে।

আর এক দাদা—যাজন ভাল ক'রে করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের যত আগ্রহ থাকে, অনুরাগ থাকে, বোধ থাকে, যাজন ততই সুন্দর হয়। তাই সংস্কৃত শ্লোক কয় 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং'।

শুধু নিজের ধারণা নিয়োজন করতে গেলে চলবে না। যার সঙ্গে কথা বলছ, তার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি করা লাগে। তার সত্তায় যাতে গেঁথে ওঠে তেমনভাবে পরিবেশন করা লাগে।

সংহতি সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বহু কাঁটা হ'তে পারে। কিন্তু একটা গাছের কাঁটা যদি হয়। তবেই আলাদা আলাদা হয়েও তার মধ্যে মিল থাকে। বলে—আমি যে গাছের কাঁটা, তুই তো সেই গাছের কাঁটা।

একটি দাদা—নামধ্যানের সময় মন যে চঞ্চল হয়। মন সংযত করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি অনুরাগভরে ক'রে যাবে। মনকে যদি জোর ক'রে সংযত করতে চাও, সে আরও তেতে উঠবে। যাই আসুক তুমি উতলা না হ'য়ে ক'রে যাও।

মন তো চঞ্চলই। ওর জন্য ভাবনা কি? Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে কোন চঞ্চলতাই আমাদের অব্যবস্থ করতে পারে না।

একটি উদ্বাস্তু দাদা তাঁর দুঃখকষ্টের কথা জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—আপনি অবতার, আপনি আশীর্বাদ করুন যেন শান্তি পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অবতারও নই, ভগবানও নই। তবে তুমি ভগবানকে ভালবাস, তাঁর পথে চল, মানুষ যাতে শ্রদ্ধা করে তেমনভাবে চল, তবে ভাল হবে।

যতি-আশ্রমে রাত আটটা পনের মিনিটে কর্ম্মীসম্মেলন শুরু হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে। কর্ম্মীরা এসে বসার পর ভক্ত ভাই (ঘোষ) একটি স্বরচিত গান গাইলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—আমরা কোটি কোটি দীক্ষা দেব কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি কর্ম্মীর দল বাড়ান লাগবে, সহকর্ম্মী করা লাগবে। এই ভাবে multiplied (গুণিত) হ'তে হবে। কর্মীদের সাথে সাথে নিজেও move করা (এগোন) লাগবে। প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে যাজী ক'রে তুলতে হবে! তাহ'লে আমরা কোটি-কোটিতে উপনীত হ'তে পারব।

পূজনীয় খেপুদা সাংগঠনিক নিয়মানুবর্ত্তিতা, জনসেবা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা যত সংহত রকমে trained (শিক্ষিত), তারা তত discipline (নিয়মানুবর্ত্তিতা) মানে। আমাদের ঋত্বিকরা সেরকম trained (শিক্ষিত) নয়। সহকর্মী তৈরি ক'রে যজমান ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে service (সেবা) দিতে হয়। কিন্তু ঋত্বিকরা সেভাবে পরিশ্রম করে না। আবার, প্রত্যেকটা centre (কেন্দ্র) প্রত্যেকটা centre-এ যদি interested (আগ্রহী) হয়, তবে হয়। আমরা দল সৃষ্টি করি, কিন্তু সংহতির বুদ্ধি নিয়ে চলি না। আমরা যদি অপরকে সাহায্য, সহযোগিতা না করি, তবে তারাও তা করে না।

কর্ম্মীরা যদি পেছটানের ধান্দা নিয়ে ঘোরে, কাজের চাইতে পরিবারের সুখ-সুবিধার জন্য মানুষের কৃপা ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়, তবে সেইরকমটা চারিয়ে যায়।

আমাদের সঙ্কল্পটাকে সক্রিয় ক'রে তুলতে হবে। প্রথমে হয়তো বছরে পাঁচ লাখ হ'ল, পাঁচ লাখ হয়তো পঁচিশ লাখ হ'ল পরের বছরে। তারপরের বছর পঁচিশ লাখ হয়তো কোটি হ'ল। কোটি হয়তো এক বছরে পাঁচ কোটি হল। তোমরা যজমান ক'রে তাদের সবরকম service (সেবা) দেবে, যোগ্য ক'রে তুলবে। তাদের মামলা-মোকদ্দমা, বাড়ির গোলমাল, অসুখ-বিসুখ, সর্ব্বাবস্থায় service (সেবা) দেবে। মানুষ যেন বুঝতে পারে যে ঋত্বিক থাকা মানে এমনতর একটা মুরব্বী থাকা, যে মানুষের পিছনে সর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াবে।

যেমন করছ, এমনি ক'রে করলে হবে নানে। রোখ ক'রে লাগা লাগবে।

কর্ম্মীদের মধ্যে প্রেমপ্রীতি আছেই! হোকাহুকি ক'রে আবার একসঙ্গে ব'সে রসগোল্লা কিনে খায়। সবই আছে, আপনারা একটু nurture (পোষণ) দিলেই হয়।

যতীনদা (দাস) অস্পৃশ্যকে দীক্ষাদান সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাকে সবাই পেতে পারে। আপনাদের সংস্পর্শে সদাচারী হ'য়ে এরাও উন্নত হবে।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) স্থানীয় মন্দির ও শ্রীমন্দির সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব মন্দিরই শ্রীমন্দির। জায়গায় জায়গায় মন্দির বা সৎসঙ্গ বিহার ঠিক করা ভাল, যাতে লোকে সেখানে meet (সাক্ষাৎ) করতে পারে। সেখান থেকে মানুষকে সবভাবে infuse (উদ্বুদ্ধ) করতে হবে। ধর্ম্ম কী, কৃষ্টি কী, সদাচার কী, বিবাহের নীতি কী, যোগ্যতার অনুশীলন কিভাবে করতে হয়, সেবানুচর্য্যার ভিতর দিয়ে সবাই পারস্পরিকভাবে সম্বন্ধান্বিত হয় কিভাবে ইত্যাদি কথা সেখান থেকে চারাতে হবে। মানুষকে practically educated (বাস্তবভাবে শিক্ষিত) ক'রে তুলতে হবে। তাছাড়া মানুষের জন্য যতখানি যা করা যায় তাও বাস্তবভাবে করতে হবে মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র ক'রে। মন্দির থাকলে ঋত্বিক থাকবে, কর্ম্মী থাকবে, dispensary (চিকিৎসাকেন্দ্র), হাসপাতাল, গবেষণাগার, তপোবনের শাখা ইত্যাদি থাকবে। হয়তো ঐ মন্দিরগুলিই এক একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) বা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাকেন্দ্র হ'য়ে উঠতে পারে।

প্রত্যেকটা সৎসঙ্গীর কাছ থেকে যদি মাসে আট আনা, এক টাকা নিয়ে একটা fund (তহবিল) করতে পার এবং সেই টাকাটা এমনভাবে কাজে লাগাতে পার, যাতে কোন সৎসঙ্গী পড়তে না পারে, তাহ'লে ভাল হয়। কিন্তু এর একটা দোষ আছে। অনেকে আছে টাকা নেওয়ার তালে থাকে, কিছু করে না। এইভাবে যোগ্যতা নষ্ট করে। বহু মানুষ আছে, টাকা পেলে আর দিতে চায় না বা কিছুই করতে চায় না।

কেষ্টদা—একটা সৎসঙ্গ ওয়ার্কার্স সার্ভিস কর্পোরেশন করতে পারলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করা ভাল, কিন্তু fund (তহবিল) উবে না যায়। আমি অনেকবার করেছি! একজনকে হয়তো ব্যবসার জন্য টাকা দেওয়া হ'ল। সে হয়তো টাকা পাওয়ার লোভে ব্যবসা ফেল ক'রে দিল। এরকম করা সত্ত্বেও একজনকেও ছাড়তে পারি না আমি। এখন প্রত্যেকের যোগ্যতা বাড়াতে পারেন কিনা দেখেন। তার জন্য রাখাল লাগে। সেইজন্যই তো ঐ চল্লিশ জনের কথা বলি।

৫ই বৈশাখ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৮। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রম প্রাঙ্গণে আসীন। যতিবৃন্দ, হিরণ্ময়দা (মুন্সী), লালমোহনদা (দাস), দীনবন্ধু ভাই (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

হিরণ্ময়দা ইসলাম সম্পর্কে 'মায়াজ্জিন' বলে একটি বই লিখেছেন, সেই বইটা এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সানন্দে বইখানি গ্রহণ করলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি হিরণ্ময়দাকে বিশেষভাবে বললেন scientific ও rational wayতে (বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গতভাবে) ইসলামকে explain করে (ব্যাখ্যা ক'রে) বই লিখতে।

লালমোহনদা—আমাদের প্রত্যেকের বৃত্তিগুলির সমাবেশ কি স্বতন্ত্র? এই বৃত্তিগুলির সমাবেশ নির্ভর করে কিসের উপর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেভাব নিয়ে গত হয়েছ, তখন যেমনতর সমাবেশ ছিল, তেমনতর সমাবেশ হবে। সেটাকে যদি নাও মান, জন্মমুহূর্তে তোমার বাবা-মার tuning (সঙ্গতি) যেমন, তোমার setting (সমাবেশ)-ও হবে তেমনতর।

অনিলদা (সরকার)—তাহ'লে তো এটা পূর্ব্বনির্ধারিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ঐ নিয়ে এলে, কিন্তু ঐটের 'পর দাঁড়িয়ে তুমি এগুতে পার অনেকখানি।

শরৎদা—Free will (স্বাধীন ইচ্ছা) বলে জিনিসও তো আছে, না সবই determined (পূর্ব্বনির্ধারিত)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Determined (নির্ধারিত) হয় psycho-physical form (শারীর-মানস গঠন)-টা। প্রত্যেকের মধ্যে সম্ভাব্যতা থাকে অনেকখানি। সেই সম্ভাব্যতা কোন্ পথে সেটাও ঠিক পাওয়া যায়, free will (স্বাধীন ইচ্ছা) খাটিয়ে সেই পথে এগিয়ে যেতে পার।

লালমোহনদা—তাহ'লে ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুণ নিয়ে জন্মে তুমিও গুণিত হ'তে পার। তোমার হয়তো scientific, artistic বা literary trend (বৈজ্ঞানিক, শিল্পসম্মত বা সাহিত্যিক ধাঁচ) আছে, সেইদিকে তুমি সাধনার ভিতর দিয়ে উন্নতি করতে পার। একেবারে determined (নির্ধারিত) হ'য়ে গেলে possibility (সম্ভাব্যতা) ব'লে কিছু থাকে না। তুমি যা', তার উপর দাঁড়িয়ে আরও হ'তে পার। স্বস্থ, সুসঙ্গত জৈবী-সংস্থিতি হ'লে উন্নতির পথ এন্তার খোলা থাকে। অব্যবস্থ হ'লে হয় না। প্রতিলোমে একটা case-ও দেখতে পাবে না যে সুসঙ্গতভাবে উন্নতি করতে পারে।

দীনবন্ধু ভাই (ঘোষ)—প্রতিলোমে যদি স্ত্রীর শ্রদ্ধা থাকে, তাহ'লেও কি ভাল হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধা কোনক্ষেত্রেই থাকে কিনা সন্দেহ। Weak positive ও strong negative-এর (দুর্বল ঋজী ও বলবান রিচীর) combination-এ (সংযোগে) negative positive-এর মতো কাজ করে। আর, positive করে negative-এর কাজ। প্রতিলোম-সংমিশ্রণে মেয়ে superior (উন্নততর) হওয়ায় মেয়ের বংশের তপবীজপ্রভাবজাত established cultural heredity-র (প্রতিষ্ঠিত কৃষ্টিগত

বংশধারার) charge (ভরণ) positive-এর মত কাজ করতে থাকে। তখন sperm-এর (বীজের) property (সম্পদ) টেনে খুলে এনে ওকে অনেকখানি নষ্ট ক'রে দেয়। তখন পুরুষ যদিও positive (ঋজী), তবুও সে দুর্ব্বল বলে negative (রিচী)-এর মত কাজ করে। ওই যে টেনে নেয়, নিয়ে যেন আলাদা একটা উপগ্রহের সৃষ্টি করে। তাতে double personality-র মত (দ্বৈত ব্যক্তিত্বের) মত হবে। স্বাস্থ্যও অমনতর হবে, বোধিও উন্নত হবে না, সঙ্গতি থাকবে না। এর অন্যথা হবার উপায় নেই। বেদ বিজ্ঞানেরই বাহন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন।

বদ্রীদাসের বাড়ীওয়ালা আরও ভদ্রলোকসহ আসলেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাঁরা একবার শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলকাতায় ঐ বাড়ীতে যাবার জন্য বললেন।

খানিকটা পরে ওঁরা বিদায় নিলেন।

এরপর একটি দাদা এসে বললেন—আমার অনেকগুলি প্রশ্ন ছিল, কিন্তু দাদাদের আলোচনার ভিতর-দিয়ে সেগুলির সমাধান হয়ে গিয়েছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যাতে আমার অন্তরের ভালবাসা দিয়ে সকলকে জাগিয়ে আপনার দিকে নিয়ে যেতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর, খুব কর। সেই আমার সার্থকতা।

আর একটি দাদা—ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের বংশে যারা জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে, তাদের সবাইয়ের যেন ইষ্টে মতিগতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত নির্ভর করে তোমার ইষ্টপ্রাণতার উপরে—সেটা আবার হওয়া চাই হাতে-কলমে, কাজে, বাস্তবে।

৬ই বৈশাখ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৯। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। যতিবৃন্দ, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), দীনবন্ধুভাই (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

প্রসঙ্গতঃ, শরৎদা প্রশ্ন করলেন—আপনি যে শাসন-সংস্থার কথা বলেছেন, সেটা কি রাজা বা পুরোধ্যায়ী একক চালাবে না সপারিষদ? আর, পরিষদ যদি থাকে, তার সঙ্গে রাজা বা পুরোধ্যায়ীর কি প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ একজন মানুষ ওঠে এবং তার আবার hands (সহকারী)-ও তদনুপাতিক জোটে। তার মধ্যে দিয়ে একটা সংস্থা গড়ে ওঠে। মাথা যে, সে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সেখানে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়। সম্বন্ধ হল inter-dependence-এর (পারস্পরিক নির্ভরশীলতার)। তবে heart-lungs (হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস) চলে brain (মস্তিষ্ক)-এর নির্দ্দেশে এবং সেটা তাদের পক্ষে

আনন্দের। আবার, heart-lungs (হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস) ইত্যাদির co-operation (সহযোগিতা) ছাড়া brain (মস্তিষ্ক)-ও চলে না।

যতীনদা (দাস)—অনেকের সান্নিধ্যেই আমরা কোনও freedom (স্বাধীনতা) feel করি না (অনুভব করি না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যতদিন আছি, মানুষের individual attitude (ব্যক্তিগতভাব), প্রভুত্ববুদ্ধি, যার যাই থাক, কাউকে affected (ক্ষতিগ্রস্ত) করতে পারবে না। প্রভুত্ববুদ্ধি মানেই inferiority (হীনম্মন্যতা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতিবৃন্দকে বিশেষ করে বললেন—৮/১০ কোটি দীক্ষা বাস্তবায়িত করার জন্য। সক্রিয় হয়ে প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী ও কর্ম্মীকে অনুপ্রেরণা দেবার কথাও বললেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সঙ্গতিহীন হলে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। যে যত বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ইষ্টানুগ সঙ্গতি নিয়ে চলতে পারবে, তার ব্যক্তিত্বও তত সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

জনার্দ্দনদা এক-একটা কর্ম্মসূচী সমাধা ক'রে আর একটায় হাত দেবার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বরাবর বুদ্ধি একসঙ্গে কুড়িটা কাজ শুরু ক'রে দিই এবং যখন যেটা যতখানি পারি push দিই (এগিয়ে দিই)। Simultaneously (একই সঙ্গে) সবগুলি নিয়েই এগিয়ে চলি। অতখানি না হলে যেন আমার load (ভার) ঠিক হয় না, এগুতে পারি না।

কর্ম্মীদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে কেউ-কেউ কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Flaw (ভুল) জিনিসটা আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই fulfilment (পরিপূরণ)। সব-কিছুকে overcome ও adjust (অতিক্রম ও নিয়ন্ত্রণ) করাই আমাদের কাজ।

জনার্দ্দনদা—বক্তৃতা বেশী সময় দেওয়া ভাল, না কম সময় দেওয়া ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে জায়গা বুঝে। বিশিষ্ট সম্প্রদায় যদি বেশী না থাকে, সেখানে দার্শনিকভাবে এগুলে ভাল হয় না। কতকগুলি suggestive words (ইঙ্গিতময় কথা) এমনভাবে বলতে হয়, যাতে সাধারণ মানুষের মাথায় ধরে।

বক্তৃতা-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুকেন্দ্রিক হলে মানুষের বক্তৃতা অন্তর্ভেদী হয়ে ওঠে। বলাটা হওয়া চাই সত্তার বিচ্ছুরণ। সেটা মানুষের মনে যত concentrated (কেন্দ্রীভূত) হবে, তত তেমনতর তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। আগ্রহ-উন্মাদনা যত গভীর হয়, তত মানুষের মনকে স্পর্শ করে।

দীনবন্ধু ভাই—Audience (শ্রোতৃবৃন্দ)-এর মানসিকতাটা study করতে (বুঝতে) হবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Psychology (মনস্তত্ত্ব) যদি বুঝতে পার, সে তো ভালই। কিন্তু complex (প্রবৃত্তি)-গুলির একটা co-related thread (যোগসূত্র) বের ক'রে যদি বলতে পার, তাহলেই ভাল হয়। কারণ, complex (প্রবৃত্তি) ছাড়া মানুষ নেই।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। বলছিলেন—আমি তোমাদের science (বিজ্ঞান) পড়তে বলি এইজন্য, যাতে যে কোনও science (বিজ্ঞান)-এর মানুষকে তোমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানের গভীরতা দিয়ে মুগ্ধ করতে পার। পারব না, বুঝব না, এমনতর inferiority (হীনম্মন্যতা) যেন না থাকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Attachment (অনুরাগ)-এর ভিতর-দিয়ে যে বোধিগুলি piled up (মিলিত) হয়, সেগুলি অনেকটা সুসঙ্গত হয়ে ওঠে। সেইজন্য মাতৃভক্ত যারা তাদের চরিত্রে একটি সঙ্গতি দেখা যায়।

Ego-তে (অহং) আঘাত লাগে, তারপর আবার তা recoup (ক্ষতিপূরণ) করে। এই recoup করে বা make up করে, তার মানে অতখানি gain (লাভ) করে। ঠাকুর মানে যিনি ঠক্কর দেন। ঠক্কর খেয়েও মানুষ adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে out of loving attachment (প্রীতিপূর্ণ অনুরাগের ভিতর দিয়ে)। এমনি ক'রে ছাড়া হয় না। বনে-জঙ্গলে হয় না। বনে-জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকলাম, তাতে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয় না।

পরে কলকাতা থেকে একজন দীক্ষিত দাদা এসে বললেন—আমার বৃহৎ পরিবার। কেমন করে চললে শান্তিতে থাকতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম সদ্‌গুরু দরকার। সদ্‌গুরুই ইষ্ট। ইষ্টার্থপরায়ণ হয়ে চলা লাগে। দেখা লাগে আমার প্রত্যেকটা কাজ ইষ্টার্থ-উপচয়ী কিনা। তখন মন সব সময় ইষ্টকেন্দ্রিক হয়ে চলে। তাতে মন বিচ্ছিন্ন হয় না, ছিটিয়ে যায় না। একমুখী হয়। Unbalanced (সাম্যহারা) হয় না। ঐ অবস্থায় আসে শান্তি। শান্তি মানে যে মন মরে যায় তা নয়। মন আরও তাজা হয়।

৭ই বৈশাখ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২০। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে বসে তিনখানি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

খুকি!

তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি।

আশা করি এতদিনে তোমাদের ওখানে রাঁধুনি বামুন জোগাড় হয়েছে।

তোমার শরীর এখন কেমন জানিও। খুব সাবধানে থেকো। তোতা, মঞ্জুর জ্বর হয়েছিল। এখন তারা কেমন আছে জানলে সুখী হব। শান্তু, কানু, ভাল আছে তো? শান্তু আজকাল কী করছে?

বাদলের বাড়ীর সব ও হরিদাস ভাল আছে। খেপুও ভাল আছে। অন্যান্য সবাই এক প্রকার।

আমার নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও 'রাধাস্বামী' নিও।

ইতি আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

কল্যাণবরেষু,

কানু!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম।

তুমি আজকাল ভাল আছ জেনে আনন্দিত হলাম। প্রার্থনা তাঁর চরণে, তোমরা সুস্থ শরীরে সুখে সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক। শান্তু আজকাল কী করছে জানিও। এখানকার সবার কুশল জেনো।

আমার নববর্ষের আন্তরিক আশিস ও 'রাধাস্বামী' নিও।

ইতি আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'জ্যাঠামশাই'

কল্যাণীয়াসু,

তোতা!

লক্ষ্মী মা আমার। তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম।

তোমরা আমার নববর্ষের আন্তরিক আশিস ও 'রাধাস্বামী' জেনো।

এখানকার সবাই মোটামুটি ভাল আছে।

তোমাদের কুশল পেলে সুখী হব।

ইতি আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

কথায় কথায় নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একবার আমি অতুলের সঙ্গে স্টিমারে যাচ্ছিলাম। অতুল আমাকে স্টিমারের মধ্যে বললো যে, সে একটা uncheked টিকিট আমার জন্য যোগাড় ক'রে এনেছে। তাতে কারও ধরবার জো নেই। তখন আমি যেন অস্থির হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল স্টিমার থেকে দিই লাফ। নিজেকে আমি যেন কিছুতেই সামলাতে পারি না। সে যে কী যন্ত্রণা হচ্ছিল কী বলব? আমার আভিজাত্যের পক্ষেই যেন অপমানজনক লাগতে লাগল। তখন গন্তব্যস্থলে এসে জরিমানা সমেত পয়সা দিয়ে তারপর যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। তিনদিক ঘিরে বহু দাদা ও মায়েরা বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার একটা লাইন সম্বন্ধে যার বুঝ আছে, সে সব কথাই বলতে পারবে। মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসবে। যত কথাই কইছি, একটা কথাই কইছি।

আজ মেন্টু ভাই (বসু) ও মদনদা (দাস) রমণদার (সাহা) মার সঙ্গে রহস্যাদি করছিলেন। রমণদার মা ক্ষিপ্ত হ'য়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে অভিযোগ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৃত্রিম ক্রোধভরে মদনদাকে বকলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে বললেন—দিদিমা হ'লে নাতিপুতি থাকলে তারা একটু ঠাট্টা করে, তুমি চটো কেন? তাতেই তো পেয়ে বসে।

রমণদার মা আরও অনুযোগ করতে লাগলেন।

হাসতে-হাসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার হয়েছে—'ক্ষেপিস তো ক্ষ্যাপ্, নয়তো তোর পোঁদে ছ্যাপ্'—তাই তো অমন করে।

কাছে যাঁরা ছিলেন, সবাই হেসে উঠলেন।

রমণদার মা তবুও মদনদার সম্বন্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! না! মদন বড় মধুর ছেলে। তুমি ওর সঙ্গে মিশে দেখো। ও খুব ভাল। তুমি তো ওকে জানো না।

এরপর একটু ফাঁকে গিয়ে আবার ওরা জটলা ক'রে সকলের হাসির খোরাক জোটাতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। ময়মনসিংহের কয়েকজন কর্ম্মী কর্ম্মক্ষেত্রে রওনা হবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা সেখানে কিভাবে চলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখো যেন বেফাঁস কিছু না হয়। এমনভাবে চলবে যাতে ওদের খুব confidence (বিশ্বাস) থাকে তোমাদের উপর। কথা খুব হিসেব ক'রে বলতে হয়। বলতে হয় আমরা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান জানি না। আমরা বুঝি prophet আছেন যাঁরা

তাদের মানা, ঈশ্বরের পথে চলা। আমরা রসুল, ঈশা সকলকেই মানি। রসুল পূর্ব্ববর্ত্তীদের স্বীকার করেছেন। আমরা জানি তিনি তাঁরই দূত। এঁদের বাণী আমরা যত অনুসরণ ক'রে চলতে পারব, ততই সার্থক হ'য়ে উঠব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে বেড়াতে বেরিয়ে রোহিণী রোডের পাশে যেখানে বসেন, সেখানে এসে বসলেন। রাস্তায় আসতে-আসতে বললেন—বাংলার গ্রামের মধ্যের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তাগুলি দেখতে কেমন সুন্দর। প্রথম যখন ইলেক্ট্রিক লাইট এলো আশ্রমে, তখন রাত্রে সেই সব জায়গাগুলি দেখে যেন মনে হ'তো স্বপ্নসুন্দরী।

শ্রীশ্রীঠাকুর এসে যখন বসলেন, তখন সূর্য অস্ত যায়। জনার্দ্দনদা (মুখার্জ্জী), প্যারীদা (নন্দী), নিখিল (ঘোষ), মেন্টু ভাই (বসু), প্রফুল্ল প্রমুখ সঙ্গে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আট/দশ কোটী দীক্ষার কথা বলছিলেন। হঠাৎ সেখান থেকে স্পেন্সারদার দিকে লক্ষ্য পড়লো। স্পেন্সারদা খানিকটা দূরে একটা পাথরের উপর ভজনের ভঙ্গীতে বসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে বললেন—স্পেন্সার কেমন সুন্দর জায়গাটায় বসেছে।

এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ উঠে চুপি-চুপি সেইদিকে হেঁটে গেলেন।

কাছে যেতেই স্পেন্সারদা টের পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদার কাছে গিয়ে সেই পাথরের উপর নিজে বসলেন। ব'সে স্পেনসারদাকেও নিজের কাছে বসালেন। স্পেন্সারদা একটু সরে বসেছিলেন। তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে নিজের কাছে টেনে আনলেন। স্পেন্সারদাও হাত দু'খানি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জড়িয়ে ধরলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাকে পরম স্নেহভরে চুমু খেতে লাগলেন। সে-দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল স্বর্গ যেন পৃথিবীতে নেমে এসেছ। সেই স্বপ্নরঙিন আনন্দঘন দিব্যলীলা দেখবার জন্য খানিকটা দূরে ক্রমেই ভীড় জমে উঠতে লাগল। দূরে যাঁরা ছিলেন, সকলেরই চোখ ছলছল করে উঠল। তারপর পরস্পর এইভাবে পরস্পরের মাজা জড়িয়ে ধরে বসে গল্প-সল্প করতে লাগলেন। ভক্ত-ভগবানে এমন মিলন বুঝি আর হয় না। স্পেন্সারদা আনন্দ ও আবেগের আতিশয্যে কাঁদছিলেন বলে মনে হল। খানিকটা পরে স্পেন্সারদা ইংরেজীতে একটা গানের কলি গাইতে লাগলেন। এইভাবে বেশ কিছু সময় কাটল। ক্রমেই কৃষ্ণা একাদশীর আঁধার ঘনিয়ে এল। শ্রীশ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে উঠে স্পেন্সারদার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে জাপটে ধরে ধীরে ধীরে নিজের জায়গায় আসলেন। আসবার সময় স্পেন্সারদাকে দেখে মনে হচ্ছিল আশিস-অভিষিক্ত সর্ব্বগ্লানিমুক্ত চিরপবিত্র দেবদূতের মতো। আর, পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে মনে হচ্ছিল হাত ধরে তোলবার পরমপথের সাথীয়া।

নিজের জায়গায় এসে শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে বললেন—আমি বসি!

স্পেন্সারদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে বড় পিড়িতে বসতে ইঙ্গিত করে নিজে চেয়ারে বসলেন। বসতে-বসতেই বললেন—'স্পেন্সার একটা বাংলা গান গাও। তারপর নিজে থেকেই বললেন—'আর্য্য ভারতবর্ষ আমার' গাও।

স্পেন্সারদা দুই-এক লাইন গাইলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—'ভারতবর্ষের জায়গায় বিশ্ববর্ষ হয় না?' এই নিয়ে কথা চলতে লাগল। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব করতে উঠলেন। প্রস্রাব ক'রে ফিরে স্পেন্সারদাকে বললেন—তোমার লো ব্লাড প্রেসার নেই তো?

এই বলে প্যারীদার সঙ্গে স্পেন্সারদাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁকে দেখবার জন্য। খানিকটা বাদে স্পেন্সারদা ফিরে এলেন প্যারীদা-সহ। প্যারীদা রিপোর্ট দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী ওষুধ দিতে হবে?

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মানুষের মন যখন বালকোচিত থাকে, তখন খুব enjoy (উপভোগ) করে। কিন্তু বালকভাবের সঙ্গে গাম্ভীর্য্য যখন আসে, তখন feel (অনুভব) করে বেশী। কিন্তু enjoyment (আনন্দ) বোধহয় অতোখানি থাকে না। ছেলেমানুষি রকম যখন থাকে, তখন সে এটা করে, ওটা করে। কতরকমে দুনিয়াটাকে enjoy করতে চায় (উপভোগ করতে চায়)।

কে একজন অন্ধকারে গেছেন, সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—ওর হাতে আলো আছে তো? অন্ধকার রাত। এই সময় বড় সাপকোপ, বিছে ইত্যাদি বেরোয়।

৮ই বৈশাখ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২১। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

Absolute (চরম) সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যেমন তুমি। তুমি একটা তত্ত্বের অভিব্যক্তি। অর্থাৎ, যা' যা' দিয়ে তুমি, তারই অভিব্যক্তি তুমি। তত্ত্ব বলতে আমি বুঝি তাহাত্ব। যা' যা' দিয়ে যা' যেমন, সেই জিনিসটি। তত্ত্বের পিছনেও আবার তত্ত্ব আছে। অর্থাৎ, তত্ত্বের পিছনে আছে যা' যা' দিয়ে ঐ তত্ত্ব সংঘটিত হয়েছে তা। এইভাবে যেতে যেতে সেই একে পৌছান যায়। তাকেই বলা যায় Absolute (চরম)। তাঁকে entity (সত্তা) হিসাবে ছাড়া ভাবতে পারি না। তখন আসে সেই পুরুষ 'গোপবেশ বেণুকর, নব-কিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ'। Absolute-এ (চরমে) reach করার (পৌছানর) বুদ্ধি সকলেরই আছে অল্পবিস্তর। একটা পোকা-মাকড় থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় যা' কিছুর মধ্যে দেখতে পাবে আরও-আরও হওয়ার বুদ্ধি। ঐটেই হল

becoming (বিবৰ্দ্ধন)-এর urge (আকূতি)। আনন্দ জিনিসটাও ঐ। সত্তা চায় অন্য সত্তাকে ধরতে। তার ভিতর দিয়ে ঐ-ই চায়।

যতীনদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যিনি সর্ব্বতোভাবে আমার মঙ্গল করেন, তিনিই আমার ইষ্ট। গুরু মানে যিনি শ্রেয়তে, শ্রেষ্ঠে বা উচ্চে উদ্যত বা নিয়োজিত ক'রে তোলেন।

৯ই বৈশাখ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২২।৪।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), দীনবন্ধুভাই (ঘোষ), পরেশভাই (ভোরা) প্রমুখ অনেকে ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরাক্রম-অভিভূত দাসসুলভ মানসিকতা যাদের, তারা অন্যেরটাকে কাজে লাগিয়ে পুষ্টি আহরণ করতে পারে না। বরং নিজত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে তাই-ই হয়ে যেতে চায়।

পরেশ ভাইকে বলছিলেন—খুব ক'রে দীক্ষা দাও। চাণক্য যেমন বলেছিলেন—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সারা দেশময় ত্রস্ত একটা শান্তি বিরাজ করছে, তেমনি করে তোল। ত্রস্ত শান্তির জায়গায় আমি বলি স্বতঃশান্তি।

প্রিয়নাথদাকে (সেনশর্ম্মা) বলেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের দোষ, ঘাটতি, প্রভুত্বলাভ—এ সব আছেই। কিন্তু সেগুলিকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারিস তবেই তো হয়। দুনিয়ার লোক যা' করছে, তোরাও তাই ক'রে চলেছিস। কিন্তু সব ব্যতিক্রমের সু-সামঞ্জস্য সংহতির পথে চলতে পারছিস না।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খাবার সময় পঞ্চদেবতাকে দিয়ে, তারপর বাবা, মা, পিতৃপুরুষ, আবার সৎসঙ্গের যারা ছিল, সৎসঙ্গের বাইরে যারা ছিল, সকলের কথা স্মরণ ক'রে নিবেদন করি। যেদিন কোন কারণে ভুল হয়ে যায়, সেদিন বড়ই খারাপ লাগে। খেতেই পারি না। ভাতটাত বদলে দিতে হয়।

পিতৃতর্পণের ভিতর দিয়ে আমাদের latent possibility-(সুপ্ত সম্ভাব্যতা)-টা unfolded (বিকশিত) হ'তে থাকে।

যে ism (বাদ)-এর ভিতর দিয়েই হোক, আমাদের স্বাভাবিক রকমটা যদি খানিকটা ফুটে না ওঠে, তাহলে কিছুতেই আমাদের ভাল হয় না। আর, কথঞ্চিৎও যদি আয়ত্ত হয়, তাহ'লে বিরাট সম্ভাবনা আছে।

বেশ খানিকটা পরে জনার্দ্দনদা প্রশ্ন করলেন—ভবিষ্যৎ জগৎ সম্বন্ধে আপনার চোখে একটা ছবি ভেসে ওঠে তো? সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মধ্যে একটা 'যদি' আছে। কিছু করতে গেলেই কতকগুলি উপকরণের বিন্যাস চাই। উপকরণের তেমনতর সমাবেশ না হ'লে হয় না।

জনার্দ্দনদা—যদি না করতে পারি, তবে কি দেশ ধ্বংসের পথে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্বংসপ্রীতি এখনও যে আমাদের আছে, তার নিরাকরণের জন্যই চাই উপকরণের বিহিত বিন্যাস।

জনার্দ্দনদা—বিহিত বিন্যাস যদি না করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা যদি না করতে পারি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে কিছু থাকবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতিবৃন্দ প্রমুখ অনেকে আছেন।

গোত্র ও জাতি-তত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা হচ্ছিল।

কেষ্টদা বললেন—ঠিক সূত্রটি আবিষ্কার করা খুব কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আশা হয়, পারা যাবে। তবে খুব খাটা লাগবে।

১০ই বৈশাখ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৩। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), পরেশদা (মুখোপাধ্যায়), নিখিল প্রমুখ কাছে আছেন।

পরেশদা—রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ভক্ত, ভগবান, ভাগবত—তিন এক। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশিত্বের স্ফুরণ হয়, ভক্তির ভিতর দিয়ে। পরিশুদ্ধ ভক্তি যেখানে সে-ই ভাগবত মানুষ হয়ে পড়ে। ভাগবত মানুষই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হয়ে ওঠে। আর, ভাগবত মানুষের বচনই ভাগবত গ্রন্থ। ভক্তের ভিতর দিয়ে ভগবানের উন্মেষ হয় এবং ভগবানের বাণীই ভাগবত। ভগবান যিনি, তিনি ভক্তও, এই হিসাবে তিন এক।

পূজনীয়া ছোটমার ঘরে কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বোধির উপর impulse (সাড়া) পড়ে তা থেকে হয় ভাব। এই ভাবচেতনাকেই আমরা কই মন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। অনেকে আছেন।

একজন বিহারী সন্ন্যাসী ভাই বলছিলেন—আমি ঈশ্বরলাভ করতে চাই। কিভাবে চলা লাগবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা গ্রহণ ক'রে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি পালন ক'রে চল। আর, মানুষের ভিতর, হিন্দু সমাজের ভিতর, বিশেষ করে আমাদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির বাণী চারিয়ে তাদের ইষ্টে সুসংহত ক'রে তোল, নিষ্ঠাবান ক'রে তোল, যাতে নানা ism (বাদ)-এ তারা ভেসে না যায়। পুরুষ-নারী স্ববৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে উদ্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে

ওঠে। ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মানুষের ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপিত করে লোককল্যাণে ব্রতী হওয়াই সন্ন্যাস। আমরা যদি ইষ্টপ্রাণ কর্ম্মের ভিতর দিয়ে না অগ্রসর হই, তাহলে আমাদের বোধি বিকশিত হয় না, প্রবৃত্তি সুনিয়ন্ত্রিত হয় না, ব্যক্তিত্বও সংহত হ'য়ে ওঠে না। আমরা বিচ্ছিন্ন ও স্তিমিত হ'য়ে পড়ি। তাছাড়া, পরিবেশকে সুকেন্দ্রিক ও সুবিন্যস্ত ক'রে তুলতে না পারলে ধর্ম্মের ভিত্তিও পাকা হয় না।

শরৎদা (হালদার)—একটা ভাল soul (আত্মা) যেখানে আসে, সেখানে তো বুঝতে হবে পিতামাতার ভিতর সুষ্ঠু অনুরাগ বর্তমান। তা সত্ত্বেও অনেক ভাল soul (আত্মা) স্বল্পায়ু হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আয়ু নির্ভর করে prenatal potency-র (মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ক্ষমতার) উপর। Potency (ক্ষমতা) যত বেশী হয়, power of resistance (প্রতিরোধ ক্ষমতা) তত বেশী হয়। পিতামাতা উভয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ সঙ্গতির উপর আবার ঐ potency (ক্ষমতা) নির্ভর করে। স্বামী-স্ত্রীর tuning-এর (সঙ্গতির) ভিতর-দিয়ে একটা উচ্চস্তরে হয়ত পৌঁছতে পারে। কিন্তু সেটা হয়ত short wave (ক্ষীণতরঙ্গ) -ওয়ালা, দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাতে যে soul (আত্মা) প্রবেশ করে, সে ওই রকম স্বল্পায়ু হয়।

ননীদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক, জল, সুপারী ইত্যাদি দিচ্ছিলেন। প্যারীদা আসার পর তিনি প্যারীদার সাহায্য চাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন, যা একা পারা যায়, তা দু'জনে করা ভাল নয়, ওতে যোগ্যতা কমে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্পেন্সারদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষ যদি Aeroplane (উড়োজাহাজ)-এ করে খুব উঁচুতে ওড়ে, যেখানে পারিবেশিক সঙ্ঘাত বলে কিছু থাকে না, সেখানে তার কেমন হয়?

স্পেন্সারদা—সে নীচে পড়ে যাবার ভয় অনুভব করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘাড় নেড়ে অনুমোদন করলেন।

স্পেন্সারদা—সন্ন্যাসীদের কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাসীদের যে পরিবেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, তা' নয়। তবে সেই সন্ন্যাসীরাই ভাল, যারা কাজের ভিতর-দিয়ে devotional life (উৎসর্গীকৃত জীবন) নিয়ে চলে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার স্পেন্সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা পরিবেশের সবই যদি সমান হয় তাহলে কী হত?

স্পেন্সারদা—Same effect (সমক্রিয়া) হত।

প্রফুল্ল—কোন effect (ক্রিয়া) হ'ত না, এ কথাও বলা চলে। গুণ-বৈষম্য ও পার্থক্য বলে পরিবেশের মধ্যে কিছু না থাকলে, মানুষ তা' বোধ করতে পারে কিনা সন্দেহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Blunt intelligence (ভোঁতা বুদ্ধি) হয়।

পরে একটি দাদাকে বলছিলেন—বাধা-বিঘ্নের ভিতর-দিয়েই মানুষ বড় হয়, যদি adjust (নিয়ন্ত্রিত) করে চলতে পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। যতিবৃন্দ, প্রফুল্ল প্রভৃতি আছেন।

ননীদা (চক্রবর্তী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন, মার্কসীয় দর্শন সৃষ্টির মূলগত অসঙ্গতি আলোচনা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসঙ্গতি যদি খুঁজে বেড়াই, তা'হলে disintegration (অসংহতি) ছাড়া পথ নেই। আর আপাত অসঙ্গতির মধ্যে যদি সঙ্গতি খুঁজে বের করতে পারি, তবে সৃষ্টির যা কিছুর সঙ্গে integrated (সংহত) হতে পারি।

অর্থনীতি-সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আর্থিক মানে জীবনের অর্থ। কেমন করে বাঁচতে হবে, কেমন করে বাড়তে হবে, এই hankering (ইচ্ছা) থেকে আসে economic arrangement (অর্থনৈতিক ব্যবস্থা)। তাই, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি যদি না থাকে, সে-অর্থনীতির মূল্য কী?

অর্থনীতির আদিম জিনিস হ'ল hankering of life and growth (বাঁচাবাড়ার আকাঙ্ক্ষা)। ঐ দিয়েই এলো সঙ্গতি, বাঁচাবাড়ার পক্ষে কে কার পরিপোষক, সহায়ক বা অপরিপোষক, এই দিয়ে হলো ভাগ। সাপের গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে মিত্রতা, মানুষের সঙ্গে বিরোধ। পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে কিনা, সেইটেই দেখতে হবে। সাপের বিষ থেকে কত ওষুধ তৈরি হয়। সাপ নিয়ে বেদেরা খেলে, বাঘ নিয়ে সার্কাস দেখায়। উল্টো যারা তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধল, এই বিরোধের ভিতর-দিয়ে intelligence (বুদ্ধি) grow করতে (বাড়তে) লাগল। এর sublimation-এ (ভূমায়িতিতে) মানুষ বোধ করে যে বস্তু শুধু বস্তু নয়। তার পিছনে আছে সম্বেগ। তা থেকে এলো অধ্যাত্মবাদ। তা অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতি খুঁজতে লাগলো।

Ism (বাদ) যাই হোক আর যেমনই হোক, সঙ্গতি খোঁজাই মূল কথা। বস্তুর পিছনে যদি সম্বেগ না থাকত তবে evolution (বিবর্তন) থাকত না। Evolution (বিবর্তন) থাকত না বলে devolution (অধঃপতন)-ও থাকত না।

প্রফুল্ল—কম্যুনিষ্টরা বলে, পৃথিবীর ইতিহাস মানে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Survival for the fittest মানে আমি বুঝি যোগ্যই বাঁচে। যোগ্য সেই যে যতকে যোগ্য ক'রে তুলতে পারে।

Environment (পরিবেশ)-এর impulse (সাড়া) থেকে আমরা যত আমাদের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক সুসঙ্গত পুষ্টি সংগ্রহ করি, ততই আমরা বেড়ে উঠি। আমার যদি

environment (পরিবেশ) বলে কিছু না থাকে, কোন impulse (সাড়া)-ই যদি না পাই, তবে consciousness (চেতনা) collapse ক'রে যাবে (বিনষ্ট হয়ে যাবে)। আমি পাগল হয়ে যাব।

বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। তবে বৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বের করে, তার মধ্যে একতাকে উদ্‌ঘাটন করতে হবে। তা না হ'য়ে যদি বিচিত্রের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তাতে কেউ লাভবান হবে না।

পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বস্তুর বাস্তবতা যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে বাদ দিয়ে বস্তুর বস্তুত্বের কোন দাম নেই। ১, ২, ৩, ৪-এর যোগফল ও ৪, ৩, ২, ১-এর যোগফল একই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

একটি মুসলমান ভাই এসে বললেন—আমি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি, মুক্তি পাব কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানের দিকে মন দাও, খোদাকে ডাক; রসুলকে ভালবাস, রসুলকে ভালবাসতে হলে সব রসুলকেই ভালবাসা লাগে।

শরৎদা—কম্যুনিস্টরা বলে, বস্তুই মুখ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বস্তুর সাথে বস্তুর দ্বন্দ্ব হ'তে গেলেই বুঝতে হবে বস্তুর মধ্যে এমন কিছু আছে, যার দরুন দ্বন্দ্ব হ'য়ে একটা ভেঙ্গে আর একটায় পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে, আবার পারস্পরিক সঙ্গতি হ'তে পারে। প্রধান সম্বেগ যদি বস্তুই হয়, তাহ'লেও ক্ষতি নেই। আমি বলি সবই বস্তু কও, না হয় সবই spirit (আত্মিক শক্তি) কও, তাতে কোনও আপত্তি নেই।

ধর্ম্মের বিকৃতিকে ধর্ম্ম বলে ধ'রে নিয়ে তাকে ত্যাগ করতে গেলে, প্রকৃত ধর্ম্মের সুফল থেকেই বঞ্চিত হব।

শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেখানে দশ লাখ শ্রমিক আছে, তারা নিত্য মদ, জুয়া, মেয়েমানুষে যা ব্যয় করে, তা যদি সংগ্রহ ক'রে অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান করা যায়, তবে লোককল্যাণকর বিরাট বিরাট কাজ হয়। ঐ শ্রমিকদের যদি সংগঠিত ক'রে তোলা যায়, বদভ্যাসগুলি তাড়ান যায়, ওদেরই বড় বড় capitalist (ধনিক) করে তোলা যায়। ওদের মধ্যে saving habit (সঞ্চয়ের অভ্যাস) grow করান (বাড়ান) লাগে, রোজ যাতে আট আনা, এক টাকা ক'রে জমায় তেমনভাবে অভ্যাস তৈরি করিয়ে দিতে হয়।

১২ই বৈশাখ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৫। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রম প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্ট সাহুদার ভাইয়ের বিয়ের জন্য আটশো টাকা সংগ্রহ করেছেন। আজ আবার অমূল্যদার (ঘোষ) বিয়ের জন্য তার শ্বশুরকে সাহায্যার্থে তিনশো টাকা সংগ্রহ করলেন।

দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ প'ড়ে শোনান হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অসঙ্গতিকে নিরাকরণ ক'রে সঙ্গতি বের করাই হ'চ্ছে সত্যে পৌঁছানর পথ।

বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে বললেন—বৈশিষ্ট্য মানে বিশেষ স্থিতি। যখন যে-অবস্থায় যে-অবস্থিতিতে যেমন ক'রে চলতে থাকে। যে-উপাদানিক সংহতিতে যা যেমন হ'য়ে আছে, সেইটেই তার বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য মানে বিশেষ শাসিত সংস্থিতি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানের বেলা হয়েছে। কিন্তু অজিতভাইকে (গাঙ্গুলী) পঁচিশ টাকা দেবেন। তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই উঠছেন না।

কেষ্টদা—আপনি বরং ওঠেন, আমরা দিয়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হয় না।

কেষ্টদা—কাল যে আমি কেষ্টকে (সাহু) লিখিয়ে দিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আপনাকে বলেছিলাম, তাই দিলেন। আজ যে positively ভাবলাম, আমি দেব।

কেষ্টদা—একটা যদি ভাবা যায়, এইভাবে করব; তবে সেটা সেইভাবে না করলে কি go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবি অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যায় যদি!

কেষ্টদা—রামকৃষ্ণদেবের জীবনীর মধ্যে পাওয়া যায়, তাঁর যদি মনে হ'ত যে পায়খানায় যাব, তাহ'লে পায়খানা না পেলেও গাড়ুটা নিয়ে একবার ঝাউতলা থেকে ঘুরে আসতেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর একটু রসিকতা ক'রে বললেন—আমার দুটো দিক আছে, এক আপনারা আর রমণের মা ও মিন্টু। আপনারা না হ'লে আমার দিনই কাটে না।

Let there be light and there was light. Let there be light হ'ল অস্তু। আর was light-টা হ'ল বস্তু। অস্তু থেকেই আসে বস্তু। অস্তুর মধ্যে আছে ঔপকরণিক সংযোগ-সাধনের সম্বেগ।

খানিকটা বাদে অজিত এসে গেল। তাকে ২৫ টাকা দেওয়া হ'লো। এখন ননীদার খোঁজ পড়লো। ননীদাকে একটু পরে পাওয়া গেল। তখন রাখালদার খোঁজ পড়ল।

শোনা গেল রাখালদা বাজারে গেছেন। কিন্তু রাখালদার কাছে টাকা না দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে উঠবেন না। কতজনে কত বলতে লাগলেন, তা' কি ঠাকুর শোনেন? সেই সময় অজিত সাইকেল নিয়ে বাজারে গেল রাখালদাকে ডাকতে। রাখালদা না আসা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর ব'সে রইলেন। বেশ খানিকটা বাদে রাখালদা আসলেন। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ননীদা রাখালদাকে টাকা দিলেন খাতায় লিখিয়ে। টাকা দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর রাখালদাকে বললেন, গুণে নে। রাখালদা টাকা গুণে নিলেন।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৬। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা করলেন—কারও বৈশিষ্ট্য ব'লে যে জিনিসটা আছে, তা' কি অবস্থার পরিবর্ত্তনে তার জীবদ্দশায় বদলে যেতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ পরিবর্ত্তনের মধ্য-দিয়ে নিজেকে বজায় রেখে চলে। তাই বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়, কিন্তু বদলে যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ আছেন।

দেহত্যাগ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার নিজের কথা মনে আছে। শুয়ে খুব ক'রে নাম করছি। হঠাৎ দেখি আমার শরীরটা তেমনি প'ড়ে আছে, কিন্তু আমি তার বাইরে। ঢুকতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ঢুকতে পারছি না। তখন যে কি কষ্ট! তারপর হঠাৎ ঢুকে গেলাম। পরে নাড়ীতে হাত দিয়ে দেখি নাড়ী নেই।

আর একদিন নাম করতে-করতে শরীর থেকে বেরিয়ে গেছি। যেখানে-যেখানে যার-যার সঙ্গে দেখা হল, যা' যা' দেখলাম, পরে মিলিয়ে দেখলাম ঠিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণী রোডের পাশের মাঠে চৌকিতে বসেছেন। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে। দিনের অসহ্য গরমের পর এখন বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ। শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির চারিদিক ঘিরে বহুলোক ব'সে আছেন। সকলেই প্রায় চুপচাপ। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে দুই-একটা কথা বলছেন। সকলে সেগুলি শুনছেন। এমনতর মধুর মুহূর্তে শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ দ্বিতীয়ার একফালি চাঁদের দিকে চেয়ে স্পেন্সারদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্পেন্সার, চাঁদটা কেমন দেখাচ্ছে?

স্পেন্সারদা বললেন—ভাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আগে রোজ যতসময় চাঁদ থাকত, এমনি ক'রে চেয়ে থাকতাম। এমনি রোজ অভিনিবেশ-সহকারে দেখতে-দেখতে একদিন ওর ভিতরে চ'লে গেলাম।

১৪ই বৈশাখ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৭। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে বসে পূজনীয় বড়দার কাছে একটা চিঠি লেখালেন।

নীরোগ দীর্ঘজীবেষু,

পরম কল্যাণবর বড়খোকা!

শুনলাম তুমি গাড়ী কিনেছ—গাড়ীগুলো সুন্দর ও শক্ত হ'য়েছে। কুড়ি-পঁচিশ জন লোকও সহজে গ্রহণ ক'রতে পারে বোধহয়। শুনে যা বুঝলাম, তা বেশ হ'য়েছে। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষাও নাকি তিরিশ তারিখেই শেষ হবে। ঐ গাড়ী নিয়ে তোমরা সপরিবারে রওনা হ'য়ো না। ঐ গাড়ী নিয়ে যেন ভূপেশ বা হাউসারম্যান, অথবা উভয়েই আর যে বা যারা আসে তাদের নিয়ে চলে আসে। সপরিবারে তুমি রওনা হবে ট্রেনে। আগেই ট্রেনে ব্যবস্থা ক'রে রেখো। যদি রিজার্ভ ক'রতে হয়, তাও ক'রে রেখো। যাতে ধ্বস্তাধ্বস্তি বা বহু পরিশ্রম ক'রে গাড়ীতে উঠতে না হয়, তার ব্যবস্থা পূর্ব্ব থেকেই ক'রে রেখো। ভাল দিন দেখে রওনা হ'য়ো। তোমার বৃশ্চিক রাশি, অনুরাধা নক্ষত্র। গিরিশ পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়ে সকালের দিকে দিন হয়, এমনতর ক'টা দিন নির্ব্বাচন ক'রে তোমাকে জানাচ্ছি:—

১। ১লা মে, বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৬-৩০ মিনিটের পর ১০/২০-র মধ্যে (কলিকাতা সময়)।

২। ৫ই মে, সোমবার বেলা ৮-২২ মিনিটের পর ১০/১০ মিনিটের মধ্যে (কলিকাতা সময়)।

সকালের দিকে দিন হয়, এমনতর এই দুটোদিনই গিরিশ পণ্ডিত মহাশয়ের অনুমোদিত। তাছাড়া ৫ই মে সোমবার বেলা ১টার পর ২-৪৮ মিনিটের মধ্যে এবং ৬ই মে মঙ্গলবার বেলা ৩-১২ মিনিটের পর ৬টার মধ্যেও দিন আছে। অবশ্য সকালের দিকে আসাই ভাল মনে হয়। তোমরা যেদিনই আস, ওখান থেকে রওনা হ'য়ে এখানে না পৌঁছান পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না। হঠাৎ শুনলাম বড়বৌ কলকাতায় যাচ্ছে। সে যদি যায়, তার পক্ষে ১লা মে, উপরি লিখিত সময় এবং ১২ই মে সোমবার বেলা ৮টা ৯ মিনিটের পর ১১টা ৪৯-এর মধ্যে ছাড়া ভাল দিন হয় না। তাই সে গেলে ১লা মে তারিখে যাতে আসতে পারে তাই করো। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে কোন দোষ হবে বলে মনে হয় না। যদিও বৃহস্পতিবার আমাদের সম্বন্ধে একটা prejudice আছে। বিশেষতঃ বড়বৌ-এর।

ওখানে ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? তুমি কেমন আছ? বৌমা কেমন আছে?

জনার্দ্দন তোমার সাথে দেখা করেছিল তো? তার কাছেও একখানা চিঠি দিয়েছিলাম। রে কেমন আছে? রে-র যদি বিশেষ কোনও কাজকর্ম্ম না থাকে, তাকে গাড়ীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিও বা তোমার সঙ্গে নিয়ে এসো। খেপু এখান থেকে চলে গেছে শুক্রবার সকালে।

আমার শরীর একরকম আছে। তোমার মাও একরকম আছে। মনি তার ছেলেমেয়ে-সহ একরকম চলছে, মন্দ না। অমূল্যর বিয়ে সোমবার হবে। এখানে আর সবাই পরমপিতার দয়ায় একরকম আছে। তোমরা সবাই সাবধানে থেকো। সবার উপরেই তীক্ষ্ণ নজর রেখো যাতে কেউ ব্যতিক্রমের পথে যেয়ে বিধ্বস্ত না হয়।

বঙ্কিমকে তুমি কলকাতায় থাকতে-থাকতে যেতে হবে তাঁবুর জন্য। সে এখনও যেতে পারেনি। আর আর যেগুলি করণীয় আছে, তোমার সাধ্যমত সেগুলি যাতে বিহিতভাবে হয়, ৩০শে এপ্রিলের ভিতরে তার ব্যবস্থা ক'রো বা নিজের তদ্বিরে নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা ক'রো। Bus-এর ব্যাপার কী হ'লো, তা বুঝতে পারলাম না। পরমপিতার দয়ায় সুরাহা যদি হয়, তবেই ভাল। তুমি আসলে সব শুনব।

পরমপিতার কাছে প্রার্থনা, তুমি যেন তোমার প্রত্যেকটি পরিবার, পরিবেশ নিয়ে নিরাপদে নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক। তোমাকে দিয়ে সবাই যেন স্বস্তির অধিকারী হয়, যোগ্যতার অধিকারী হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিবার-পরিবেশ নিয়ে নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে জীবন উপভোগ করে। শাসন ও আপ্যায়নের ভিতর-দিয়ে যাকে যেমন ক'রে উপযুক্ত ক'রে তুলতে হয় তোমার অন্তর-অনুসৃত প্রীতির সম্বেগ নিয়ে, তা ক'রো। তোমার প্রীতি-সম্বর্দ্ধনা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়—আমার দয়াল পরমপিতার কাছে এই-ই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ইতি আশীর্বাদক
তোমার
দীন
'বাবা'

নরেনদা—কুলীনের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে পর্যায়ের দরুন যে প্রচলিত বাধানিষেধ আছে, সেটা কেন? এবং সে-সম্বন্ধে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বোঝা যায় না। ওটা ভেঙ্গে দিলে হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদাকে একখানা চিঠি লেখালেন।

নীরোগ দীর্ঘজীবেষু,

পরমকল্যাণবর সুধাংশু!

তোমার চিঠি অনেকদিন পেয়েছি। আমি ভেবেছিলাম তোমার চিঠির উত্তর গেছে। প্রফুল্লকে বলেছিলাম লিখতে। কিন্তু তোমার চিঠিখানা যাকে দিয়ে প্রফুল্লর কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে না দেওয়ায় প্রফুল্ল চিঠি লেখার কথা note ক'রে রেখেও ভ্রান্তিবশতঃ শেষপর্য্যন্ত আর লেখেনি। এই ভ্রান্তির জন্য কিছু মনে ক'রো না।

তোমার বাবা কেমন আছেন? শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে তিনি সুস্থ আছেন তো? শুনেছি বড়বৌ আজ কলকাতায় যাবে এই দুপুরের গাড়ীতে। যদি সম্ভব হয়, তার সঙ্গে দেখা ক'রো। মন্টুর শরীর কেমন আছে। তার বিশেষ খবর অনেকদিন পাই না। সতর্ক-সন্ধিৎসু ও সুব্যবস্থ হ'য়ে সব সময়ই চলতে চেষ্টা ক'রো। ভ্রান্তি যেন কোনও ব্যতিক্রমের পথে না নিয়ে যায়। যেগুলি করণীয় থাকে, সেগুলি সম্ভবমত ফেলে রেখো না। বিহিত সময়ে নিষ্পন্নই ক'রে রাখতে চেষ্টা ক'রো। তাতে আপাততঃ পরিশ্রম হ'লেও ভবিষ্যতে অনেকখানিই আয়েস পাবে। জীবনকে শ্রেয়ার্থপরায়ণ সুকেন্দ্রিক ক'রে তদর্থ-আপূরণী কর্ম্মঠভাবে চললে, তৃপ্তির সহিত সম্বর্দ্ধনাকে সুসঙ্গত অভিনন্দনে আলিঙ্গন করা যায়। তুমি সেদিকে নজর রাখতে ভুলো না। যে আচার, ব্যবহার, অনুবেদনী-অনুচর্য্যা ও আপ্যায়ন, যার যা তোমার কাছে প্রাপ্য, তা'তে কৃপণ হ'য়ো না বা কুণ্ঠা বোধ ক'রো না। এতে পারিবেশিক সঙ্গতি তোমাকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ ক'রতেই চেষ্টা করবে। অবশ্য, তা ক'রতে গিয়ে শ্রেয়কে কখনই sacrifice (ত্যাগ) ক'রে ওসব ক'রলে, তা ফলপ্রসূ হয় না। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি পরমপিতার প্রতি সতৃষ্ণ তৎপরতা নিয়ে অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে কৃতিত্বের অভিনন্দনায় শান্তিকে উপভোগ কর, নিরাপদে নীরোগ

সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে, আর, পরিবার-পরিবেশের প্রত্যেককে এমনতর-ভাবে নিয়ন্ত্রিত কর, যাতে তারাও নিরাপদে, নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে সুসঙ্গতি লাভ ক'রে জীবনকে উপভোগ করে।

ইতি আশীর্ব্বাদক
তোমার
দীন
'বাবা'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কেশবদা (রায়), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), নরেনদা (মিত্র), হরিদাসদা (সিংহ), প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন।

বড়াল-বাংলোর কুয়ো কাটা হ'চ্ছে। প্রফুল্ল সেইদিকে লক্ষ্য ক'রে বলল—ঠাকুর! আগে এই সব শ্রমিকদের কাজ অসাধারণ কষ্টকর ব'লে মনে হ'ত, এবং মনে হত, এদের কি দুঃখ। আজ ক'দিন এদের প্রতি লক্ষ্য ক'রে দেখছি, এরা তো বেশ স্ফূর্ত্তি-সহকারে কাজ করে। এদের তো তেমন দুঃখ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ছেলেবেলায় মনে পড়ে, নাজিরপুর থেকে একটা নুলো ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে স্কুলে যেত। আমার মনে হত, তার কি অপরিসীম কষ্ট। শেষে একদিন তার সঙ্গে অনেকসময় ধ'রে তার সুখদুঃখ সম্বন্ধে গল্প ক'রে দেখলাম, সে একবারও একথা বললো না যে সে নুলো। আমি ভাবছিলাম, সে নিশ্চয়ই ঐ কথা বলবে। টাকা-পয়সার অভাবের কথা বললো, অন্যান্য অসুবিধার কথা বললো, কিন্তু সে যে নুলো, আর সেইটে যে তা'র একটা কষ্টের কারণ, তার বিন্দুবিসর্গ উল্লেখ ক'রলো না। আমি যত ভাবি, এইবার বুঝি সেই কথাটা বলবে, তা কিন্তু আর বলল না, আমি অবাক হ'য়ে গেলাম।

একটি মাড়োয়ারী দাদা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার সঙ্গতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর মাঠে। অনেকে আছেন।

রেবতী ভাই (বিশ্বাস)—আচ্ছা, আমাদের কল্পনাগুলির পিছনে কি বাস্তব vibration (স্পন্দন) বলে কোথাও কিছু থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিস্থিতি আঘাত করে, সেই সব আঘাতের impression (ছাপ)-গুলি brain (মস্তিষ্ক)-এ recorded (মুদ্রিত) থাকে, তারই permutation, combination (বিন্যাস, সমাবেশ) আমাদের ইচ্ছামত আমরা যেমন করি, তাকেই বলা যায় কল্পনা।

রেবতী ভাই—আমাদের দেহ বাদ দিয়ে 'আমি' বলে যে জিনিসটা আছে, তার কি কোন রূপ আছে? তাকে বোধ করা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বীজদেহে যে-সমাবেশ নিয়ে যে-সংহতির সৃষ্টি হ'য়েছে, তারই ক্রমান্বয়ী অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে আমিত্বকে বোধ করতে পারি।

১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৮। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য)-সহ ননীদা (চক্রবর্ত্তী), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), নরেনদা (মিত্র), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), অরুণ (জোয়াদ্দার) প্রমুখ আছেন।

নেপাল থেকে একটি ভাই এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সমাজ, রাষ্ট্র কেমন ক'রে ঠিক করা যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে যদি আমরা rightly (ঠিকভাবে) ধ'রে নিজেদের adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলি, তা'হলে সমাজ, রাষ্ট্র আপনিই ঠিক হবে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে ব'সে শিবেনদার (দে) সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বললেন—খুব ভাল ক'রে লাগতে হয়। এমন ক'রে এই কাজ করা লাগে যাতে চাকরী ছুটে যায়। মানুষের আয় হ'ল মানুষ। চাকরীতে যে মাইনে দেয়, সেও মানুষের contribution (অবদান) থেকেই যায়। তাই কুয়োতে না থেকে সাগরে পড়া ভাল।

প্রফুল্ল—শিবেনদা বলেছেন, আগের থেকে ওঁর আত্মবিশ্বাস ক'মে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তরের সম্বেগকে যত দাবায়ে রাখা যায়, তত ক'মে যায়। আবার যত fuel (জ্বালানি) দেওয়া যায়, তত বেড়ে যায়।

১৬ই বৈশাখ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২৯। ৪। ৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। ননীদা (চক্রবর্তী), নরেনদা (মিত্র), কেশবদা (রায়), হরিদাসদা (সিংহ) প্রমুখ আছেন।

কেশবদার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—চাকরি ও ঋত্বিকতার দায়িত্বের সঙ্গে তুলনা হয় না। সে সারা রাত বসে ভাবে কেমন ক'রে কোন্ যজমানের কী করবে, সারাদিন তাই করে। আত্মচিন্তা জলাঞ্জলি দেয়, পরার্থচিন্তাই সার হয়। চাকরির মধ্যে সত্তার খোরাক নেই। কিন্তু এতে যত খাটুনিই থাক, আর খাটুনি এতে খুবই বেশি। কারণ, প্রত্যেকের প্রত্যেক রকম problem (সমস্যা) তোমার solve (সমাধান) করতে হয়। তা সত্ত্বেও তুমি দেখবে যে, তুমি যেন ফুলে উঠছ। এমন হয়, কোনও যজমানের ছেলে হয়তো চুরি করেছে। তাকে হয়তো পুলিশে ধরেছে। নিজের ছেলেকে পুলিসে ধরলে যেমন লাগে, ঠিক তেমনি লাগে। তার উদ্ধারের ব্যবস্থা না ক'রতে পারা পর্যন্ত আর সোয়াস্তি পাওয়া যায় না। এতে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের অন্ত

নেই। মানুষের জন্য সবরকম ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও থাকে একটা ক্লেশসুখপ্রিয়তা। ক্লেশটাকেই সুখ বলে মনে হয়। যজমানগুলির মুখ যত জ্বলজ্বল করে, যত দেখেন তারা দুটো পেট ভরে খেতে পাচ্ছে, পানটান খেয়ে খুশি মনে দাওয়ায় ব'সে গল্প করছে, ততই আপনার বুক ভরে যায় আনন্দে। তখন মানুষ আপনাকে পেলে লুফে নেবে। কেউ বলবে আমাদের কেশবদা, কেউ বলবে মহারাজ, কেউ বলবে মহাত্মা। মানুষের মনের রাজা হ'য়ে উঠবেন। তখন কেউ election-এ (নির্বাচনে) দাঁড়ালে ভোট দেও, ভোট দেও ক'রতে হবে না। আপনারা স্বভাবনেতা হ'য়ে উঠবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা ১০টায় গোলতাঁবুতে। অনেকেই আছেন। কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Unadjusted instinct (অনিয়ন্ত্রিত সংস্কার) যত থাকে, বোধিও তত unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) থাকে।

Philosopher (দার্শনিক)-দের মধ্যে bias (একদেশদর্শিতা) থাকতে পারে। কিন্তু ঋষি যাঁরা, দ্রষ্টা যাঁরা, তাঁদের মধ্যে bias (একদেশদর্শিতা) নেই।

শিশিরদা Inferiority complex (হীনম্মন্যতা) বিষয়ক প্রসঙ্গ পাড়লেন।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যাদের সত্যিকার আভিজাত্যবোধ আছে তারা অন্যের আভিজাত্যকেও প্রকৃত সম্মান দেখাতে জানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে বললেন—আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, সেখানে এক বাড়িতে একটি মা ফল এনে দিয়ে, এমন ক'রে কাঁদতে লাগল যে তা না খেয়েই পারলাম না।

শ্রীকৃষ্ণের কথা শোনা যায়, তিনি একটা শাকের কণা খেয়ে এত তৃপ্ত হ'লেন, যে তাঁর তৃপ্তিতে সবাই তৃপ্ত হয়ে গেলেন। তার মানে এর মধ্যে ছিল শ্রদ্ধার impetus (প্রেরণা)। আমি এ জিনিস দেখেছি এ জীবনেও।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে।

একটি ভাই বলছিলেন—আমার সহকর্ম্মীরা নানারকম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নিয়ে তাদের সঙ্গে আমার খুব ঝগড়া হয়। তবে ঝগড়ার ফল খুব ভালই হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝগড়ায় successful (কৃতকার্য্য) হয়েছ বোঝা যাবে তখনই, যখনই তোমার দল পুষ্ট হবে। তোমার কথা তাদের কাছে ভাল লাগবে, তারা convinced (প্রত্যয়যুক্ত) হ'য়ে তোমাকে support (সমর্থন) করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়ালের মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে আছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Individual (ব্যক্তি)-গুলিকে যদি যোগ্য ক'রে তুলতে না পারি, তবে state (রাষ্ট্র) যদি বেতাল মারে, তাহ'লে কোনও পথই থাকবে না।

১৭ই বৈশাখ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৩০। ৪। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপস্থিত। নরেনদা (মিত্র), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বীরেনদা (মিত্র), অখিলদা (গাঙ্গুলী), পঞ্চাননদা (সরকার), কেশবদা (রায়), অরুণ (জোয়াদ্দার) প্রমুখ আছেন।

জনৈক ভাই প্রশ্ন করলেন—আগে নাকি একমাত্র জাতি ছিল হংস, তার মানে কী? তখন তো চাতুর্বর্ণ ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হংস মানে অহং সঃ। মানে, আমি আদর্শের ছাড়া আর কারও নই। কাজের প্রয়োজনে বর্ণবিভাগ হ'ল, জন্মগত সংস্কার-অনুযায়ী। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'। মানুষ যদি তেমন নিয়মতান্ত্রিক হ'য়ে ওঠে, তখন হয়ত রাষ্ট্রেরই দরকার হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে। অনেকেই আছেন।

Exploitation (শোষণ) সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বৌ-ছেলেকে তো exploit (শোষণ) করে না। শ্রমিককে exploit (শোষণ) করতে যাবে কেন? তার কারণ, শ্রমিক তার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে না, তাই অমন হয়। নিজের স্বার্থ সবাই বোঝে। মানুষ গরুটার দরদ পর্য্যন্ত বোঝে। কারণ, গরু তার স্বার্থ।

শ্রমিকের নিষ্ঠার অভাব নানাভাবে দেখা যায়। জনমজুর নিলে তারা যে কাজ হয়ত এক সপ্তাহ ধ'রে করবে ঢিমেতেতালা ভাবে, ফুরণ ক'রে দিলে সেই কাজই হয়ত তিন দিনে উঠিয়ে দেবে।

কম্যুনিস্ট স্টেটে একজনের efficiency (দক্ষতা) হয়ত দুইশো টাকা উপার্জ্জন করে, আর একজনের efficiency (দক্ষতা) হয়ত তিনশ টাকা উপার্জন করে। কিন্তু যে দুইশ'টাকা উপার্জন করে, তার হয়ত প্রয়োজন এক হাজার টাকা। সেই হাজার টাকা দিয়ে তাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, সেখানে কি অন্যভাবে exploitation (শোষণ) হবে না? প্রত্যেকের capacity (ক্ষমতা) যতদিন তার প্রয়োজনের চাইতে বেশি উৎপাদন না করে, ততদিন exploitation (শোষণ) থাকবেই। তাই প্রত্যেকের জন্মগত দক্ষতা যাতে বাড়ে সেইদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। সুজনন, সুশিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যানুগ কর্ম্ম ও সহযোগিতাই প্রধান জিনিস।

প্রবল যদি দুর্ব্বলকে সত্যিই শোষণ করে সেখানে সমাজ এবং রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ ক'রে তার sufficient (যথেষ্ট) রেখে কেড়ে নেবে।

দুনিয়ার আসমান থেকে কিছু আসে না। মানুষেরই সম্পদ সৃষ্টি করা লাগে। যেখানে বহু মানুষের দক্ষতা প্রয়োজনানুপাতিক নয়, সেখানে তাদেরই বাঁচাবার জন্য efficient (দক্ষ)-কে শোষণ করা লাগে। আমারই তো কত সময় করতে হয় তা'।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে। অনেকে আছেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Theoretically (পুঁথিগতভাবে) যে যতই জানুক না কেন, আচার-আচরণে তা' যদি ফুটে না ওঠে, তবে শিক্ষা হ'ল না।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীবড়মা, পূজনীয় বড়দা এবং আরও অনেকে কলকাতা থেকে এলেন। ওঁরা হাওড়ায় গাড়ীতে ওঠার পর থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার খোঁজ নিচ্ছিলেন এখন গাড়ী কোথায়। ওঁরা সবাই এসে পৌছনর খানিকটা বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে গিয়ে বসার কিছু পরে পূজনীয় বড়দা গেলেন ওখানে। বড়দা একটা টাইম-পিস ঘড়ি এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন সেটা নিজ হাতে বোনামাকে দিতে। বড়দা কিছু ওষুধ নিয়ে এসেছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলি প্যারীদাকে দিতে বললেন। তারপর নূতন যে স্টেশন-ওয়াগন গাড়ী কেনা হ'য়েছে, শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। বড়দা সব বিবরণ দিলেন।

আজ ক'দিন ধ'রে বড়াল-বাংলোর কুয়োটা কাটান হচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদা ও সবার কাছে বারবার খোঁজ নেন, কতদূর কাটা হল, জল কেমন হ'ল ইত্যাদি।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন। অনেকেই আছেন।

কেষ্টদার (চৌধুরী) কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর সিকিম সম্বন্ধে গল্প শুনতে লাগলেন। সেখানকার লোকজন, তাদের আচার-আচরণ, কাজকর্ম্ম, পশুপাখী, প্রাকৃতিক দৃশ্য, গাছাপালা, জলবায়ু, মেঘবৃষ্টি, ঝড় ইত্যাদি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি নানা কথা শুনতে লাগলেন। ওখানকার হরিণের কথা শুনে বললেন—এখানে ২০/২৫টা হরিণ এনে ছেড়ে দিলে হয়।

ওখান থেকে তিব্বতের দূরত্ব, দুই দেশের পারস্পরিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, সিকিমের ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধেও শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রে শুনতে লাগলেন।

প্রসঙ্গক্রমে কেষ্টদা (চৌধুরী) বললেন—ওখানকার লোক অত philosophy (দর্শন) বোঝে না, ওদের মধ্যে সেবার মাধ্যমে ঢোকা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দর্শনটা হ'ল explanation (ব্যাখ্যা)—কেন, কী করি। বুদ্ধিজীবী যারা তাদের কাছে philosophy-র (দর্শনের) দরকার হতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে ইঙ্গিতে বলতে হয়, যাতে তারা ধরতে পারে।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। কেষ্টদা আসবার পর ম্যাগডুগ্যাল সম্বন্ধে কথা উঠল।

কেষ্টদা—ম্যাগডুগাল বলেছেন, প্রত্যেকের emotional life-এর (আবেগময় জীবনের) একটা ইতিহাস আছে। যে যেমন পিতার কাছে মানুষ হয়, তার emotional life (আবেগময় জীবন) অনেকটা সেইভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কর্ম্মফল মস্তিষ্কে মুদ্রিত থাকে, সেগুলি আমাদের আচরণকে প্রবুদ্ধ করে। কিন্তু শ্রেয় কাউকে যখন আমরা ভালবাসি, তখন সবটার একটা পুনর্বিন্যাস হয়। ভাল ও মন্দটা অমন থাকে না। শ্রেষ্ঠকে কেন্দ্র ক'রে একটা concentric consummation (সুকেন্দ্রিক পরিণতি) হয়।

চন্দ্রভাই (নেপাল থেকে আগত একটি নবদীক্ষিত ভাই)—মানুষের অস্তিত্বের জন্য, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যদি রাজসিক ও তামসিক কাজ করা লাগে, তা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অস্তিত্ব চায় নিজেকে বাঁচাতে, পুষ্ট করতে। এর সাথে আছে অসৎ যা', বিদ্যমানতার বিরোধী যা' তন্নিরোধী প্রবৃত্তি। একটা পোকার কাছে গেলে হয় পালিয়ে যায়, নয় কামড়াতে চায়। ধর্ম্মার্থে যা' করি, তাই-ই সত্ত্ব। সেখানে রজঃও সত্ত্ব, তমোও সত্ত্ব। সাত্ত্বিক মানুষ যে, সে হত্যার কথা চিন্তা করে না। হত্যার মধ্যে-দিয়েও জীবন প্রতিষ্ঠা হয় কিনা সেই-ই তার লক্ষ্য। যেমন ডাক্তাররা যদি দেখে একটা ফোঁড়া না কাটলে জীবন বিপন্ন হয়, সেখানে ফোঁড়া কেটে জীবন বাঁচায়। তাই রাজসিক হলেও ওটা সাত্ত্বিক কর্ম্ম।

চন্দ্রভাই—স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত উপনয়নাদি অনুষ্ঠান ধর্ম্ম না কর্ম্মের অন্তর্গত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মের ভিতর দিয়েই ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্মানুগ কর্ম্ম হওয়া চাই।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), চক্রপাণিদা (দাস) প্রমুখ আছেন।

কেষ্টদা ম্যাগডুগ্যাল সম্বন্ধে বলছিলেন। কথা শুনতে শুনতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের জীবনে একটা মূল গতি আছে, আকুঞ্চন-প্রসারণ আছে। তা যতটা ব্যাহত বা আপূরিত হচ্ছে, সেইটিই হ'চ্ছে বোধির মূল। কোথাও থেকে বিচ্ছিন্ন হ'চ্ছি, কোথাও যুক্ত হ'চ্ছি।

২০শে বৈশাখ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৩। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে সমাসীন। পঞ্চাননদা (সরকার), যোগেনদা (হালদার) প্রমুখ কতিপয় আছেন।

পঞ্চাননদা—মানুষের মনের ভারসাম্য ও রক্ত-সঞ্চালনের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে মনে হয়।

পঞ্চাননদা—পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংঘাতে মনটা যে বিচলিত হ'য়ে পড়ে, তার প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবটাকে সরায়ে দেওয়া। অন্যভাবে ভাবিত থাকলে বা হ'লে হয়।

পঞ্চাননদা—সেটা তো culture (অনুশীলন) করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই তো culture (অনুশীলন)। মানুষ অযথা যখন অকারণ দুঃখ দেয়, দোষারোপ করে, ভুল বোঝে, তখন মনে বেশী লাগে। সেইজন্য যথাসম্ভব সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে চলা ভাল, তাতে মানুষ মানুষকে খানিকটা বিহিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার সুযোগ পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

কতিপয় যতি এবং আরও কয়েকজন ছিলেন।

চন্দ্রকান্ত ভাই আত্মা, ব্রহ্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মা হল জীবনসম্বেগ, গতিস্বরূপ, যা' সব পরিবর্তনের ভিতর-দিয়ে এগিয়ে চলে। বৃদ্ধিমুখী যে ভাব, তাই ব্রহ্ম। মানুষ যখন প্রবৃত্তিমুখী হয়, তখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মানুষ যত গুরুমুখী হয়, ততই তার প্রবৃত্তিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, আত্মশক্তি তত স্ফুরিত হয়। গুরু মানে সদ্‌গুরু। ধর্ম্ম তাই যা' সত্তাকে ধারণ, পোষণ ও বৃদ্ধিমুখী করে। নিজের স্বার্থ ছেড়ে গুরুর স্বার্থকে স্বার্থ ক'রে নেওয়া লাগবে। তখন প্রবৃত্তিগুলি আর আমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে পারবে না।

চন্দ্রকান্ত ভাই—সামাজিক শোষণ কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি জন্ম নিলে যখন তখন তুমি কিছু কর না, মাকে শোষণ করতেই হয়। কিন্তু মাতৃমুখী সন্তান ক্রমিক যোগ্যতায় মাকে পোষণ দেবার জন্যই প্রস্তুত হয়। যখন পোষণ না দিয়ে শোষণ কর, তখন সেইটেই দোষের। পরিস্থিতির সত্তাপোষণ ও সংরক্ষণ না ক'রে নেওয়াটাই শোষণ।

চন্দ্রকান্তভাই—আজকাল ধনিক তো মজদুরকে শোষণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মজদুরকে ধনিক যদি পালন না করে এবং ধনিককে মজদুর যদি পোষণ না দেয়, দুটোই খারাপ। শোষণ ক'রে অন্যের পোষণের জন্য ত্যাগ না ক'রলে হয় না। যাদের কাছ থেকে নেব, তারা যদি পুষ্ট না থাকে, তবে নেব কিভাবে? আমি যদি শুধু খাই, অথচ মলত্যাগ না করি, তবে খেতেও পারি না, বাঁচতেও পারি না। এই-ই প্রকৃতির বিধান। এই ত্যাগ চাই-ই। আর, এই ত্যাগটা এমনতর হওয়া দরকার যার ভিতর-থেকে পরিস্থিতি পোষণ পেতে পারে।

এরপর মেন্টুভাই (বসু) আসল।

সংঘাতের মধ্যেও অবিচলিত থাকার অভিনয়ের সুফল সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—মানুষ যদি তেমনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও খারাপ করে, তাও তেমনি তাকে পেয়ে বসে।

চন্দ্রকান্তভাই—মেয়েদের শিক্ষা কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের গৃহস্থালী কাজকর্ম্মের মধ্য দিয়ে সুনিপুণ ক'রে তুলতে হয়। তাদের উপরই সবার জীবন নির্ভর করে।

চন্দ্রকান্তভাই—তারা বেদপাঠ করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপযুক্ত যারা, তারা পারে। মৈত্রেয়ী, গার্গী ইত্যাদির কথা তো শোনা যায়!

চন্দ্রকান্তভাই—শূদ্র কি সাধনার ভিতর-দিয়ে ব্রাহ্মণ হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মজ্ঞানীকেই বলে ব্রাহ্মণ। বহু শূদ্র ঋষির উল্লেখ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর চন্দ্রকান্তভাইয়ের সঙ্গে ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

চন্দ্রকান্তভাই—সাধনার সময় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনে জাগে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুত বহুত রকম হয়। এক-একজনের এক-একরকম হয়। যার যেমন করা, যার যেমন ধরা তদনুপাতিক।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চাঁদোয়ার তলে এসে শ্রীশ্রীঠাকুর বসেছেন। অনেকে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচিত এক ভদ্রলোক পূজনীয় বাদলদার সঙ্গে আসলেন।

তার সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখন আমাদের নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকলে হবে না। শাস্ত্রে আছে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। পুরুষোত্তমই সেই গুরু। বিধি হ'ল পুরুষোত্তমকে ধ'রে চলা। নচেৎ আমরা সংহত হ'তে পারি না। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আমরা যদি সংহত হ'য়ে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে চলি, তবে কিছুতেই মরব না। আমরা দেশ থেকে চ'লে এসেছি। কিছু নেই! টিকে আছি সংহতির জোরে। তাই বলি, আমরা যদি ঠিকভাবে চলি, সবংশ মরে যাব কিভাবে ভেবে পাই না। আর, মরে যাবার পথে যদি চলি, তবে ঠেকাবে কে, তাও মাথায় আসে না।

একজন নবাগত ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন—আমাদের চরিত্রগঠনের দায়িত্ব কার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করব আমরা, পাব আমরা, হব আমরা।

উক্ত ভদ্রলোক—আমার কর্ম্মের জন্য কি আমি দায়ী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না হ'লে আমি তার ফলভোগ করি কেন?

উক্ত ভদ্রলোক—তাহ'লে পূর্ব্বজন্মে যেটা করেছি, সেইটাই তো প্রবল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ব্বজন্ম মানি আর না মানি, আমার করা ও চলার পর আমার হওয়াটা হবে তো? যেটা হাতে আছে, সেইটা ঠিক করলেই হয়।

২১শে বৈশাখ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৪। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরও কয়েকজন আছেন।

একটি ভাই তার বাবার সঙ্গে বিরোধের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবাকে খুশি করা লাগে। তোমার আচার, ব্যবহার, স্তুতি ও আনুগত্যে তাঁকে যদি নরম করতে পার, তখন দেখবে অন্যরকম হবে।

উক্ত ভাই—টাকা-পয়সার ব্যাপারে তিনি খুব কড়া, দিতে চান না কিছু। আচার-ব্যবহার যতই ভাল হোক, টাকার ব্যাপারে তাকে নরম করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনোজ্ঞ আচার-ব্যবহার হ'লে ওর ভিতর-দিয়ে টাকাও আসে।

উক্ত ভাই—ঐটেই যে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে হবে না। যেখানে যেমন করণীয়, তা' যদি না করতে পারলে, তবে তুমি all-round man (সর্ব্বতোমুখী মানুষ) হ'তে পারলে না। চাণক্য কেমন দেখ তো! একেবারে সর্ব্বসিদ্ধ।

উক্ত ভাই—মনে বল পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের উপর মনের নেশা বাড়ান লাগে।

উক্ত ভাই—টানটা আসে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের স্বার্থের কথা না ভেবে, তাঁর স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নিতে হয়। নিজের স্বার্থ বিষয়ে যেমন ভাব, কেমন ক'রে কী করব, আর ভেবেচিন্তে করও তাই, বলও তেমনি। ইষ্টের স্বার্থ বিষয়েও অমনি ভাবতে হয়, করতে হয়, বলতে হয়, তবে হয়।

জামতাড়া ও পানাগড় থেকে কয়েকটি দাদা এসেছেন। তাঁদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যদি তেমন ক'রে কাজ করি, তবে সারা দেশ এইভাবে ভাবিত ক'রে তোলা যায়। বম্বে, মাদ্রাজ ইত্যাদি জায়গায় বিশিষ্ট সব লোকেরা সৎসঙ্গের ভাবধারার কথা শুনে বলে—এই ছাড়া পথ নেই। শরৎদা, হরপ্রসন্ন ওরা গিয়েছিল। ওদের আবার যাবার জন্য বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কলকাতা থেকে আলমারী আসবার কথা ছিল খোঁজ নিয়েছিস?

বড়দা—আমি খবর নিয়ে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর জামতাড়ার সীতাংশুদাকে দেখিয়ে হরিদাসদা (সিংহ)-কে বললেন—ওর হাঁপানিটা যদি সারিয়ে দিতে পারিস, তবে ভাল হয়। ওর কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল, হাঁপানিটা হ'য়ে অসুবিধায় পড়ে গেছে। সেরে গেলে vehemently (তীব্রবেগে) কাজ করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন—আমার এখানে একটা ফোন ক'রে দিবি নাকি? নইলে নিজে দূরের কারও সঙ্গে দরকার হ'লেও কথা কইতে পারি না।

বড়দা—হ্যাঁ!

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন—কুয়ো কাটা হ'লো, কিন্তু তিন ফুট, সাড়ে তিন ফুটের বেশী জল তো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। সেখানে আস্তে-আস্তে ভীড় জমে উঠল।

নিখিল বস্তুবাদ সম্বন্ধে কথা তুলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা physical body-র (স্থূল শরীরের) পিছনে যা' থাকে, যে সম্বেগের দরুন ঐ crystallisation (সংগঠন) হ'য়েছে, তাকেই বলা যায় ওর আত্মিক সম্বেগ, spirit—যার উপর সে বেঁচে থাকে। প্রত্যেকটা সমাবেশের পেছনে আছে যোগাবেগ। এই যোগাবেগকে বলা যায় আত্মিক সম্বেগ। সমস্ত ব্যাপারটাকে spirit (আত্মিক সম্বেগ) বলেও ধ'রতে পার, অথবা matter (বস্তু) ধ'রেও explain (ব্যাখ্যা) ক'রতে পার। Matter ও spirit-এর meeting point (মিলনবিন্দু) এক জায়গাতেই, যেদিক দিয়েই অগ্রসর হও ক্ষতি নেই।

কম্যুনিজম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, প্রত্যেককে এমন ক'রে শিক্ষিত ক'রে তোলা লাগবে, যাতে সে পরিবেশের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। কারণ, পরিবেশ ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। পরিবেশ হ'ল তার জীবনস্বার্থ। এইভাবে যদি পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে, তখন সে জিনিস আর ভাঙ্গে না। তখন প্রত্যেকের স্বাভাবিক স্বার্থ হবে, পারিপার্শ্বিকের স্বার্থে নিজেদের স্বার্থসম্পদ সম্ভবমত ত্যাগ করা। এইভাবে না ক'রে শুধু জোর ক'রে সামঞ্জস্য ক'রতে গেলে, যখনই শাসন শিথিল হ'য়ে উঠবে, তখন মানুষের রুদ্ধ প্রবৃত্তি আবার নূতন ক'রে জেগে উঠবে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রত্যেকের স্বার্থবোধ যাতে স্বস্থ থাকে, তেমনতর শিক্ষা ও সমাজ-বিন্যাসের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। তাই বর্ণাশ্রম, বৈধী বিবাহ, সুপ্রজনন ইত্যাদিকে সব সময় ঠিক রাখা লাগে, যাতে একটা মানুষও বিপথে যাবার সুযোগ না পায়। নয়তো, কোন্ জায়গায় কোন্ জয়চাঁদের ভ্রান্ত স্বার্থবুদ্ধি জাতিকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে, তার ঠিক নেই।

এরপর কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—আমি হয়তো একটা সিনেমা দেখছি। কতকগুলি কাটা-কাটা ছবি। আর, আমার পাশে বসে একজন খুব উপভোগ করছে। আর আমি ভাবছি এটা মায়া। কিছুই উপভোগ করতে পারছি না। এটা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি কাটা-কাটা ছবির যোগেই একটা ঘটনা দেখানো হয়। তাই লোকে উপভোগ করে। মিথ্যাত্ব বোধ ক'রেও যখন উপভোগ করেন, তখন ঠিক

হ'ল। শুধু কাটা-কাটা যদি দেখেন, আর উপভোগ না ক'রতে পারেন, বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মকভাবে দেখতে না পারেন, তবে বুঝতে হবে সঙ্গতি হয়নি। যোগাম্বুধিতে আছে সিদ্ধপুরুষ পূর্ণজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হ'য়েও মূঢ়ের মত আচরণ করেন।

২২শে বৈশাখ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৫। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট।

গতকাল রাত্র থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব খারাপ ক'রেছে। কাশিতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহেন্দ্রদাকে (হালদার) পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে বলেছেন। মহেন্দ্রদা সেইজন্য আজ ক'দিন ধ'রে ঘোরাফেরা ক'রে সংগ্রহ করছেন। কয়েক মাস ধ'রে মহেন্দ্রদা ভীষণ পেটের ব্যথায় ভুগছেন। হাঁটাচলা ক'রলে বেদনা খুব বাড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মহেন্দ্রদাকে বললেন—দ্যাখ! তোর শরীর এই ক'দিনেই কেমন ফিরে গেছে।

মহেন্দ্রদা বললেন—আপনার দয়া। এই ক'দিন আর বেদনা টের পাইনি। অথচ হাঁটাচলাও পড়ছে খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখ! তা'হলে পুষ্টি থাকে কোথায়।

২৩শে বৈশাখ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৬। ৫। ১৯৫২)

বেলা দশটায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত আছেন।

উমাপদ সরকার নামে জামতাড়ার এক ভদ্রলোক এলেন তাঁর এক ছাত্রসহ। জীবনের নানা দিকের সামঞ্জস্য সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জালের মুঠি ধ'রে যদি টানি, তবে সবগুলি কাঠিই ধীরে ধীরে উঠে আসবে। আলাদা-আলাদা এক-একটা কাঠি ধ'রে টানা লাগবে না। তাই, মূল জিনিস হ'লো ইষ্টার্থপরায়ণতা। সব-কিছু নিয়ে ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠলেই যেমন-যেমন হবার হয়। আমার বুকে আছে ভালবাসা। তাকে যথাযথস্থানে ন্যস্ত ক'রে এগুলেই হয়।

উমাপদবাবু—মোক্ষও তো চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোক্ষ হয় ভাল। না হয় তাতেই বা কী? জীব ভোগ-বিধুর। তাঁকে যদি উপভোগ না ক'রতে পারলাম, তবে কী হ'ল?

উমাপদবাবু—সুখ-দুঃখে সমবোধ জিনিসটা কাম্য তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখ মানে যাতে বেঁচে থাকি—বেড়ে উঠি, তার ব্যতিক্রম। সুখ হ'লো তার প্রদীপনা। কারও প্রতি যদি ভালবাসা থাকে, তবে তার ভিতর-দিয়ে আসে তদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা। দুঃখটা সেখানে দুঃখ বলে মনে হয় না।

উমাপদবাবু—আনন্দ জিনিসটা চাই তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনন্দ মানেই বর্দ্ধনা। সত্তা-সম্বর্দ্ধনী যা তাই আনন্দ। সত্তাকে সংক্ষোভিত করে যা, তাই দুঃখ। ভগবানকে বলি সচ্চিদানন্দ। সৎ মানে অস্তিত্ব, চিৎ মানে সাড়া, আনন্দ মানে বাড়া। তাই being and becoming (সত্তা এবং বিবর্দ্ধন) সচ্চিদানন্দের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

উমাপদবাবু—যে শান্তি বা আনন্দ সমস্ত অবস্থার ঊর্দ্ধে, বাইরের অবস্থা যাকে টলাতে পারে না, তা কি দরকার নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শান্তি মানেই সাম্যভাব। সে অবস্থায় সুখেও যে মানুষ স্ফূর্ত্তি পায় না, দুঃখেও যে কষ্ট পায় না, তা নয়। সুখ-দুঃখের মধ্যে-দিয়েও যে সমঞ্জসা চলন, তাই-ই শান্তি।

উমাপদবাবু ঈশ্বরলাভ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা হ'ল আত্মা, অর্থাৎ চলৎশীলতার আধিপত্যের ভাবই ঈশত্ব—এরই সমন্বয়ী সম্বন্ধসারূপ্য যখন আপনার বোধির কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, তখনই হয় ঈশ্বর-অনুভূতি। আর, তারই জীয়ন্ত বেদী হ'লেন ইষ্ট। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের সার্থক সমাবেশ নিয়ে তিনি তখন বোধির কাছে ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেন। এই আমার সাধারণ বুদ্ধির কথা। আমি শাস্ত্র-টাস্ত্র জানি না। আমার ত্রুটি নেবেন না।

উমাপদবাবু—আপনি অমনতরভাবে বললে আমি লজ্জা পাই। আমি এখানে তর্ক করতে আসিনি, শুনতে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তর্ক করতে গেলে আমার মতো মানুষ কি পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—যা' বললাম তাই-ই যদি সচ্চিদানন্দ হয়, তবে সচ্চিদানন্দময় নয়, এমন কিছু নেই। তাকে matter (বস্তু) অথবা spirit (আত্মা) যাই বলেন, কিছু এসে যায় না। তা বস্তু নয় তাও বলা যায় না, আত্মা নয় তাও বলা যায় না। Matter হ'লে সবই matter, spirit হ'লে সবই spirit.

উমাপদবাবু—সেই মূল জিনিস লাভ হবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই করি, সদ্গুরুকে যদি না ধরি, তবে কিছু হবে না। তাঁকেই বলে পুরুষোত্তম, fulfiller the best.

উমাপদবাবু—তাঁর কৃপার মধ্য দিয়ে অনুভব করা চাই তো যে তিনিই পুরুষোত্তম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃপা মানে আমি বুঝি ক'রে পাওয়া। ছোটবেলায় আমি শুনেছিলাম টুণ্ডো জগন্নাথ। কর্ত্তামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পা আছে? তিনি বললেন আছে। তখন

বুঝলাম, হাত নেই কিন্তু পা আছে। তাঁকে ধ'রলে নিয়ে চলতে পারেন। বাপ-মারও ছেলেপেলের উপর হাত নেই। বাপ-মাকে যদি ছেলেপেলে ধরে, তবে টেনে নিতে পারেন। নচেৎ 'ওরে বাবা আয়, আয়'—এই করা ছাড়া তাদের আর পথ নেই।

উমাপদবাবু—সদ্‌গুরুর স্বরূপ কী? তাঁর রক্তমাংসের শরীরটাই তো সব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বরূপ মানে যদি বলি রক্তমাংসের শরীর নয়, তা নয়। আবার যদি বলি শুধু ঐ রক্তমাংসের শরীর, তাও নয়।

উমাপদবাবু—উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা যদি কারও থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকাঙ্ক্ষা যার আছে, তার অনুরাগের পথে চলা ছাড়া পথ নেই।

উমাপদবাবু—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, দু'প্রকার ভক্ত আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্তরঙ্গ সেই হয় যার অন্তর তঁদর্থপরায়ণ। বহিরঙ্গ সেই যে আত্মস্বার্থপূরণের জন্য তাঁর কাছে যায়। আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী—এই চার ধরনের ভক্ত আছে।

উমাপদবাবু—আমার মনে হয়, ও চারটে একই জিনিসের বিভিন্ন stage (পর্য্যায়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এও যেমন হয়, আলাদা-আলাদাও হয়।

উমাপদবাবু—মূল তত্ত্বে পৌঁছান যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি জানি, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। ভাবি তুমি সুখে থাক, বেঁচে থাক, ভাল থাক। এই বোধ নিয়ে আমি ভালবাসি। আর, সমস্ত পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করি তোমার সত্তাসম্বর্দ্ধনী, সত্তাসংরক্ষণী উপাদান যা'-কিছু। এই নিয়ে চলে আমার অফুরন্ত অভিযান। এই যে টান—বাবা, তুমি বেঁচে থাক, সুস্থ থাক, সুখে থাক, তোমার অসুখ-বিসুখ যেন না করে, তোমার চাহিদাগুলি আমাকে দিয়ে পূরণ হোক—এই আগ্রহ ও সক্রিয় চলনই হ'লো সাধনা। একটি মা তার ছেলের জন্য যা করে উদগ্র আগ্রহ নিয়ে, তাই ক'রলেই হয়। নাহ'লে অবান্তর বহু জিনিস এসে যেতে পারে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকীতে উপবিষ্ট। চারিদিক ঘিরে বহু দাদা ও মায়েরা বসে আছেন।

Self-regarding sentiment (আত্মমর্য্যাদাবোধ) সম্বন্ধে কেষ্টদা আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাকে বলা যায় আত্মসম্ভ্রম। আত্মসম্ভ্রম এবং আত্মাভিমান কিন্তু এক জিনিস নয়।

আত্মসম্ভ্রম যার নেই সে adhered (নিষ্ঠাবান) হ'তে পারে না। Adhered (নিষ্ঠাবান) হ'লেও নিজেকে mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রতে পারে না। আত্মসম্ভ্রমের সঙ্গে

আভিজাত্যবোধের যোগ আছে। আভিজাত্য না থাকলে সে lead to the people (জনগণের নেতা) হ'তে পারে না। আভিজাত্য না থাকলে Weaksubservient mentality (দুর্ব্বল পরপদলেহী মনোভাব) হয়। হঠাৎ হয়তো কোথাও খুব উদার হ'য়ে বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়ে শূকরের মাংস খেয়ে এলো।

২৪শে বৈশাখ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৭। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকীতে বসে আছেন। অনেকেই সমবেত হ'য়েছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সদ্‌গুরু মানে, He Who knows the mechanism of existence (যিনি বাঁচার মরকোচ জানেন)।

হাউজারম্যানদা বলছিলেন—আজকাল বিভিন্ন স্থানে industrial farm-এ (শিল্প প্রতিষ্ঠানে) চাকরীর recruitment-এর (নিয়োগের) ক্ষেত্রে psycho-analyst (মনস্তত্ত্ববিদ) থাকে। তারা psychological test-এর (মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার) ভিতর দিয়ে ঠিক করে, কে কোন্ কাজের উপযোগী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Psycho-analyst-এর (মনবিশ্লেষকের) বদলে psycho-physiologist (দেহমনবিশেষজ্ঞ) হ'লে ভাল হয়। যারা psychical traits (মানসিক-গুণ) দেখে তৎসংশ্লিষ্ট physiological structure (শারীরিক গঠন) বুঝতে পারে। অথবা physiological structure (শারীরিক গঠন) দেখে mental traits (মানসিক গুণ) determine (নির্দ্ধারণ) করতে পারে। আমাদের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে পশুপক্ষীর ভাষা শেখানো হ'ত। তাতে মানুষের জগৎটা কত বড় হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—বেড়াল-কুকুরের ভাবের সঙ্গেও অনেকের পরিচয় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সঙ্গেই পরিচয় কত! আর বেড়াল-কুকুরের সঙ্গে পরিচয় থাকবে।

২৬শে বৈশাখ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৯। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। কতিপয় দাদা ও মায়েরা উপস্থিত আছেন।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) একটি নবদীক্ষিত ভাইকে দেখিয়ে বলছিলেন—এ বিপ্লবী আন্দোলন ক'রতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যিকার বিপ্লব করতে হয়, একেবারে প্লাবন এনে দিতে হয়। এমন করা লাগে যে দেশে সমুদ্র ডেকে যায়। তেমনভাবে কাজ করতে পারলে দুনিয়াময় প্লাবন এনে দেওয়া যায়।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১০। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্তী), নরেনদা (মিত্র), হরিদাসদা (সিংহ), স্পেন্সারদা প্রমুখ আছেন।

ক্ষিতীশদা (দাস) জামতাড়া থেকে একটি দাদাকে নিয়ে এসেছেন। উক্ত দাদা ইষ্টভৃতি ছেড়ে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টভৃতি করা খুব ভাল। ইষ্টভৃতি ঠিকমত ক'রলে insurance-এর (বীমার) মতো হয়। ইষ্টভৃতির ফলে ভিতরেও শক্তি সংহত হয়। তাই-ই আমাদের আপদ-বিপদের সময় রক্ষা করে।

এখানে আসা সম্বন্ধে বললেন—ফাঁক পেলেই চলে আসতে হয়। মনে করতে হয়, যেখানে থাক সেইটে তোমার কর্ম্মস্থল, এইটে তোমার বাড়ী।

উক্ত দাদা—ইষ্টভৃতি না করার দরুন এখানে আসতে ভয় ভয় করত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ীতে আবার ভয়? এতো নিজের বাড়ী। তবে ইষ্টভৃতি করাই লাগে। আর, বাপ-মার উপর খুব ভক্তি রাখাই ভাল। পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, পিতৃতর্পণ, পিতামাতার সেবা ইত্যাদির সুফল অনেক। ওতে আমাদের ভিতরের instinct (সহজাত সংস্কার)-গুলি nurture (পোষণ) পায়, ফুটে ওঠে। পিতৃপুরুষের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে ব্যক্তিত্ব স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে।

উক্ত দাদা—নানা ঝঞ্ঝাটে পড়ে গিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়ায় ঝঞ্ঝাট আসবেই। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে এই ঝঞ্ঝাটকে অতিক্রম করাতেই আনন্দ, সার্থকতা, আত্মপ্রসাদ। প্রথমে ঝঞ্ঝাট দেখলে ভয়-ভয় করে। কিন্তু এক-আধটা অতিক্রম ক'রতে পারলে পরে ঝঞ্ঝাট দেখে আনন্দ হয়। তা' অতিক্রম করার মতো বুদ্ধি আসে, কৌশল আসে, শক্তি আসে, সাহস আসে।

উক্ত দাদা ভাগে ব্যবসা ক'রে অসুবিধায় পড়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সেইজন্য ভাগে ব্যবসা কারবার পছন্দ হয় না। ভাগে কারবার করার মতো চরিত্র এখনও আমাদের গঠিত হয়নি।

এরপর স্পেন্সারদা বাইবেল থেকে সেন্ট পলের একটা কথা প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Apostle-দের (পার্ষদদের) কথা আমাদের ততখানিই নিতে হবে; যতখানি ক্রাইস্টের সঙ্গে মেলে।

স্পেন্সারদা—ক্রাইস্টের তো সব বিষয়ে বলা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আছে, তা' থেকেই ধরা যায়। তিনি বলেছেন fundamentals (মূলকথা) যা কিছু। মানুষের becoming (বিবর্দ্ধন) যাতে হয়, সেই কথাই তিনি বলেছেন। মানুষ যাতে deteriorate ক'রতে পারে (অপকর্ষ লাভ ক'রতে পারে), এমন কোন কথাই তিনি বলেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পর বড়াল-বাংলোর বারান্দার চৌকিতে উপবিষ্ট। দেবেনদা (রায়চৌধুরী), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস) প্রমুখের সঙ্গে বাটানগর থেকে একটি দাদা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে শব্দজ্যোতি, অনুভূতি সম্পর্কে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম ক'রতে-ক'রতে inter-celluar combustion (আন্তঃকৌষিক দহন) হয়। তা থেকে জ্যোতি, শব্দ ইত্যাদির অনুভূতি হয়। আবার, কর্টেক্সের অনেক সূক্ষ্ম স্তর বিকশিত হ'তে থাকে। তা' থেকে দৈববাণী ইত্যাদি শোনা যায়। অবশ্য, ইষ্টের সঙ্গে যদি সঙ্গতি না থাকে, তবে তেমনতর দৈববাণীর উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে সেইভাবে চলা ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হয়েছেন।

বাটানগরের দাদাটির কথা হচ্ছিল। উক্ত দাদা বললেন—ঈশ্বরের নামে মানুষের আনন্দ হয়। কিন্তু সেই নামের জিগীর তুলে মানুষ যখন দলবদ্ধভাবে অন্যায়-অত্যাচার করে, তখন সেখানে ভয়ই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরকে বলি আমরা জীবন-স্বরূপ। কিন্তু ঈশ্বরকে যদি ভীতিস্বরূপ ক'রে তুলি তাহ'লে ভাল লাগে না। বাঁচাবাড়ার জন্যই ঈশ্বরের প্রয়োজন।

উক্ত দাদা—ভয়েরও তো প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসাজনিত ভয় ভাল, পাছে তিনি মনে কষ্ট পান।

ধর্ম্ম মানে যাতে সত্তার আপূরণ, আপোষণ হয়, সংরক্ষণ হয়। যা আমার অস্তিত্বকে খতম করে, তাকে বলে অসৎ। সে সম্বন্ধে ভীতি ও বিতৃষ্ণা থাকেই। বাঁচতে হ'লে অসৎকে, অজ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে বিদ্যায় দাঁড়িয়ে অমৃত উপভোগ ক'রতে হবে। 'অবিদ্যয়া মৃত্যুংস্তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।'

একটি দাদা এখনও দীক্ষা নেননি। সেই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন—এখনও আমি সমাধান পাইনি। তাই জিজ্ঞাসা করছি, আমার করণীয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুঁড়ির দোকানে এসে যদি জিজ্ঞাসা কর, মদ খাব কিনা, সে তো বলবেই খাও এক গ্লাস। আমি তো জানি এই হ'ল মহামঙ্গল। আমি convinced (প্রত্যয়দীপ্ত), এ ছাড়া পথ নেই। তাই আমার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ নেই। সমাধানে আসতে হবে তোমার।

নানারকম complex (প্রবৃত্তি) আমাদের আটকে রাখে। সমাধানে আসতে দেয় না। কিন্তু জীবন তো আটকে থাকে না। সে তো চলেই। এই চলনাটাই যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়, তাই-ই করা লাগে। Complex-এর (প্রবৃত্তির) দরুন যত resistance (প্রতিরোধ)-ই আসুক, তা ভেঙ্গে এগোনো লাগে। কুয়োকাটার সময় কত পাথর ভাঙ্গতে হয়। ঠাকুর বলে, তার কারণ, তিনি বৃত্তিগুলিতে ঠক্কর দেন। ঠকঠক ক'রে

লাগে। কিন্তু অনুরাগ নিয়ে তাঁর পথে চললেই সেগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। দুনিয়ার যা-কিছু impression (ছাপ) আমাদের মাথার উপর ছাপ ফেলে। বহু বিচ্ছিন্ন ছাপের সৃষ্টি হয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে। সেগুলি কত পথেই যে টানে, তার অন্ত নেই। ইষ্টকে গ্রহণ ক'রলে, ঐগুলি re-adjusted (পুনর্বিন্যাস) হ'তে থাকে। একে বলে দ্বিজত্ব, দ্বিতীয় জন্ম। বাইবেলে আছে পুনর্জ্জন্ম হওয়ার কথা। আমরা যে শ্রেয়কে গ্রহণ ক'রতে চাই না, এ কিন্তু একটা অরিষ্ট লক্ষণ।

উক্ত দাদা—গীতার অর্থ প'ড়ে বুঝতে হয়, না অভ্যাস দিয়ে বুঝতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প'ড়ে করা লাগে, চলা লাগে। নচেৎ বোঝা যায় না।

সন্ধ্যা লেগে গেছে। কেষ্টদা ও আরও অনেকে আছেন।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আমাদের সুগভীর সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন— আমরা কখনও একলা বাঁচতে পারি না। বাঁচতে হয় পরিবেশ নিয়ে। আমরা বাঁচার উপকরণ আহরণ করি পরিবেশ থেকে। ধরেন, আপনি ডাক্তারি করেন। আপনার টাকা আসে কিন্তু মানুষের কাছ থেকে। তাই, তাদের সুস্থি, আরোগ্য ও স্বাস্থ্যই যদি আপনার কাম্য হয় এবং তেমনতরভাবে চিকিৎসা যদি করেন, তবেই আপনি লাভবান হবেন। আর, যদি আপনি মনে করেন, ওদের অসুখ জীইয়ে রেখে আপনি টাকা পাবেন, তাতে কিন্তু আপনার পাওয়ার পথ রুদ্ধ হ'তে থাকবে। আর, মানুষের আরোগ্যস্বার্থী, স্বাস্থ্য-স্বার্থী, সুস্থি-স্বার্থী হ'য়ে যদি আপনি অমনতরভাবে চিকিৎসা করেন যে রোগী ব'লে কেউ না থাকে, তাহ'লেও আপনার আটকাবে না। তখন মানুষের কাছে আপনি দেবতা হ'য়ে উঠবেন। আপনার স্বার্থে মানুষ স্বতঃই স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে। সত্তা দিয়েই তো স্বার্থ। আপনাকে দিয়ে যদি সত্তার অতোখানি পোষণ মানুষ পায়, তারা আপনাকে ভুলতে পারবে না।

২৮শে বৈশাখ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১১। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। দাদা ও মায়েরা অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় কানুভাইয়ের কাছে প্রথমে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু,

কানু!

তোমার চিঠি ও মানি-অর্ডার পেয়ে তৃপ্ত হ'লাম। তোমার এই সশ্রদ্ধ প্রীতি-উপঢৌকন আমার কাছে মহার্ঘ্য সম্পদ। তাই সৎসঙ্গ ক'রে আমার একান্তের চরণেই তা নিবেদন করেছি। তাঁর চরণে আকুল প্রার্থনা আমার, তুমি যোগ্যতায় অযুতহস্ত হ'য়ে ওঠ, শ্রেয়নিষ্ঠ বহুপালক হ'য়ে দাঁড়াও, তোমাকে দিয়ে যেন আমাদের পিতৃপুরুষের মুখোজ্জ্বল হয়।

তুমি আজকাল ভাল আছ জেনে সুখী হলাম। ওখানকার সবার কুশল দিও।

আমার আন্তরিক 'রাস্বা' নিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

পঞ্চাননদা (সরকার) প্রেমভক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আপনার প্রতি প্রেম তখনই, যখনই আপনার প্রীণন না ক'রলে আমার ভাল লাগে না। তাতে মনোজ্ঞ হওয়া লাগেই। তা' থেকে আসে আত্মনিয়ন্ত্রণ।

এরপর পূজনীয়া গুরুপ্রসাদী পিসিমার কাছে একটি চিঠি লিখতে বললেন।

খুকি!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম।

তোমার শরীর এখন কেমন জানিও। খেপু ভাল আছে তো? শান্ত, কানু, তোতা, মঞ্জু, শরদিন্দু—এরা সবাই কেমন আছে? শান্তর পরীক্ষা কেমন হয় জানিও।

এখানকার সবাই মোটামুটি একপ্রকার আছে। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সবার কুশল জেনো।

আমার আন্তরিক 'রাস্বা' নিও।

আশীর্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

বেলা ন'টায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন। আজ ইছাপুর থেকে কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছেন ছাব্বিশ/সাতাশ জন সৎসঙ্গী দাদাদের নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দীক্ষিতের সংখ্যা খুব বাড়াতে বললেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের প্রবৃত্তি হ'ল পরের এঁটো খাওয়া, পরের আহার হওয়া। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমরা দাঁড়াতে পারি না।

কিরণদা—আমাদের পিতৃপুরুষের সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধ অনেকেরই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের আত্মসম্ভ্রমবোধ ততদিন আসে না, যতদিন পূর্ব্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত সংস্কার ও যৌন সংস্কারের সঙ্গতি না হয়। পিতৃতর্পণ ইত্যাদির ভিতর দিয়ে আমাদের সুপ্ত সংস্কারগুলি জাগ্রত হয়ে প্রকৃত আভিজাত্যবোধ গজিয়ে ওঠে।

এখনও যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ওপর। তিনি ওই পানের থলে নিয়ে দোরে-দোরে ঘুরে মানুষকে জানিয়েছিলেন। তাঁর ভক্তেরা জীবন দিয়ে ধর্ম ও কৃষ্টির বাণী প্রচার করেছেন। তার ফলেই টিকে আছি। এখন আবার শুনছি, ওদের মধ্যে নাকি বর্ণাশ্রম স্বীকার করে না।

আমাদের এই ideology (ভাবধারা) এতখানি খাঁটি যে, শোনা যায় না একটা সৎসঙ্গীও একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে, অন্ততঃ যারা এগুলি কিছু কিছু মেনে চলে। আমাদের এই ideology-র (ভাবধারা) কথা যে যেখানে শোনে, সেই বলে, এ ছাড়া সমাধান নেই। মাদ্রাজ, বোম্বে, মধ্যপ্রদেশ সর্বত্র বিশিষ্ট লোকেরা এই কথা বলেছে। কত জার্মান, সুইস, ইত্যাদিরও এই মত।

পরে বললেন—তাঁবু এলে ভেবেছিলাম তোদের নিয়ে পাহাড়ের ওই দিকে গিয়ে রাতকে রাত কাটিয়ে দেব। গল্পসল্প করব। জায়গাটা বেশ সুন্দর। তা বঙ্কিমও তাঁবু নিয়ে এলো না, আর গাড়ীও তো আটকা।

কিরণদা বললেন—আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ ধরনের সৎসঙ্গ করি। আমরা বলি আমাদের কৃষ্টি কী, কেন আমরা হেরে গেলাম, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ খুব ভাল। এতে মানুষ আপন বোধ করে। মানুষের মনের মধ্যে এই আপনার জন বোধটা গজিয়ে তুলতে পারলে প্রত্যেকেরই বুকে বল হবে।

কিরণদা—আমাদের এরা বেশীরভাগই টেকনিসিয়ান। এরা কিভাবে কী করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেদিকে ক্ষমতা আছে, সেইদিকেই ক্ষমতা বাড়ালে হয়। যার যেমন মাথায় খেলে, সেইভাবে যদি domestic machines (গৃহস্থালীযন্ত্র) বের করতে চেষ্টা করে, তাহলে ভাল হয়। Domestic machine (গৃহস্থালী যন্ত্র) এমন ক'রে করতে হয় যাতে বড় বড় মেসিনারির প্রয়োজন যথাসম্ভব কমে যায়। বড় বড় কলকারখানার কাজগুলি ছোট ছোট domestic unit-এ (গৃহস্থালী সংস্থায়) নিষ্পন্ন হতে পারে।

সতীত্ব সম্পর্কিত বাণীগুলি পড়া হল। সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজকাল সতীত্বকে অনেকে কুসংস্কার মনে করে। অথচ এটা জাতীয় উন্নতির একটা মূল জিনিস। প্রচারের ভিতর দিয়ে, নাটক, নভেল, গল্প, সিনেমা, পুস্তিকা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আবার সকলকে এই বিষয়ে সচেতন ক'রে তুলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়ালের বারান্দায়। অনেকেই এসে সমবেত হয়েছেন।

কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—মহম্মদ আসার পর তাঁর অনুরাগীরা কেমন দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠল। অথচ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর মোঘল আক্রমণ হল। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অশোকের হাতে প'ড়ে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু কিছু বিকৃতি দেখা দিল। বৌদ্ধদের সংখ্যা বাড়ল বটে, কিন্তু বর্ণাশ্রমের বাঁধন রইল না। তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান হয়ে গেল। তারপর এল শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। মানুষ ভুলে গেল যে আধ্যাত্মিকতা সার্থক হয় সাত্বত বস্তুতান্ত্রিকতায়। বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্য এই দুইজনের সময় থেকেই অসৎনিরোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হল না। 'সোঽহং' চর্চ্চার ফলে ব্যক্তিগত সাধনার উপরই জোর দেওয়া হল। একটা সর্বাঙ্গীণ ভাবধারা কোথাও রইল না। একটা মূল সূত্রের উপর দাঁড়িয়ে বৈশিষ্ট্যপালী রকমে সমাজ, রাষ্ট্র সব নিয়ে একটা সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন ধারা ফুটে উঠল না। এই সবের ফলে এসেছিল নির্ব্বীর্য্যতা। তোমরা যদি এই সর্ব্বতোমুখী কার্য্যক্রম নিয়ে তেমনভাবে তৈরী হও, তাহলে সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে আবার তোমরা অসৎনিরোধী পরাক্রম-প্রবুদ্ধ হয়ে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে জগতে অজেয় হ'তে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর ঘরে কয়েকটা বাণী দিয়ে তারপর বললেন—কারও মাধ্যমে গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক হ'লে সেই ভাবে রঙ্গিল হ'য়ে যায়। গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক সরাসরি। কারও মাধ্যমে যেতে গেলে সর্ব্বনাশ। সূর্য্যের প্রত্যেকটা কিরণই আসে সরাসরি। একটা কিরণের মধ্য-দিয়ে আর একটা কিরণ আসে না। ঋত্বিকের মধ্য দিয়ে আমার কাছে যে আসবে, তা কিন্তু নয়। কারণ, দীক্ষা দিচ্ছে তারা নয়, আমি। প্রত্যেকের সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পর্ক থাকা ভাল।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১২। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোহিণী রোডে আমতলায় চেয়ারে উপবিষ্ট। কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরও অনেকে ছিলেন।

শিল্প-পদ্ধতি ও গার্হস্থ্য-শিল্প সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মেসিনারি থেকেও দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন যাতে খতম না হয়, মানুষ যাতে মেসিন-সর্ব্বস্ব না হ'য়ে ওঠে, হাতেকলমে সে যাতে চোস্ত হয়, তাই করতে হবে। শিল্পকে, উৎপাদনকে যত কুটিরশিল্পের পর্য্যায়ে আনা যায় ততই ভাল। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান করা লাগে কাঁচা মাল সরবরাহ, উৎপাদিত জিনিসের marketing (বাজার) ইত্যাদির জন্য।

কাল রাত্রে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় টেলিফোনের লাইন খারাপ হয়ে গেছে, তাই শ্রীশ্রীবড়মার পৌছানো সংবাদ পাওয়া গেল না। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের মন খুব

উদ্বিগ্ন। তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আমতলায় বসে রইলেন। সেখান থেকে উঠলেন না, সকালে কিছু খেলেনও না। বারবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অজয়দা ও ভূপেশদাকে জসিডি স্টেশনে পাঠালেন খবর নিতে যে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার নির্ব্বিঘ্নে হাওড়ায় পৌঁছেছে কিনা।

প্রফুল্ল বলল—আপনার একটা কথায় আমাদের সব উদ্বেগ মুহূর্তে কেটে যায়। আর, আপনি এখন নিজেই এমন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন আমি যে তার ঊর্দ্ধে থাকি। কিন্তু এখন যে আমি নিজেই উদ্বেগের খপ্পরে পড়ে গেছি। মা থাকতে আমারও অমনিই হতো, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এ-সব ঠাঁই পেত না। তখন কিভাবে চলেছি, ওরা (কিরণদাকে লক্ষ্য করে) জানে। এখন পরপর ঘা খেতে-খেতে অন্যরকম হয়ে গেছে। এখন কেবল খারাপটাই মনে আসে। এ একটা দুর্ব্বলতা বিশেষ। এতে zeal (উৎসাহ) কমিয়ে দেয়, স্থবির ক'রে তোলে। সমস্ত শরীরের উপরও এর ফল ফলে।

৩০শে বৈশাখ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৩। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। কতিপয় দাদা ও মা ছিলেন।

হরেনদা (দেব) পারিবারিক অসঙ্গতির কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের আচার, ব্যবহার, বাক্য, সবার কাছেই হৃদ্য হয়ে উঠবে—এমনতর ক'রে চলা চাই। কয়লার থেকেই হীরে হয়। চাপের চোটে হয়। নিজেকে যতখানি নিয়ন্ত্রণী চাপের ভিতর রাখা যায়, ততই ভিতরের ভাল যা' ফুটে বেরোয়। 'আপ ভালা তো জগৎ ভালা'। শুধু নিজে নিজে ভাল হলে চলবে না। পারিপার্শ্বিকের সবার কাছেই ভাল লাগা চাই।

হরেনদা—আমার খুব কষ্ট লাগে যে, আপনাকে খুশি তো করতেই পারলাম না, বরং কষ্ট দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুশি নিজে হ'লেই হয়। খুশিতে মুখখানা চাঁদের মতো ঢলঢল ক'রবে। তা' আবার সবাইকে স্নিগ্ধ ক'রে দেবে। সে সাহারার গরমই হোক, আর যাই হোক। তাই দেখেই তো আমার আনন্দ।

হরেনদা—আমার একজন assistant (সহকারী) দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই কর, তাই কর, নিজেকে আগে adjust করা (নিয়ন্ত্রণ করা) লাগবে। নিজের আচার, আচরণ ও আপ্যায়না এমনতর হৃদয়গ্রাহী ও সম্ভ্রমাত্মক হওয়া চাই যাতে প্রতিপ্রত্যেকেই ভাল না বেসে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয়া ছোটমার ঘরে। কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—মানুষ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) যত হয়, তখন তার যে খেয়ালগুলি থাকে, সেগুলিও হয় সঙ্গতিশীল আপূরণী। আর, অন্যের খেয়ালের সঙ্গে তার সংঘাত বাধে না।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৪। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। আজ কৃষ্ণাপঞ্চমী। অন্ধকার হয়ে গেছে। ঝিরঝির ক'রে হাওয়া বইছে। কাছে অনেকেই আছেন, তবে কোন কথা বলছেন না। পরিবেশ অনেকটা নিস্তব্ধ। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে বললেন—এই যা' দিয়ে গেলাম, ঘুরে এসে আবার এই সবগুলি যদি পড়া লাগে তাহ'লে মুশকিল। প্রফুল্লর তখন সুবিধা হ'তে পারে।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। অনেকেই কাছে আছেন।

কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা থাকে না, যখন আমরা প্রিয়স্বার্থী হ'য়ে উঠি সর্ব্বতোভাবে। তৎস্বার্থী যতক্ষণ না হ'য়ে উঠছি, সুখ বলে কিছু থাকবে না। আমাদের complex (প্রবৃত্তি)-গুলি যতই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে ওঠে, সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে, ততই আমরা সুখের অধিকারী হ'য়ে থাকি। গর্ব্বেপ্সার বা হীনম্মন্যতার দরুন লোকহিত ইত্যাদির অনুষ্ঠান যতই করি না কেন, তাতে কিন্তু সুখ হয় না। যখন শ্রেয়প্রীতিই আমাদের কর্ম্মের নিয়ামক হয়, তখন আমরা সবকিছুর ভিতর-দিয়ে হ'য়ে উঠি প্রশান্ত।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৬। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। কেষ্টদা ও আরও অনেকে আছেন।

কেষ্টদা temperament (মেজাজ), disposition (প্রকৃতি) ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি temperament বলতে বুঝি ধাতু—আমার বৈধানিক সংস্থিতি যে tune-এ (সুরে) আছে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৮। ৫। ১৯৫২)

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলার মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)-সহ কতিপয় দাদা ও মায়েরা আছেন।

কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম করার ফলে cell (কোষ)-গুলির মধ্যে আকুঞ্চন-প্রসারণ হ'তে থাকে। Expansion-এর (প্রসারণের) পর আসে contraction (সংকোচন)। সেইটেই হ'লো অন্ধকার। প্রত্যেকটা স্তরের পর এমনতর হয়। শরীরের প্রত্যেকটা cell-এর (কোষের) যে expansion (প্রসারণ) হয়, তাও বোঝা যায়। জিনগুলিও unfolded (বিকশিত) হয়। .... জীবনসম্বেগের সাথে যা' ফুটেছে তার অনুভূতি সাধারণভাবে সবার মধ্যেই জাগে, যারা ঠিকমতো করে।

সহাস্য বদনে বললেন—পরমপিতার দয়ায় যা' দিচ্ছি, তা' বহুকাল পাওয়া যায়নি।

নগেনের (দে) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওকে বিয়ে করতে বারণ করলাম, শুনলো না। কিন্তু আমার মনে হয়, বিয়ের ব্যাপারে সঠিক জুটি না হ'লে একজন আর একজনের বিরোধী হ'য়ে ক্ষতিকর হয়।

অনুভূতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুকেন্দ্রিক রকমের মধ্যে-দিয়ে যখন একটা অন্বয়ী সংস্থিতি হয় ভিতরে, তা'র ফলে আকাশ দেখা যায়। যখন সেইটে আবার ভেঙ্গে যায়, তখন কিন্তু তা' আর দেখা যায় না।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারও উপর যদি মানুষের শ্রদ্ধা থাকে, এবং সে যদি তাকে অযথা ব্যথা দেয়, অহং-এ আঘাত করে, কারণে-অকারণে হেয় প্রতিপন্ন ক'রতে চায়, তা'তে মানুষকে বিগড়ে দেয়। ঐ অবস্থায় বাঁচাতে পারে একমাত্র শ্রেয়-অনুরাগ। বসন্ত ডাক্তার আমার সঙ্গে অমন ক'রতো। আমি বেঁচে গিয়েছিলাম মার প্রতি নেশা ছিল ব'লে। নয়তো আমি গিয়েছিলাম।

অনুরাগ সম্বন্ধে বলছিলেন—ব্যাপার কঠিন কিছু না, একলহমাতেই হ'য়ে যায়। অনন্যভাক্ হ'তে পারলেই হয়। 'তুমি আমার সব'—এই কথাটা স্বীকার ক'রে চলা চাই সেইভাবে। আর, এটা একলহমাতেই হয়।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৯। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পূজনীয়া ছোটমার ঘরে।

নিখিল (ঘোষ) কম্যুনিস্টদের সম্বন্ধে বলছিল যে, ওরা ঐশীশক্তি মানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐশীশক্তি মানেই মানুষের power of acquisition (আধিপত্যলাভের ক্ষমতা)।

নিখিল—ওরা বলে mass (ভর) ও energy (শক্তি) আলাদা ও পরস্পরবিরুদ্ধ নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো! Mass (ভর) আর energy (শক্তি) একই জিনিস। Energy-রই (শক্তিরই) একটা transformed (পরিবর্ত্তিত) emanation (নির্গমন) হ'ল mass (ভর)। ...... ব্রহ্ম কথার মানে যা' বৃদ্ধি পায় ও দীপ্তি পায়। হিন্দুরা বলে

'ব্রহ্ম সত্য জগৎমিথ্যা' অর্থাৎ বস্তুজগতের যা-কিছু ঐ বর্দ্ধনী শক্তিরই পরিণতি। তাই এই বৃদ্ধিপরায়ণতাই সত্য। কিন্তু এই বৃদ্ধিপরায়ণ শক্তির অভিব্যক্তি ও পরিণতি ছাড়া যদি জগৎ ব'লে আলাদা কোন সত্তা বা শক্তি ধ'রতে যাই, সেটা ঠিক হবে না। ওর থেকে বিচ্ছিন্ন আলাদা জগতের অস্তিত্ব নেই, সেই হিসেবে জগৎ মিথ্যা।

'একমেবাদ্বিতীয়ং' মানি—এই হিসাবে যা-কিছু সবই সেই শক্তিরই পরিণতি। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মানে সেই শক্তিরই পরিণাম ও পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নেই। যে আধ্যাত্মিকতা, যে ব্রহ্মতপ বাস্তব জগৎকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না, তা' প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা বা ব্রহ্মতপ নয়। যাকে অধিকার ক'রে, অবলম্বন ক'রে চলৎশীলতা বজায় থাকে নানাভাবে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে, তাই-ই আধ্যাত্মিকতা। আত্মাকে ঈশ্বর বলি ঐ আধিপত্যের দিক দিয়ে।

যাঁদের বোধিদীপনা এই সত্যকে বোধায়ত্ত ক'রে নিতে পেরেছে, তাঁরাই অবতার বা প্রেরিত পুরুষ। আর, তাঁরা স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। কারণ, ঐ একই শক্তি নানা বৈশিষ্ট্যে বিবর্ত্তিত হ'য়ে চলেছে এবং কারও পরিপূরণ ক'রতে গেলেই তাকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরিপূরণ ক'রতে হবে। নচেৎ সে আপূরিত হবে না। বৈশিষ্ট্য থাকলেই সেই বৈশিষ্ট্যের grouping (ভাগ) নিয়ে বর্ণ আছে। তদনুপাতিক কর্ম্মবিভাগ আছে। বৈশিষ্ট্য থাকলে বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক যোগ্যতা আছে। সেই যোগ্যতার তারতম্য-অনুযায়ী মানুষ বড়-ছোট, ধনী-দরিদ্র হয়। কিন্তু এদের মধ্যে আবার সামঞ্জস্য চাই বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পরিবেশনের ভিতর দিয়ে। পোষণ ও শোষণের balance (সমতা) যেখানে, সেইটেই economy (অর্থনীতি)। জ'ন্মে মাকে exploit (শোষণ) ক'রে বাঁচি। তখন মা শোষিত হ'ল। আমি পুষ্ট হলাম। পরে বড় হ'য়ে আমি আবার মাকে দিই, তাঁকে পুষ্ট করি। এই দেওয়া-নেওয়ার balance (সমতা)-টাই হ'লো economy (অর্থনীতি)। কাউকে দিতে গেলে আবার মানুষের কাছ থেকে নিতে হয়। যাদের কাছ থেকে নেব, তাদের আবার service (সেবা) দিতে হবে। এই balance (সমতা)-টা ভাঙ্গলেই সর্ব্বনাশ।

জগতে efficient (দক্ষ), deficient (খাঁকতিওয়ালা) দুই রকমের আছে। Deficient-এর সংখ্যা যদি বাড়ে, তবে তাদের বাঁচা লাগে efficient-দের ওপর। সেখানে তারা exploited (শোষিত) হয়। তাই deficient-দের efficient ক'রে তোলা লাগবে। সেজন্য চাই সুপ্রজনন ও সঠিক পোষণ। বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পরিবেশন যদি কেউ না চায় তবে বুঝতে হবে সে exploitation (শোষণ) বজায় রাখতে চায়। বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পোষণ ও পরিবেশনের ভিতর দিয়ে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে যদি যোগ্য ক'রে তোলা না যায়, তবে কোন রাষ্ট্রই কিছু ক'রতে পারবে না।

Labour (শ্রমিক)-দের কথা যদি বড় ক'রে ভাবি, তবে capitalist (ধনিক)-রাও labour (শ্রমিক)-এর মধ্যে পড়বে না কেন? তারাও তো তাদের শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে capitalist (ধনিক)।

একটা দেশের সমস্ত capitalist-এর টাকাও যদি শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ ক'রে দাও, তাহ'লে তাঁদের কয়েকদিনের বেশী খোরাক হবে না। শ্রমিকদের যোগ্যতা যদি না বাড়ান যায় তবে কিছুতেই হবে না। উৎপাদনও বাড়বে না। একান্ত প্রয়োজনে capitalist (ধনিক)-এর অর্থ ব্রাহ্মণ বা রাজা কেড়ে নিয়ে বন্টন করতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকবে না কেন? ব্যক্তিকে যদি ব্যক্ত হবার সুযোগ না দিই, তবে তারা তো কুঁকড়ে থাকবে। পরিবেশ যদি আমার স্বার্থবাহী না হয়, তবে পরিবেশের স্বার্থ আমি যতই দেখি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত কাজ দেবে না। তাই, পারস্পরিকতা চাই। মানুষের risk (ঝুঁকি) থাকতেই পারে। সেইজন্যই সঞ্চয়ী সংস্কার তার মধ্যে স্বাভাবিক। শুধু মানুষ কেন, সব জীবের মধ্যেই এটা দেখা যায়। একটা কাকের মধ্যেও এটা দেখতে পাবে। তবে এই সহজাত সংস্কারকে সমাজ-কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ক'রে তোলা লাগবে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২১।৫।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে ব'সে আছেন। তাঁকে ঘিরে অনেকেই কাছে আছেন।

সন্তোষদা (রায়) এসেছেন কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় তাঁকে বলছিলেন—সংসারে বড় ছেলে হওয়া খুব কঠিন। স্বামী যদি না থাকে তবে মেয়েরা বিশেষ ক'রে বড়ছেলের কাছ থেকে অনেকখানি প্রত্যাশা করে। তার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতেই মায়েরা তখন খুব ব্যথা পান। আমার মাকেও দেখতাম ঐরকম।

সন্তোষদা—আপনি তো মার সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে চলতেন যাতে তিনি মনে ব্যথা না পান, বরং আনন্দ পান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' আমার সারা জীবনটাকেই হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছে। ঐ জিনিসটা আমার-সব-কিছুর মধ্যেই জড়িয়ে ছিল। এমনকি, হাগামোতার মধ্যেও পর্য্যন্ত আমার ঐ চিন্তা থাকতো। আর, ঐটেই আমার চলনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতো। মা যেয়ে আমার জীবনের দাঁড়াটা ভেঙ্গে গেছে।

সন্তোষদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন যে, তাঁর মা অসুস্থ।

তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কাছে বসার থেকে মার কাছে বয় গিয়ে। তার কাছে গিয়ে পাটী পেড়ে ব'সে মায়-বেটায় গল্প কর্ গিয়ে। তাতে তা'র ভাল লাগবে।

সন্তোষদা উঠে গেলেন।

পূজনীয় বড়দার ছেলে সোনাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরা মা ছাড়া জানে না। ওদের দেখে আমার খুব ভাল লাগে। আর আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে।

অন্ধকার রাত। শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে। পাশে অনেকেই চুপচাপ বসে আছেন। হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ কেমন? আমি বুড়ো হ'য়ে গেলাম অথচ জ্ঞান হ'লো না। কেষ্টদা! আপনার কেমন মনে হয়?

কেষ্টদা—আপনার কাছে আসার আগে মন হ'ত যথেষ্ট জ্ঞান হ'য়েছে। এখন মনে হয় আছি, আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চাননদাকে পেলে জিজ্ঞাসা করতাম।

কালিদাসী মা বললেন—ঐ তো পঞ্চাননদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চাননদা! আপনার কি মনে হয় জ্ঞানটান হ'য়েছে?

পঞ্চাননদা (সরকার)—জ্ঞান যেটুকু আছে, এটুকু গেলেই বাঁচতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আগে মনে হ'ত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হ'লে বোধহয় জ্ঞানটান হবে। কিন্তু এখনও এত বয়স হ'লো, তবু তো কিছু টের পেলাম না। মনে হয়, ছোটবেলায় যেমন ছিলাম, তেমনই আছি।

শ্রীশ্রীবড়মা, পূজনীয় বড়দা কলকাতা থেকে আসলেন। কলকাতা থেকে বেনারস এক্সপ্রেসে রওনা হওয়ার পর অবধি শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছিলেন। গাড়ী এখন কতদূর এসেছে? টাইম টেবল দেখে বলা হ'চ্ছিল। রাত্রে গাড়ী আসার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে গিয়ে ব'সে দূর থেকে গাড়ীটা দেখলেন। পরে ফিরে আসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর সব খবরাখবর শুনতে লাগলেন। শ্রীশ্রীবড়মার দাঁত বাঁধান হয়েছে, সেগুলি দেখলেন কেমন হয়েছে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২২। ৫। ১৯৫২)

আজ ভূপেশদা (দত্ত) নূতন 'ডজ' গাড়ী নিয়ে আসলেন। হাউজারম্যানদা 'হাডসন্' গাড়ী সারিয়ে নিয়ে আসলেন। দুইজনে একসঙ্গে এসেই হাজির হ'লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বসেছিলেন। গাড়ী আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজনীয়া ছোটমাকে খবর দিতে বললেন। শ্রীশ্রীবড়মা আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নিচেয় নেমে দুটো গাড়ীর পাশে গিয়েই দেখতে লাগলেন। হাডসনের দরজার পাশে সামান্যতম একটা খুঁত ছিল। সেটা তাঁর চোখ এড়াল না। সেটা তিনি দেখালেন। শ্রীশ্রীবড়মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষ ক'রে বলছিলেন নূতন গাড়ীতে চড়বার জন্য। শ্রীশ্রীঠাকুর গিরিশদা (ভট্টাচার্য্য)-কে ডেকে পাঠালেন। গিরিশদা এসে বললেন—চ'ড়তে পারেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—'ভাল ক'রে পঞ্জিকা দেখে বলেন, তা না হ'লে আপনাকে ডাকা কেন? সুশীলদাই তো যথেষ্ট।' গিরিশদা পঞ্জিকা দেখে এসে বললেন—'ভাল ক'রে দিন দেখে চড়তে গেলে আগামী বুধবার ভাল দিন হয়। আর, রবিবারেও মাঝারি রকমের দিন আছে।' এরপর শ্রীশ্রীবড়মা পূজনীয়া ছোটমাকে সঙ্গে নিয়ে 'ডজে' ক'রে কিছুদূর

বেড়িয়ে আসলেন। আসার পর পূজনীয়া ছোটমা বললেন—'খুব ভাল, চ'ড়ে খুব আরাম।' শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—'হাডসন' ভাল, না 'ডজ' ভাল? এখনই একবার 'হাডসন' চ'ড়ে বল্ তো। তারপর শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজনীয়া ছোটমা 'হাডসনে' চড়ে কিছুদূর বেড়িয়ে আসলেন। 'হাডসনে' ঘুরে এসে পূজনীয়া ছোটমা বললেন—'এতেই আরাম বেশী।'

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৩। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় বসে একটি বাণী দেবার পর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। অনেকেই এসে জড় হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চাননদা (সরকার), বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রমুখকে দিয়ে একটা গান বাঁধলেন মেণ্টু ভাইয়ের (বসু) জন্য। মেণ্টুভাই রমণদার (সাহার) মাকে সেই গানটা গেয়ে শোনাবে।

পঞ্চাননদা নিজেদের অনেকের বিশ্বাসের খাঁকতি ও বিপরীত চলন সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে নিজে যথাসম্ভব accurately (ঠিকমত) চলেন ও বলতেও থাকেন। কিন্তু নিজে যদি না করেন আর মুখে শুধু বলেন, তবে আপনার অমনতর বলাই লোককে induce (আবিষ্ট) করবে সেটা ভাঙ্গতে। তা'রা আপনাকে দেখে বুঝবে যে ওগুলি মুখে বলতে হয়, কাজে করতে হয় অন্যরকম।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৪। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনা হ'য়ে বলতে লাগলেন—আমার এমন সময় নেই যে মার কথা মনে লেগে থাকে না। সবসময়, চব্বিশ ঘণ্টাই ঐ চলেছে। যা' করি, যেভাবে থাকি, ও চিন্তা মনের মধ্যে লেগেই আছে, ছাড়ে না। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি না বটে, কিন্তু ঘুম ভাঙলেই টের পাই ঐ চিন্তা মনে আছে। ব্যথার মতো লেগে থাকে। তুমি বড় ব্যথার মতো ডাক দিয়েছ প্রাণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বড়ালের মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকীতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা, সুশীলদা, পঞ্চাননদা প্রমুখ কাছে আছেন।

কেষ্টদা—পাখীরা যেমনতর ঘর ক'রতে পারে, বানর তার চেয়ে উন্নততর জীব হ'য়েও তা পারে না। এ কী রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বানরের বুদ্ধি থাকার দরুন সে যতখানি শিক্ষা নিতে পারে, পাখী তা' পারে না। মানুষ যেমন ভাল হ'তে পারে, তেমনি খারাপও হ'তে পারে—এটা দুইই তার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। নিকৃষ্ট জীব শুধু সংস্কারে চলে। উন্নততর জীবের ভিতর বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বেশী দেখা দেয়। তাই, তার প্রয়োগ-অনুযায়ী তারা ভাল ও মন্দ দুই-ই হ'তে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন। তারপর বললেন—যার ভিতর বিবর্ত্তনী আকৃতি যত বেশী, সে তত সুকেন্দ্রিক হয়। ইন্দ্রিয়-উপভোগের আকৃতি যার বেশী সে তত বিকেন্দ্রিক বা বহুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে এবং বাস্তবে ভোগবঞ্চিত হয়।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৫। ৫। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। সুশীলদা (বসু), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখ অনেকে ছিলেন।

ভক্তি-প্রসঙ্গে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভক্তিতে লহমায় মানুষের পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায়, রাতারাতি অন্য মানুষ হ'য়ে যায়। কেমন ক'রে কোন্ সময়ে যে হয় তা'বলা যায় না। তখন ইষ্টই হন একমাত্র স্বার্থ, তাছাড়া আলাদা কোন স্বার্থ থাকে না। তাঁর স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তিনি অখুশি হন, এমন কোন কাজ করতে পারে না। বিশেষ ফিলজফি-টিলজফি খাটানোর ধার ধারে না সে। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রেই ফেলে। অবশ্য, যদি খাঁটি ভক্তি হয়।

পঞ্চাননদা—দান না ক'রলে নাকি ভক্তি হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তের অনুচর্য্যা করতে হয়।

প্রফুল্ল—ভক্তের অনুচর্য্যা ক'রতে হয়, না ইষ্টের অনুচর্য্যা করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুইয়েরই।

পঞ্চাননদা—ভক্তি দান করা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূর্য্য যেমন কিরণ দান করে, ভক্তিও স্বতঃই সেইরকম করে। তবে reflected (প্রতিফলিত) হবার মতো জায়গা চাই।

পঞ্চাননদা—সবই তো বিধাতার ইচ্ছাধীন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্যকভাবে ধারণ করেন যিনি যা কিছুকে তিনিই বিধাতা, তাঁরই বিধি। তবে মানুষ নিজে ইচ্ছা না ক'রলে হয় না। পেতে গেলে বিধিকে অনুসরণ ক'রে পেতে হয়। তাঁর দয়াকে যদি প্রতিহত ক'রে দিই তবে তা পাব কি ক'রে? সুসন্তান যদি পেতে হয়, তবে স্বামী-স্ত্রী যদি cleaved (যুক্ত) না হয়, তা'হলে হয় না। সহবাস যদি শ্রদ্ধোষিত না হয়, প্রীণনদীপনী না হয়, তবে সন্তান সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতি পায় না। স্ত্রীর চাই ইষ্টানুগ সক্রিয় স্বামী-উন্মুখতা।

ঝগড়া ক'রে তারপর সহবাস ক'রে যদি সেই সহবাসের ফলে সন্তান হয়, তবে সে সন্তান তেমনতর প্রকৃতির হয়। সে হয়তো পাঁচ বছর বয়েস থেকেই মা-বাবাকে ঠেঙ্গান শুরু করে। মা-বাপ হয়তো তখন বলে 'ও ভগবান! তুমি আমার কী ক'রলে?' আমি বলি, ভগবান কী ক'রবেন। তুমি যা চেয়েছ, যা করেছ, তাই-ই পেয়েছ।

পঞ্চাননদা—শিক্ষার মধ্যে-দিয়ে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, মেয়েরা বাড়িতে সকলের মনোজ্ঞ কেমন ক'রে হ'তে পারে, সকলকে সুস্থ-স্বস্থ কেমন ক'রে রাখতে পারে বাস্তব অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে, অভ্যাস-ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণে, সেইটেই প্রথম দেখতে হবে। আর এইটেই nurtured (পুষ্ট) ও developed (উন্নত) হয় যাতে, তেমনতরভাবে science, literature, mathematics (বিজ্ঞান, কলা, অঙ্ক) ইত্যাদি সব শিখান লাগে। এমনি ক'রে তৈরী যদি ক'রতে পার, তবেই হবে কুলোজ্জ্বলা কন্যা। এছাড়া প্যাঁ পোঁ ক'রে বেহালা বাজনা শিখছে, আর ফ্যাশান ক'রে বেড়াচ্ছে, তাতে যা' হবার তাই-ই হবে।

নন্দদা (ঘোষ) পরিবারের লোকের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ ক'রে তার বিচার চাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নন্দদাকে বললেন—বিচার দিয়ে কী হবে? তোকে যদি কেউ ভালবেসে সুখী হয়, হবে। না হয়, তুই তোর মতো চ'লবি। তোর অত দিয়ে কাজ কী? তুই অত প্রত্যাশা রাখিস কেন? তুই তোর মতো তাঁকে নিয়ে চল্ সন্ন্যাসীর মতো। ভগবান তোকে পুরুষ ক'রে সৃষ্টি ক'রেছেন। পুরুষ শিবস্বরূপ। তোর আবার ভাবনা কী? আর, তোর চাকরি করা লাগবে কিসে? আমিই তো তোকে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াতে পারি। অন্যে তোকে ফেললেও আমি তো ফেলতে পারব না। আমার বাচ্চা তুই, তুই কোথায় যাবি? তোর জন্য আমি চল্লিশ টাকা ঠিক ক'রে রেখেছি। দুটো খেয়ে-পরে এখানে গাছতলায় প'ড়ে থাকবি।

বিচার আর কী চাস? যে যাই করুক, তার কর্ম্ম-অনুযায়ী সে নিজের ভাগ্য রচনা করে, এ হ'তে রেহাই নেই কারউ। তবে মানুষের দোষ দেখে কিন্তু তাদের শোধরান যায় না। এতে বরং তা'রা dissociated (বিযুক্ত) হয়ে পড়ে। বরং তোমার প্রতি শ্রদ্ধা যদি থাকে, তার ভিতর-দিয়েই তাকে পরিবর্তিত ক'রতে পারবে তুমি। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'।

নন্দদা—শ্রদ্ধা-ভালবাসা জিনিসটাই পারস্পরিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের একটা ভরসা আছে। সে যদি তার আদর্শকে নিয়ে সুকেন্দ্রিক হয়, তবে তার ঐ চলনই তার পারিপার্শ্বিককে প্রবুদ্ধ করে তাতে যুক্ত হ'তে। নচেৎ মানুষের পিছনে ছুটলেই যে মানুষকে পাওয়া যায়, তা নয়। আদর্শে সুকেন্দ্রিক না হ'য়ে শুধু পারস্পরিকভাবে ক'রতে গেলে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির মত হয় —'ফ্যাল কড়ি, মাখ তেল, তুমি কি আমার পর?' তাতে সব সময় কাজ হয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয়া ছোটমার ঘরে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও আরও কয়েকজন ছিলেন।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—এক-একজন ছেলে-মেয়ের চেহারা এক একরকম হয় কেন? কেউ হয়তো মায়ের মতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় স্বামী যখন স্ত্রীতে inclined (আনত) হয়, তখন মেয়ে হয়, এবং স্ত্রী যখন স্বামীতে inclined (আনত) হয়, তখন ছেলে হয়। আর, ঐরকম হ'লে মেয়ের চেহারা হয় বাপের মতো, আবার ছেলের চেহারা হয় মায়ের মতো।

স্ত্রী যদি স্বামীতে ঠিকভাবে যুক্ত না হয়, তাঁতে স্বার্থান্বিত না হওয়ায় তার প্রবৃত্তিগুলি যদি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হয়, তবে শুধু ফাঁকিবাজিতে ভাল সন্তান হয় না।

কেষ্টদা—স্বামীর দিক দিয়েও ফাঁকিবাজি থাকলে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামীর যদি ফাঁকিবাজি থাকে ইষ্টানুরাগ ও ইষ্টানুসরণের দিক দিয়ে, তাহলেই মুশকিল। আবার স্বামী যদি স্ত্রীমুখী হয়, তাতেও ভাল ফল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে বসে আছেন। অনেকে কাছে আছেন। অন্ধকার, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, বিকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—Complex (প্রবৃত্তি) যত বাড়ে বাড়ুক, তা আমার সম্পদই হ'য়ে উঠবে, যদি তা adjusted ও concentric (নিয়ন্ত্রিত ও সুকেন্দ্রিক) হয়।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৩১। ৫। ১৯৫২)

গত পাঁচদিন ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই অসুস্থ ছিলেন। আজ একটু ভাল আছেন, তবে শরীর খুব দুর্ব্বল ও অবসন্ন। সকালে রোহিনী রোডের আমতলায় গিয়ে বসেছিলেন। সেখান থেকে বড়ালের ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন ক্লান্ত হ'য়ে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর চাঁদোয়ার তলে চৌকীতে উপবিষ্ট। একটি নবাগত ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে পূর্ব্বপুরুষের ভেতর-দিয়ে আমি চুঁইয়ে এসেছি, পরিবেশের উন্নতিতে তাকেই ভাল ক'রে পুষ্ট ক'রে তুলতে পারব। আমি তুমি হ'য়ে যাব না, বা তুমি আমি হ'য়ে যাব না। আমার immediate interest (সরাসরি স্বার্থ) হ'ল পরিবার ও পরিবেশ। কারণ, তাদের কাছ থেকে আমরা আহরণ করি। তারা খারাপ হ'য়ে যাবে, আমি ভাল থাকব, তা হয় না। সব সময় লক্ষ্য রাখা লাগবে যাতে বাঁচাটা সুচারু ও সুযোগ্য হয়।

উক্ত ভাই—পরস্পরের পরিপূরণী হ'য়ে বাঁচাই ভাল। কিন্তু স্বার্থান্ধ হ'য়ে যখন মানুষ অন্যের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়, ক্ষুণ্ণ করে, তার প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিকার হ'ল কয়েকজন অভিন্ন আদর্শে যুক্ত হ'য়ে, সবাইকে সেইভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলা। প্রত্যেকের বাঁচাবাড়াই যদি আমার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে, তবে আমি সবার স্বার্থ হ'য়ে উঠব। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে। এইভাবে sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে ওঠে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। একটা বহুতে বহু হ'য়ে কেমন ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে, কোথায় কোন্ বৈশিষ্ট্যে, সেই বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত common factor-(উপাদান সামান্য)-কে যে যত উপলব্ধি করেছে, সে তত ব্রহ্মজ্ঞানী।

উক্ত ভাই—পন্থা non-violent (অহিংস) বা violent (হিংস্র) হবে, সেইটে নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচাটাই হ'ল কাম্য—আমি বাঁচব যা কিছু নিয়ে সর্ব্বতোভাবে, সুখে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে। এর জন্য যা করা লাগে তাই-ই করব। Non-violence-এ (অহিংসায়) যদি চলি তবে violent (হিংস্র) হ'তেই বা যাব কেন? আবার violence (হিংসা) যদি জীবনের উপযোগী হয়, তা'হলে তাকে ত্যাগই বা করব কেন? অসৎ নিরোধের যথাযথ স্থানও তো আছে।

মহাত্মাজীর আশ্রমে একটা গরুর অসুখ ক'রেছিল। তার যন্ত্রণা দেখে তাকে গুলি করে মারার ব্যবস্থা হয়। তখন আমি ভাবলাম, আমি যদি বৃদ্ধ হ'য়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়ি, তখন আমার প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে কেউ যদি আমার প্রাণ নেয় তা কি আমার ভাল লাগে? আমি অসুস্থ, হরিদাস আমাকে একপুরিয়া ওষুধ এনে দিয়ে বলে গেছে—সেরে যাবে। আমিও ভাবছি হয়তো সেরে যাবে। সেই তো ভাল লাগে। 'অমৃতস্য পুত্রা' ইত্যাদি যে বলে, সেই-ই আমার ভাল লাগে। যত বেশির মধ্যে ঐ ভাব চারিয়ে যায়, ততই ভাল। আমার তো এইটে ভাল লাগে, প্রাণ এমনটা চায়। বড়-বড় সাধু-সন্ন্যাসীরা কী বলেন জানি না।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অনেক দাদা ও মায়েরা ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভক্ত যে, সে শুধু abstract conception (নৈর্ব্যক্তিক ধারণা) নিয়ে খুশি থাকতে চায় না। সে চায় তাঁর material manifestation (বাস্তব প্রকাশ)। তাঁকে প্রীত ক'রেই প্রীত হ'তে চায়, এর মধ্যেই জীবনের সম্ভোগ। তাদের কাছে বাসুদেবই সব। সব কিছু তত্ত্ব ও বস্তুর সংহত পরিপূর্ণতা যা, তার থেকে কিছুই বাদ দিতে চায় না। তাই, তারা বাসুদেবকেই আঁকড়ে ধরে। কারণ, তাঁর মধ্যেই আছে সব কিছু তত্ত্ব ও বস্তুর সুসঙ্গত কেন্দ্রায়িত সমাবেশ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শুভ্রশয্যায় অর্ধশায়িত। ডাঃ গুপ্ত আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে ব'লে গেলেন। আর, দুধ-শটি বা দুধ-সাগু খেতে বললেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে সমাসীন। সামনে ডাঃ গুপ্ত একটা চেয়ারে বসে গল্প করছিলেন। কেষ্টদাও (ভট্টাচার্য্য) সেখানে ছিলেন।

ডাঃ গুপ্ত কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ব্রাহ্মণ্যযুগ, ক্ষাত্রযুগ চ'লে গেছে। এখন বৈশ্যযুগ চলছে। এরপর আসছে শূদ্রযুগ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর কোনটাই perfect (ঠিক) না, যদি সব ক'টার সুসঙ্গতি না হয়।

ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ পর বিদায় নিলেন। এই সময় বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), সতীশদা (দাস), উমাদা (বাগচী), জ্ঞানদা (গোস্বামী), হাউজারম্যানদা প্রমুখ ছিলেন।

হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—বিভীষণ যে রাবণকে ত্যাগ করলেন, সে কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ত্যাগ হ'ল আদর্শের জন্য। সত্যের জন্য। রাবণ তো আদর্শবান ছিল না। রামচন্দ্রকে দেখে সে একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। রামচন্দ্রের ঊর্ধ্বে তার আর কেউ নেই। ভ্রাতার প্রতি কর্তব্যের চাইতে তার ইষ্টানুরাগই ছিল প্রবল। ভীষ্ম কিন্তু কেষ্টঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি নিয়েও, কর্তব্যবোধে কৌরবের পক্ষ ছাড়তে পারেননি। তা কিন্তু ঠিক হয়নি। ইষ্টের জন্য, সত্যের জন্য, অন্য যে-কোন কর্তব্য ত্যাগ ক'রতে হবে, যদি সে কর্তব্য ইষ্টের পথে অন্তরায় হয়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৩। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজও খুব দুর্ব্বল।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে বসেছিলেন। তখন বারীন ঘোষ সস্ত্রীক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন।

রাত্রে কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা আমাদের নিজেদের কৃষ্টির ধার না ধেরে পরের পরাক্রমে অভিভূত হয়ে চলছি। তাই, আমরা যত আন্দোলনই করি, একটা bastard thinking (জারজ চিন্তা) নিয়ে চলি।

কেষ্টদা মাও-সে-তুং-এর কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনে আমার খুব শ্রদ্ধা হয়, ভাল লাগে। কিন্তু মনে হয় না যে yield (নতি স্বীকার) করি। সব-কিছু থেকেই আমরা পুষ্টি সংগ্রহ ক'রতে পারি। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যে

দাঁড়িয়ে। যেমন, আমাদের শরীর স্ব-সত্তায় দাঁড়িয়ে বাইরের খাদ্য থেকে পুষ্টি সংগ্রহ্ করে।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৭। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য বেশ কষ্ট পেলেন। এ ক'দিন বিশ্রামের মধ্যেই ছিলেন। আজ তাঁকে মোটামুটি ভালই দেখাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে বসে পূজনীয় বড়দার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। বহু দাদা ও মায়েরা তখন তিনদিক ঘিরে বসেছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুল বলেছেন, মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। তাঁরা যা বলেছেন যদিও তা অকাট্য সত্য, তবুও ইচ্ছা করে বলি, 'তোমরা দয়া কর, তোমাদের দয়ায় মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হোক।'

কথায়-কথায় আবার বললেন—অনেকে আছে, আমার কথা এক কানাকড়ি শোনে না। অথচ বলে, 'ঠাকুরের কথা শুনে আজ আমার এই অবস্থা।' অকপট অনুবেদনা নিয়ে যদি এক পয়সা করে, তার ঠেলায় দুনিয়া কাত হ'য়ে যায়। আর সিকি যে করে তার তো কথাই নেই।

রাত্রি গোটা নয়েকের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বের না করা কিন্তু ঠিক নয়। এতে যে-কোন সময় জিনিসটা ভেঙে যেতে পারে।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৮। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চেয়ারে বসেছিলেন। চারিদিক ঘিরে অনেকেই বসে আছেন।

কেষ্টদা বললেন—মাও-সে-তুং প্রাচীনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েও তার অনেকখানি অদলবদল করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রলেও তা' প্রাচীনের ভিত্তির উপর। প্রাচীনকে অবজ্ঞা ক'রে যারা নূতনকে সৃষ্টি ক'রতে যায়, তারা ঠ'কে যায়।

এক দাদা তার অসুবিধার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধা আছেই। অসুবিধা সর্ব্বত্রই। তার মধ্যে দিয়েই কাজ সারা লাগে। দুনিয়াটায় জন্মানটাই একটা অসুবিধা।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। সুশীলদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ কয়েকজন আছেন।

সুশীলদা—রাজাজী মাদ্রাজে ফুড কন্ট্রোল তুলে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। কন্ট্রোল থাকলে চোরাকারবারের দিকে ঝোঁক যায়। চোরাকারবার ক'রে যদি পয়সা পায়, তবে লাঙ্গলের গুটি ধরতে যাবে কেন? আদত কথা উৎপাদন বাড়ান, উৎপাদন যদি না বাড়ে তাহলে শুধু কন্ট্রোল ক'রে করবে কী? আর, এ সবগুলিই তোমাদের কর্ম্মের অন্তর্গত।

পরমেশ্বরভাই—রাষ্ট্র ঠিক না হলে সব-কিছুরই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে খুব ক'রে ছিটিয়ে দিতে হয়। মানুষের কানে বারবার ঢালা লাগে। সাধারণ মানুষের বোধি প্রখর নয়। বার-বার শুনতে-শুনতে তখন মাথায় গজায়। এমনকি একটা মিথ্যা কথাও যদি বার বার শোনে, তাও তারা মেনে নেয়। আর, এ তো জীবনের কথা, বৃদ্ধির কথা। এইভাবে যদি ছিটিয়ে দিতে পার, তখন রাষ্ট্রও তদনুপাতিক গড়ে ওঠে। এই যদি ক'রতে পার, তখন তুমি হবে লোকের তৃপ্তিপ্রতীক।

পরমেশ্বরভাই—উৎপাদন কিভাবে হবে? Centralised (কেন্দ্রায়িত) বা decentralised (বিকেন্দ্রায়িত) রকমে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা পরিবার নিজের মতো উৎপাদন করবে, ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এমন ক'রে করবে যাতে প্রত্যেকটা পরিবার বেড়ে ওঠে। এমন ক'রে উৎপাদন বাড়াবে যাতে তিন বৎসর অজন্মা হ'লেও না আটকায়। লোকের হাতে এত খাদ্য থাকবে যে, তারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও সরকারকেও প্রচুর দিতে পারবে। তারা আবার তা দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে যোগান দেবে। Centralisation of Industry (শিল্পের কেন্দ্রীকরণ) বেশি হলে মানুষ মেসিন হ'য়ে উঠবে। তাতে তাদের বোধির বিকাশ হবে না। স্বাধীনভাবে কিছু করবার ক্ষমতা থাকবে না। আর, স্বাধীনভাবে কিছু করবার অধিকার থাকলে স্নায়ু, পেশী, বুদ্ধি ও দক্ষতা সবই বেড়ে উঠবে। স্মরণ রাখতে হবে—রাষ্ট্রের মালিক হ'লো জনগণ। তাদের প্রত্যেকের ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য ও যোগ্যতা যা'তে বাড়ে তাই-ই ক'রতে হবে। নচেৎ রাষ্ট্রের কল্যাণ নেই।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে, চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—পৈতা হ'ল পূতীকরণ সূত্র। এটা আমাদের প্রতি মুহূর্ত স্মরণ করিয়ে দেয়, যাতে আমরা ইষ্ট, কৃষ্টি এবং পিতৃপুরুষের অনুবর্ত্তী-চলন হ'তে ভ্রষ্ট না হই। এটা হ'ল একটা অনুশীলনী আচার। এর একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই আমি বলি

আর্য্যদ্বিজ যারা, তা'দের মধ্যে যাদের উপনয়ন-প্রথা রহিত হ'য়েছে, তাদের তা পুনঃপ্রবর্তন করা দরকার।

মায়া, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানে যাতে পরিমাপিত করে। আমি বলি কিছুই মিথ্যা নয়। এই যে বটগাছ। এটা সেই prime cause-এরই (মূল কারণের) এক বিশেষ উদ্ভেদ। যেমন, তুমি, আমি, সবাই, প্রতি-প্রত্যেকের মধ্যে তিনি, বিশেষভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন। এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবার একটা গুচ্ছ। ব্রহ্মজ্ঞান মানে বৃদ্ধির জ্ঞান। কী ঔপকরণিক ও ঔপাদানিক সমাবেশ কোথায়, কিভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে, তা'র বৃদ্ধির পথই বা কী, তা' জানাই ব্রহ্মজ্ঞান। বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের কোন দাম নেই। আবার, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উপাদান সামান্য (common factor) যদি আবিষ্কার করা না যায়, তবে সে ব্রহ্মজ্ঞানও ঠিক নয়। তাই, এমনতর জ্ঞান যাঁদের নেই, তাঁরা বিধায়ক হ'তে পারেন না।

পরমেশ্বর ভাই বলছিলেন—সৃষ্টির মধ্যে এসে পূর্ণের পূর্ণতা তো খর্ব্ব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যেখানে যার ভিতর যে-ভাবেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠুন না কেন, সেখানে সেই বৈশিষ্ট্য তেমনতর ক'রেই পূর্ণ। তোমার ভিতরও তিনি পূর্ণ, আমার ভিতরও তিনি পূর্ণ, বটগাছের ভিতরও তিনি পূর্ণ, 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৯। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

মা অনুকা!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। কিন্তু তোমার জ্বর হ'য়েছে শুনে চিন্তিত আছি। আশা করি এতদিনে তুমি সুস্থ হ'য়ে উঠেছ। শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন নিও।

তোমার লেখা গল্প ও কবিতা বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে, এবং অঙ্কনবিদ্যায়ও তুমি পারদর্শিতা লাভ করেছ জেনে আনন্দিত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী পরমপিতার উপর ভক্তি ও নিষ্ঠা নিয়ে শ্রেয় গুরুজনের অনুবর্ত্তিনী হয়ে গৃহকর্ম্ম, সেবা, শুশ্রূষা ইত্যাদিতেও সুনিপুণ হ'য়ে ওঠ।

প্রার্থনা পরমপিতার চরণে, তুমি সুস্থ থাক, সুখী ও সুদীর্ঘজীবী হও।

তোমাদের সকলের কুশল দিও। আমার শরীর ভাল নয়।

আমার আন্তরিক স্নেহাশিস্ নিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
বুড়ো বাচ্চা
'আমি'

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১০। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে গাছের ছায়ায় চৌকির 'পর বসে আছেন। কাছে অনেকেই আছেন।

চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে একটা হিন্দী গল্প প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। আজ কয়েকদিন ধরে হরিনন্দনদা (প্রসাদ), চন্দ্রেশ্বর ভাই প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরকে হিন্দী কাগজ প'ড়ে শোনাচ্ছেন।

সন্ধ্যায়, শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে চাঁদোয়ার তলে বসে আছেন। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত আছেন।

একটি ভাই—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' কথাটার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তোমার যা' কিছু প্রবৃত্তির ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে আমার পথে চল, 'শরণং ব্রজ' মানে রক্ষা ক'রে চল। তার মানে আমার interest (স্বার্থ) যেন কোন কারণেই ignored (অবহেলিত) না হয়। কোন প্রয়োজনে আমাকে যদি ত্যাগ কর, তাহলে সুকেন্দ্রিক হ'তে পারবে না, তোমার প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে না, তুমি প্রজ্ঞার অধিকারী হ'তে পারবে না। তাই সব সময় লক্ষ্য রাখবে যাতে তোমার সব কিছুই আমাতে সার্থক হয়ে ওঠে। আমার স্বার্থকে কিছুতেই অতিক্রম না করে, এমনভাবে যদি চল, তবে তুমি সমস্ত পাপ হতে রক্ষা পাবে।

একটি বহিরাগত মা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—আমার সদ্গুরুকে পেতে ও তাঁর সঙ্গ করতে খুব ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

উক্ত মা—তাঁর দয়া না হ'লে তো হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর সন্ধানই তাঁর দয়া সংগ্রহ ক'রে নেবে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১১। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চৌকীতে উপবিষ্ট। চুনীদা (রায়চৌধুরী), ননীদা (চক্রবর্তী), গোপেনদা (রায়), চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা), কার্ত্তিকদা (পাল), দিল্লির শান্তিমা প্রমুখ উপস্থিত।

চন্দ্রেশ্বরভাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে তুলসীদাসী রামায়ণ প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে নানা কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তিই হ'ল আদত জিনিস। ভক্তি হ'লে জ্ঞান আপনিই আসে। ভক্ত চায় ভগবান ও তাঁর সৃষ্ট যা-কিছুকে অনন্তকাল অফুরন্ত রকমে সেবা ক'রতে এবং তার ভিতর-দিয়ে তাঁকে নানারকম উপভোগ ক'রতে।

একটি ভাই—ভক্তেরও তো দুঃখ কষ্ট পেতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখ যদি কেবল থাকে, তা'হলে কি সুখ ভোগ করা যায়? শুধু রসগোল্লাই যদি মানুষ খায়, তবে কি রসগোল্লার স্বাদ পায়?

উক্ত ভাই—অনেকের যে কেবল কষ্টই ভোগ ক'রতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তের থাকে তঁদর্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা! সে কষ্টকে কষ্ট মনে করে না। সে তাঁর জন্য সব কষ্টকে আনন্দে বরণ ক'রে নেয়।

শান্তি-মা অনুরাগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনতর হয় যে, তাঁর জন্য আমি সব-কিছু ছাড়তে পারি। আবার, তাঁর জন্য আমি সব-কিছু ক'রতে পারি। হনূমান যেমন রামচন্দ্রের জন্য চুরি পর্য্যন্ত করল। যেখানে প্রীতি, সেখানেই থাকে পরাক্রম। সে কর্ম্মোদ্দাম হয়ই। যে ভালবেসে বিহিতভাবে তাঁর সেবা করে, নামধ্যান চিন্তা করে, তার মধ্যে আপনিই সব ফুটে ওঠে। ইষ্টচিন্তা ও নামধ্যান ক'রতে ক'রতে এক-একটা স্তরে এমন হয় যে ইষ্ট যেন গলে যান এবং আকাশ ফুটে ওঠে। এক-এক স্তরে এক-একরকম আকাশ ফুটে ওঠে। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম সমাবেশ দেখা যায়। ইষ্টমূর্ত্তি গলে গিয়ে যেমন আকাশ ফুটে ওঠে, পরে আবার সব কিছু ঘনীভূত হ'য়ে রক্তমাংস-সঙ্কুল ইষ্টমূর্ত্তি ফুটে ওঠে। এক-একটা স্তর যেন এক-একটা বিশ্ব। তাই একজন ব্রহ্মা নন, অগণিত ব্রহ্মা আছেন, এ কথা বলা চলে। ইষ্ট যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম ইত্যাদি যা কিছুর সমবায়ে গঠিত, তার রকমারি অভিব্যক্তি ভক্তের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে। এটা সে সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ সহকারে বাস্তবে ও আধ্যাত্মিকভাবে বোধ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাঠে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

চন্দ্রেশ্বরভাই—নির্গুণ নিরাকার, নির্গুণ সাকার আর সগুণ সাকার—এই তিনের তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সগুণের মধ্যেই নির্গুণ থাকে, আর নির্গুণেরই পরিণতি সগুণ ও সাকার। তাই গীতায় আছে—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।"

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১২। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চৌকিতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। অনেকেই এসে প্রণাম ক'রে বসেছেন। সুবোধদার (সেন) ছেলে শঙ্কর আসলো। সে R. A. F. Training নিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তার কাছে প্লেন চালানো সম্বন্ধে নানা প্রশ্নাদি করতে লাগলেন। কেমন ক'রে কৌশলে পিছিয়ে আসতে হয়, শত্রুকে কেমন ক'রে অনুসরণ করতে হয়, কেন সাধারণতঃ দুর্ঘটনা হয় এবং তা কেমন ক'রে এড়ান যায়, ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন।

এরপর রমনদার (সাহা) মাকে নিয়ে মেন্টুভাইয়ের রহস্য অভিনয়াদি চলল। সুনীল হারমনিয়াম সহযোগে দুখানা গান গাইলো। মনিভাই (চট্টোপাধ্যায়) সেই সঙ্গে বেহালা বাজালো। চারিদিকে একটা খুশির আমেজ। এরপর মেন্টুভাইও প্রীতি নিবেদন ক'রে একখানা গান গাইলো। রমনদার মা ক্ষিপ্ত হয়ে নানা বিচিত্র বিকৃত ভঙ্গী ক'রে 'মেন্টুভাইকে বিশ্রী ভাষায় গালাগালি করতে লাগলেন। উপস্থিত সবাই হেসে অস্থির।

এরপর চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন—Neurotic (স্নায়ুরোগগ্রস্ত) যারা, তাদের কাম-প্রবৃত্তি কেমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত সুকেন্দ্রিক হয়, ততই তা' হ'তে পারে। সুকেন্দ্রিক হ'লে আমাদের স্নায়ুগুলিও সেইভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। অসুস্থ, অস্বাভাবিক কাম-প্রবৃত্তি স্নায়ু-দুর্ব্বলতারই লক্ষণ। তার মানে স্নায়ুগুলি স্থৈর্য্যহারা হওয়ায় সে প্রবৃত্তির বেগ আসলে তাতে অভিভূত হ'য়ে পড়ে, তাকে আর নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। কিন্তু সুকেন্দ্রিক হ'লে স্নায়ুর স্থৈর্য্য বেড়ে যায়। তখন প্রবৃত্তি পুষ্ট ও সবল হ'য়েও সংযত হয়। সুকেন্দ্রিক হওয়া মানে প্রবৃত্তিগুলি দুর্ব্বল হওয়া নয়। বরং মানুষ যত বিচ্ছিন্ন ও বিকেন্দ্রিক হয়, ততই প্রবৃত্তিগুলি অবসন্ন হয়েও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। কিন্তু ইষ্টপ্রাণতায় ওগুলি সবল হয়েও সংযত হয়।

চন্দ্রেশ্বরভাই মৃতকে প্রাণদান সম্বন্ধে একটি হিন্দী গল্প পড়ে শোনালেন। সেই গল্প শোনবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরাও যদি তেমনি ক'রে এই মরা জাতের মধ্যে প্রাণসঞ্চার ক'রতে চাই, এদের সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের তেমনি যোগ্য হওয়া লাগবে। বলিষ্ঠ বিশ্বাসে জ্বলন্ত হ'য়ে, তার ছোঁয়ায় মানুষের মরা প্রাণকে জীয়ন্ত ক'রে তুলতে হবে।

একটি দাদা বলছিলেন---প্রথমে চাই অন্ধ বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস কখনও অন্ধ হয় না। বিশ্বাসই বরং মানুষের চোখ ফুটিয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গাড়ীতে বেড়াতে বেরুলেন।

রাত্রে সুধীরদা (দাস), মনোহরভাই (সরকার), রাধাচরণভাই (কর্ম্মকার) প্রমুখ কাঠের কাজ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু সময় সেখানে যেয়ে বসে তাদের কাজকর্ম্ম দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ওখান থেকে উঠে আসলেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৩। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

একটি বৃদ্ধা মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নানা তত্ত্ব কথার অবতারণা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে হাসতে হাসতে বললেন—আমার কথা তো তুমি শুনবে না। আমি যা বুঝি, সোজা কথা তোমাকে বলি। নিষ্ঠা-সহকারে ভগবানের নাম কর,.পেটে যতটা সহ্য হয়, আম খাও, আর সকলকে নিজের মতো ক'রে দেখ। আপাতত এই করলেই হবে।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৪। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চৌকিতে সমাসীন। কতিপয় দাদা ও মায়েরা আছেন।

পরমেশ্বরভাই (পাল) সকলকে জমি বন্টন ক'রে দিয়ে তাদের অভাব-মোচনের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জমি দিয়ে দেখেছি কাজ করে না, খাটে না। পাবনায় বহু মুসলমানকে আমি দশ বিঘে ক'রে জমি দিয়েছিলাম। কিন্তু তবু তারা ফাঁকি দিয়ে পরেরটা শোষণ করে বাঁচতে চাইতো, খাটতো না। আসল কথা যোগ্য যারা, তারা যদি ধর্ম্ম দান ক'রে সুষ্ঠু সেবা দিয়ে মানুষকে যোগ্য ক'রে তোলে, তাহলেই হয়। আর, বেয়নেট দিয়ে তাদের করিয়ে নিতে পার। কিন্তু তার একটা দোষ আছে। তাতে মানুষ যন্ত্রের মতো হয়ে যায়। বেয়নেট বা বেত ছাড়া তারা কাজ করবে না।

দুটো ক'রা যায়—ব্যক্তিগতভাবে সকলকে ধনিক ক'রে রাষ্ট্রে স্বার্থান্বিত ক'রে তোলা যায়। অথবা সকলকে নিঃস্ব ক'রে দিয়ে রাষ্ট্রের হাতে সব দিতে পার। তার কুফল কি তা তো বললাম। ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনভাবে প্রত্যেকে ধনিক হ'য়ে উৎপাদন বাড়িয়ে নিজেদের আশু-প্রয়োজন ও বেশ কিছুদিন চলতে পারে এমনতরভাবে উদ্বৃত্ত

হাতে রেখে আরো রাষ্ট্রকে দিতে পারে,—এমনতরভাবে সাজিয়ে তোল। আমরা মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করব যাতে তাদের আর সাহায্য করার প্রয়োজন না হয়। মানুষকে নিঃস্ব ক'রে রেখে লাভ নেই। তাদের সক্ষম ক'রে তোলাই আমাদের স্বার্থ। উৎপাদন বাড়িয়ে দাও, পারিবারিক শিল্প-উৎপাদনের বন্যা বইয়ে দাও। টাকা আক্রা হয়ে যাক। তাহলে স্বাভাবিক অবস্থা আসবে। সংহতি ও দক্ষতা না বাড়ালে নিস্তার নেই। একমাত্র নিস্তার আছে বেয়নেটে।

পরমেশ্বরভাই—এত লোক বেকার, মিল-মালিকরা যদি আরো কিছু লোক নেয়, তা'হলে তাদের লাভ একটু কম হয় বটে, কিন্তু লোকগুলি বাঁচে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু তাদেরও তো profiitable (উপচয়ী) হওয়া চাই। দীক্ষা-সংখ্যা খুব বৃদ্ধি করা চাই। অন্ততঃ পাঁচ/সাত কোটি দীক্ষা যদি হত, তাহলে আমাদের দেশের উপযোগী কতকগুলি factory (কারখানা) ক'রে আমাদের দেশের উপযোগী নানারকম domestic machines (গৃহযন্ত্র) বের ক'রে, তা ঘরে-ঘরে লোককে দিয়ে, সবাইকে সক্রিয়ভাবে engaged (নিযুক্ত) ক'রে তুলতাম। সঙ্গে সঙ্গে agriculture (কৃষি)-ও বাড়িয়ে তুলতাম। দেশের চেহারা বদলে যেত। পারস্পরিক সহানুভূতি থাকলে কী হয়, তার নমুনা তো এখানেই দেখতে পাচ্ছ। আমরা তো সব নেংটে। বাড়ী, ঘর-দুয়ার ছেড়ে এসেছি। কিন্তু এখনও দুটো ডাল-ভাত খেয়ে বেঁচে আছি। সরকারের কাছে হাত পাততে হয়নি। দুই-এক লাখ লোক দিয়েই যদি এই হয়, আর পাঁচ/সাত কোটি যদি হয়, তাহলে কী হতে পারে ভেবে দেখ। তখন স্বস্ত্যয়নীর উদ্বৃত্তের একটা অংশ divert ক'রে (অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে) দিয়ে লোককল্যাণী কত কাজ করা যায়। মানুষের যোগ্যতা যাতে বাড়ে, তারা যাতে খেটেপিটে দাঁড়াতে পারে, তেমনতর ব্যবস্থা ক'রে দিতে হয়। সরকার উদ্বাস্তুদের কত টাকা দিয়েছে। কিন্তু তা' না দিয়ে যদি domestic machine (গার্হস্থ্য যন্ত্র) supply করে (যোগান দেয়), তাদের profitably (উপচয়ীভাবে) engage করার (নিযুক্ত করার) ব্যবস্থা করত, তাহলে লোকগুলির এমন অবস্থা হত? চরকা যেমন বের ক'রে দিয়েছিল, ঐ ধরনের জিনিস আরও উন্নত ক'রে ঘরে-ঘরে ছড়িয়ে দিতে হয়। দেশের নানারকম প্রয়োজন অনুধাবন ক'রে নানারকম মেসিন তৈরী করতে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে কৃষির ওপর জোর দিতে হয়।

দুর্গাদাসদা (ভট্টাচার্য্য)—সংহতি আসে কেমন করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ পরস্পর যত স্বার্থান্বিত হয়, ততই সংহতি আসে। তোমরা যেমন নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সুখ-দুঃখকে অনেকটা নিজের বলে মনে কর। কারণ, তোমাদের পিছনে এক আছে। এমনি ক'রে সংহতি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে বিরাট দলবল নিয়ে বড়াল-বাংলো থেকে বেরিয়ে হাডসন, মরিস, ডজ, স্টেশন ওয়াগন এই চারখানা গাড়ীতে জসিডির ডিসট্যান্ট সিগন্যাল-এর কাছে আগে যেখানে বসতেন, সেখানে এসে বসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর

সতরঞ্চ ও গালিচার উপর পাতা বিছানায় বসলেন। তখন সবে সন্ধ্যা লেগেছে। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। বেশ গুমোট গরম।

বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক দেওয়া হ'ল। তামাক খেতে-খেতে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখকে লক্ষ্য করে বললেন—আমার এইরকম খুব ভাল লাগে। মনে হয় বেদুইনের মতো বালুচরে তাঁবু খাটিয়ে থাকি, রান্নাবাড়া ক'রে খাইদাই। আবার সেখান থেকে উঠে যেখানে খুশি যাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় ঘন হ'য়ে আসল। থেকে থেকে এক একটা পা[illegible] চিৎকার ক'রে ডাকছিল। ঝিল্লীর রব তখন আরও একটানা অবিচ্ছিন্ন ও নিরন্তর ম[illegible] হ'তে লাগল। এই নিরালার মধ্যে মেন্টুভাই আবার রমনদার (সাহা) মাকে [illegible]য়ে অভিনয় শুরু করল। মেন্টু এক একটা কথা বলে আর রমনদার মা চটে গিয়ে বকাব[illegible] ক'রতে থাকেন। মেন্টুভাই তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য মাঝে-মাঝে গান গাইছিল। গানগুলি বড় ভাল। এই পরিবেশের মধ্যে বেশ ভালই লাগছিল।

এরপর এক-এক ক'রে গাড়ি আসতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে গাড়ীগুলি দেখতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে সুরত কী বোঝাতে গিয়ে বললেন—স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের মধ্যে আছে যোগাবেগ। তার দরুন রজোবীজের মিলন হ'য়ে সন্তানের জন্ম হয়। তার মধ্যে ঐ যোগাবেগই হ'ল প্রধান জিনিস। সেইটেই হ'ল সুরত বা জীবাত্মা। এই সুরত যখন গুরু বা ইষ্টের প্রতি পড়ে, তখনই মানুষের কল্যাণ হয়। তুমি যে দেহ ও মন বাদ দিয়ে আত্মার কথা বল, তা কিন্তু ঠিক নয়। আত্মা মানে চলৎশীল সত্তা, অর্থাৎ যা এগিয়ে চলে এবং দেহ ও মন তার আশ্রয় বিশেষ। তাই দেহ ও মনকেও বাদ দিতে নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি গভীর মিল ও অনুরাগ না থাকে, তবে সন্তান ভাল হয় না। কিন্তু যা হয় এবং যেমন হয়, তা ঐ যোগাবেগ-মাফিকই হয়।

আরও কিছুক্ষণ ওখানে থাকার 'পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলো ফিরে আসলেন ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে।

১লা আষাঢ়, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৫। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চৌকীতে উপবিষ্ট। অনেকে কাছে এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা ভাল হিন্দি অভিধান আনবার কথা বললেন।

হরিনন্দন-দা (প্রসাদ) বললেন—সমস্তিপুর টাউনে একজন মন্দির করবার জন্য কিছু জমি দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৌদ্ধবিহারের মত করা লাগে, সাথে সাথে institution (প্রতিষ্ঠান) করা লাগে, যা'তে লোক জমায়েত হয় ও আমাদের idea (ভাবধারা)-গুলি লোকের মধ্যে চারায়। বৌদ্ধবিহারগুলি ছিল লোকনিয়ামক কেন্দ্র। বুদ্ধি, পরামর্শ, উপদেশের জন্য লোকজন সেখানে আসত, আবার সেখানকার শ্রমণরা লোকালয়ে যেত, লোকের সঙ্গে মিশত, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষা ক'রে খেতো, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হ'তো এবং তাদের সমস্যার নিরাকরণে বুদ্ধের বাণীগুলি পরিবেশন ক'রতো, বাস্তব সেবা দিত। ভিক্ষার সঙ্গে এতখানি ব্যাপার জড়িত ছিল।

হিন্দী অভিধানের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—তোমাদের অক্ষর হ'লো দেবনাগরী, অর্থাৎ দেবতা নাগরিকদের অক্ষর। আগে তোমরা সব দেবতা ছিলে, আর আজকাল কেউ তোমাদের পোছেও না!

পরমেশ্বর ভাই (পাল)—সত্তা যে বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত হবে, তার নীতিটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন-আকৃতি অর্থাৎ জীবন-সম্বেগ থাকে জীবের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে, এমনকি এ্যামিবার মধ্যে পর্য্যন্ত এটা আছে। এই চাহিদার সঙ্গে সে কিভাবে বাঁচতে পারে, তার একটা বুদ্ধি থাকে। তা'হলে সত্তাপোষণী রকমটাই primary principle (মুখ্যনীতি), আর এর সঙ্গে থাকে অসৎনিরোধী প্রবৃত্তি। এই সত্তাপোষণী ও অসৎনিরোধী প্রবৃত্তিকে বলা যায় একটা জীবের primary instinct (মুখ্য সহজাত সংস্কার)।

পরমেশ্বর ভাই—জীবনহীন যারা তাদের পক্ষে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনহীন বলতে বুঝি কম সাড়াপ্রবণ। পাথর যে পাথর—তারও প্রাণ আছে। পাথরও কিন্তু মরে, বাঁচে, বাড়ে, বিন্ধ্যকে যেমন বলে dead mountain (মৃত পর্ব্বত), হিমালয়কে বলে জীবন্ত। একটা আছে জীবনমুখী চলন, আর একটা আছে বিনাশমুখী চলন। নরক বলে তাকেই, বিবর্দ্ধন যা'তে স্বল্প হ'য়ে যায়।

পরমেশ্বর ভাই—অপকর্ষী চলনের কারণ কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসৎনিরোধী পরাক্রমটা যত ক'মে যায়, তত জীব অপকর্ষ লাভ করে। হিন্দুদের মধ্যে এই জিনিসটা বড় ক'মে গেছে।

পরমেশ্বর ভাই—ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগিতা কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্ম লাভ হয় বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মকভাবে common factor (উপাদান সামান্য) বের করার ভিতর দিয়ে। ব্রহ্মজ্ঞ যে, সে সবকিছুর mechanism (মরকোচ)-টা বোঝে। তাই তার mastery (আধিপত্য) আসে। তখন সে 'চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্' হ'য়ে কাজ করে। তখন আমিটা sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে যায়, সকলের স্বার্থটা নিজের স্বার্থ হয়। এই জ্ঞানলাভ হ'লে মানুষ তখন নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকে না। সে তখন বৃহত্তর পরিবেশকে সুস্থ, স্বস্থ ও জ্ঞানময় ক'রে

তোলার ধান্দা নিয়ে চলে। সে প্রবৃত্তি ও অজ্ঞানতার অধীন থাকে না। এই অবস্থায় মানুষের আর ভাবনা কি? আর এই জানার পথ হ'লো তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।

সমস্তিপুরের একটি দাদা—সর্ব্বধর্ম্ম মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার যা desires (ইচ্ছা), প্রবৃত্তি ইত্যাদি। শরীরের ধর্ম্ম, প্রবৃত্তির ধর্ম্ম, মনের ধর্ম্ম, চাহিদার ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যের ধর্ম্ম, লোকাচারের ধর্ম্ম ইত্যাদি যা'কিছু।

কন্ট্রোল প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন—কন্ট্রোল তুলে দিলেও কয়েকবছর কষ্ট হবে। কারণ কন্ট্রোলের দরুন মানুষের অভ্যাস খারাপ হ'য়ে গেছে। মানুষের উৎপাদনের বুদ্ধির চাইতেও কালোবাজারীর বুদ্ধি হ'য়ে গেছে। আর বর্তমান অবস্থায় সরকার যেভাবে জবরদস্তি ক'রে সংগ্রহ করে, তাতেও লোকের উৎপাদনের ইচ্ছাটা ক'মে যায়। কন্ট্রোল তুলে দিতে যত দেরী করবে, ততই লোকের অভ্যাস আরও খারাপ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় কালকের মত আজও সদলবলে বেড়াতে এসে, রোজ যেখানে বসেন, সেখানে বসলেন। রমনদা (সাহা)র মাকে নিয়ে মেন্টুভাই-এর রহস্য চলতে লাগলো।

২রা আষাঢ়, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৬। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের প্রাঙ্গণে চৌকীতে সমাসীন। অনেকেই উপস্থিত।

চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা) কবীর সাহেবের দোঁহা এবং অন্যান্য ধর্ম্মপুস্তক মাটিতে রেখেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে তা'দের বললেন—সৎকথাওয়ালা যে সব বই, মাটিতে রাখা ঠিক নয়, ওগুলি ছোট একটা বেঞ্চের উপর রেখে পড়া ভাল। এগুলির যথাযথ সমাদর হওয়া দরকার। সেইজন্য দেখ না, এমনকি সাধারণ একটা বই-এ পা লাগলেও প্রণাম করে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারো যা কিছু ভাল-মন্দ প্রবৃত্তি যখন প্রেষ্ঠে সঙ্গতিলাভ ক'রে সার্থক, সন্দীপ্ত বা সংহত হ'য়ে ওঠে, তখনই সে পায় সুখ, সুখ তাকে ছাড়েই না, সুখ তার গা চোঁয়ায়ে পড়ে। সে তখন সর্ব্বক্ষণ actively (সক্রিয়ভাবে) মশগুল হ'য়ে থাকে।

প্রফুল্ল—সত্তাসম্বর্দ্ধনাই তো ধর্ম্ম, তাহ'লে সত্তাধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়া মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থাৎ আমার বাঁচাটাও আমার জন্য নয়, একমাত্র তাঁরই জন্য। তাছাড়া নিজের জন্য বাঁচার কোনও প্রয়োজন বা মূল্য নেই তার কাছে।

দায়িত্ব সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর মেন্টুভাইকে বলছিলেন—আমরা যে যে কাজের দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে নিই, তা আধাআধি অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে করতে নেই, ওতে

urge (আকৃতি) কমে যায়। রে যেমন গাড়ী চালানর দায়িত্ব নিয়ে মাঝপথে তোমার হাতে ছেড়ে দিল, এ ঠিক নয়। যে যা' ধরে তা' যদি perfectly (ঠিকভাবে) করে সবদিক দিয়ে সুসঙ্গত রকমে, তাহ'লে ঐ জিনিসটাই রপ্ত হয়, ঐভাবেই মানুষ perfection (পূর্ণতা)-এর দিকে এগিয়ে চলে। তাছাড়া perfection-(পূর্ণতা) মানে এ নয় যে একজন যা কিছু জেনে শেষ ক'রে ফেলেছে। Perfection (পূর্ণতা)-এর ইতি নেই। ঐ ভাব ও অভ্যাস নিয়ে চলতে চলতে মানুষ ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে এগোয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজও সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাড়ী ক'রে বেড়াতে বেরুলেন। ৫ খানা গাড়ী ভ'রে মেয়ে-পুরুষ, ছেলেপেলে সব নিয়ে ৫০/৬০ জন লোক আসলো। স্টেশন ওয়াগনে তিলধারণের জায়গা ছিল না। বহু ছেলেপেলে সেটায় আসলো, তারা আসবার সময় আনন্দে স্লোগান দিচ্ছিল, অনেকে গান করছিল। আজ শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রিকূটের দিকে আসলেন। ত্রিকূট পেরিয়ে কয়েক মাইল দূরে দুমকা রোডের পাশে একটা সুন্দর জায়গায় এসে বসা হলো। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর, কাছেই ত্রিকূট পাহাড়, চারিদিকে ছোটবড় পলাশ গাছ, অদূরে একটা জলা জায়গা। সন্ধ্যার সময় বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল, অন্ধকারে চারিদিকে কালো হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে একটু হেঁটে বেড়ালেন, তারপর আবার এসে সতরঞ্চে বসলেন। রমনদার মা ও মেন্টুভাই-এর আনন্দ অভিনয় এখানেও চলছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে নানা কথা বলতে লাগলেন। অনেকেই ইতস্ততঃ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এখানে এত জনের সোরগোল টের পেয়ে ঘোড়ামারা থেকে একদল যুবক আসলেন লাঠিসোটা নিয়ে। তারা যখন খবর পেলেন শ্রীশ্রীঠাকুর এসেছেন ওখানে, তখন গ্রামের আরো অনেককে খবর দিলেন যাতে তারা শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ক'রে যান। প্রথমে একদল এসে শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে আসলেন। তারপর আর একদল আসলেন। ওরা এসে বসার পর আলাপ-পরিচয় হলো। তারপর চন্দ্রেশ্বরভাই ও লালভাই (প্রসাদ) শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে সংক্ষেপে বললেন। ওদের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, তোমরা এসেছ, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমি মূর্খ লোক, কি আর বলব, আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা পরমপিতার কাছে, তোমরা প্রত্যেকেই পারিপার্শ্বিক নিয়ে ঈশ্বরনিষ্ঠ হও, ধর্ম্মানুচর্য্যা কর, বাঁচ, বাড়, দীর্ঘজীবন লাভ কর, সুখে থাক।

আমি হিন্দু বুঝি না, মুসলমান বুঝি না। আমাদের চাহিদা বাঁচা-বাড়া, শুধু একলা নয়। পরিবার-পরিবেশ নিয়ে বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই, সুদীর্ঘ জীবন লাভ করতে চাই। আর এইটেই হলো ধর্ম্ম। আমাদের যোগ্যতার ভিতর দিয়ে, কৃষ্টির ভিতর দিয়ে তা' অনুভব ক'রতে চাই, উপভোগ ক'রতে চাই, ঐ হ'লো আনন্দ। ফলকথা, যেমন ক'রেই হোক, আমরা চাই বাঁচতে, বাড়তে, সুদীর্ঘজীবন লাভ করতে, এ যেমন ক'রেই হোক।

প্রশ্ন— ঈশ্বরকে মানব না গুরুকে মানব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই না। বাবা, মা, গুরুকে দেখতে পাই। তাঁরাই শ্রেয় হন, যাঁদের স্বার্থ আমাদের জীবন, বাঁচাবাড়া। যত সুকেন্দ্রিক আমরা হই, কেন্দ্রায়িত হই সদ্‌গুরুতে, ততই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

Mathematics (অঙ্ক) শেখবার জন্য যেমন mathematician (গণিতজ্ঞ)-এর শরণাপন্ন হ'তে হয়, ভগবানকে পেতে গেলে তেমনি সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হ'তে হয়।

ওরা ঈশ্বর সম্বন্ধে আবার প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, প্রথম কথা আমরা বাঁচতে চাই কিনা, বাড়তে চাই কিনা! আর তা' কেমন ক'রে হবে? বাড়তে হ'লে তারই প্রতীকস্বরূপ কিছু চাই যাতে সংহত হ'তে হবে, আর সংহত হ'য়ে অজানাকে জানার চেষ্টা করতে হবে, এর ভিতর দিয়েই মানুষ evolve করে (বিবর্তিত হয়)। Electricity যখন আবিষ্কার হয়নি, তখনও কি electric (বিদ্যুৎ) ছিল না? কিন্তু আবিষ্কারের পর সেটা বোঝা গেল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সবার কাছে হয়ত ধরা দেয় না। কিন্তু সদ্‌গুরুর কাছে তা' ধরা পড়ে। তাঁদের কথার উপর বিশ্বাস নিয়ে মানুষ যত এগুতে থাকে, তাদের বোধও ততই বাড়তে থাকে। আমাদের শিক্ষাও এই আস্তিক্যবুদ্ধির ভিত্তির ওপর হওয়া ভাল। আমরা বিস্তার চাই, কিন্তু বিস্তারে যেন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে না পড়ি; তার জন্যই ইষ্টমুখী হ'তে হয়, ঈশ্বরনিষ্ঠ হ'তে হয়।

৩রা আষাঢ়, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৭। ৬। ৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে আছেন।

পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র) অনেকগুলি Science (বিজ্ঞান)-এর বই নিয়ে আসলেন। সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছিল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Male (পুরুষ)-এর gene (জনি) impetus (প্রেরণা) অর্থাৎ genetic inpetus (জননের প্রেরণা) দেয়। Female (নারী)-এর gene সেই impetus-মাফিক রূপ দেয়।

Male gene ও female gene-এর exudation (ক্ষরণ) হয়। Female gene-এর exudation যদি male gene-এর exudation (ক্ষরণ)-এর nurturing (পোষণী) না হয়, তবে male gene-গুলি properly (ঠিকভাবে) develop করে না (বিকশিত হয় না)। সেইজন্য সতীত্বের এতখানি প্রয়োজন। আর, এই কারণেই human male gene (পুরুষ মানুষের gene)-এর nurture (পোষণ)-এর জন্য human female (স্ত্রীলোক) দরকার। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর female (স্ত্রীজাতি) তা দিতে পারে না। আবার মানুষের মধ্যেও পুরুষ ও স্ত্রীর মিল যত ঠিক হয় সবদিক দিয়ে, ততই ভাল।

পরে অন্যান্য কথা উঠল।

সুশীলদা (বসু) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আজকাল মানুষের গভীর বিষয় পাঠ ও অনুশীলনের স্পৃহাই ক'মে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে মানুষের individuality (ব্যক্তিত্ব) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) নয়, সত্তাসংরক্ষণী আকূতিই কম। এ সব কথা যখন ভাবি, তখন প্রাণে আর বল থাকে না।

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৮। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র) এবং আরও অনেকে ছিলেন।

সুধাংশুদার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হ'চ্ছিল। তিনি বললেন—Scientist (বৈজ্ঞানিক)-রা ঈশ্বর মানে না, প্রকৃতি মানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর বলি তাকে যে-আধিপত্যের উপর nature (প্রকৃতি) দাঁড়িয়ে আছে।

হিংসা, অহিংসা সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি যদি হিংসাকে হিংসা না কর, তবে তোমার সত্তার প্রতি হিংসা করা হবে। ধর, ওকে বাঘে ধরল, তখন তুমি বাঘের প্রতি অহিংস হ'লে, তার মানে তুমি ওর প্রতি হিংসা ক'রলে। ডাক্তার যদি রোগের প্রতি অহিংস হয়, তবে রোগীকে হিংসা করা হয়।

পরমেশ্বর ভাই (পাল)—মানুষের কি free will (স্বাধীন ইচ্ছা) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric will (সুকেন্দ্রিক ইচ্ছা)-কেই free will (স্বাধীন ইচ্ছা) কয়। Free will (স্বাধীন ইচ্ছা) মানে কোনও complex (প্রবৃত্তি) দ্বারা baised (পক্ষপাতিত্ব) বা coloured (রঙ্গিল) না হওয়ার যে will (ইচ্ছা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে আছেন। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। জিতেনদা (মিত্র), নিখিল (ঘোষ), চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা), লালভাই (প্রসাদ), কালীদা (চক্রবর্তী, চোখের ডাক্তার) প্রমুখ কাছে আছেন।

পূর্ণদার মাঝে মরণাপন্ন অবস্থা হয়েছিল, এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। সেই সম্পর্কে কালীদা বললেন—চিকিৎসা যা হয়েছে, রাজারাজড়ারও এমন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকমই হয়। মানুষ যদি সংহত হয়, তবে প্রত্যেকেই রাজা হয়। আমাদের মধ্যে রাজাগজা তো কেউ নয়, কিন্তু প্রত্যেককেই প্রত্যেকে ভাবে আমার মাল।

কালীদা—আপনি যে খুশি হয়েছেন, সেই-ই আমাদের আনন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা ভাল থাকলেই আমি খুশি থাকি। তোরা যদি বেকায়দায় পড়িস, আমি মুশকিলে পড়ে যাই।

কালীদা—নিজের জন্য কিছু না রেখে, রিক্ত হয়ে অন্যকে সব দেওয়া কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা যতি-টতি হয়, তাদের পক্ষে তা ভাল। রিক্ত হ'লে অর্জুনের বুদ্ধি আসে, প্রয়াস-পরায়ণতার ভিতর দিয়ে আত্মরক্ষা করে। গৃহীর পক্ষে তা নয়, তার অনেক dependent (মুখাপেক্ষী) থাকে, তাই নিজেদের অস্তিত্ব-পোষণোপযোগী উপকরণ রেখে যথাসম্ভব দিতে হয়, অন্যের বাঁচাটাকেও নিজের স্বার্থ বিবেচনা ক'রে। গৃহীর পক্ষে মাত্রামত সঞ্চয় দোষের নয়।

কালীদা—আমি চশমার ব্যবসা করি। অনেকের কাছ থেকে প্রায় ডবল দাম নিতে হয়, এটা কি অন্যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসার ক্ষেত্রে সে তো আলাদা কথা, তবে তাও মানুষের কাছ থেকে দাঁও মেরে নিতে নেই। সেবাবুদ্ধি নিয়ে ব্যবসা করাই শ্রেয়, আর তাতে লাভও বেশি হয়।

কালীদা—মানুষ যে মরে বা বাঁচে, সে কি চিকিৎসার গুণে বা দোষে না আয়ুর দরুন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক সময় আমরা মরি অজ্ঞানতাবশতঃ, অজ্ঞানতাবশতঃ আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হ'য়ে যায়। ওষুধ দিয়ে যদি সেটা make up (পূরণ) ক'রতে পারি, তা'হলে মৃত্যুটা হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যায়। আয়ু থাকা সত্ত্বেও ব্যাধির কবলে প'ড়ে অচিকিৎসায় অনেকে মারা পড়ে। আবার কারও স্বাভাবিক আয়ু শেষ হওয়ায়, বিহিত চিকিৎসা সত্ত্বেও সে হয়ত স্বাভাবিক নিয়মে মারা গেল, তা ততখানি দুঃখের নয়।

কালীদা—আমি জানি, আজকালকার সেরা 'আই সার্জন' একজনের একটা চোখ অপারেশন করা সত্ত্বেও তার চোখটা নষ্ট হয়ে গেল, তা হলো কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রে বিপদটা নিরোধ করা যেত, সেটা তার ইয়াদে আসেনি, তা সে করেনি।

কালীদা—আমরা না হয় অজ্ঞ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অজ্ঞতারও পার নেই, বিজ্ঞতারও পার নেই।

কালীদা—তাহ'লে অদৃষ্ট বলে জিনিস নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অদৃষ্ট মানে যা দেখা যায় না। যত বুদ্ধি বাড়ে, বিবেচনা বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে, তত অদৃষ্টটা পিছিয়ে যায়। আগে যেটা অদৃষ্ট ছিল, সেটা আমাদের দেখার মধ্যে আসে, তাই তখন তা আর বিভ্রাট সৃষ্টি করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাপাণি মায়ের জন্য হরিদাসদাকে দিয়ে বাজার থেকে একটা টর্চ আনিয়ে, তাকে ডাকিয়ে নিজ হাতেই টর্চটা দিলেন, দিয়ে বললেন, সাবধান ক'রে রাখিস।

নীলু ভাই কয়েকখানা ফটো তুলেছে, ননী-মা সেগুলি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চশমা চোখে দিয়ে এক এক ক'রে ফটোগুলি দেখলেন। দেখে প্রসন্নভাবে বললেন—বেশ হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে আমতলায় চৌকীতে বসেছেন। দিনটা মেঘলা, ঝির ঝির ক'রে সুন্দর হাওয়া বইছে। বহু দাদা ও মায়েরা চারিদিকে ঘিরে বসে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মানুষ ইষ্টার্থপরায়ণ না হওয়ায় তার বোধেরই বিন্যাস হয় না। যে তার স্বার্থ, যা'কে দিয়ে সে পায়, তার স্বার্থ বা অর্থে অর্থান্বিত হয় না, তাকে squeeze (শোষণ) করাটাই স্বার্থ মনে করে।

প্রবোধদা (মিত্র) উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবোধদাকে একটা tradle machine (প্রেস) জোগাড় করার জন্য বললেন।

চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্মা)—ইষ্টপ্রাণ হওয়া যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তদর্থপরায়ণ হ'তে হয়।

চন্দ্রেশ্বর ভাই—কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রলেই হয়। যা কিছু করব, তাঁর জন্য, তাঁকেই স্বার্থ ক'রে নেওয়া লাগে। যেমন বি-এ পাশ করবে, সে তোমার জন্য নয়, ঠাকুরের জন্য। এতে অনাসক্তি থাকে, অভিভূতি থাকে না, অথচ কার্য্যে সিদ্ধি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বললেন। পূজনীয় সুধাংশুদা মিচুরিনের লেখা বই পড়ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কতদূর পড়া হলো?

সুধাংশুদা বললেন—তা অনেকদূর পড়া হয়েছে। তিনি আবার বললেন—ওরা heredity (বংশানুক্রম)-এর উপর 1/10th নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর— 1/10 (১/১০ ভাগ) হলেও ক্ষতি নেই, একটা sperm (শুক্রকীট) থেকে এই শরীর, পরিবেশ থেকে পোষণ নিয়ে সে এত বড় হয়, কিন্তু ওই 1/10th (১/১০ ভাগ)-এর উপর দাঁড়িয়েই হয়। Environment (পরিবেশ) সবার উপরই প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু প্রত্যেকে environment (পরিবেশ) থেকে নেয় তার মত ক'রে, সেইটে নির্ভর করে heredity (বংশানুক্রম)-এর উপর। তাহলে 1/10th-ই বলুক আর যতখানিই বলুক, কার্য্যতঃ ওইটেই হচ্ছে কিন্তু আসল।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে বেড়াতে গেলেন, সেখান থেকে এসে বড়ালের মাঠে চাঁদোয়ার তলে বসলেন।

পঞ্চাননদা (সরকার)-র জন্য একটা moving room (চলৎশীল ঘর) করা হচ্ছে। কেমনতর চাকা দিতে হবে সে সম্বন্ধে মণিভাই (চ্যাটার্জী) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নির্দেশ নিলেন। আজ যে নতুন টর্চ এসেছে, তা জ্বালাবার কায়দা একটু নতুন ধরনের। শ্রীশ্রীঠাকুর মণিভাইকে সেটা জ্বালিয়ে দিতে বললেন। মণিভাই হাতে নিয়ে দেখেশুনে জ্বালালেন। জ্বালাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তার কাছ থেকে টর্চটা নিয়ে দেখে নিলেন কেমন করে জ্বালাতে হয়, পরে নিজে কয়েকবার জ্বালিয়ে দেখলেন, তারপর আবার দিয়ে দিলেন। টর্চটা দিয়ে দেবার পর হাত ধুলেন, যেমন সাধারণতঃ কোন জিনিস ধরার পর হাত ধুয়ে থাকেন।

এরপর হঠাৎ শৈলমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—শৈল! কি রেঁধেছিলি?

শৈলমা—কাঁঠালের বীচি দিয়ে ডাল আর ভাত, আর কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঃ! ......আমি বুড়ো হয়ে গেলাম, কিন্তু কাঁঠালের বীচির লোভ গেল না।

এরপর কাঁঠালের বীচির নানারকম রান্না সম্বন্ধে শৈলমা জিজ্ঞাসা করলেন।

৭ই আষাঢ়, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২১। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে ব'সে আছেন। সৌম্যকান্তি, স্নিগ্ধ, শান্ত, স্নেহল দৃষ্টি তাঁর। অনেকেই এসে হাজির হয়েছেন। চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছেন। সকলেই আনন্দের সঙ্গে রামায়ণ পাঠ শুনছেন। চন্দ্রেশ্বর ভাই মাঝে মাঝে এক আধটা বিষয় প্রশ্ন ক'রছেন, তাই থেকে নানা কথা আলোচনা হ'চ্ছে।

চন্দ্রেশ্বর ভাই—গন্ধমাদন নিয়ে আসা কি সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্ভব হ'তে পারে। আমার মনে হয়, গন্ধমাদন পর্ব্বতে যত বিভিন্ন ধরনের গাছগাছড়া ছিল, সব রকম উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল।

এরপর গোবর্দ্ধনধারী কথার তাৎপর্য্য কী সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গো মানে পৃথিবী। তাই গোবর্দ্ধনধারী মানে পৃথিবীর বিবর্দ্ধনী শক্তি যিনি ধারণ করেন। ......কথাগুলির অর্থ বুঝতে একটা সঙ্গতি দেখতে হবে তো? সেই সঙ্গতির উপর দাঁড়িয়ে আরও সঙ্গতি খুঁজতে পার। কিন্তু সঙ্গতি বাদ দিয়ে আগে থাকতেই যদি একটা কল্পনার উপর চল, তাহলে বুঝ হবে mystic রকমের (রহস্যময়), বাস্তব বুঝ হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। দাদারা ও মায়েরা এসে ভিড় করে বসেছেন। রমনদা (সাহা)র মা উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও রমনের মা, তুমি কাঁঠালের বড়া খাইছ?

রমনদার মা—না।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠী-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেমন ক'রে কাঁঠালের বড়া, কাঁঠালের মালপো ইত্যাদি করতে হয়।

তিনি জানেন না বলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বনবিহারীদা (ঘোষ)-এর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই পারিস ক'রতে?

উক্ত মা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননী যদি পারে।

ননীদা (চক্রবর্তী) বললেন—আচ্ছা!

এরপর কুমিল্লার মা আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই পারিস কাঁঠালের বড়া, কাঁঠালের মালপো তৈরী করতে?

কুমিল্লার মা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'হলে তুই দেখিয়ে দিস্।

এমন সময় সাধনা-মা ৪টে ভাল আম এনে রমনদার মাকে দিলেন, আর সকলে স্ফুর্তিতে হৈ হৈ করে উঠলেন। অনেকে তখন তখনই খেতে বললেন।

রমনদা (সাহা)র মা বললেন—আমার পেটে ক্ষিদে নেই, এখন খাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ক্ষিধে না থাকে তো খেয়ো না। তবে সকলে বলছে, যদি খেতে ইচ্ছে করে ও পার, তবে খাও।

রমনদার মা তাড়াতাড়ি আমগুলি নিয়ে গেলেন, ঘরে রেখে আসতে।

উপস্থিত অনেকে মজা ক'রে মিষ্টি মিষ্টি টিপ্পনী কাটতে লাগলেন।

এরপর রমনদার মা ফিরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে তখন ফলসা আনিয়ে খেতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে রোহিনী রোডের পাশে মাঠে এসে বসলেন।

বর্ণাশ্রম ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় সুধাংশুদা এবং প্রবোধদা (মিত্র), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়ালে ফিরে আসলেন।

কোন একটা ব্যাপার নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাপাণি-মা, কালীষষ্ঠী মাকে তিরস্কার করলেন। সুধাপাণি-মাকে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তিরস্কার করছিলেন, তখন তাঁর মুখের দিকে চাওয়াই দুষ্কর, শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে তখন সকলেরই ভয় ভয় করছিল।

সুধাপাণি-মা ভয়েই হোক আর আনুগত্যেই হোক কাতরভাবে ক্ষমা চাইলেন।

সুধাপাণি-মা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বামুনের রাগ, একটুতেই প'ড়ে যায়। ক্ষমা চেয়েছে, তাতেই কেমন লাগছে। বরং বকার জন্য আপশোষ হ'চ্ছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠী-মাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—মানুষ আমার এখানে জ্ব'লে-পুড়েই আসে, তাই আমি তাদের এতখানি সই। ভাবি আমার কাছে ছাড়া তারা যাবে কোথায়? দাঁড়াবে কোথায়? কেউ স্বামীর ভাত খেতে না পারুক, ছেলের ভাত খেতে না পারুক বা যে অবস্থায় প'ড়েই আমার কাছে এসে থাকুক না কেন, মানুষের মর্য্যাদা বা সুবুদ্ধিকে আঘাত দিয়ে কথা বলতে নেই, ওতে খারাপটাকেই উসকে দেওয়া হয়। এর মত বিশ্রী জিনিস কমই আছে। মন্দটাকে নিরোধ করা ভাল, কিন্তু তাই ক'রতে গিয়ে, মন্দকেই উসকে দিতে নেই, ভালটা উসকে দিতে পারাই কাজ।

৮ই আষাঢ়, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২২।৬।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোহিণীরোডে আমতলায় এসে বসেছেন। অনেকেই আছেন। পূজনীয় সুধাংশুদা রাশিয়ান লেখক মিচুরিনের লেখা বই প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করলে পরস্পরের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়, এই সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা cell (কোষ)-এরই একটা যোগাবেগ আছে। আমাদের সত্তার যোগাবেগ যার উপর পড়ে, প্রত্যেকটা cell (কোষ)-এর যোগাবেগও সেই ঝোঁকা হয়ে কতকটা সেই রূপ নিতে থাকে। গীতায় আছে 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং'—তার মানে শ্রদ্ধা থাকলে মানুষ সেই দিকে উন্মুখ হ'য়ে থাকে, তার দরুন এমন একটা physical ও mental adjustment (শারীরিক ও মানসিক নিয়ন্ত্রণ) হয়, যার দরুন receive ক'রতে পারে (গ্রহণ করতে পারে) ঠিকমতো।

প্রফুল্ল—একটা ejaculation (বীর্য্যপাত)-এ যে বহু sperm (শুক্রকীট) বেরোয়, তার প্রত্যেকটাই কি আলাদা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা interest (পছন্দ)-এর different environmental waves (বিভিন্ন পারিবেশিক তরঙ্গ) থাকে, প্রত্যেকটা sperm (শুক্রকীট)-এরই different charge (বিভিন্ন ভরণ) হয়, ova-র (রজঃ) charge (ভরণ)-এর সঙ্গে সঙ্গে যেটার affinity (আসক্তি) থাকে, যেটা match করে (মেলে), সেইটে receive করে (গ্রহণ করে)। স্ত্রীর আকৃতি ও আগ্রহ যত থাকে স্বামীর উপর, ততই সে সুষ্ঠুভাবে পোষণ দিতে পারে সন্তানকে। ......প্রত্যেকটা cell (কোষ)-এর মধ্যেই আছে আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ। বিভিন্ন cell (কোষ)-এর মধ্যে affinity (আসক্তি) আছে বলে সেগুলি সংহত থেকে আত্মসত্তা বজায় রাখতে পারে। ঐ affinity (আসক্তি) বা যোগাবেগই হ'লো

রস, তার থেকেই যা কিছু। তাই বলে 'রসো বৈ সঃ'। এর অভিব্যক্তিকেই বলে লীলা, আলিঙ্গন ও গ্রহণ।

Automatic go or systematic go (স্বাভাবিক গতি অথবা বিধিবদ্ধ গতি) যার দ্বারা damaged (ক্ষতিগ্রস্ত) হয়, সেইটেই অসৎ আমাদের কাছে। আর যা দিয়ে এটা পুষ্ট হয়, সেইটেই সৎ।

সকাল ন'টার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় এসে বসেছেন। নিখিল জিজ্ঞাসা করলো—Ideology (ভাবধারা) জিনিসটা কী? আর economy (অর্থনীতি) ও society (সমাজ)-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? কোনটা মুখ্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ideology (ভাবধারা) মানে বস্তুজ্ঞান, যা কিছুর সুসঙ্গতি বের ক'রে বাঁচাবাড়ার অনুকূল ক'রে ব্যবহার ক'রতে হবে। মানুষের conception (ধারণা) যেমন, understanding (বুঝ) ও activity (কর্ম্ম) তেমন হয়। ধারণাটা যদি সঠিক কর্ম্মকে প্রেরণা না দেয়, তবে হবে না। যেমন তোমার জ্বর হয়েছে। কিভাবে, কী খেলে ভাল হয়, সেটা সম্বন্ধে যদি তোমার একটা জ্ঞান না থাকে, তবে যা তা খেলে তোমার শরীরের উপযোগী হবে না। তাই, তোমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি ক'রে পথ্যটা নির্ব্বাচন ক'রতে হবে। এই জন্যই চাই উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা, তাইই ideology (ভাবধারা)।

Economic improvement (অর্থনৈতিক উন্নতি) যদি চাই, তবে আমাকে profitable work (উপচয়ী কর্ম্ম) ক'রতে হবে। Ideology (ভাবধারা) আমাদের সেইজন্যই দরকার, যাতে আমরা জানতে পারি কেমন ক'রে, কিভাবে, কি ক'রে profitable (উপচয়ী) হ'তে পারি। মূল উদ্দেশ্য আমাদের বাঁচাবাড়া, এইটে হ'লো common factor (উপাদান সামান্য), তার পরিপোষণী ক'রে যা কিছুকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হবে।

আমার ideology (ভাবধারা)-টা আছে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে, সেইটে গাঁথা আছে সামাজিকভাবে। কারণ ব্যক্তি বাদ দিয়ে সমাজ হয় না। দুটো জিনিস আছে, একটা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, আর একটা পারিবেশিক বিশেষত্ব, এই দুটোর মধ্যে সঙ্গতি ক'রে চলতে হবে।

আমার শারীরিক ও মানসিক বিধানটা হ'লো আমার বৈশিষ্ট্যের ফল, সেটার সঙ্গে সঙ্গতি ক'রে যদি না নিই, সে যত ভাল জিনিসই হোক না কেন, আমার পক্ষে বিষাক্ত হ'য়ে উঠতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাঠে বেড়াতে এসেছেন। চক্রপাণিদা (দাস), নিখিল প্রমুখ ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও ২৪ ক্রোমোজোমস (chromosomes)-এর সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে।

চতুর্বিংশতি তত্ত্বটাই existence-এ (অস্তিত্বে) evolve ক'রে (বিবর্ত্তিত হ'য়ে) ওঠে গাছ হ'য়ে, মাটি হ'য়ে, মানুষ হ'য়ে। চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে অনুস্যূত আছে অব্যক্ত যা কিছু, জীবের interest (পছন্দ) অনুপাতিক (যে পছন্দকে কেন্দ্র ক'রে যা কিছু সঞ্চিত হ'তে থাকে) তা বিবর্ধিত হয়ে তেমনতর shape (গঠন) নিতে থাকে, ওর সঙ্গে আবার gene (জনি)-এর সম্পর্ক আছে। পছন্দ ও সংস্কারমাফিক সংস্কারগুলিকে বহন করে gene (জনি)-গুলি, ওর মধ্যেই সংহত হ'য়ে থাকে যা কিছু। যেমন বড় একটা ফটোকে গুটিয়ে আনতে পার একটা সরষের আকারে। সেখানে হয়ত মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখেও তুমি ঠিক পাবে না, কিন্তু সেইটাকে expand ক'রলেই (বাড়ালেই) আবার ঐ ফটোই পাবে। Gene-এর মধ্যে তেমনি ultra-microscopic ও ultra-atomic form-এ (অতি সূক্ষ্মভাবে) সব থাকে, সেইটেই environmental nurture (পারিবেশিক পোষণ)-এ develop করে (বাড়ে)।

প্রসঙ্গক্রমে আবার শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার যদি কারউ সঙ্গে নাও মেলে, তা হ'লেও আমি যা দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি, তা তো অস্বীকার করতে পারি না।

পূর্ব্বের কথার সূত্র ধরে বলছিলেন—Volume (আয়তন) দিয়ে জিনিসের intrinsic merit (স্থায়ী গুণ) ঠিক পাওয়া যায় না, আদত জিনিস হ'লো তার মৌলিক বিন্যাস।

৯ই আষাঢ়, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৩। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোহিণী রোডে আমতলায় এসে বসেছেন। বনবিহারীদা (ঘোষ), চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা) প্রমুখ আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বনবিহারীদাকে দেখতে বললেন যে, gene (জনি) count করা (গণনা করা) যায় কিনা। সেই মুহূর্তেই সুধীরদা (দাস) আসলেন। সুধীরদাকে বলে দিলেন একটা বাক্স কেমন ক'রে ক'রতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর যেখানে বসে আছেন, তার সামনাসামনি দিলীপ ভাইয়ের দোকান। দোকানের দেওয়ালে হিন্দিতে লেখা হয়েছে, 'হিন্দি মাসিক পত্রিকা ভারতী পহড়িয়ে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর সেইটে প'ড়ে চন্দ্রেশ্বর ভাইকে বললেন—ঐ যে লিখেছে, ওটা তো ভুল। মাসিক পত্রিকা তো নয়, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ওটা সংশোধন ক'রে দিতে হয়।

চন্দ্রেশ্বরভাই—আরও ভুল আছে। পহড়িয়ে হবে না, পড়িয়ে হবে। পহড়িয়ে মানে পাহারা দাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জল্‌দি সংশোধন করা লাগে। নচেৎ ভুল impression (ছাপ) বহু মানুষের মাথায় ঢুকে যাবে।

এরপরই পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র) আসলেন। সুধাংশুদার সঙ্গে heredity (বংশানুক্রম) ও genetics (জনন) সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের বা জীবের সত্তা-সংরক্ষণী, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ও সত্তাসম্পূরণী সম্বেগ থাকে। আর থাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই দুইয়ের সত্তাসঙ্গত সামঞ্জস্য ক'রতে গিয়ে সত্তার আকৃতি নিয়ে তারা যা' culture (আচরণ) করে এবং তার দরুন যে পরিবর্ত্তন ঘটে, সেটা আস্তে আস্তে gene (জনি)-কেও touch (স্পর্শ) করে। এমনি ক'রেই বিবর্ত্তন আসে। অপবর্ত্তনও আসে ঐ ধরনে।

সাধারণভাবে urge-এর (আকৃতির) এর ভিতর-দিয়ে মানুষ কতখানি কি ক'রতে পারে, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ঝড়ের রাতে বিল্বমঙ্গলের মড়া ধ'রে নদী পার হওয়া ও সাপ ধ'রে চিন্তামণির গৃহে প্রবেশের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন—ঐ সম্বেগ আবার ঈশ্বরে অর্পণ ক'রে সে অন্য মানুষ হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। অনেকে উপস্থিত আছেন। খুশি মনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেক কথা বলতে লাগলেন।

ব্যবহার সম্বন্ধে মেন্টু ভাইকে বললেন—আমাদের আত্মসম্ভ্রমবোধ সবটার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠা চাই। অনেক সময় আমরা light (হালকা) হ'য়ে পড়ি। Light (হালকা) হওয়াই যে খারাপ তা' বলছি না। কিন্তু তার মধ্যে যদি সৌন্দর্য্য না থাকে, তাহ'লে সেইটেই খারাপ। তার মানে তোমার ব্যবহার 'সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্'-এ adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়নি। পিতৃপুরুষ সম্বন্ধে আমাদের গৌরববোধ যদি প্রখর হয়, তা আমাদের আচরণকে অনেকখানি সংযত ও সম্ভ্রান্ত ক'রে তোলে। Ancestral worship (পূর্ব্বপুরুষের আরাধনা) যদি আমরা ঠিকমতো করি, তার মধ্যে-দিয়ে আমাদের gene (জনি)-গুলি nurture (পোষণ) পায়। ম্যাকডুগালও এ-কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্ছ্বাস-সহকারে বললেন—যাই বল, রাশিয়ান scientists (বৈজ্ঞানিক)-দের কাছ থেকে যে এতখানি সমর্থন পাব, তা কখনও ভাবতে পারিনি। একেবারে হুবহু মিল। আগে ভাবতাম দুনিয়ায় আমি একা, কারও সঙ্গে মিলল না। কিন্তু না মিললে কী করব? তবু ভাবতাম—যা' দেখেছি, বুঝেছি, যা' আমার অভিজ্ঞতা, সেগুলি recorded (লিপিবদ্ধ) থাক্ তো! এখন দেখছি যাদের সঙ্গে মোটে মিলবে না ভেবেছিলাম, তাঁর ভিতরই অনেকখানি মিল পেলাম।

চন্দ্রেশ্বর ভাই অনুশ্রুতির হিন্দী অনুবাদ ক'রতে লাগলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে তাঁর সাহায্য নিয়ে। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে গেলেন সুধীরদাদের কাঠের কাজ দেখতে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর রোহিণীরোডের মাঠে অরুণের (জোয়াদ্দার) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তুমি একটা জিনিসও যদি perfectly (সঠিকভাবে) না কর, তবে perfection-এর (পূর্ণতার) কাছেও এগুতে পারবে না। আবার, একটা কাজ যদি perfectly (সঠিকভাবে) ক'রতে পার, তবে আর একটা ধ'রেও perfectly (সঠিকভাবে) করার বুদ্ধি আসবে। এইভাবে এগিয়ে যাবে। নচেৎ মুখে যত কথাই বল

না কেন, তাতে কিছু লাভ হবে না। Practical man (কাজের লোক) যারা তারা সাধারণত ভক্তিবাদী হয়, আর, যারা শুধু theory (তত্ত্ব) আওড়ায়, তারা concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে পারে না। তাই তাদের practical adjustment (বাস্তব নিয়ন্ত্রণ) হয় না। ভক্তি থাকলে কেন্দ্রায়িত যোগাবেগের দরুন মানুষ active (সক্রিয়) হয়, practical (কার্য্যোপযোগী) হয়, বিচক্ষণ হয়, অথচ অহঙ্কার থাকে না। মানুষ ভক্তিবল না হ'লে, এমনভাবেই চলে যা'তে নিজের ভিতরে নিজে আরো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে, তাতে শান্তি পায় না। তাই নানারকম theory (তত্ত্ব) আওড়াতে থাকে। কিন্তু theory-র (তত্ত্বের) সঙ্গে practice-এর (অভ্যাসের) সঙ্গতি যদি না থাকে এবং সবটা মিলে যদি জীবনীয় হ'য়ে না ওঠে, তাহ'লে সে তত্ত্বের দাম নেই।

পঞ্চাননদা (সরকার) কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—আপনার কথাগুলি অনেকের বদহজম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো জিনিস আছে। আমার ইচ্ছা যদি থাকে যে, ঠাকুরের কথাগুলিকে আমার প্রবৃত্তি ও চাহিদার পূরণে লাগাই, তাহ'লে বদহজম হ'তে পারে। কিন্তু সেইটা বুঝে নিজেকে সেইভাবে mould (নিয়ন্ত্রণ) করার ইচ্ছা যদি থাকে, তবে বদহজম হবার কোন কারণ নেই। সবই ঠিক হ'য়ে আসে।

পঞ্চাননদা—বোঝার অধিকারী, অনধিকারী আছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধিকারী-অনধিকারী ঐভাবেই হয়, যাদের ঐ কথাগুলি twist ক'রে (বেঁকিয়ে) নিজের চাহিদাগুলি support (সমর্থন) করার ইচ্ছা থাকে, তাদের আর অধিকার থাকে না, অর্থাৎ, কথাগুলি চরিত্রে আয়ত্ত ক'রতে পারে না। কিন্তু যারা আগ্রহের সঙ্গে অনুকরণ ও অনুবর্ত্তন ক'রতে চায়, তা'রাই অধিকারী হয়। কথাগুলি অভ্যাস-ব্যবহারে আয়ত্তে আসে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠাকুর-দর্শন মানে, ঠাকুর কেমনভাবে চলেন, বলেন, স্থান-কাল-পাত্রভেদে কোথায় কেমনভাবে কি করেন, সবটা অনুধাবন ও পর্য্যবেক্ষণ করা। যাতে তাঁর জীয়ন্ত চলন দেখে আমাদের চলনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারি। এই আগ্রহ-আবেগ যদি ভিতরে না থাকে, তবে ঠাকুর-দর্শন হয় না।

পঞ্চাননদা—আপনি বলেছেন, ইষ্টানুগ সেবা বা অনুসরণ না হ'লে মানুষ জাহান্নমে যাবে। অনেকে সেই অজুহাতে করণীয় এড়িয়ে চলতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিকট পারিপার্শ্বিকের কারও চলন যদি ইষ্টানুগ না হয়, তা'কে ইষ্টানুগ ক'রে তোলার দায়িত্বও তো আমার। ও-কথার তাৎপর্য্য এই যে, আপনার যদি কতকগুলি প্রবৃত্তির আবিলতা থাকে এবং আপনার ছেলে যদি সেইগুলিই অনুসরণ করে, তবে একদিন হয়ত সে এমন হ'য়ে উঠবে যাতে তার দরুন আপনাকেই বেগ পেতে হবে। তাই ইষ্টানুগ সেবা ও অনুসরণই সকলের স্বার্থ। ধরুন, আপনার অসুখ করেছে, আপনার সংসারের কেউ আপনাকে সেবা করবে। সে যদি সদাচারসম্মত

পন্থায় না করে, তা'হলে রোগ-সংক্রমণের সম্ভাবনাই বিস্তার লাভ করবে। তাই, যাই করি, সত্তাসম্বর্দ্ধনী বিধিমাফিক করাই সঙ্গত। আর, সেইটাই ইষ্টানুগ পন্থা। স্বামী যদি স্ত্রীকে মদ খেতে বা ব্যভিচারে প্ররোচিত করে, তাহ'লেই কি স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য তাই করবে? তা'তে যে উভয়ের ক্ষতি। এইজন্য ইষ্টানুগ সেবা, ভক্তি, অনুসরণ ইত্যাদির কথা বলা হয়।

১০ই আষাঢ়, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২৪। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বটতলায় এসে চেয়ারে বসেছেন। কেষ্টদা, পূজনীয় সুধাংশুদা, পরমেশ্বরভাই (পাল) প্রমুখ কাছে আছেন।

কাগজ পড়া হচ্ছিল। তখন প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জাতি যখন দুর্ব্বল হ'য়ে যায়, অর্থাৎ তার আদর্শ, কৃষ্টি ও আচারের উপর নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও আত্মসম্ভ্রম যখন নষ্ট হ'য়ে যায়, তখন জাতীয় সত্তা চলে পরানুকরণ-মূঢ় হ'য়ে।

এরপর নানা বিষয়ে আলোচনা চলতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথাকথিত শিক্ষিত যারা, তাদের বেশীরভাগই আজকাল কৃষ্টি মানে না। এই ভাবের পরিবর্তন যতদিন না হবে, ততদিন দেশের অবস্থার পরিবর্তন সুদূরপরাহত। এটা যদি না করি তবে পরের খোরাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

তাই বলি তোমরা যদি spread ক'রতে (ছড়িয়ে পড়তে) না পার বিদ্যুৎগতিতে, তবে কারও না কারও prey (শিকার) হ'তেই হবে তোমাদিগকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মাঠে। পূজনীয় সুধাংশুদা সহ আরও অনেকে আছেন।

সুধাংশুদা—আপনি তো বলেন, matter (বস্তু) ও spirit (আত্মিক সম্বেগ)-এর পার্থক্য হ'ল degree of fineness (সূক্ষ্মতার মাত্রা) নিয়ে। কিন্তু তাহ'লে একদিন কি spirit (আত্মিক সম্বেগ) science-এর (বিজ্ঞানের) পর্য্যায়ের মধ্যে এসে যাবে। এখন তো science matter (বস্তু) নিয়ে কাজ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিজ্ঞান মানে তত্ত্ব, তাহাত্ব। Matter-এর (বস্তুর) মধ্যেই যে সে সীমাবদ্ধ থাকবে, তার কোন মানে নেই। একদিন হয়তো ওগুলিও বিজ্ঞানের পর্য্যায়ের মধ্যে এসে যাবে। ধীরে-ধীরে অনেক-কিছুই বাস্তব ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে যাবে। মানুষের বোধ আরও-আরও finer (সূক্ষ্মতর) হবে, instrument (যন্ত্রপাতি)-ও বেরুবে তেমনি finer (সূক্ষ্মতর)।

পরমেশ্বরভাই—এখনকার বিজ্ঞানকে তো বলা যায় জড় বিজ্ঞান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন হবে চিৎ-বিজ্ঞান।

সুধাংশুদা—এখন তো spiritual (আধ্যাত্মিক) যা-কিছু, ব্যক্তিগত অনুভূতি-সাপেক্ষ। বস্তুগতভাবে instrument-এর (যন্ত্রের) ভিতর দিয়ে সকলকে কি দেখান যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার clutch-এর (মুঠোর) মধ্যে আসলেই পারবে। কিংবা তোমার manipulation-এর (পরিচালনার) ভিতর দিয়ে পারবে।

সুধাংশুদা—Mathematics (অঙ্ক)-কেও বলা যায় একটা finer instrument (সূক্ষ্ম যন্ত্র)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই mathematics (অঙ্ক)-ই তোমাদের দেশে কত আগে কত উন্নত হ'য়েছিল। তোমাদের সব বিষয়ে এতখানি উৎকর্ষ হ'য়েছিল যে আগে সারা পৃথিবীর লোক তোমাদের দেবজাতি ব'লে শ্রদ্ধা করতো। তোমরা এত বড় ছিলে। তোমাদের যে বিপুল জ্ঞানসম্পদ ছিল, তা যে কত নষ্ট হ'য়ে গেছে। কত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেছে, নষ্ট ক'রেছে।

পূর্ব্ব কথার সূত্র ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আইনস্টাইন যে বলেছে $E=mc^2$ তার মানে practically (বাস্তবভাবে) দাঁড়ায় energy (শক্তি) যা, matter (বস্তু)-ও তাই। আর, spirit (আত্মিক সম্বেগ) হ'ল energy (শক্তি)-র life (জীবন), energy exist করছে (শক্তি বজায় আছে) যার জন্য।

১১ই আষাঢ়, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৫। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশখতলায় চেয়ারে ব'সে আছেন। নির্ম্মলদা (দাশগুপ্ত) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে পাকিস্তানের খবরাখবর শুনছেন।

এরপর কেষ্টদা আসলেন। সাধনার সময়কার বিভিন্ন অনুভূতি সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর 'কথা প্রসঙ্গে' যে কথা বলেছেন, সেই ধরনের কিছু বললেন।

কেষ্টদা বললেন—Ancestral worship (পিতৃপুরুষের আরাধনা), পিতৃতর্পণ, মাতৃতর্পণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের সৎসঙ্গীরা conscious (সচেতন) নয়। অনুসৃতিতে add (যোগ) ক'রে দিলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। অন্ততঃ আমি যতটুকু করি, ততটুকু দিলেও হয়।

আমি দেখি, আগাগোড়া সব মেলে কি ক'রে? আমি যেমন আপনাদের বলতাম—দেখেন তো সব যেন জ্যোতিকণায় impregnated (অনুপ্রবিষ্ট)। যোগবাশিষ্ঠেও কিন্তু অমনি আছে। ঐ কথাই আসে—আমি প্রথমে সূর্য্যকে বলেছিলাম, সূর্য্য ইক্ষ্বাকুকে বলেছিল, ইক্ষ্বাকু মনুকে বলেছিল ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে ঐ কথা আসে।

ভগবান কয়, মানে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী। তাঁর মধ্যে আধিপত্য আছে, বীর্য্য আছে, যশ আছে। বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে সবার মধ্যে তাঁর interest-এর (স্বার্থের) মধ্য দিয়ে। শ্রী অর্থাৎ সেবা আছে জ্ঞান আছে, বৈরাগ্য আছে। বৈরাগ্য মানে যে কোন interest (স্বার্থ) নেই, তা নয়। একে বিশেষ interest-এর দরুন বিষয়-বৈরাগ্য আসে। ভগবান কিন্তু মানুষ। ঈশ্বরের যা' কিছুতে কিন্তু বৈষম্যের মধ্যে সমতা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে আছেন। সুধাদি ও সম্বিতা তিনটে গিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা বিছানার ওপর রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি প্রফুল্লকে বললেন—এই তিনটে তোর কাছে রাখতো, হারাস্‌নে। বড়খোকাকে দেওয়া লাগবে। আমার খুব অস্বস্তি লাগছে।

তারপর প্রফুল্ল গিনি তিনটে তুলে নিল।

লোকের দুঃখদারিদ্র্যের কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতকগুলি মানুষ আছে যে, কিছুতেই concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে পারে না, কিছুতেই অন্যের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'তে পারে না। অন্যের ভাল দেখলে তারা হিংসা ক'রে তাকে repel (প্রতিরোধ) করে। এইভাবে নিজেরাও repelled (প্রতিরুদ্ধ) হয়। তারা যেন কিছুতেই আর দাঁড়াতে পারে না।

১৪ই আষাঢ়, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৮। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। অনেকেই ছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চিদ্‌অনু আছে। তার মধ্যে আকুঞ্চন-প্রসারণ আছে, যোগাবেগ আছে, আকর্ষণ-বিকর্ষণ আছে, আকর্ষণের ভিতর দিয়ে combined (যুক্ত) হয়, এইভাবে জীবের আবির্ভাব হয়। একটা finer mass or atomic body (সূক্ষ্ম পিণ্ড অথবা পারমাণবিক দেহ) হয়তো হ'লো, intelligence (বুদ্ধি)-টা এইভাবে materialised (বাস্তাবায়িত) হ'লো। যে পরিবেশের ভিতর থাকলো, তা থেকে life urge (জীবন-আকূতি) অনুপাতিক গ্রহণ করতে লাগলো, চিৎকণা সেইভাবে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে gene (জনি) সৃষ্টি করলো, mutation (পরিবর্তন)-ও হ'তে থাকে এইভাবে। অর্থাৎ বাঁচার চাহিদায় environment-এর (পরিবেশের) সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে গিয়ে সত্তাসঙ্গত যে acquisition (প্রাপ্তি) হয়, যা কিনা gene (জনি)-কে প্রভাবিত করে বা পরিবর্তিত করে, সেই পরিবর্তন বংশপরম্পরায় চলতে থাকে।

১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৯। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় একটি দীর্ঘ বাণী দেবার পর বললেন—সম্বেগ জীবের বা মানুষের মধ্যে gene-এর (জনির) ভিতর দিয়ে যে pitch-এ (স্তরে) ওঠে, ম'রে যাওয়ার সময় psycho-plasm-এ (মানস দেহে) engraved (মুদ্রিত) হ'য়ে থাকে সেই pitch-এ (স্তরে) wave-এর (তরঙ্গের) আকারে। মিলনেচ্ছু sperm-এর (শুক্রকীটের) ভিতর সেই জাতীয় সম্বেগ সৃষ্টি হ'লে tuning (সঙ্গতি) হয় এবং মৃত ব্যক্তি পুনরায় শরীর গ্রহণ করার সুযোগ পায়। জন্ম ও মৃত্যুর এটাই revolving process (ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে ব'সে আছেন। দাদারা ও মায়েরা অনেকে আছেন। পেছনের অশত্থ গাছের ডালে ব'সে কি একটা পাখি ডাকছিল। ঐ পাখীর ডাক শুনলে নাকি অমঙ্গল হয়—এই কথা শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মার কাছে শুনেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে ঐ কথা শুনে ননীমা বললেন—'ঐ গাছে একটা পেরেক পুঁতে দিলে আর ডাকবে না।' তখনই নিখিল উঠে গেল অশত্থ গাছে একটা পেরেক পোঁতবার ব্যবস্থা করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বললেন—'ছোট দেখে পেরেক পুঁতিস, তাহ'লে বেশী ব্যথা লাগবে না গাছটার।'

১৬ই আষাঢ়, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৩০। ৬। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোহিণী রোডে আমতলায় একটি চেয়ারে বসে আছেন। গতকালকের দেওয়া বাণীটা সুধাংশুদা, চক্রপাণিদা, পঞ্চাননদা প্রমুখকে প'ড়ে শোনান হ'ল। সেই প্রসঙ্গে নানা আলোচনা শুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পাথর সবই জীবন্ত। পাথর হয়ত আমার থেকে কম চেতন ও সাড়াপ্রবণ। সেই হিসাবে তাকে হয়তো বলি জীবনহীন। কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে জীবনহীন নয়।

জন্ম-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—কামাবেগ যা'র যত সুষ্ঠু হবে ও যত উন্নত স্তরে উঠবে, সেখানে তত ভাল সন্তান আসতে পারে, আর, যেখানে তা যত অসুস্থ ও যত নেমে যাবে, সেখানে ভাল সন্তান আসার সম্ভাবনা তত কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন।

পরমেশ্বর ভাই (পাল)—Capitalist-রা (পুঁজিপতিরা) যদি বলে আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে আর সেইভাবে যদি শোষণ চালাতে চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেরই বাঁচার অধিকার আছে, বাঁচার উপকরণকে সলীল রেখে। তাই পরিবেশকে ignore (অবজ্ঞা) ক'রে তুমি বাঁচতে পার না। কারণ, তারা তোমার বাঁচার উপকরণ।

১৭ই আষাঢ়, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। আজ বৃষ্টি বাদল নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। চাঁদ ও তারা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কতিপয় দাদা ও মা উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথমে হাউজারম্যানদাকে একটি গান গাইতে বললেন। তিনি দুই/এক লাইন গাইলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কান্তিদাকে (বিশ্বাস) গান গাইতে বললেন। 'প্রভু

দাঁড়াও তোমায় দেখি' গানটা কান্তিদা খুব দরদ ও আবেগভরে গাইলেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুশি হ'য়ে বললেন—'বেশ, খুব ভাল।'

তারপর পূজনীয় ছোটমা শান্তিকে একটা গান গাইতে বললেন। শান্তিও গাইলো।

১৮ই আষাঢ়, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে বসে আছেন। অনেকেই এসে জড় হয়েছেন। টাটানগর থেকে এক ভদ্রলোক (ডাক্তার) এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের সুকেন্দ্রিক হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অনেকে বলে, ঈশ্বরকে পেতে মানুষকে ধরতে হবে কেন? কিন্তু তা' আমরা ধরতে পারি না, যা আমাদের impulse (সাড়া) দেয় না। ঈশ্বরের impulse (সাড়া) দেন, তেমনতর মানুষ পেলে তাঁর ভিতর দিয়েই আমরা তাঁকে পাই। তাই সুকেন্দ্রিক হ'তে হ'লে, হ'তে হবে সেখানে, যেখানে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) আছে। তিনি যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হন, আমারও তেমন হবে।

উক্ত ভদ্রলোক—প্রেরণা জিনিসটা চাই। অনেক সময় বক্তৃতা ক'রতে ক'রতে আপনা থেকে বহু কথা এসে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারণ, ঐদিকে মন থাকে, তাই ভিতরে যা আছে, তা খুলে যায়। সব জিনিসের জন্যই সাধনা চাই। যজন, যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এই দুই দিকেই culture (অনুশীলন) চাই। তাহ'লে বিকাশ হয়। এর সঙ্গে চাই ইষ্টভৃতি।

উক্ত ভদ্রলোক—আমাদের সংগঠন হ'ল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ বাদ দিয়ে সংগঠন হয় না। সত্তাকে বিদায় দিয়ে স্বস্তি হয় না। আমরা যদি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠি, একাদর্শে মন্ত্রপূত হ'য়ে উঠি, তবেই নিস্তার। এখানে কত ধরনের লোক আছে। কিন্তু একটা চোর পর্য্যন্তও ভাবে, সৎসঙ্গীরটা চুরি করব না। সুকেন্দ্রিক না হ'লে দুঃখকষ্ট ও ত্যাগের মধ্যে যে সুখ আছে, তা' বোধ করতে পারে না। আগে তীর্থক্ষেত্র আমাদের একটা institution (প্রতিষ্ঠান) ছিল। তীর্থক্ষেত্রে যাওয়াই চাই। সেই impression (ছাপ) নিয়ে যেত নিষ্ঠাভরে সেখান থেকে। আজকাল তীর্থক্ষেত্রে যায় পিক্‌নিক ক'রতে, মুর্গী খেতে।

ভদ্রলোক—উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় এই।

ভদ্রলোক—এত long-term (দীর্ঘমেয়াদী)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Long-term (দীর্ঘমেয়াদী) হ'লেও এছাড়া পথ নেই। একাদর্শে যুক্ত না হ'লে কিছু হবে না। বাঁচার পদ্ধতিটা চারিয়ে দেওয়া লাগবে, তার জন্য কর্ম্মী চাই।

ভদ্রলোক—এইটাই কি political party (রাজনৈতিক দল) হ'তে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর— Politics (রাজনীতি) মানে পূর্ত্তনীতি, যা পূরণ করে। পূরণ করবে বাঁচাবাড়াকে। তাই ধর্ম্ম ও রাজনীতি পরস্পরসম্বদ্ধ, পরস্পর fulfilling (পরিপূরণী)। রাজনীতি যদি ধর্ম্মনীতির পরিপূরক না হয় তো হবে না। আমি বলি চল্লিশ জন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মীর কথা। আশ্রমের ভিত্তির উপর আবার নূতন ক'রে সমাজ গ'ড়ে তোলা লাগবে। তাহ'লে বেকার-সমস্যা ব'লে জিনিস থাকবে না।

আপাততঃ চল্লিশ জন কিষান চাই। তারা সর্ব্বত্র আমাদের কৃষ্টির কথা পরিবেশন করবে। কারও নিন্দা করবার দরকার নেই। আমাদের নিজেদের যা' সেইটা সুষ্ঠুভাবে লোকের কাছে ধরা লাগবে।

ভদ্রলোক—আপনি নিজে যদি ঘুরে ঘুরে সর্ব্বত্র দেখাশুনা করেন এবং অংশ নেন তবে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাংলার শরীর। এই বয়সে আমি অনেকটা অক্ষম হ'য়ে গেছি। আগে তো আমি করতাম। এখন এইভাবে পারব কিনা জানি না।

দুইরকম মানুষ চাই—বিধায়ক ও বিনায়ক। বিধায়ক হ'লেন wise man (জ্ঞানী লোক), যিনি অভ্রান্ত বিধান দেন। আর, বিনায়ক হ'লেন যিনি সেটাকে মূর্ত্ত ক'রে তুলবেন।

১৯শে আষাঢ়, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে চাঁদোয়ার তলে চৌকীতে উপবিষ্ট। কলকাতা থেকে একটি পাঞ্জাবী দাদা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে একটু সময় কথাবার্তা বলার পর তিনি দীক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে বেরুলেন। আজ তিনখানা গাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে লোকজন আসলেন। জসিডির distant signal-এর কাছে গুমটির অদূরে একটা নূতন জায়গায় গিয়ে বসলেন। তখন সন্ধ্যা লাগে-লাগে। জায়গাটা খুব ভাল লাগছিল। বিরাট ফাঁকা জায়গা। একদিকে পাহাড়ের সারি। এখানে-ওখানে ছোট-ছোট গাছ ও ঝোপ। জায়গাটা উঁচুনিচু। মাঝে-মাঝে গর্ত। খানিকটা দূরে জসিডি স্টেশন। সকলে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়বৌ শৈলেনের একটা গান শুনবা নাকি?

রেণুমা বললেন—বৌমা তো গান শুনতে ভালই বাসেন।

তখন শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) একটা গান গাইলেন ভাবের আবেগ নিয়ে। অমনতর পরিবেশে ঐ অবস্থায় গানটা বড়ই ভাল লাগছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর চিৎ হ'য়ে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিলেন। গান শেষ হ'লে পর বললেন—এইভাবে শুয়ে থাকলে মনে হয় আমি যেন আকাশ দিয়ে ঢাকা আছি।

এর কিছুক্ষণ পর ফিরে আসা হ'ল।

বড়াল-বাংলোয় ফিরে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর চাঁদোয়ার তলে বসলেন।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—অশোকের (চক্রবর্তী) কিন্তু খুব nerve (স্নায়ু)। মেডিকেল লাইনে admission-এর (ভর্ত্তির) চেষ্টা ক'রে দু-দুবার বিফল হ'ল। কিন্তু তা'তে এতটুকুও দমেনি। আবার চেষ্টা করছে। বড়খোকারও ঐ রকম আছে। হার মানে না, দমে না। আমারও ঐ ভাব। ওকেই বোধহয় বলে instinct of pugnacity (সংগ্রামী মনোবৃত্তি)। পাবনায় যে লোকজন নিয়ে এসে successful (সফল) হ'তে পারিনি, আমার কিন্তু সে রোখ যায়নি। মনে হয়, আবার সব ব্যবস্থা ক'রে ঠিকঠাক ক'রে ফেলি। তবে হবে কিনা কি জানি। কিন্তু না হ'লেও সোয়াস্তি নেই।

মেন্টুভাই বলল শ্রীশ্রীঠাকুর আজ দুপুরে তা'কে বলছিলেন যে, মানুষ যদি সত্যিকার ইষ্টপ্রাণ হয়, দশজন্মের কাজ একজন্মে হ'য়ে যায়। তখন ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কাঠামো বদলাতে থাকে।

২০শে আষাঢ়, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৪। ৭। ১৯৫২)

বাইরে টিপটপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে উত্তরাস্য হ'য়ে ব'সে আছেন। ঘরের পুবদিকে দেওয়ালের গায় রেডিও ও টেলিফোন। তার পাশে পুব ও দক্ষিণদিক জুড়ে র‍্যাকে অনেকগুলি বই। তার পাশে ওষুধপত্র। খানিকটা দূরে আলনার উপর গোছান শ্রীশ্রীঠাকুরের কাপড়। তারপাশে জুতো। দেওয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের মা, বাবা, ক্রাইস্ট, হুজুর মহারাজ প্রমুখের ফটো টাঙানো। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে একটা wall clock (দেওয়াল ঘড়ি)। উত্তর দিকে কয়েকটা ক্যালেণ্ডার, ম্যাপ। আর, বিভিন্ন দিকে কতকগুলি বাক্স ও এক-আধটা আলমারি। পশ্চিম দিকে বড় টেবিলের উপর কতকগুলি বিছানা। তাছাড়া বসবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ও পিছনের দিকে দুই-একখানি বেঞ্চ ও চেয়ার ইত্যাদি। মায়েদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

তামাক খাওয়ার অভ্যাস সম্বন্ধে কথা উঠল।

প্রফুল্ল (দাস)—আপনি কত বছর বয়সে প্রথম শুরু করেন? প্রথমে তামাক খেতেন না বিড়ি খেতেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বারো/চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম খাই। প্রথম সিগারেট শুরু করি। তারপর আস্তে-আস্তে তামাক খেতে অভ্যাস করি। খেপু প্রথম আমাকে সিগারেট দিয়ে বলে 'খেয়ে দেখ কেমন'। আমি খেলাম। ও নিজে কিন্তু খায়নি। ধীরে ধীরে অভ্যাস হ'য়ে গেল। আমার মামা ছিল প্রফুল্ল। পরে তাঁর সাথে একসঙ্গে তামাক খেতাম। মা কেমন ক'রে জানি ঠিক টের পেতেন। একদিন প্রফুল্লমামা আর আমি রাত্রে খেয়েদেয়ে, পায়খানায় যাব বলে গেছি। পায়খানা পায়নি, উদ্দেশ্য তামাক খাব। আমি গাড়ু নিয়ে

পায়খানায় বসেছি, মামা একটু দূরে নারকেলের ছোবা দিয়ে তামাক ধরাচ্ছে। সন্দেহ ক'রে পিছু নিয়েছেন মা! ছোবার ফুলকি দেখে সেইদিকে এসে উপস্থিত হলেন। মাকে আসতে দেখে মামা তো ভয়ে থরহরি কম্পমান। আজও দৌড়, কালও দৌড়। মা এসে দেখেন আমি বসে হাসছি। মা বুঝলেন, তবে আমাকে আর বিশেষ কিছু বললেন না।

প্রফুল্ল (দাস)—তখন আপনার বয়স কি পনের-ষোল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম হবে। তখনও বিয়ে হয়নি।

একটু পরে বললেন—বড়বৌ-এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না হ'ত, তবে আমার গোয়ার চাম থাকত না। বড়বৌ-এর কথা শুনেছি, আমার মা যখন ওকে দেখতে যান, মা'কে দেখেই তাঁর কোলের উপর এসে বসে।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও আরও অনেকে আসলেন। তাদের সঙ্গে কন্ট্রোল, জমিদারীপ্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে টুকটাক আলোচনা হ'ল।

২১শে আষাঢ়, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৫। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে তিনখানা গাড়ীতে অনেককে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। জসিডির ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে একটা জায়গায় বসলেন।

সুশীলদা (বসু) শব্দযোগ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দয়ালদেশ, ব্রহ্মাণ্ডদেশ ও পিণ্ডদেশের অনুভূতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলে বললেন—ফলকথা, শব্দ থেকেই যা-কিছুর সৃষ্টি এবং বিভিন্ন স্তরে নানারকম শব্দ ও জ্যোতির অনুভব হয়। প্রধান জিনিস হ'ল ইষ্টের প্রতি অনুরাগ নিয়ে অনুশীলন।

শর্ম্মাজী (পাঞ্জাবী ভদ্রলোক)—অনাহত নাদ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার ভিতর ধ্বনি আছে। আকুঞ্চন, প্রসারণ, বিরমণ যা হয়, তার বোধই অনাহত নাদ।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধনার কতকগুলি স্তর আছে যেখানে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়। ইষ্টের উপর গভীর টান না থাকলে সেখানে ঠিক থাকাই মুশকিল। আকুঞ্চন বাড়তে বাড়তে শেষটা আবার প্রসারণ আসে।

২২শে আষাঢ়, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৬। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ), সুধীরদা (বসু), জিতেনদা (মিত্র) প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধনা ক'রতে-ক'রতে সব ধরা পড়ে। এমনকি ছায়াপথের অস্তিত্বের পূর্ব্বে আমি কোন্‌টাকে কী বোধ করতাম তা' ধরা পড়ে।

অহং-এর বোধ প্রত্যেকটা gene-এর (জনির) সঙ্গে জড়ান থাকে। ধ্বনাত্মক নাম ক'রতে থাকলে সব ধীরে ধীরে টের পাওয়া যায়।

হরিনন্দনদা—সাধনার সময় যে বহু ভীতিজনক অভিজ্ঞতা হয়, তখন কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন খুব নাম ক'রতে হয় এবং ইষ্টচিন্তা ক'রতে হয়। ইষ্টে মন সংলগ্ন থাকলে, ওই সব ঠিক রেখে দেয়।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—নাম ক'রতে ক'রতে এমন হয়, কাউকে হয়ত কেউ মারল, নিজেরই গায়ে রীতিমত ব্যথা লাগে।

সুধীরদা—ধরেন, পাহাড়ী জাতি আছে, তাদের যদি আর্য্যীকৃত করতে হয়, তবে কিভাবে ক'রতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে তাদের মত ক'রে যাওয়া লাগবে। বৈশিষ্ট্যকে যে যত অনুধাবন ক'রতে পারে, নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারে, সে তত ভাল যাজী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রোজকার মত আজও বেড়াতে আসলেন। ইদানীং ক'দিন যেখানে বসেন আজও সেখানে বসলেন। আজ সব নিয়ে প্রায় পঞ্চাশজন এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বসার পর বললেন—'পথিকের মত লাগে।'

পূজনীয় বড়দা, সুশীলদা প্রমুখ বিভিন্ন দলে জনকয়েক মিলে মাঠের মধ্যে বেড়াতে বেরুলেন।

যতীনদা (দাস) বসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও যতীনদা, গেলেন না? ওদের দেখবেনে কে?

এরপর যতীনদা উঠে সেখানে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পরনে একখানি ধুতি। গায়ে একটি সাদা ফতুয়া। তাকিয়া ঠেস দিয়ে ডানপাটা উঠিয়ে পায়ের উপর হাত দিয়ে একহাত কোলবালিশের উপর রেখে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে বসেছেন। এই উদার উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের মুখোমুখি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বড়ই সুন্দর লাগছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে বললেন—এখানকার বাতাস কেমন হাল্কা ও আরামদায়ক। আবার বললেন—'গোঁসাইদা, এখানে বেশ ভাল লাগে, না?'

গোঁসাইদা—'হ্যাঁ বেশ লাগে।'

একটু পরে সুশীলদা বেড়িয়ে এসে বললেন—আজ পূর্ণিমা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাগবত থেকে রাসপূর্ণিমার বর্ণনা-সম্বলিত কয়েকটি লাইন আপনমনে আবৃত্তি করলেন। একটু পরে বললেন—এমনতর জায়গায় থাকলে ভজন ক'রতে ইচ্ছে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শৈলেন! একখানা গান করবি নাকি?

শৈলেনদা গান ধরলেন—'চল, চল, চল যাত্রী, ঐ শোন তাঁরই আহ্বান।' তারপর আবার গাইলেন—'কালো মায়ের পায়ের তলায় দেখে যারে আলোর নাচন।'

মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। জ্যোৎস্নার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। এই পরিবেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে শৈলেনদার গান বড়ই মধুর লাগছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন— Logy মানে কি?

সুশীলদা—বাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর— Logos থেকে এসেছে নাকি?

হরিনন্দনদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে psychology মানে কি হবে? —মনের কথা?

শৈলেনদা—মনোবিজ্ঞান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামনন্দন! ত্রিকূটের দিকে ভাল, না এদিক ভাল?

রামনন্দন—ত্রিকূটের দিকেই যেন আরও ভাল লেগেছিল।

২৩শে আষাঢ়, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৭। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে রোহিণী রোডের রাস্তায় আমতলায় চেয়ারে বসে আছেন।

পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র), বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মরে গেলেও আকুঞ্চন-প্রসারণটা যে নষ্ট হয়ে যায়, তা নয়। তবে সঙ্গতিটা নষ্ট হয়ে যায়।

সমন্বয়ী তাৎপর্য্যটাই হল জীবন। সেইটে ভেঙে গেলেই disintegrated (বিশ্লিষ্ট) হয়ে যেতে থাকে। এমন দিন হয়ত আসতে পারে যে একটা মৃত শরীরের মধ্যেকার একটা জীবন্ত কোষ থেকে একটা জীবন গজিয়ে তোলা যাবে। অনেক সময় দেখা যায় একটা পাতা থেকে একটা গাছ হয়ে গেল। কোনরকমে মানুষের শরীরকোষকে যদি জননকোষে পরিণত করা যায়, তখন মানুষের যে কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা শরীরের যে কোনও অংশ থেকেই হয়ত বিহিত প্রক্রিয়ায় আর একটা জীবন্ত শরীর সৃষ্টি করা যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আজও বেড়াতে আসলেন। আজও শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সবশুদ্ধ পঞ্চাশ জন লোক এসেছেন। আজ সতরঞ্চগুলি দূরে দূরে পাতা হল। বিভিন্ন সতরঞ্চে এক-এক দল বসে আলোচনা করতে লাগলেন। নিবিড় ছায়াঘন পাহাড়ের কোলে আকাশে নানা বর্ণের লীলা বড়ই অপরূপ দেখাচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে চুপচাপ বসেছিলেন।

বিজয়ভাই (পাল) হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাইলেন—'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই পড়ে মনে।' আবার গাইলেন—'দে মা আমায় পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

গানের পর মেন্টু ভাই রমনদার (সাহা) মার সঙ্গে তার অভিনয় শুরু করল, আর রমনদার মা রাগে অস্থির ও দিশেহারা হয়ে নানারকম ভাবভঙ্গি ও উক্তি করতে লাগলেন। তাই দেখে সবাই হেসে কুটিপাটি।

এরপর আবার শৈলেনদা গাইলেন—'আবার ভাঙা বৃন্দাবনে কার আগমনে বাজে বাঁশী।' 'ফিরে চাও, ফিরে চাও পান্থ, ফিরে চাও হে দিগ্‌ভ্রান্ত।'

২৪শে আষাঢ়, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৮। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে বেড়াতে এসে রেল লাইনের কাছাকাছি বসলেন। পাশে জলাজমিতে ধান পোঁতা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বসার পর কেষ্টদা আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন।

বিজয় ভাই (পাল) একটু দূরে কার্লভার্টের ওপর বসে গান ধরলেন 'মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে'। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাকিয়া ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন। গানটা শুনে বললেন—'এই গানটা শুনলে যেন একটা shooting prick-এর মত লাগে।' তারপর বললেন—'এই জায়গায় আসলে মনে হয় যেন এখানেই পড়ে থাকি। আর যেতে ইচ্ছা করে না।'

পূজনীয়া ছোট-মা একটু দূরে একাকী একটা সতরঞ্চের ওপর চুপচাপ বসেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'ও বড় খোকা! তোর মাসীমা যেন পাথরের ঠাকরুণের মত বসে আছে। তোর মার কাছে নিয়ে সতরঞ্চটা পেতে দে।'

দূরে দূরে সতরঞ্চ পেতে শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্তী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ বিভিন্ন দল নিয়ে বসে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

কেষ্টদা ম্যাকডুগাল-এর বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন—'ম্যাগডুগাল বলেছেন যে, আমাদের প্রত্যেকটা sentiment-এর (ভাবানুকম্পিতা) বিশেষ ক'রে master sentiment-এর (মুখ্য ভাবানুকম্পিতার) যদি progressive right nurture (প্রগতিশীল সঠিক পোষণ) না হয়, তাহলে অচল অবস্থা এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটেই যে আমরা বুঝি না। ছেলেপেলের healthy sentiment-এর (স্বাস্থ্যকর ভাবানুকম্পিতার) যথাযথ nurture (পোষণ) কিভাবে দিতে হয়, তা জানি না। সেদিকে খেয়ালও রাখি না। তাই ধীরে ধীরে তাদের হতভম্ব, না হয় পাগলের মত করে তুলি।

কেষ্টদা—অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তির culture (অনুশীলন)-ই তো আমাদের মধ্যে নেই। সে সম্বন্ধে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসৎ-নিরোধ করলে পারিপার্শ্বিককে যেমন পুরস্কৃত করতে হয়, অসৎ-নিরোধ না করলে তাদের তেমনি তিরস্কৃত করতে হয়। আর, সৎসঙ্গীদের ভাল ক'রে হুচ্‌কি দিয়ে দিতে হয়।

কেষ্টদা—আমি সৎসঙ্গীদের ভিতর চেষ্টা করছি, তবে সর্বত্র বিশেষভাবে বলি যাতে যথাসম্ভব বিরোধ না ক'রে নিরোধ করে।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চল্লিশজন মানুষের ওপর আমার একটা fancy (পছন্দ) আছে, তা'হলে হত। মানসিক অন্ধতা ও মানসিক বধিরতা অনেকেরই খুব দেখতে পাই। আমি যে বুড়ো মানুষ, আমার যা চোখ এড়ায় না, অনেকেরই দেখি তা চোখ এড়িয়ে যায়।

কর্মীরা বাইরে গেলে বাইরের লোকের কাছে বেশ তোয়াজ পায়। সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বাইরে গেলে অনেক জায়গায় বেশ তোয়াজ-টোয়াজ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই তোয়াজের দিকে মন গেলে সর্বনাশ।

২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৯। ৭। ১৯৫২)

সকালে বড়ালের ঘরে কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বাণীগুলি এমনভাবে হিসেব ক'রে দেখে দিতে হয়, যাতে হাজার হাজার বছরেও একে কেউ বিকৃত ক'রে তুলতে না পারে।

কেষ্টদা বললেন—যজ্ঞ করতে আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা gene-এর (জনির) মধ্যে রয়ে গেছে।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ), সুরেনদা (বিশ্বাস) প্রমুখ আসলেন।

আত্মসম্ভ্রম সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভ্রম্ ধাতু মানে ভ্রমণ। আমি যেখান থেকে এসেছি, আমার সেই পূর্ব্বপুরুষ থেকে আমি পর্য্যন্ত স্মৃতিপথে সম্যক ভ্রমণ করা লাগে। যার দরুন তাদের পক্ষে অমর্য্যাদাকর কোনও কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আত্মসম্ভ্রম থাকলে সেটা sublimated (ভূমায়িত) হয়ই। সে সকলকেই সম্মান করতে ও সম্মান দিতে শেখে।

আজও শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গাড়ীতে করে বেড়াতে আসলেন। সঙ্গে অনেকেই আসলেন। আগামী পরশু থেকে ঋত্বিক অধিবেশন। বাইরে থেকে দাদারা আসতে আরম্ভ করেছেন। আজ সমস্তিপুর এবং আসামের দাদাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সঙ্গে এসেছেন। দূরে দূরে সতরঞ্চ পেতে বসে দলে দলে আলোচনা হচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণীও দিলেন।

রাত্রে বড়াল-বাংলো ফিরে শ্রীশ্রীঠাকুর নতুন তাঁবুর তলে চৌকিতে বসেছেন। অনেকেই উপস্থিত আছেন। আজকের লেখাটা শরৎদাকে (হালদার) প'ড়ে শোনানো হচ্ছিল।

উক্ত লেখা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি আমাদের কাছে এত প্রিয় কেন? কারণ, তা আমাদের পিতৃপুরুষের লীলাভূমি, আমাদের প্রাণন-উপাসনার মন্দির।

২৬শে আষাঢ়, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১০। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আমতলায় সাধনার সময়কার নানারকম দর্শন সম্বন্ধে বললেন—আমি প্রথম যখন নানারকম দেখতে লাগলাম, তখন মনে হত, এটা তো চোখের বিকার নয়। কিন্তু পরে মনে হল, এটা যদি চোখের বিকারের দরুন হয়, তবু দেখা যখন যায়, তখন এর একটা অস্তিত্ব আছে। কিংবা দুনিয়ার বিকারের দরুনও যদি এটা বোধ করি, তাও এর একটা অস্তিত্ব আছে। দুইই সমান।

মৃত্যুর পর জীবন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শক্তির সম্বেগ যদি এই দেহে রূপান্তরিত হয়, তবে আমার শরীর যাবার পরও সেই শক্তির সম্বেগটা থাকতে পারে এবং আবার তা দেহে রূপায়িত হতে পারে।

২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১১। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি আশ্রমে আসীন। শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস) প্রমুখ কাছে আছেন।

তপোবন সম্বন্ধে আলোচনা হল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়াতাড়ি শিক্ষক ও funds (তহবিল) জোগাড় ক'রে তপোবন যথাযথভাবে চালু করতে বললেন।

যতি আশ্রমের আর একখানা ঘর করবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ জোর দিয়ে বললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমার মনে হয়, হরেন যদি এখানে থাকত, তাহলে মরত না। আমি ওই অবস্থায় মরফিয়া দিতে দিতাম না। আবার ভাবি ব্রজেনদা, এরা আছে। কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কী হবে? আমার মাল আমি যেমন ক'রে দেখব, করব, তেমন আর কেউ তো করবে না।

শরৎদা অন্নদানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মহাভারত থেকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্নদান শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যোগ্যতাদান বা ধর্ম্মদান তার চাইতেও প্রয়োজনীয়। অন্নদান সার্থক হয়, যদি তার সঙ্গে ধর্ম্মদান করা হয়।

শরৎদা—মাছ-মাংস খাওয়ার অনুকূলে বলতে গিয়ে অনেকে রামকৃষ্ণদেবের কথা উল্লেখ করেন। মাছ-মাংস খাওয়া সত্ত্বেও তিনি অত উচ্চস্তরের অনুভূতি লাভ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের potent (শক্তি) যতখানি আছে, তার full advantage (পুরো সুবিধা) পায়, যদি নিরামিষাহারী হয়।

যতীনদা—মাছ-মাংস খেলে নাকি অনুভূতির ব্যাঘাত হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আমার কথা, আমি দেখেছি।

যতীনদা—রামকৃষ্ণদেবের বেলায় কি হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি হয়ত suffer করেছেন (কষ্ট পেয়েছেন)।

শরৎদা—রামকৃষ্ণদেবের libido (সুরত)-টা centred (কেন্দ্রায়িত) ছিল কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয় নিজের মা-তে। মায়ের প্রতি অনুরাগই বোধহয় sublimated ও transferred (ভূমায়িত ও সঞ্চারিত) হল মা-কালীতে।

২৮শে আষাঢ়, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১২। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

একজনের সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে ব্যক্তিত্বই জন্মায় না। তার যত পাণ্ডিত্যই থাক, সে বিশ্লিষ্ট হবেই।

২৯শে আষাঢ়, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৩। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নতুন তাঁবুতে বিছানায় বসে আছেন। ঋত্বিক অধিবেশনের সময়। চারিদিক ঘিরে বহু দাদা ও মায়েরা বসে আছেন।

বর্ধমানের তারকদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমার নিজেকে যেন বন্ধুহীন মনে হয় এই জগতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'স্ কী পাগল? পরমপিতা যার বন্ধু, পরমপিতা যার বাবা, বিশ্ব-সম্রাটের ছেলে যে, সে আবার বন্ধুহীন! দূর পাগল! ওঠ্!

কতিপয় কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাগলা determination (সঙ্কল্প) নিয়ে লাগ। বুদ্ধি থাকবে অন্ততঃ আট/দশ কোটি দীক্ষা যাতে হয়।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় অশোক ভাইকে বলছিলেন—ট্রামে-বাসে চলার সময় চলতি ট্রাম বাস থেকে নামবে না। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। আমি বরাবর swiftly (ক্ষিপ্রভাবে) চলাফেরা করেছি। কিন্তু খুব cautiously (সাবধানে) চলেছি। যেখানে বুঝেছি বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেখানেই guard ক'রে ক'রে (সামাল দিয়ে) চলেছি।

৩০শে আষাঢ়, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৪। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নতুন তাঁবুর তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। বাইরে বহু দাদা ও মায়েরা বসে আছেন। সাগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখছেন, তাঁর কথা শুনছেন।

সিঁথির নির্ম্মলদা (সেনগুপ্ত) বললেন—আজকাল বড় অর্থসঙ্কট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থসঙ্কট কখন না থাকে বল্ তো? যে কোন সময়ই কারও না কারও অর্থসঙ্কট থাকেই। তবে যাদের মধ্যে সংহতি থাকে তারা কষ্ট পায় কম।

নির্ম্মলদা—যাজন করা লাগে তো মানুষের বৈশিষ্ট্য বুঝে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে তার need (প্রয়োজন)-গুলি, সমস্যাগুলি শোনা লাগে, বোঝা লাগে এবং তার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যাজন মানে তো ঢিল মারা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর জ্যোতির্ম্ময়দাকে (ঘোষ) বললেন—তুই প্রেস দিবি নাকি? দেও তো তাড়াতাড়ি দেও লক্ষ্মী। তুমি তো ইচ্ছে ক'রলে মন্ত্রের মত ক'রে ফেলতে পার। দুটো প্রেস হ'য়ে গেলে আর ভাবনা কী?

বগবগি, নেড়ি, বীজা, পিরু, পুতুল প্রভৃতি (এরা প্রত্যেকেই দুঃস্থা কন্যা) হাতে আট গাছা ক'রে নূতন সোনার চুড়ি ও কানে কানবালা প'রে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে হাসিখুশি হ'য়ে বলল—ঠাকুর! এই দেখেন, বড়দা আমাদের এইগুলি দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে বললেন—বাঃ বাঃ, কী সুন্দর হয়েছে। তবে খুব সাবধানে চলাফেরা ক'রো। রাস্তায় এই প'রে একা একা যেও না, কেউ হয়ত তোমাদের মেরে জোর ক'রে কেড়ে নিতে পারে। আর, খুব ভালভাবে চলবে যাতে বড়দা খুশি হয়। আর, পুরুষ-মেয়ে সকলেই সুখ্যাতি ক'রে যেন বলে—এমন মেয়ে কখনও দেখিনি।

এরপর কালিষষ্ঠী-মা আসলেন খানিকটা উদ্বিগ্ন হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কয়েকটা কথা জানাবার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ নিজের হাত দেখিয়ে বললেন—বড় খোকা সকলকে চুড়ি দিল, তুই আমাকে চুড়ি দিলি নি?

কালিষষ্ঠী-মা হেসে ফেললেন।

এরপর কালিষষ্ঠী-মা তাঁর কলকাতায় যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয় জানিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তার কী বলে শোন।

কালিষষ্ঠী-মা—আপনি যদি বলেন, তবে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বেকুব হ'তে পারি, কিন্তু এতখানি পাগল হইনি যে ডাক্তার মত না দিলে তোমাকে যেতে বলব। শেষটা শুনব যে গাড়িতে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রানাঘাটের হেমদাকে (মুখোপাধ্যায়) বিশেষ ক'রে বললেন—বীরেনদাকে যে টাকা পাঠাবার কথা, তা তো পাঠাচ্ছ না! দায়িত্ব নিয়ে তা' যদি না কর, সে তো ঠিক নয়। তা ছাড়া, তোমার কথার উপর দাঁড়িয়ে একজনের রুটির ব্যবস্থা করা হ'ল। তুমি যদি না দাও, তার রুটি বন্ধ হ'য়ে যাবে। বুঝতে পার অবস্থাটা কী? অন্যের দুঃখটা যদি নিজের দুঃখের মত বোধ ক'রতে না পার, তাহ'লে কী হ'ল।

এরপর জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখকে বিশেষভাবে বললেন—চল্লিশ জন কর্ম্মী সংগ্রহের কথা।

৩১শে আষাঢ়, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৫। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে প্রফুল্লকে বললেন, আমার complication (শারীরিক অসুবিধা) এই ক'টার মধ্যে roll করে (ঘোরে), লিখে রাখ্।

১। Blood pressure (রক্তচাপ)।

২। Spasmodic cough (খিঁচুনিযুক্ত কাশি)

৩। বুকে অস্বস্তি, anxiety (দুশ্চিন্তা) হ'লে যেমন হয়। মাঝে একদম ক'মে গিয়েছিল।

৪। গলা জ্বালা, পেটে বায়ু।

৫। General debility (সাধারণ দুর্ব্বলতা)।

৬। Jerking (ঝাঁকুনি)। (ঘুমের সময়)।

৭। মাথার মধ্যে কেমন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব খারাপ। কাল রাত্রে খুব jerking (ঝাঁকুনি) হ'য়েছে, ঘুম হয়নি। আজ মাথা ও বুকের মধ্যে কেমন ক'রছে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর আজও জসিডির মাঠে বেড়াতে আসলেন। এসে বসার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন কোনটা কোন তারা। পরে পূজনীয় বড়দা ও কাজল ভাইয়ের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ান সম্পর্কে গল্প করতে লাগলেন। তা থেকে নানা কথা উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দা, ছোড়দা, অশোক ভাই, কাজলভাই, ইত্যাদি সম্বন্ধে বললেন—ওদের একটা বুদ্ধি আছে, অন্যের সুখে সুখী হয়। আবার, নিজের হ'ল, অন্যের হ'ল না, তাতে তৃপ্তি পায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটা চিঠির বয়ান বললেন।

কল্যাণীয়াসু,

মা অনুকা!

তোমার চিঠি ও ফটো পেয়ে সুখী হলাম। এখন তুমি ভাল আছ জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। ওখানকার সবার কুশল দিও। তুমি যে হারের কথা লিখেছ, তোমার বড়দা যখন কলকাতা যাবে, তখন তার ব্যবস্থা করবে।

তুমি নিত্য প্রার্থনাদি কর জেনে আনন্দিত হলাম। ভগবানের প্রতি আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা যত বাড়ে, জীবন তত সুখের হ'য়ে ওঠে। তাঁর প্রতি অনুরাগ হ'লে পরিবার, পরিজন, পরিবেশের সকলের প্রতিও সেবাবুদ্ধি গজিয়ে ওঠে। আলাপ, ব্যবহার, আচরণ সব কিছুর ভিতর দিয়ে সে মানুষকে তৃপ্ত ও তুষ্ট ক'রতে প্রয়াসী হয়—নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। এমনি ক'রেই মানুষ মানুষের শ্রদ্ধা, ভালবাসার অধিকারী হয়। প্রার্থনা করি পরমপিতার চরণে, তুমিও যেন তোমার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠতে পার এবং তোমার চলনা যেন সকলের প্রীতি ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করে।

স্নেহাশিস্ নিও।
ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই দীন,
'বুড়ো বাপু'

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর মনোরঞ্জনদাকে (চট্টোপাধ্যায়) বললেন—ছোট-ছোট পেছটান যে আমাদের কত বৃহৎ লাভ থেকে বঞ্চিত করে, তা বলে শেষ করা যায় না। পেছটান প্রবল হ'লে মানুষ দরিদ্র হবেই। পেছটানই পেছটানের শত্রু। তুমি যদি বহু মানুষের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে ওঠ, বহু মানুষ যদি তোমার দ্বারা পরিপূরিত হয়, তার ভিতর তোমার স্বার্থের পরিপূরণও নিহিত থাকে। মানুষের সঙ্গে কথা ক'বে cordial (হৃদ্য)। এমনকি মানুষকে যদি গালাগালিও দেও, তবে তা'ও তার কাছে যেন cordial (হৃদ্য) লাগে।

আর একটা কথা স্মরণ রাখবে, মানুষ খারাপ করবেই। কিন্তু সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে চলবে। এতে তোমারও make-up (গঠন) হবে। মনে রেখো, তুমি কোন পাতকীকে ignore (অবজ্ঞা) ক'রতে পার না। তাহ'লে তাঁর নামেই কলঙ্ক হবে। 'পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়?' অভ্যাস এমন করা লাগে যা'তে বাড়ীর সকলের সঙ্গেও ঐরকম ব্যবহার ছাড়া অন্যরকম ব্যবহার না হয়। সে মায় বৌ-ছেলে-পেলে, চাকর-বাকর, ইত্যাদি সকলের সঙ্গে। এক জায়গায় ফসকে গেলে, অন্যত্রও

ফস্‌কে যেতে চায়, অভ্যাস পাকা হয় না। আর, মানুষ যে নানা সমস্যার কথা তোমাদের কাছে বলবে, তার যে সমাধান দেবে, তা চারিদিক বিবেচনা ক'রে দেবে, যাতে তা'র বা অপরের ক্ষতি না হয়। Angel-এর (দেবদূতের) মতো বড় হ'য়ে ওঠ। এমন হবে যে, তুমি যে পথ দিয়ে যাবে, সেই পথের ধূলি মানুষ কাগজে পুরিয়া ক'রে রেখে দেবে। বলবে—এটা মনোরঞ্জনদার পায়ের ধূলি। তার মধ্যে তোমার স্মৃতিটা অনুভব ক'রবে তারা। এই শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে তারাও উপকৃত হবে। আর, কথায়-কাজে মিল থাকা চাই। কথায়-কাজে মিল না থাকলে চরিত্রে চৌম্বকত্ব আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর জসিডির মাঠের থেকে বেড়িয়ে এসে নূতন তাঁবুর নীচে শুভ্রশয্যায় বসলেন।

বহু সময় পর শ্রীশ্রীঠাকুর আসলেন বলে সকলে সাগ্রহে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালেন।

তখন একটি দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকটি ভাবসঙ্গীত গেয়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর গানগুলি শুনে খুব খুশি হ'লেন।

৩২শে আষাঢ়, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৬। ৭। ১৯৫২)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে সমাসীন। বাইরে টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। অনেক দাদারা মিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ঘন হ'য়ে বসেছেন তাঁর কথা শুনবেন ব'লে। খুব স্ফূর্তি-সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুর কথা ব'লে চলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমি লেখাপড়া বেশী না শিখে ভালই করেছি, তাহলে এমন ক'রে জিনিসগুলি দিতে পারতাম না।

পঞ্চাননদা (সরকার)—লেখাপড়া শিখে যে কতখানি খারাপ হয় ...।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখাপড়া তখনই খারাপ হয়, যখনই সঙ্গতিহারা হয়, সুকেন্দ্রিক না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নূতন তাঁবুতে। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভিটে-মাটির মায়া যারা বোঝে না তারাই পারে দেশকে একমুহূর্তে ভাগ ক'রে দিতে।

শরৎদা প্রশ্ন ক'রলেন—বাইরে চলাফেরার সময় পুরুষ-নারীর পরস্পর পরস্পরের প্রতি কেমন মনোভাব নিয়ে চলা উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকে যদি আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখে চলে, তাহলে কোন অসুবিধা হয় না। আবার, পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার ও যৌন সংস্কার যতক্ষণ সঙ্গতিলাভ না করে, ততক্ষণ আত্মসম্ভ্রমও ঠিক ঠিক গজায় না।

শরৎদা—মেয়েদের মা বা বোন হিসাবে ভাবা ভাল না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভাল। মা ভাবা খুব ভাল।

শরৎদা—একজন আমার কাছে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, সব মেয়েকে যদি মা বা বোন ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত হয়, তবে যাকে সে বিয়ে করবে, সেও তো তার মা বা বোন, সে আবার স্ত্রী হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রীর ভিতরও কি মাতৃত্ব নেই? রামচন্দ্র সীতা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার মধ্যে মায়ের সঙ্গেও তুলনা করা আছে।

শরৎদা—শ্রীকৃষ্ণ যে বলেছেন 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং'—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্ম দিব্য না হ'লে কর্ম্মও দিব্য হয় না। তার মানে আমার জৈবী-সংস্থিতি এমন বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত, জন্মকালে আমার মা-বাবার মানসিক ও শারীরিক সঙ্গতি এমন ছিল, যার ফলে দিব্যকর্ম্ম হওয়া ছাড়া পথই নেই। দিব্যকর্ম্ম মানে প্রকাশমান কর্ম, দীপ্ত কর্ম্ম।

এত লোক দেখি, কিন্তু খুব কম লোক দেখেছি, যারা সম্ভোগের সুখ জানে। কাজের মুহূর্তে স্ত্রী-পুরুষ কোনভাবে মিলিত হয়, তার ভিতর দিয়ে যা' আসা তা' আসে। তারা আর এ বলতে পারে না 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং'। মনে বহুমুখী আকর্ষণ নিয়ে স্ত্রী স্বামীকে ধরে থাকে বটে, নইলে লোকে হয়তো বলবে অসতী। এইরকম মানসিকতা নিয়ে বহু মেয়েরা ঘর করছে। আবার, স্বামীও concentric (সুকেন্দ্রিক) নয়। তা'তে সন্তান আর কেমন হবে? তোমার স্ত্রী যখন শ্রদ্ধাসিক্ত অন্তঃকরণে কোষে কোষে আগ্রহশীল হ'য়ে তোমামুখী হয়, তখন তার গায়ের গন্ধ, চোখের চাউনি, কথার রকম সবই অন্যরকম হয়। তখনই তার সঙ্গে সত্যিকার রমণ হয়। তখন 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর', —তখন কোষে-কোষে মিলন হয়।

প্রথম দেখতে হয়, পরস্পরের চরিত্র ও কুলসংস্কৃতি পরিপোষণী ও পরিপূরণী কিনা। তারপর আয়ু, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিচার করা লাগে। কৌলিকভাবে আদর্শপ্রাণ কিনা দেখতে হয়। এগুলি বিশেষ ক'রে দেখা লাগে progeny (সন্তান)-এর জন্য। নচেৎ তারা concentric (সুকেন্দ্রিক) হয় না।

জনার্দ্দনদা—তেমন পরিবার পাওয়াই মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব বর্ণের মধ্যেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নূতন তাঁবুর নীচে চৌকিতে ব'সে আছেন। বহু দাদা ও মা উপস্থিত আছেন।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) তাঁর দেখা জলস্তম্ভের একটি দৃশ্য সম্বন্ধে গল্প করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—আমিও তো বলি, তোমরাও অমনি জলস্তম্ভের মত হ'য়ে ওঠ। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে জলস্তম্ভের মত ঠেলে ওঠ। পরমপিতা ঐ দৃশ্য

দেখিয়ে বললেন 'বাচ্চা'! তোরাও এমনি জলস্তম্ভের মত সকলকে নিয়ে একসঙ্গে উপরে উঠে যা।'

জনার্দ্দনদা—শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করবেন না প্রতিজ্ঞা ক'রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দেখে ভীষ্ম আবার শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্তব করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। তাই তিনি আশ্রিত-রক্ষণের অন্তরায় স্বরূপ যে প্রতিজ্ঞা তা মুহূর্তে ভঙ্গ ক'রতে পেরেছিলেন। ভীষ্ম ঐ দেখে বুঝলেন। বললেন—আমরা কতখানি limitation-এর (সীমার) মধ্যে আছি। তুমি ভগবান তাই তুমি সত্তা সম্বর্দ্ধনের জন্য যেখানে যা করণীয় ক'রতে পার, আমরা পারি না।

২রা শ্রাবণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৮। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা (হালদার)—সবার প্রত্যেক শুক্রবার পালন করা ভাল, না শিশু-প্রাজাপত্য করা ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিশু-প্রাজাপত্যটা একটা continuous treatment (অবিচ্ছিন্ন চিকিৎসা)। ওটা খুব ভাল। ওতে সারা মাসের গ্লানিটা eliminated (নির্গত) হ'য়ে যায় ও না পারলে শুক্রবার করা ভাল।

এরপর ননীদা (চক্রবর্তী) বললেন—বিষ্টুদা আমাদের ভাবধারা নিয়ে একটা নাটক লিখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বিষ্টুদাকে ডেকে বললেন কেমনভাবে নাটক লিখতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, শিবাজীর সম্বন্ধে একটা নাটক লিখছে। এমনভাবে লিখতে হয়, যাতে তার চরিত্রের igniting point (দীপন কেন্দ্র)-টা ফুটে ওঠে।

আমাদের পূর্ব্বতন মহান জীবন যত ও পৌরাণিক কাহিনী যেগুলি অবলম্বন ক'রে এমনভাবে নাটক লিখতে হয়, যাতে আমাদের কৃষ্টির দাঁড়াটা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। আর, তাছাড়া ভুল ধারণাগুলি দূর ক'রে দিতে হয়। ধর, রঘুপতিকে অবলম্বন ক'রে নাটক লিখছ, বালী বধ কী অবস্থায় কেন ক'রতে হ'ল, শম্বুককে কেন তিনি বধ ক'রতে বাধ্য হ'লেন, সেটা পরিষ্কার করে দিতে হয়। শম্বুক যে মানুষকে বর্ণোচিত কর্ম্ম থেকে চ্যুত ক'রে সমাজে কতখানি বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি ক'রেছিল, সে চিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে হয়। আর রাম, জনার্দ্দন যদি চেষ্টা করে, কলকাতায় নিজেদের মতো একটা স্টেজ তৈরী ক'রতে পারে। সেখান থেকে এগুলি চারাতে থাকে।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—যারা miracle (অলৌকিকতা) চায়, তাদের কিভাবে বলতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর— Miracle-এর (অলৌকিকতার) কথা যদি বলে, তখন বুঝতে পারবে তার span of intelligence (বুদ্ধির বিস্তার) কতখানি, তার দৃষ্টিভঙ্গী কী। সেইভাবে কথা বলবে। Miracle-সম্বন্ধে সত্য ঘটনা যা জানা আছে তাও explain (ব্যাখ্যা) ক'রে বলতে পার, যাতে miracle-এর (অলৌকিকের) অন্তর্নিহিত ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

দীনবন্ধুভাই (ঘোষ)—কেউ যদি বলে বর্ত্তমান দিনে একটা মানুষের মনের কি কোন মূল্য নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই বর্ত্তমান যদি ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করে, তবে সেই মনের চাহিদার উপর কি কোন মূল্য দেওয়া চলে? তাকে বলতে হয়, 'আজকের দিনে একটা মানুষের মনের চাহিদাকে যদি প্রশ্রয় দিতে হয়, তবে সে যদি একজনকে খুন ক'রতে চায়, তা কি ক'রতে দেওয়া চলে? এইভাবে বহু মানুষের মনেই তো এমনধারা হত্যার ইচ্ছা জাগতে পারে আজকের দিনে এই মুহূর্তে।'

বিবাহ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনুলোম বিয়ে হ'লেই যে সব সময় ভাল হয়, তা নয়। মেয়ে ও পুরুষের কুলসংস্কৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে সঙ্গতি চাই। ছেলের বংশের প্রতি মেয়ের বংশের একটা গভীর শ্রদ্ধা চাই। ছেলের চরিত্র, প্রকৃতি ও গুণপনা যাই থাক, তাতে যদি মেয়ে তার প্রতি spell-bound ও charmed (মন্ত্রমুগ্ধ ও মোহিত) হ'য়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে কাজ হওয়া ভাল। সেই সঙ্গে আয়ু, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ইত্যাদি দেখা ভাল।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর মাঠে চেয়ারে বসেছিলেন। সামনে জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), দীনবন্ধু ভাই (ঘোষ), পরমেশ্বরভাই (পাল) প্রমুখ অনেকেই ছিলেন।

পরমেশ্বরভাই—আমিত্বকে বজায় রাখা বা নষ্ট করা কোনটা ধর্ম্ম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিত্বকে sublimate (ভূমায়িত) করাই ধর্ম্ম। আমি তো থাকতে চাই। আমার অস্তিত্বকে আমি তো লুপ্ত করতে চাই না। সেটাকে সবার মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দেওয়াই ধর্ম্ম।

দীনবন্ধু ভাই—পাখী পোষার psychology কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে হয়, পাখী-টাখী নিয়ে যেন মানুষের পরিবার। আমি ছেলেবেলায় অনেক পাখী পুষতাম। কাজলের ঐদিকে খুব ঝোঁক।

৩রা শ্রাবণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৯। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। অনেকে উপস্থিত আছেন। পূজনীয় বড়দা বিশু, টুকুনি (রত্নেশ্বরদার মেয়ে) ও বিদ্যামায়ের ভাইঝিকে চুড়ি ও কানবালা দিয়েছেন।

তারা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তা দেখিয়ে প্রণাম ক'রে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—'বাঃ, সুন্দর হয়েছে!'

শ্রীশ্রীঠাকুর সুনীতি ভাইকে (পাল) বললেন—সুনীতি! তুই ব'লে এবার দীক্ষা দেওয়ায় first (প্রথম) হ'য়েছিস। আমাকে একজোড়া কাপড় দিবি?

সুধীরদা (বসু) বললেন—Second (দ্বিতীয়)। First হ'য়েছে ত্রৈলোক্য হালদার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে বাবা! সেও কম কথা নয়।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই একজোড়া দিবি আর যজ্ঞেশ্বর একজোড়া দেবে।

সুনীতি ভাই ও যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) উভয়েই শুনে নিলেন কেমন কাপড় আনতে হবে, এবং খুশি মনে রওনা হ'লেন।

বনবিহারীদার (ঘোষ) জিতেনদার (চ্যাটার্জি) অসুখের জন্য কলকাতায় যাবার কথা। তিনি এসে বললেন—আজ কি যাব, না ২/১ দিন পরে যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজই যাওয়া ভাল। দেখিস না ওদের মুখ কেমন ম্লান, দেরী করা ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুদাসদাকে (সিংহ) অনেকগুলি লাঠি আনতে বললেন। তা'র মধ্যে পনেরখানা লাঠি যথাসত্বর আনতে বললেন।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চুনীদাকে প্রেসের 'বুক বাইণ্ডিং সেক্শন'-এর জন্য যা' যা' প্রয়োজন এনে সেটাকে ভালভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক'রে তুলতে বললেন।

প্রবোধদা (মিত্র) বলে দিলেন আর কী কী প্রয়োজন!

পূজনীয় বড়দা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সবাইকে চুড়ি দিলি, খগেনের মেয়েকে দিলি না?

বড়দা—ওর তো কিছু কিছু আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে থাকা এক কথা, আর তোর দেওয়া অন্য কথা।

বড়দা—আচ্ছা দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিবি তো? কিন্তু তোর কাছে আর সোনা কি আছে?

বড়দা—আর সোনা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দিবি কি ক'রে?

বড়দা—দেব একরকম ক'রে।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বীরেন পাণ্ডেদাকে বললেন—'তুই আমাকে দুই তোলা সোনা দে'।

বীরেনদা—এখানে দিতে হবে এখন, না পরে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর আবার আটকায়? যা নিয়ে আয় গিয়ে।

বীরেন পাণ্ডেদা উঠে যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বীরেনদার টাকাও ঠিকমত দেওয়া লাগবে কিন্তু। সেদিকে আবার গোল ক'রো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীরদা (বসু)-কে বললেন—সুধীর, তুমি সেক্রেটারি, তুমি ready (প্রস্তুত) থেকো কিন্তু। কোন সময় চেয়ে বসি ঠিক কী?

বড়দা বললেন—আজ ভোরে মনে হ'লো মন্মথদা (ব্যানার্জী) খুব অসুস্থ, খুব জ্বর, হোটেলে ঘরে প'ড়ে আছে, ম্যানেজার টাকার জন্য বকছে। মনে হ'ল যেন কষ্ট পাচ্ছে, যেন স্পষ্ট দেখছি। তাই ভাবছি T. M. O. ক'রে টাকা পাঠিয়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দে, এখনই দে।

এরপর কিশোরীদা (চৌধুরী) আসলেন। বড়দাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কিশোরীদা আবার 'অটোক্লেভ' ও 'ইনকিউবেটর' জোগাড় ক'রে দেবে বলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নূতন তাঁবুতে। দাদা এবং মায়েরা অনেকেই উপস্থিত আছেন।

কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) বিহারীলাল সরকারের লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ' বইটা এনে বললেন—এই বইতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনটা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

প্রফুল্ল উক্ত বইয়ের একটা জায়গা থেকে খানিকটা প'ড়ে শোনাল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাল লাগল। তিনি বললেন—মহাপুরুষের জীবন স্বাভাবিকভাবে লিখলে তা দিয়ে মানুষের যথেষ্ট উপকার হয়। কিন্তু আজগুবি রকমে অলৌকিকতার উপর জোর দিলে, তাতে কাজ হয় না।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২০।৭।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুধীরদা (বসু), প্রবোধদা (মিত্র), কিশোরীদা (চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন—কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকের বেলায় দেখা যায়, আপনি বিশেষ নজর দিয়ে তা'দের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তেমনতর দেবার ব্যবস্থা করেন। আবার, অনেকে বহু বছর ধ'রে কষ্ট করছে, তাদের দিকে যেন আপনার খেয়াল নেই ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চোখ যে বেশী এড়ায়, তা মনে হয় না।

কেষ্টদা—তা' তো জানি, তবু খানিকটা uniformity (একরূপতা) না থাকলে মানুষের মধ্যে অসন্তোষের কারণ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Uniformity (একরূপতা) থাকা তো সম্ভব নয়। মানুষ নিজের পাওয়ার কথাটা ভুলে যায়। অন্য কাউকে যখন পেতে দেখে, তখন ভাবে আমি পেলাম না। কিন্তু সে যা' পেয়েছে, সে কথা তখন মনে পড়ে না। আপনি প্রফুল্লকে আজ হয়তো তিনখানা কাপড় দিয়েছেন। তখন একজন হয়ত ভাবলো, আমি পেলাম না। কিন্তু তিন মাস আগে তাকে হয়তো আপনি পঁচিশ টাকা দিয়েছেন।

কোন একজনের কথা উঠতে প্রফুল্ল বলল তার চোখটা যেন সবদিকে ঘোরে, খুব নজর।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও তো সবদিক চোখ ঘোরাবার কথা বলি। অনুসন্ধিৎসার culture-এর (অনুশীলন)-এর কথা আমার প্রায় জায়গায় বলা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—মানুষগুলি একসময় হয়ত গরিলার মত ছিল, জীবন-প্রয়োজন তখন তার তীব্র ছিল, বিলাসিতার কথা ভাবতে পারত না। গায়ে তার বল ছিল, বন্ধুত্ব ছিল, প্রতিরোধ-ক্ষমতা ছিল, পারস্পরিকতা ছিল, পরাক্রমও ছিল তাদের তেমনি। হয়ত বাঁচতো সোয়া শ', দেড়শ' বছর।

প্রফুল্ল—আপনি কি বলতে চাচ্ছেন, মানুষের বিলাসিতার দিকে নজর গিয়ে তার শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতার অপকর্ষ হ'য়েছে। কিন্তু বিলাসিতা বজায় রাখতে গেলেও তো মানুষের সৎ প্রচেষ্টা করা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ প্রচেষ্টা তখনই হয় যখন struggle for life (জীবনের জন্য সংগ্রাম) থাকে। নচেৎ ঠিক-ঠিক প্রচেষ্টা হয় না। বিলাসিতার দিকে ঝোঁক যাদের বেশী, তাদের প্রায়ই ফাঁকির উপর দাঁড়াবার বুদ্ধি আসে।

নিখিল—কারিগরী উন্নতি আজকাল এত বেশী হ'য়েছে যে এখন জীবনধারণের জন্য অতো effort (প্রচেষ্টা) করাই লাগবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Effort (প্রচেষ্টা) একভাবে না থাকলেও আর একভাবে লাগবে। Honest effort for life and sincere sympathetic service for environment with concentric zeal (বেঁচে থাকার জন্য সৎ প্রচেষ্টা এবং পরিবেশের জন্য সুকেন্দ্রিক উৎসাহ-সহকারে অকপট সহানুভূতিপূর্ণ সেবা) এই হ'ল গিয়ে জীবনের পক্ষে সহজ চলনা। আমার একেই civil life (সভ্য জীবন) বলতে ইচ্ছে করে। আর, তথাকথিত বিলাসিতাপূর্ণ কপট অবাস্তব জীবন, যাকে আজকাল অবশ্য civil life (সভ্য জীবন) কয়—তা একেবারে জঞ্জালপূর্ণ।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষের অর্জনপটুত্বের অক্ষমতা সম্বন্ধে বলছিলেন—মানুষের যদি urge (আকূতি) না থাকে, তবে তার প্রচেষ্টা থাকে না। প্রচেষ্টা না থাকলে যোগ্যতা বাড়ে না।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুর নিচে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। অন্ধকার রাত। তাঁবুর ভিতরে পঞ্চাননদা (সরকার), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন। বাইরে সুরেনদা (বিশ্বাস), করুণাদা (মুখার্জ্জি), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

পঞ্চাননদা—অনেক স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে নিজেকে সমান মনে করে। স্বামী-স্ত্রী দুই জনের মধ্যে স্ত্রীর position (স্থান)-টা কী হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্ত্রী হ'ল স্বামীর সহধর্ম্মিণী। সহধর্ম্মিণীর মতো কথা দেখি না। সহধর্ম্মিণী মানে সত্তাসঙ্গিনী with all her faults and glaring attributes (তার সমস্ত দোষ -গুণ নিয়ে)।

৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২২। ৭। ১৯৫২)

পূজনীয় খেপুদা রঙ্গনভিলায় থাকেন, তাঁর জ্বর হ'য়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে তাঁকে দেখতে আসলেন। পিছনে বহুলোক তাঁর সঙ্গে আসলেন।

পূজনীয় খেপুদাকে দেখে ওখানে কিছুক্ষণ বসার পর আবার বড়াল-বাংলো ফিরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নতুন তাঁবুতে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), হাউজারম্যানদা, নিখিল, চক্রপাণিদা (দাস), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা ম্যাকডুগাল সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রে আমার কাছে বলছিল কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ বুঝতে পারি না। তাতে আমি বললাম—মনে কর, তোমার একজন beloved (প্রিয়তম) আছেন, আর সমস্ত world (পৃথিবী) একটা warfield (যুদ্ধক্ষেত্র)। তিনি একটা ক্যাম্পের মধ্যে আছেন; তোমার কাজ হবে তাঁকে আড়াল করা, রক্ষা করা, পোষণ দেওয়া, আর একেই বলে সেবা। তুমি যা কিছু ক'রবে তা' তাঁর interest-এর (স্বার্থের) standpoint (দাঁড়া) থেকে করবে, তোমার ego (অহং) দ্বারা তুমি guided (চালিত) হবে না। ধর, একটা লোক তাঁর কাছে আসতে চাচ্ছে, কাকে ঢুকতে দেবে না দেবে, তা' তোমার complex (প্রবৃত্তি) দিয়ে বিচার করবে না, বিচার ক'রবে তাঁর সহায়ক বা পরিপন্থী কে এই হিসাবে। এইভাবে যদি চল তাহ'লে আপসে আপ্ চলনা ঠিক হ'য়ে আসবে। নচেৎ কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, আলাদা-আলাদা ক'রে বিচার ক'রতে গেলে খেই পাবে না। ঐ interest (স্বার্থ)-এর জন্য ক'রতে গিয়ে যদি ভুলও ক'রে বস, তাও টের পাবে। সেই ভুল তোমাকে আরও সাবধান ক'রে দেবে। যা' কিছুই কর, যত সময় তা একজন আদর্শ ব্যক্তিতে meaningfully adjusted (সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত) না হবে, ততসময় পর্য্যন্ত character (চরিত্র) ও personality (ব্যক্তিত্ব) হবে না। একজন

ব্যক্তি হওয়া চাই। আলাদা-আলাদা কতকগুলি মানুষ হ'লে হবে না। অবশ্য, একজন যদি মূলে থাকে আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গতিশীল অন্য কয়েকজন আদর্শ চরিত্র ব্যক্তি যদি থাকে, তবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ঐ একের প্রতি শ্রদ্ধাকেই পুষ্ট ক'রে তোলে। আর, তাতে bifurcated (দ্বিধাবিভক্ত) হয় না। একজনের জন্য করা, আর নিজের জন্য করা এ দুইয়ে ঢের তফাৎ। নিছক নিজের জন্য যত ভালই ক'রে যাও না কেন, তা দানা বেঁধে তোমাকে ব্যক্তিত্বে অধিরূঢ় ক'রে তুলবে না। মূল interest (স্বার্থ) ঠিক ক'রে নিয়ে চলতে হয়। ব্যবসাদাররা যেমন সব দিক চিন্তা ক'রে লাভ যাতে হয় তেমনভাবে ব্যবসা করে। এর ভিতর-দিয়ে তাদের একটা সুষ্ঠু জ্ঞান গজিয়ে ওঠে কোথায় কোন্ অবস্থায় কেমন ক'রলে লাভজনক হয়। নচেৎ, ফাটকাবাজারে একজন পঞ্চাশ লাখ টাকা ক'রল। তার কিন্তু সেই analysis (বিশ্লেষণ) থাকে না।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৩। ৭। ৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকালে নূতন তাঁবুতে। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত।

মেয়েদের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের সৌন্দর্য্য বলতে আমি বুঝি মাতৃত্ব। মাতৃত্বের ভাব যদি মেয়েদের মধ্যে প্রকট না হয়, তবে তাকে সুন্দর বলা যায় না।

৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৫। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নূতন তাঁবুতে আসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্মা), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ কাছে আছেন।

পাতঞ্জল সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় যে আছে 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ' ঐ কথাটা আমার খুব ভাল লাগে। আর, ও না হ'লে হয়ও না। বেদান্ত মানে জানার অন্ত। জানার অন্তে থাকে মানুষ। মানুষটা বাদ দিয়ে বেদান্তের কোনও মানে আছে কিনা বুঝি না।

কেষ্টদা—গীতায় আছে, আমি বেদান্তকৃৎ, এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই আমি মানে I, the Son-Lord or Man-Lord Srikrishna (আমি ঈশতনয় ও মানব-প্রভু শ্রীকৃষ্ণ)

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—আমার বোধটা সকলের সাথেই মেলে। আমার এগুলি কতকাল থেকে বলছি, সেই এক কথাই। তাই মনে হয়, এটা বিকৃত নয়কো।

১০ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৬। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুর তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রভাতদা (দে), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), অজিতভাই (ধর), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে হঠাৎ বললেন—শঙ্করদেবের কাছে নাকি কয়েকজন বৈষ্ণব গিয়েছিল দীক্ষা নিতে। শঙ্করদেব মাটিতে একটা চক্র এঁকে তার মধ্যে চৈতন্যদেবের নাম লিখে সেটা পা দিয়ে মুছে ফেলতে বললেন। কয়েকজন অম্লান বদনে সেটা পা দিয়ে মুছে ফেললো। কিন্তু একজন কিছুতেই রাজী হল না। তাকে বরং অন্যান্য সবাই টিটকারি দিতে লাগল। পরে শঙ্করদেব যারা মুছেছিল, তাদের তাড়িয়ে দিলেন এবং যে চক্রে পা দিতে অস্বীকার করেছিল, তাকেই দীক্ষা দিলেন। এই শঙ্করদেব ও চৈতন্যদেব দুইজনই অসমীয়া। দুই অসমীয়াই সারা দেশ পাগল করে ফেললেন।

প্রভাতদা—বাংলাদেশের ভুখা মিছিলের ঢেউ আসামে গিয়ে লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যদি sincere (অকপট) থাক, well-adhered (সুনিষ্ঠ) থাক, আর concentric (সুকেন্দ্রিক) চলনে সারা দেশের উপর ঢ'লে যদি পড়তে পার, তবে কোনও মিছিলই কিছু করতে পারবে না। আবার হ'য়ে উঠবে 'সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং বন্দে মাতরম্।'

কর্ম্মী-সংগ্রহ সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের চুনীর সম্পদ কম নেই। কিন্তু জমিদারের ছেলের মত ফরাসের উপর বসে-টসে থাকল, একটু পড়াশুনো ক'রল, যেন ভোগদেহ। কিন্তু পাগল-করা সম্বেগ নেই। নিজের মধ্যে পাগল-করা সম্বেগ না থাকলে অন্যকে পাগল করা যায় না। নচেৎ লিখতে, বলতে, কইতে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে অমন দেখা যায় না। কথাগুলি কেমন মিষ্টি, well-shaped (সুগঠিত)। আর, চলনাও তেমনি decent (সুন্দর)। একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে মনে হয়, একটা মানুষের মত মানুষ দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুর নীচে বিছানায় বসে আছেন। প্রবোধদা (মিত্র), প্রফুল্ল, ননীমা প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা মেয়ে যদি ভ্রষ্টচরিত্রাও হয়, আর সে যদি পরে শ্রেয়পরায়ণা হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে তার বরং নিস্তার আছে। কিন্তু কোন মেয়ে যদি দৈহিক পবিত্রতা বজায় রেখেও মানসিক অপবিত্রতা নিয়ে চলে, অথচ উদ্ধত দাম্ভিকতায় নিজের চাইতে শ্রেয় ব'লে কাউকে ভাবতে না পারে, নিজের হামবড়াই প্রতিষ্ঠার খেয়ালই তা'র যথাসর্ব্বস্ব হয়, তা'র ইহকাল-পরকালে গতি নেই। কতজনের বেলায় দেখা গেছে, শ্রেয়নিষ্ঠার ফলে তারা অমর হ'য়ে আছে। মেরী ম্যাগডালিন, আম্রপালী, পিঙ্গলা বেশ্যা। এদের জীবনের দিকে চেয়ে দেখ না?

প্রবোধদা—হীরা বেশ্যা হরিদাসের স্পর্শে কেমন ভাল হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল হ'য়ে গেল মানে ভালবেসে ফেললো। ভাল না বাসলে হ'তে পারে না। বৈষ্ণবগ্রন্থে আছে—'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, কিন্তু ভক্তি দিতে কাতর হই।' ভক্তি যদি থাকে, সে ভগবানকে আপন করে ফেলে।

প্রবোধদা—ভালবাসা জিনিসটা আমার মনে হয়, পাহাড় লঙ্ঘন করার থেকেও শক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো তা মনে হয় না। আমার মনে হয় তা' given (ভগবৎ-প্রদত্ত)। কারও তা' স্ত্রীতে, কারও টাকাপয়সায়, কারও ছেলেপেলেয় ভালবাসাটা আছেই। Apply (প্রয়োগ) করলেই হয়।

প্রবোধদা—ইষ্টের উপর টান হওয়াটা তো কঠিন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা ক'রলে লহমায় হয়। আমাদের ভিতর থাকে অন্যবুদ্ধি, বাইরে দেখাই অন্যরকম।

১১ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৭। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। অনেকেই আছেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গন্ধবাদলার পাতা, এক কোয়া ঝলঝান রসুন, অল্প কালজিরা, একটা কাঁচা লঙ্কা, গন্ধবাদলার পাতার অর্দ্ধেক পরিমাণ তিল ও প্রয়োজনমত নুন একত্র বেঁটে ভাতের সঙ্গে মেখে খেলে ভাল হয়। এটা বাত ও পেটের পক্ষে ভাল। তা ছাড়া রসায়ন। এটা বোধহয় ক্ষয়রোগ ও টাইফয়েডের প্রতিকারক।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোলতাঁবুতে। খুব একপশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল। অনেকেই আছেন।

কেষ্টদা মর্য্যাদা-শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের একটা লেখা প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। প্রবোধদা সেই সম্পর্কে বললেন—কেউ কেউ বলেন, বর্ণাশ্রমযুক্ত আমাদের সমাজে মানুষের অধিকারকে সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কারো অধিকারকে সঙ্কুচিত করা হয় না। বিবর্দ্ধনের পথে মানুষকে এন্তার স্বাধীনতা দেওয়া আছে। কিন্তু সেটা তার বৈশিষ্ট্যের পথে। এমনকি, সবাইকে ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের অধিকার দেওয়া আছে।

এরপর শ্রীশ্রীবড়মা আসলেন পূজনীয় বড়দার বাড়ী থেকে। বড়দা অসুস্থ শরীরে কলকাতা থেকে আজ বিকালে ফিরেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মার কাছ থেকে বড়দার শারীরিক অবস্থার কথা বিস্তারিতভাবে শুনলেন। সুনু (বড়দার মেজ ছেলে) কলকাতায় অসুস্থ। তার সম্বন্ধেও খবরাখবর নিলেন।

সন্ধ্যার পরও শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতেই আছেন। পঞ্চাননদা, চক্রপাণিদা (দাস), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রমুখ অনেকে সে সময় আছেন।

একটি বাণী দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—গ্রাম্যজীবনে বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে কতখানি হৃদ্যতা ছিল। বামুনের ছেলে বাগদীকে দাদা ব'লে সম্বোধন করতে কুণ্ঠা বোধ করতো না। পরস্পরের মধ্যে কী গভীর প্রীতিই না ছিল। একজন হয়তো আর একজনের জন্য তিন মাইল দূর থেকে কোচড়ে ক'রে ফল-ফলারি, মুড়ি, খাগড়াই নিয়ে আসতো, তা'কে খাওয়াবে ব'লে। গ্রামে যে-কোন বর্ণের মধ্যেই হো'ক, কারো মেয়ে বড় হ'লেই সকলেরই যেন মাথায় টনক নড়ে যেত। সকলেই চেষ্টা করত কেমন ক'রে তার মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় সময়মত। ছাতি-লাঠি নিয়ে নিজেই হয়তো বেরিয়ে পড়তো খোঁজখবর আনবার জন্য। সে কী দিনই গেছে। দেখতে দেখতে কী দিন হ'য়ে গেল। তখন যে ঝগড়া-বিবাদ ছিল না তা নয়। পরস্পর হয়তো মামলা ক'রছে। কিন্তু একের বিপদে আর একজনে গিয়ে বুক দিয়ে পড়েছে। সামাজিকতার কোন ত্রুটি ছিল না। সহৃদয়তা বলে জিনিসটা ছিল।

১২ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৮। ৭। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোলতাঁবুতে কিছুক্ষণ বসার পর বাইরে এসে চেয়ারে বসলেন। ভক্তের দল চতুর্দ্দিকে ঘিরে বসলেন। যেন আনন্দের অনবদ্য মধুচক্র।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—কবি মোহিতলাল মজুমদার মারা গেছেন।

রজনী সেনের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রজনী সেনের গানগুলির মধ্যে একটা বিশিষ্টতার ছাপ আছে। কেমন সহজ, সরল, অথচ প্রাণস্পর্শী। আর ছিলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর গানেরও তুলনা হয় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার নূতন তাঁবুতে বিছানায় এসে বসলেন।

তখন কয়েকটি বিহারী দাদা ও মা এসে তাঁদের সমস্যাদির বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন।

বিভিন্ন কথার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কতকগুলি আত্মিক অনুশীলন আছে, যাতে প্রাণশক্তি উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, brain power (মস্তিষ্কশক্তি) বেড়ে যায়, মানুষ কৃতকার্য্যতার পথে এগিয়ে চলে। সেগুলি করা ভাল। আর, সদাচার পালন ক'রে চলতে হয়। সদাচার মানে hygienic principle (স্বাস্থ্যসম্মত নীতি)। এইগুলির ভিতর দিয়ে আমাদের সত্তা স্বস্থ থাকে।

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২৯।৭।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোহিণী রোডে আমতলায় একটি চেয়ারে ব'সে আছেন। অনেকেই এসে জড় হলেন।

পূজনীয় বড়দার শারীরিক অবস্থা জানবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্বিগ্ন হ'য়ে বসে আছেন। একটু পরে প্যারীদা (নন্দী) খবর নিয়ে আসলেন। 'প্যারীদার' কাছে বিস্তারিত সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। তারপর প্যারীদা ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। Mixture-এর মধ্যে কী কী ওষুধ দেওয়া হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার কাছ থেকে শুনলেন। আর কি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে তা'ও শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন।

এরপর হেম বিশ্বাস মহাশয় আসলেন। পাকিস্তানের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নূতন তাঁবুতে বসে কেষ্টদা, পঞ্চাননদা প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—ভাল ছেলে জন্মাতে ক'টা factor (ব্যাপার)-এর উপর নজর দেওয়া চাই। বংশ তো চাই-ই। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা থাকা চাই। স্বামীর থাকা চাই ইষ্ট ও বাবা-মার প্রতি অটুট শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা। এর ভিতর দিয়ে সুসন্তানের আবির্ভাব হয়। সন্তানের স্বাস্থ্য, মন ও আয়ু হয় সুষ্ঠু। এইসব sentiment-এর (ভাবানুকম্পিতার) nurture (পোষণ) দেওয়া হয় যাতে তার practical (বাস্তব) ব্যবস্থা চাই আচার-আচরণের ভিতর দিয়ে।

এরপর মেন্টুভাই (বসু) ও বাণী মা (মেন্টুভাইয়ের স্ত্রী) এল। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে তাদের বললেন,—যে বউ পারিবারিক অত্যাচারের মধ্যে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে সকলের মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠতে না পারে, তার কিন্তু হ'ল না। কোন মায়া, মমতা, আদর-আপ্যায়ন কিছু পাবে না। কোন প্রত্যাশাও রাখবে না। কিন্তু তোমার হৃদ্য ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ ক'রে আপন ক'রে তুলতে হবে।' 'শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী ভব'। স্বামীর কাছে নিজের দুঃখের কথা কেবল বলতে নেই। বৌ-এর দুঃখ-কষ্ট-দৈন্য সাধারণতঃ স্বামীকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে, যদি সে কঠোর ইষ্টপ্রাণ না হয়। আর, সংসারের সকলের প্রতি চাই ইষ্টানুগ সেবাবুদ্ধি। এমনতরভাবে সেবা ক'রতে হয়, আচার-আচরণ বাক্য-ব্যবহার এমন ক'রতে হয় যাতে মানুষকে concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তোলে।

টাকা দিয়ে মানুষকে জয় ক'রলে, সে এক কথা। কিন্তু তোমার ব্যবহার দিয়ে জয় ক'রতে না পারলে তোমার দাম হ'ল না। যে-কোন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয় আচার, আচরণ ও সেবা দিয়ে। ভালবাসা আদায় ক'রে নিতে হবে নিজের ব্যবহার দিয়ে। প্রীতিপ্রত্যাশা নিয়ে যেই চললে অমনি তুমি pauper (দরিদ্র) হ'য়ে গেলে। আর, প্রত্যাশা না থাকলেই তুমি richman (ধনীলোক)। লাখ বিঘ্ন আসুক, লাখ ঝঞ্ঝা আসুক, তা'র মধ্য-দিয়ে চলা লাগবে।' (বাণীমার দিকে তাকিয়ে) ও যদি শ্বশুরবাড়ী

পাশ হ'য়ে যেতে পারে ইষ্টানুগ সেবার ভিতর দিয়ে, তাহ'লে ও দুনিয়া পাশ হ'য়ে গেল। আর, তুমি (মেন্টুভাইকে) যদি গুরু-বাড়ী পাশ হও, তাহ'লে দুনিয়া পাশ হ'য়ে গেলে!

যে-সব মেয়েরা এর নিন্দা ওর কাছে করে, ওর নিন্দা তার কাছে করে, তাদের কাম সারা—এমনকি নিন্দনীয় কিছু থাকলেও।

বড়-বৌ যে আজ দাঁড়িয়েছে, সে মা, কর্ত্তামার আশীর্ব্বাদ।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ব্রহ্মচারীদা, কেষ্টদা (সাউ), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। কিছুক্ষণ বসার পর পূজনীয়া ছোট-মার ঘরে আসলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবানকে আকাশে খুঁজলেও পাবার জো নেই; বাতাসে খুঁজলেও পাবার জো নেই, মাটিতে খুঁজলেও পাবার জো নেই, একমাত্র সেই মানুষটি যাঁর বিজ্ঞান-বহুদর্শিতায় আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, নীহারিকা যা-কিছু সব একায়িত হ'য়ে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—সবৈশিষ্ট্যে—বৈধী বিধায়নায়, তাঁর প্রতি সুকেন্দ্রিক অনুরাগ ছাড়া। চণ্ডীদাস বলেছেন—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' তেমন মানুষই 'সত্যং, শিবম্, সুন্দরং'—তিনিই সত্য, অস্তিত্বের স্তম্ভ, মঙ্গলময়, আদরণীয়। সার্থক, সঙ্গতিশীল তত্ত্বসমাহৃত, বিন্যাস-বিদীপ্ত মূর্ত্ত প্রতীক যিনি, তিনিই ভগবান।

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পূজনীয়া ছোটমার ঘরে আছেন। পূজনীয়া ছোটমা, বোনামা, প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন। পূজনীয়া ছোটমা, বোনামা কাল 'বীর অর্জ্জুন' দেখতে গিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বোনা মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বইটা কেমন দেখলি?

বোনা মা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বইটা দেখে কী বুঝলি?

বোনা মা— এই বুঝলাম, ভগবান যার সহায়, দুঃখ, কষ্ট, বিপদ তার কিছু ক'রতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো আসল জিনিস। আবার ভগবান যার অন্তঃকরণে থাকেন, প্রিয়পরম যার অন্তঃকরণে থাকেন, তার বুদ্ধি-বিবেচনা, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ঐ-রকম হয়, যাতে উদ্ধার পেয়ে যায়।

বোনা মা—কেষ্টঠাকুর যখন ঘুমিয়েছিলেন—অর্জুন গিয়ে বসল পায়ের কাছে, দুর্য্যোধন বসল মাথার কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ঔদ্ধত্য থাকলে মানুষ বিনীত হ'তে পারে না, চালেও ভুল করে। প্রত্যেকেরই দুঃখ-কষ্ট-দৈন্য আছে জীবনে। কিন্তু তারা যদি প্রিয়পরমস্বার্থী হ'য়ে চলে, তাদের আচার, ব্যবহার, চাল-চলন হৃদ্য হ'য়ে ওঠে, আবার হৃদ্যতার মধ্যে যদি ঔদ্ধত্য ও আত্মশ্লাঘা না থাকে, তবে দুঃখকষ্টকেও হৃদ্যভাবে উপভোগ করে। আবার, অসৎ-নিরোধী পরাক্রমও তাদের চরিত্রে আন্তরিক ও invincible (অনতিক্রম্য) হ'য়ে ওঠে।

বোনা মা—দুর্য্যোধন এসে তার মার কাছে যখন দাঁড়াল, তখন উলঙ্গ হ'তে পারলো না। তাই যে অঙ্গ আবৃত ছিল, সেই অঙ্গ নিরাপদ হ'লো না। সেখানেই আঘাত লেগে মারা গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা লম্পট পুরুষ বা দুষ্টা স্ত্রী যদি প্রিয়পরমে অনুরক্ত হ'য়ে তৎস্বার্থী হয়, সুকেন্দ্রিক হয়, তবে তারা যেমন সৎ ও সাধ্বী হয়—তাদের সব দোষ থাকা সত্ত্বেও, উপযুক্ত শ্রেয়ের কাছে তেমনি কেউ যতখানি উন্মুক্ত ও উলঙ্গ হয়, তার রক্ষার পথও ততখানি উন্মুক্ত হয়, তার যত দোষই থাক।

মতিদা (কবিরাজ) এক বোতল বাতের তেল নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেল বড় জবর তেল হইছে। যেই ব্যবহার করে, তার মুখেই মতি কবিরাজের নাম, আমিও বলি মতির তেল।

মতিদা (কবিরাজ) বিনীতভাবে হাতজোড় করে বললেন—আপনার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার সঙ্গে মানুষ যতই দুর্ব্যবহার করুক না কেন, যদি ঠিকমত সয়ে নিজের আদর্শানুক্রমে ব্যবহার করতে পার, তবে বিষপাথরের মত তুমি সব বিষ চুষে নিয়ে তা নিঃশেষ ক'রে দিতে পারবে। কিন্তু মদমত্ত হয়ে তার প্রতিকার করতে গেলে তা বেড়েই চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দেওয়ার পর বললেন—আমি ভাবি যাবই তো, সব দিয়ে যাই যাতে ভবিষ্যতের মানুষ বেকায়দায় না প'ড়ে যায়। অর্থাৎ ধর্ম্মের বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে অবান্তর উপকথায় বিভ্রান্ত না হয়।

পূজনীয়া ছোটমার ঘরে আলু নেই। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর স্মরজিৎদাকে (ঘোষ) ডেকে ছোটমার জন্য কলকাতা থেকে আধমণ ভাল নৈনিতাল আলু পাঠাবার কথা বলে দিলেন।

স্নানের আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলার বারান্দায় এসে বসলেন। পূজনীয়া ছোটমা সহ মন্মথদা (দে), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ দুনিয়াটাকে চায় নিজের মত ক'রে পেতে। তার জন্য এত কষ্ট পায়। একজন হয়ত আত্মশ্লাঘা চায়। আর, দুনিয়াটাকেই সে ইন্ধন করতে চায়। তা পায় না, হয় না। আর, মনে করে দুনিয়ায় তার কেউ নেই। সে কী কষ্টের! ওর চাইতে নিজেই তো সংস্কৃত হওয়া ভাল। নিজের আলাপ, ব্যবহার, সেবা যদি হৃদ্য হয়, মনোজ্ঞ হয়, তা'হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। সেইজন্য মনে হয় মানুষ যে বনে-জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করে, তাতে তার স্বভাব সংশুদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ। তাই, পরিবেশের মধ্যে থেকে তপস্যা করাই সঙ্গত।

নিখিল—মানুষের প্রকৃতি তো বদলায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতি-অনুপাতিক সংশোধন হতে পারে তো?

নিখিল—মহম্মদ বলেছেন, একটা পাহাড়কে বরং স্থানান্তরিত করা যায়, কিন্তু মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না। কিছুতেই ভালর দিকে ফেরে না, এমন প্রকৃতিও তো আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো insanity (পাগলামি)।

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৪।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। দাদা ও মায়েরা অনেকেই বসে আছেন। বেলা তখন সাড়ে সাতটা। একটা ঘুঘু ডাকছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—ঘুঘুটা কেমন ডাকছে! দুনিয়াটা যেন ঘুমিয়ে আছে, আর ও ডেকে ডেকে বলছে 'কেষ্ট ঠাকুর! ওঠো! ওঠো!'

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খাওয়ার পর বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে আছেন। কতিপয় দাদা ও অনেক মা আছেন।

অমরদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর হাস্যকৌতুক দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তা আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করলেন।

২০শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৫।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গাড়ীতে ক'রে পূজনীয় বড়দার বাড়ী (নড়ালের জমিদারের বাড়ী, সংক্ষেপে 'নড়াল' বলা হয়।) বেড়াতে আসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা, পূজনীয় বড়দা এবং প্যারীদা (নন্দী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), মন্মথদা (দে), প্রফুল্ল, হাউজারম্যানদা, ভূপেশদা (দত্ত) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দার বাড়ীতে সামনের অর্দ্ধ-গোলাকার বারান্দায় চৌকিতে পাতা বিছানায় এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়দাকে বললেন কলকাতায় ফোন ক'রে অশোক ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে, ওখানকার খোঁজ-খবর নিতে।

বড়দা কল বুক করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চিৎ হ'য়ে শুয়ে নিজের পেটটার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার পেটও বড়বৌয়ের মতো হ'চ্ছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ব'সে নানা গাড়ী সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন।

ইতিমধ্যে পূজনীয় বড়দা ফোনে কানেকশন পেয়ে কথা ব'লে আসলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সব খবরাখবর বললেন।

কিছুক্ষণ পরে সুধীরদা (বসু), হরিদা (গোস্বামী), চুনীদা (রায়চৌধুরী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—ভাস্তে কথাটা আমার তত ভাল লাগে না। কাকা যদি ছোট হয়, আর ভাইপো যদি বড় হয়, ভাইপোকে বাপু বলে সেই ভাল লাগে। ভাস্তে বললে কেমন পর পর লাগে। বাপুর মধ্যে অনেকখানি আপন ভাব আছে। কাজল যদি অশোক এদের 'বড় বাপু', 'মেজ বাপু', 'ছোট বাপু' ইত্যাদি বলে তা'হলে বেশ হয়।

এরপর ডাক-ডোক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'তে লাগলো।

শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—পুরীতে আবার মেয়েরা মা বললে চটে যায়, মাসী বলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মেয়েদের sublime form (মহিমান্বিত রূপ)-ই হ'লো 'মা'। তাই মা ব'লে ডাকাই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে একটা হাতওয়ালা বড় বেঞ্চে ঠেস দিয়ে বসেছেন। আজ রাখী পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় সমস্ত জায়গাটা ছেয়ে গেছে। বেঞ্চের চারপাশে চারটে খুঁটো বেঁধে দিয়ে উপরে একটা চাঁদোয়া টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাছে অনেকেই এসে বসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিলকে বললেন—দ্যাখ্ তো 'রাখী পূর্ণিমা' মানে কী? এই ব'লেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'আমাদের এখানে study (অধ্যয়ন)-ই এইরকম। কখন যে কোনটা subject (বিষয়) হয়, তার ঠিক নেই। আগেও বোধহয় এইরকম শিক্ষার ধারা ছিল।'

নিখিল জ্ঞান দাসের অভিধান নিয়ে আসলো। তাতে দেখা গেল রাখী মানে-রক্ষা-বন্ধনসূত্র এবং রাখী পূর্ণিমা মানে শ্রাবণের পূর্ণিমা, এই দিন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা শেষ হয়। এই সময় রক্ষাবন্ধন ক'রতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাখী মানে আমি তোমাকে রাখি, তুমি আমাকে রাখ। রাখী-বন্ধন সংহতির একটা sacramental (পবিত্র আনুষ্ঠানিক) রূপ।

পঞ্চাননদা (সরকার) আসলেন। তিনি বললেন—সৃষ্টি অনাদি, তাও আমরা একটা আদি কল্পনা করি। আবার অবতার পুরুষ সব জানেন, বোঝেন, এটা ধরা যায়, কিন্তু তিনি এখনও যা কিছুর সৃষ্টি করছেন, এটা বুঝতে অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।' যা কিছু আছে, তারই একটা সংহতি ও সঙ্কলন দিয়ে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হ'ল। সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যা' কিছু সব আছে, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান।

পঞ্চাননদা—অনেকেই ঐটে স্বীকার ক'রতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা 'অ্যাটম'কে ভাঙ্গলে যদি ঐ হয়, তবে এখন আর ঐটেকে স্বীকার করতে বাধা নেই।

পঞ্চাননদা—তিনিই তো সব করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি করেন মানে হন।

পঞ্চাননদা—ভগবানের সঙ্গে তো জীবের তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় আছে—'তোমাতে আমাতে তফাৎ নেই, তুমি জান না, আমি জানি।'

পঞ্চাননদা—জীবের করাগুলি তো হওয়া নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হবে না কেন? ক'রেই তো হয়? তাঁকে আপনি বলতে পারেন একটা বিশেষ জীব। পঞ্চানন সরকার, প্রফুল্ল বা চুনী ঘটক আর একটা কিন্তু নেই। তিনিও তেমনি একটা বিশেষ, যে বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষ আছে।

পঞ্চাননদা—তাঁর কাছে সব explained (ব্যাখ্যাত), কিন্তু তিনি creator (স্রষ্টা) —এইটে মাথায় আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কাছে সব explained (ব্যাখ্যাত) হ'লে সেই অনুযায়ী ক'রতে সুবিধা হয় তাঁর। ফলকথা, তিনিও যেমন unique (বিশেষ), প্রত্যেকেও তেমনি unique (বিশেষ)।

পঞ্চাননদা—বোধটা আবৃত হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈষ্ণবদের লীলা কথাটার মত অমন সুন্দর কথা আর নেই। এত ভাল, তা আর কওয়া যায় না। লীলা মানে আলিঙ্গন আর গ্রহণ।

পঞ্চাননদা—লীলাটা mystic (রহস্য)-ভাবে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু বুঝতে হবে, লীলা কথাটার যাঁরা আমদানী করেছেন, ঐটে ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁরা লীলা কথাটার সার্থকতা জানেন। খাদ্যগুলিকে আমরা কী করি? জীবন-উপাদানে আবর্ত্তিত করি তো?

পঞ্চাননদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবর্ত্তিত করি মানে convert (পরিবর্ত্তিত) করি। ভাত খাই, ডাল খাই, নিঃশ্বাস নিই মানে জীবন-উপাদানে আবর্ত্তিত করি। তাই, বাঁচতে হ'লে অন্যকে convert (পরিবর্ত্তিত) ক'রতে হবে to my conception (আমার ধারণাতে)।

চুনীদা—Refuse (পরিত্যক্ত)-গুলিকে বর্জ্জন করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unprofitable (অনুপচয়ী) যা তাকেও profitable (উপচয়ী) ক'রে তুলতে হবে। শুয়োরেও তার নিজের গু খায় না, কুকুরেও নিজেরটা খায় না। গরুতেও নিজের গু খায় না। কিন্তু এরা শুয়োর, কুকুর এবং এমন-কি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের গু খায়।

পঞ্চাননদা—ভগবানকে ভালবেসেই সুখ, বুঝ দিয়ে দরকার কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বড় কায়দা। ভালবাসা মানে ভালতে থাকা। তাতে বুঝ এমনিই আসে। কিন্তু বুঝের ego (অহং) থাকে না। বুঝ বলে স্বীকার করতে চায় না, কিন্তু বোঝে অত্যন্ত।

২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৬। ৮। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশত্থগাছের তলে সামিয়ানার নিচে চেয়ারে বসে আছেন। শচীনদা (গাঙ্গুলি), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ অনেকেই আছেন।

মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে গৃহস্থালী কাজকর্ম্মে মেয়েরা যতখানি সুপটু হয়ে ওঠে, এবং সংসারকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করবার জন্য যা জানা দরকার, তা যদি জানে, তাহলেই সেই মেয়েদের বলা চলে সুশিক্ষিত। তথাকথিত স্কুল-কলেজে পড়া মেয়েরা প্রকৃতপক্ষে কিছুই শেখে না। বাস্তবক্ষেত্রে তা কাজে লাগে না। তা ছাড়া বিকেন্দ্রিকতার বীজও ওর মধ্যে দিয়ে নানাভাবে ঢোকে। Practical (বাস্তব) সাংসারিক শিক্ষাকে ignore (অবজ্ঞা) ক'রে অন্য শিক্ষার কোন দাম নেই। ঐটেয় চোস্ত হয়ে তারপরে যতটুকু হয় হোক, না হয় না হোক।

শচীনদা—আপনার কথা বুঝি। কিন্তু মেয়েদের পড়াশুনোর প্রয়োজন নেই, এটা যদি কেউ ভাবে, সেটা কুসংস্কার বলে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার কেউ যদি বলে, মেয়েরা সাংসারিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক বা না হোক, তাদের লেখাপড়া জানাই চাই, তাহলে আমি তা vehemently oppose ও condemn করব। (তীব্রভাবে প্রতিরোধ ও নিন্দা করব।)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নতুন তাঁবুতে। বনবিহারী দা (ঘোষ), চক্রপাণিদা (দাস), নিখিল (ঘোষ), প্রবোধদা (মিত্র), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ এবং বহু মায়েরা চারিদিকে আছেন।

রত্নেশ্বরদা বললেন—আমার মনে হয় মৎস্য, কূর্ম্ম ইত্যাদি মৎস্য বা কূর্ম্ম নয়। মানুষকেই ঐ নামে অভিহিত করা হত তখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাটা ফেলবার নয়। আমার মনে হয় সবাই মানুষ।

প্রবোধদা—আমাদের বর্ণাশ্রমের মধ্যে কি রাষ্ট্রীয় চেতনাটা একটু কম ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাষ্ট্রীয় চেতনা মানুষের মধ্যে তখনই থাকে, যখনই মানুষ সুকেন্দ্রিক হয়। সেজন্য আদর্শ দরকার। তাঁতে অনুরাগ যত থাকে, তত রাষ্ট্রীয় চেতনা বাড়ে। আমাদের ধারণা ছিল, পূর্ব্বতন চলে যাবার পর যখন পরবর্ত্তী আসেন, তখন সেই তিনিই আসেন। সেই ধারণাটা ভেঙে গিয়ে disintegrated (অসংহত) হয়ে গেছে।

আলেকজাণ্ডারের আগে পর্য্যন্ত কোন আক্রমণকারী আমাদের দেশে টুঁ মেরে কিছু করতে পারেনি। অশোকের Buddhism (বৌদ্ধবাদ)-এর পর থেকে বর্ণাশ্রম ভেঙে পড়ে এবং সেই থেকেই সমাজ ও জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে। বুদ্ধদেব গৃহীর জন্য বর্ণাশ্রম রক্ষা করতে বলেছেন। আর ভিক্ষু, শ্রমণ ইত্যাদির বেলায় ওটার ওপর জোর দেননি। আর, সে ক্ষেত্রে ওর প্রয়োজনও ছিল না। কারণ, ভিক্ষু বা শ্রমণদের কোন যৌন সংস্রব ছিল না। কিন্তু ভিক্ষুণী-প্রথা প্রবর্ত্তনে সে বাঁধনও ভেঙে গেল। বুদ্ধদেব যে স্বর্ণযুগ আনতে চেয়েছিলেন, তা আর সম্ভব হল না।

প্রবোধদা—আগে বিদ্যাদান, ধর্ম্মদান, অন্নদান, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, সামাজিক শাসন ইত্যাদি অনেক কিছুই সামাজিক করণীয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল। রাষ্ট্রের যেন করণীয়ই কম ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Automatically (স্বতঃস্ফূর্তভাবে) চলত, অথচ কারও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য হারাতে হত না। একে বলে perfect socialism (সঠিক সমাজবাদ)।

প্রবোধদা—আগে ব্রাহ্মণরা কখনও রাজার দান গ্রহণ করত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দান গ্রহণ করলে পাতিত্য আসত।

বনবিহারীদা—সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে west (পশ্চিম)-এর ধারণাটা কী এবং তা receive করা (নেওয়া) যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—In the beginning there was word, word was with God and Word was God. Let there be light and there was light (প্রথমে শব্দ ছিল, শব্দ ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল এবং শব্দই ঈশ্বর। আলো হোক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই আলো হল)। তাই, আমাদের সঙ্গে কোন অমিল নেই।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ৭। ৮। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশখতলায় সামিয়ানার নীচে চেয়ারে এসে বসেছেন। রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), যতীশদা (কর), চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা), প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন।

একটি বিহারী দাদা এসেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন—জীবের কল্যাণ হয় কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার উপর টান বেড়ে যায় যত, ততই জীবের কল্যাণ হয়। দুটো জিনিস চাই, ইষ্টস্বার্থকে আমার স্বার্থ ক'রে নেওয়া লাগবে এবং ইষ্টীপূত হৃদ্য ব্যবহারে সকলকে তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে ইষ্টপ্রতিষ্ঠার সহায়ক ক'রে।

উক্ত দাদা—সংসারে থেকে আত্মোন্নতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব হয়।

উক্ত দাদা—সংসারের এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টে মন রেখে সব ঝঞ্ঝাটকে যত নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে পারবে, ততই ভিতরে চড়াই হ'তে থাকবে। উনকা নোকর হোনা চাহিয়ে, প্রেমকে নোকর হোনা চাহিয়ে, অনুরাগকে নোকর হোনা চাহিয়ে। স্ত্রী-পুত্র সবার সঙ্গে অমনতর ব্যবহার করা চাই। সংসারে থেকে সব নিয়ন্ত্রিত ক'রে যে চ'লতে পারে, জঙ্গলের সন্ন্যাসী তার কাছে দাঁড়াতে পারে না।

উক্ত দাদা—সংসারে থেকে হয়, এর দৃষ্টান্ত কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, রাজর্ষি জনক, হুজুর মহারাজ, স্বামীজী মহারাজ, আরও কত আছেন!

বেলা দশটায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায়। অনেকেই কাছে আছেন।

দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়)—আমি এখন কী ক'রব, আমাকে ব'লে দেন। আমি নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার অনুশাসনে কত মানুষের জীবন চালান লাগবে, তোমার মাথা না খাটালে হবে কেন? এমন ক'রে নিজেকে তৈরী ক'রে তোল যে তুমি যেখান দিয়ে যাবে, সেখানকার ধূলি নিয়ে লোকের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে। একেবারে দেবদূত যাকে বলে। এমন হ'য়ে ওঠ যা' মানুষ কোনদিন কল্পনা করেনি, কল্পনা ক'রতেও না পারে। আর বক্তৃতা-টক্তৃতা ভাল ক'রে শেখা লাগে। আমাদের সমর্থনের সবরকম বই, তাছাড়া বার্ক, শেরিডন ইত্যাদি এনে ভাল ক'রে পড়তে হয়। 'চারিদিক হ'তে অমর জীবন, বিন্দু বিন্দু করি আহরণ, আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ হেরিব কবে।' বক্তৃতা করার অভ্যাস কর, বক্তৃতা এমনভাবে ক'রবে যে কাউকে নিন্দা ক'রবে না, অথচ প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে, কোনটা শ্রেয়, কোনটা কী। তোমার ব্যাখ্যা এতখানি উদ্দীপ্ত, ব্যঞ্জনাময় ও প্রাঞ্জল হওয়া চাই যে যত বড় দুর্দ্দমনীয়ই হোক না কেন, তা'র হৃদয় মোহিত হওয়া ছাড়া উপায়ই থাকবে না। এক কথায়, হওয়া চাই charming man with charming character and words (মনোমুগ্ধকর ভাষা ও ব্যবহারসহ মনোমুগ্ধকর মানুষ)। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তৈরী কর। এখন থেকে লেগে যাও। এমন হবে যে মঞ্চে যেয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যাবে।

দেবীপ্রসাদ—এই অবস্থায় বাবার কাছ থেকে ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী হাতখরচ ইত্যাদি নিতে ইচ্ছা করে না। কিভাবে চালাব ভাবি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে দিয়ে সংগ্রহ করে নিবি। অবশ্য, কাউকে অসুবিধায় ফেলে নয়। তোমার রকম এমন হবে যে মানুষ তোমাকে স্বতঃই প্রীতি-অবদান দেবে। আর, সেটা তোমার যোগ্যতারও একটা পরখ।

দেবীপ্রসাদ—কিভাবে করতে হবে, এখনও বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করবে, করতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়দার বাড়ীতে বেড়াতে আসলেন। চৌকীতে পাতা সাদা ধবধবে বিছানায় বসেছেন। পণ্ডিত ভাই হাওয়া করছিলেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), ক্ষীরোদদা (বিশ্বাস), হাউজারম্যানদা, সুরেনদা (সেন), হরিদা (গোস্বামী), ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), ভূপেশদা (দত্ত) প্রমুখ অনেকেই নীচে বারান্দায় বসে আছেন।

বেলা যায়-যায়। শান্ত, স্নিগ্ধ আবহাওয়া। শ্রীশ্রীঠাকুরও মোটামুটি চুপচাপ বসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ ক্ষীরোদদাকে লক্ষ্য করে বললেন—ও যদি কাজে নামে, তাহলে ঢের করতে পারে। ওর উপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। ও নাকি আগে মাতাল ছিল, কিন্তু এক লহমায় মদ ছেড়ে দিল। যার এক বিষয়ে অতোখানি control (নিয়ন্ত্রণ) থাকে, তার সব বিষয়েই control থাকে। আমি তো রসগোল্লা খাবার ব্যাপার থেকে সবটা হাতে পেয়ে গেলাম। নিজের বেলায় ঐটে খাটিয়ে সব জায়গায় সুফল পেয়েছি। আরও কতজনে যে ঐ সঙ্কেতে বেঁচে গেছে!

চুনীদা—তখন আপনার বয়স কত ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন ফোর্থ ক্লাস, থার্ড ক্লাসে পড়ি। গোঁফও ওঠেনি। তবে গোঁফের সবে রেখা দেখা দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষীরোদদাকে বললেন মার্শাল স্পিরিট-ওয়ালা কতকগুলি নেপালীকে দীক্ষিত করে সু-সংহত করে তুলতে, যাতে তারা অসৎ-নিরোধ ও জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

সেই প্রসঙ্গে বললেন—আগে ওদের গোটা কয়েক নেতা জোগাড় করতে হয়, তাদের নিয়ে কাজ করাতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন মেঘের দিকে চেয়ে—মেঘটা যেভাবে সাজান রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন একটা দানবের চেহারা।

পণ্ডিতভাই সেই কথা শুনে সেই দানবাকৃতি মেঘের চোখমুখ, নাক, কান, যেমন দেখাচ্ছিল, তার বর্ণনা দিলেন।

বাড়ীর সামনে মাঠে একটা হরিণ শুয়েছিল। গোপালদা চৌধুরী) তার গায়ে হাত দিয়ে আদর করছিলেন। তাতে হরিণটা যেন খুব আরাম বোধ করছিল।

তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওরাও বেশ আদর বোঝে।

এরপর চন্দ্রেশ্বর ভাই একজনকে যাজন করে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিতে আসলেন এবং কে দীক্ষা দেবেন, তা জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননীবাবু (চক্রবর্তী)।

চন্দ্রেশ্বরভাই বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওর ঐ ঝোঁক এসে গেছে। নেশার মতো হয়। এক গ্লাস খেলে তখন আর এক গ্লাস না খেলে ভাল লাগে না।

এমন সময় পূজনীয়া ছোট-মা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হেঁটে আসলে? গাড়ীমে কাঁহে নেই আয়া?

ছোটমা—হেঁটেই চ'লে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাড়ীতে কেন আসনি,—এর হিন্দী হবে তো গাড়ী মে কাঁহে নেই আয়া?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ! তবে আয়ী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষীরোদদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই মাসে হাজার তিনেক টাকা জোগাড় করতে পারবি না?

ক্ষীরোদদা—ফিল্ডে না গেলে কি ক'রে বলি? তবে চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিনন্দন ওরা একটা ব্যাচ নিয়ে যদি যোগ দেয়, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা লাগবে, মনে রাখিস। তুই field-এ গেলে প্রফুল্ল খোঁচালে বিরক্ত হবি না তো?

ক্ষীরোদদা—না।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। পূজনীয় বড়দা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কুকুর সম্বন্ধে গল্প ক'রে শোনাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আনন্দ-সহকারে শুনতে লাগলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়-বৌ আমাকে আরো দুইখানা গাড়ী দিতে চেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে গাড়ী সম্বন্ধে কথা চলতে লাগল।

পূজনীয় বড়দার শরীর ভাল না। শ্রীশ্রীবড়মা বড়দাকে দই ও মিষ্টি খেতে দিয়েছিলেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি তো ওষুধের উপর ওষুধ করেছ।

শ্রীশ্রীবড়মা হাসতে-হাসতে উত্তর দিলেন—পেট খারাপ। এ অবস্থায় অন্য কিছু তেমন পেটে সয় না। সামান্য দই তো খাওয়াই লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষীরোদদাকে বললেন—শিবাজীর যেমন মাওয়ালী সৈন্য ছিল, ঐরকম লোক বহু জোগাড় করতে পারলে uncultivated land (অনাবাদী জমি) আর থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে-মাঝে তামাক চেয়ে খাচ্ছিলেন। প্যারীদাকে বললেন—তামাক খাওয়াও মণি।

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৮।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা গোটা দশেকের সময় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে দেবীভাইকে (মুখোপাধ্যায়) বললেন,—গণকল্যাণী কৌটিল্য-দক্ষ হওয়া চাই। মনে রাখতে হবে, আমরা চাণক্যের বংশধর। কৌটিল্য মানে কূটনীতি। কূটনীতি হলো ব্যবহারিক যুযুৎসু।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৯।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। কাছে শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), বনবিহারীদা (ঘোষ), মণিভাই (সেন) প্রমুখ অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা নখে কেমন আঁস আঁস বোধ করছিলেন। তখনই প্যারীদাকে ডাকলেন। প্যারীদা এসে নরুন দিয়ে সেটা তুলে দিয়ে গেলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত। চিত্তরঞ্জনের রাধারমনদা (মুখোপাধ্যায়) একটি নবদীক্ষিত ইটালীয় পরিবারকে নিয়ে এলেন।

উক্ত ইটালীয় ভদ্রলোক ছেলেপেলে-সহ দুইখানি বেঞ্চে বসে খানিকটা সময় নির্ব্বাকভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে রইলেন, খানিকটা পরে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ইংরাজীতে বললেন—গত দশ বৎসর ধরে আমার সময় খুব খারাপ যাচ্ছে, মনে হয় খারাপ গ্রহের প্রভাবে এমন হচ্ছে। আমি যাই করি না কেন, কিছুতেই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে না। আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যাই হোক, ওর জন্য তুমি ভেব না। তুমি পরমপিতাকে ভালবাস, তোমার পরিবেশকে ভালবাস। তাদের সঙ্গে হৃদ্য ব্যবহার কর। আর, সেইভাবে চল। এতে যা হবার তা হবে।

উক্ত ভদ্রলোক—ভবিষ্যতে আমার সুদিন আছে কিনা জানতে ইচ্ছা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানকে যত ভালবাসবে গভীরভাবে, ততই সুদিন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। তাঁকে ভালবাসতে পারলে কুদিনও কুদিন থাকে না, সুদিন হয়ে দাঁড়ায়।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১০।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শ্বেত শুভ্র সজ্জায় সমাসীন। রাধারমণদা (মুখোপাধ্যায়), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), উমাদা (বাগচী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল, ব্যোমকেশভাই (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

ইটালীয়ান দম্পতি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে অনেক কথা বললেন। জীবনে সুখী হওয়ার পথ কী সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন ওঁরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংগ্রামই জীবন। সংগ্রাম দেখে ভয় পেয়ো না। ভগবানকে ভালবাস। তাঁর প্রতি সুকেন্দ্রিক হয়ে ওঠ। তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে তাঁতে সংহত হও। আবার, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট এই দুনিয়াকেও ভালবাস। মানুষকে সেবা দেও।

সেবা দেবে কী দিয়ে? দেবে ভগবানকে ভালবাসার ভিতর দিয়ে। তাই ইষ্টানুগ সেবা চাই, যাতে তারা তোমার আদর্শে, ভগবানে সংহত হয়ে ওঠে। যেমন, তুমি তাঁতে সংহত।

ওরা নিজেদের জীবনের ব্যাকুলতার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের বললেন—ভগবানের জন্য যারা কাঁদে, তাঁর জন্য যারা চেষ্টা করে, তাদের সেই unhappiness-ই (দুঃখই) তাদের blessed (ধন্য) ক'রে তোলে। তোমরা ভগবানের জন্য অন্তরে অন্তরে কাঁদ, আর হাসিমুখ নিয়ে দুনিয়ায় হাসি ছড়িয়ে চল। তোমাদের কোন ভাবনা নেই। তোমাদের অন্তরের আকূতিই, তাঁর প্রতি তোমাদের অচ্যুত অনুরাগই তোমাদিগকে ঠিকপথে পরিচালিত করবে। আর, চলার পথে ভুলত্রুটিও যদি কিছু হয়, তা'তে ঘাবড়ে যেও না। তোমাদের আন্তরিকতা থাকলে, সেই আন্তরিকতাই আপন তাগিদে তা' সংশোধন করে নেবে। অবশ্য আত্মসমীক্ষণকেও বাদ দিও না।

ওঁরা বললেন—এতদিন পরে আমরা বাস্তব একজন প্রেমিক, জ্ঞানবান ও শক্তিমানের আশ্রয় পেলাম, যাঁকে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করা যায়, এবং যিনি আমাদের ঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের ভালবাসাই হয়তো পরমপিতার দয়ায়, আমাকে দিয়ে তাই করিয়ে নেবে, যা' তোমাদের পক্ষে প্রয়োজন।

মিঃ কেরেটী (ইতালীয় ভদ্রলোক)—আমি ২৭ বছর ধরে steel-এ কাজ করলাম। এখন ভাবি মানুষকে যাতে সুখী করতে পারি, তেমনভাবে প্রচার করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতখানি স্টীল করেছ, এইবার মানুষের heart rob (হৃদয়জয়) কর।

মিঃ কেরেটী—এসব থেকে রেহাই পেয়ে শুধু সেই কাজ নিয়ে থাকবার সুযোগ কি এ জীবনে আসবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এই অবস্থায় যা' পেয়েছ, তাই নিয়ে যতখানি পার চলতে থাক, করতে থাক। সময়মত পরমপিতা তোমার পক্ষে যা সমীচীন তোমাকে দিয়ে তা করিয়ে নেবেন।

ওঁরা খুব প্রীত হয়ে বিদায় নিলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন তাঁবুতে। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা), প্রভাতদা (দে), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—হুজুর মহারাজ মার কাছে অনেক চিঠি লিখেছিলেন। সেগুলি মার বাক্সে ছিল। পরে আর পেলাম না। আমাদের তখন খুব অভাব। হুজুর মহারাজ মাঝে-মাঝে মার কাছে টাকা পাঠাতেন। মহারাজ সাহেব মাঝে-মাঝে মার কাছে চিঠি দিতেন, মাকে দিদি বলে সম্বোধন ক'রে চিঠি লিখতেন। দয়াল-শরণ গুরুমুখ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনিও মাঝে-মাঝে মার কাছে চিঠিপত্র দিতেন।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১১।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর মাঠে এসে বসেছেন। বনবিহারীদা (ঘোষ), বঙ্কিমদা (রায়), প্রবোধদা (মিত্র), রত্নেশ্বরদা (দাশ-শর্ম্মা) প্রমুখ কাছে আছেন।

বনবিহারীদা জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের মধ্যে ছোটবড়, ভাল-মন্দ, উন্নত-অবনত কে, তার মাপকাঠি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হবে কে কতখানি সক্রিয়ভাবে বাবা-মার প্রতি সুকেন্দ্রিক।

প্রফুল্ল—একজন হয়তো সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক, কিন্তু তার দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা যদি না থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি সুকেন্দ্রিক হয়, তবে এগুলি বেড়ে যায়।

রত্নেশ্বরদা—ধরেন, একটা ছেলের ব্যক্তিত্ব কেমন পরীক্ষা করতে হবে। বাস্তবভাবে কী কী পরীক্ষা করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—First and foremost (প্রথম এবং প্রধান) কে কেমন বাবা-মার প্রতি actively devoted ও concentric (সক্রিয়ভাবে অনুরক্ত ও সুকেন্দ্রিক)। তারপর দেখতে হবে, কোনও কাজের কথা বললে কত সময়ে সে কাজটা করতে পারে। তারপর দেখবে তার observation (পর্য্যবেক্ষণ) কেমন। যেমন, হয়তো ঘড়ি দেখতে বললে, ঠিকঠাকভাবে দেখলো কিনা।

Conception (ধারণা) কেমন তাও দেখতে হবে। আরো দেখতে হবে সে কতখানি প্রলোভন থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে। ধর, একটা লোভনীয় জিনিস তা'র সামনে ধরলে যা' সে খায় না। তার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণী বলটা ধরা পড়ে।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুর নিচে পূত শুভ্র শয্যায় সমাসীন। হরিদা (গোস্বামী), প্যারীদা, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার নার্ভ-এর ক্ষমতা অনেকখানি ক'মে গেছে। যে আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি নিজে attain (লাভ) ক'রেছি, তাই বলতে গিয়ে আজ শরীরের মধ্যে কেমন করছে। অথচ আগে এইগুলি একেবারে মাতাল ক'রে তুলত। তখনও মাঝে-মাঝে কম কষ্ট হত না। মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম। সহ্য ক'রতে

পারতাম না। প্রাণ যায়-যায়, এমন অবস্থা হ'ত। কি অবস্থাই গেছে প্রফুল্ল! হয়ত স্কুলে যাচ্ছি, মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলাম, মাথাটা কাদার মধ্যে গেড়ে গেলো, স্কুলে আর যেতে পারলাম না। তখন সবাই বক্‌তো। বলত, ও ঢং ক'রে অমন ক'রেছে স্কুলে যাবার ভয়েতে। মাঝে-মাঝে এমন dry ও barren period (শুষ্ক ও নিষ্ফল সময়) যেত, সে মুখে বলা যায় না। মাংসগুলি সব গুলিয়ে যদি হাড়ের সঙ্গে মিশে যায়, তখন যেমন লাগে, সেইরকম লাগতো।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১২।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। অনেকে আছেন।

মেন্টু ভাইয়ের (বসু) সঙ্গে গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আমি তখন ন্যাংটা ছোট্ট ছেলে। একদিন সকালে দেখি ঘাসের বুকে শিশির, তারই মাঝে যেন মস্ত সূর্য্যটা দেখা যা'চ্ছে। ঐ দেখে আমার বুকে বল হ'ল। তখন ভাবলাম, অতোটুকু শিশিরকণার বুকে যখন অতো বড় সূর্য্য ফুটে উঠতে পারে, তাহ'লে আমিও আমার মধ্যে পরমপিতাকে ধারণ ক'রতে পারব না কেন? ঐ জিনিসটাই আমাকে প্রথমে প্রবল প্রেরণা দিল। তা না হ'লে ভূতের মতন আজীবন যা' করেছি, তা কখনও ক'রতে পারতাম না। তাই আমার মনে হয়, আমরা যত ছোট হই-ই না কেন, ইষ্টকে যদি আমরা ভালবাসি, তাঁর মধ্যে যা' কিছু আছে, তা আমাদের মতো ক'রে আমাদের মধ্যে ফুটে উঠতে বাধ্য। ভালবাসা থাকলে তাঁর সমগ্র চরিত্রটাকে আমাদের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী আমরা আয়ত্ত করতে চাই—তাঁরই তৃপ্তি ও তুষ্টির জন্য। এতে ক'রে যা হবার তা' আপনা থেকেই হয়, অথচ তা'র মধ্যে কোনও অহঙ্কার থাকে না।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৩।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। অনেকে কাছে আছেন।

গতকাল রাত্রে বর্ধমান থেকে মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়) ও জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসেছেন। রসুলপুরের জমির কাগজপত্র, ম্যাপ, ইত্যাদি ready (প্রস্তুত) ক'রে নিয়ে এসেছেন। সেইগুলি তাঁরা আজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুপুরে খাবার পর বড়ালের ঘরে বসেছিলেন। মেন্টু ভাই, প্রফুল্ল ও মায়েরা ছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Genetics (জনন-বিজ্ঞান) সম্বন্ধে স্কুল-পাঠ্য বই করা লাগে। কেমন ক'রে মেয়েরা স্বামী নির্বাচন করবে, কেমন ক'রে যৌন আকৃতি জাগে, অবাঞ্ছিত যৌন চিন্তা মাথায় আসলে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কী হয়, যৌন

আবেগের নিরোধ কাকে বলে, সুস্থ যৌনজীবন কী, ইত্যাদি পরিষ্কার ক'রে লেখা লাগে। ঐটে ঠিক না হ'লে জাতের বাঁচার আর পথ নেই।

সাধনা ও অনুভূতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধনার সময় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যা'-কিছু বস্তুর প্রাণস্পন্দন চোখে দেখা যায়। তুমি হয়তো হেঁটে যাচ্ছ। মাটির প্রত্যেকটা কণার বুকে কেমন লাগে, তা' টের পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ বোধ করা যায়। আমি সেইজন্য মাটি কাটতে পারতাম না, কষ্ট হ'তো। কোনও গাছের ডালপালা ভাঙলে হাড়খানা মট ক'রে ভেঙে গেলে যেমন হয়, তেমন হ'তো। আমার বড় মনে পড়ে না যে ডালপালা ভেঙেছি।

প্রফুল্ল—এতখানি হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অল্পবিস্তর তোমাদের সকলেরই হয়। একটা ছেলেকে যদি তোমার সামনে প'ড়ে যেতে দেখ, তাহ'লে নিজেই প'ড়ে গেলাম, এমনতর মনে হয় না?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ থেকেই আর একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়ালের মাঠে। পঞ্চাননদা (সরকার), বনবিহারীদা (ঘোষ), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রমুখ অনেকে আছেন।

আজ বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কুড়ি টাকা ক'রে অনেকের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রেছেন, বিশেষ কারও জন্য।

রাত্রে কেষ্টদাকে (সেন) বললেন—তুই কুড়ি টাকা দিতে পারিস?

কেষ্টদা—আমার কাছে তো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে কার কাছে? সবাই তো নেংটে, এরাই তো দিল।

একটু পরে কেষ্ট সেনদাকে বললেন—যদি কষ্ট হবে মনে করিস, তাহ'লে থাক। আর ইচ্ছা ক'রলে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারিস্।

কেষ্টদা—চেষ্টা ক'রেই দেখি।

এই বলে কেষ্টদা দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবছিস? দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবলে পারা যায় না, হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে হয়।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪। ৮। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে প্রফুল্লকে দিয়ে কয়েকটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

অনুকা!

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার বড়দার দেওয়া হারটা, তোমার খুব পছন্দ হ'য়েছে জেনে আনন্দিত হলাম। পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি, তুমি অন্তরের সম্পদে সম্পদশালী হ'য়ে ওঠ, এবং তাই-ই তোমাকে তোমার বিশিষ্ট মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করুক।

তুমি কেমন আছ এবং বাড়ির সবাই কেমন আছেন জানিও।

আমার স্নেহাশিস ও 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্বাদক
তোমারই
দীন
'বাপু'

কল্যাণীয়াসু,

খুকি!

তোমার চিঠি পেয়ে বিস্তারিত অবগত হলাম।

তোমার মাথায় ও গায়ে ঐ সব ইরাপসন বেরিয়েছে জেনে ভাবিত আছি। অনেকদিন থেকেই তোমাকে বলছিলাম ডাঃ পাঁজাকে দিয়ে thorough treatment (পুরো চিকিৎসা) করার কথা। হোমিওপ্যাথিতে সারে তো ভাল, নচেৎ ঐ রকম ব্যবস্থা করা মন্দ নয়। কানুর অসুখের সংবাদও উদ্বেগজনক, চিকিৎসাদি কিরকম কী হ'চ্ছে এবং এখন কেমন আছে জানিও। আমার চোখের সামনে থাকলে, আমার বুদ্ধি-বিবেচনা ও সাধ্যমত চেষ্টা ক'রতে পারতাম। দূর থেকে শুধু দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

খেপু, শান্তু, তোতা, মঞ্জু, কল্পনা, অর্চ্চনা, শরদিন্দু প্রভৃতি কেমন আছে জানলে সুখী হব। শান্তুর পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে কিনা জানিও।

এখানে আমরা একপ্রকার আছি। হরিদাস ও বাদলের বাড়ির সব ভাল আছে।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

কল্যাণীয়াসু,

মঞ্জু!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তোমার শরীর কেমন ও বাসার সকলে কেমন আছে জানিও।

পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি—তুমি গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্ম, সেবা-যত্ন, ব্যবহার, পড়াশুনা ইত্যাদি সব বিষয়েই সুনিপুণ হয়ে স্ববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠ, এবং সুষ্ঠু, সুপটু, সুকেন্দ্রিক শরীর-মন নিয়ে সুখে সুদীর্ঘজীবী হয়ে থাক।

এখানকার মোটামুটি কুশল জেনো।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমার
দীন
'জ্যাঠামহাশয়'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নূতন তাঁবুতে। বহু দাদা ও মায়েরা আছেন।

অমূল্যদার (ঘোষ) মা এসে বললেন—একজন আমাকে বলছিলেন, গরীব যারা তারা পাপী, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দরিদ্র কয় তাদিগকে, যারা অন্যের সুখ দেখতে পারে না। অন্যের প্রতি সতত ঈর্ষ্যাপরবশ হয়ে চলে মানুষকে কেবল ফাঁকি দিয়ে চলতে চায়। এমনতর দরিদ্র যারা, তাদের পাপী বলা যেতে পারে। আর, যারা সুকেন্দ্রিক, মানুষের সুখ-শান্তির জন্য যারা নিজেদের বিলিয়ে দেয়, অন্যের দুঃখে যারা দুঃখ বোধ করে, সুখ-শান্তিতে সুখ-শান্তি অনুভব করে, তাদের যদি কিছু নাও থাকে, তবু তারা রাজ-রাজেশ্বর। চৈতন্যদেব বা যীশুখৃষ্টের মতো বড়লোক ক'জন আছেন দুনিয়ায়?

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৫। ৮। ১৯৫২)

বিশেষ পরিস্থিতিতে আজ অপরাহ্নে স্থানীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হ'য়ে মিথ্যা অভিযোগে অকারণে পূজনীয় বড়দাকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে। পূজনীয় ছোড়দা, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি পুলিশের এই অহেতুক আক্রোশে নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় স্পর্শকাতর হ'য়ে স্বেচ্ছায় দাদার সঙ্গে গ্রেপ্তারবরণ করলেন। এই ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুর এবং সৎসঙ্গের সবার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত আঘাত সৃষ্টি করল।

রাত্রে বাণেশ্বরবাবু, চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু (সিংহ), সুরেনবাবু (ভট্টাচার্য্য) এলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিষণ্ণ মনে বসেছিলেন। তাছাড়া কাছে আরও কয়েকজন ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আগন্তুক ভদ্রমহোদয়গণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আশ্রম মানুষের একটা সংশোধন-ক্ষেত্র। এখানে সব রকমের লোক আসবেই। তাছাড়া তাদের সংশুদ্ধির জন্যে অন্য কোন ব্যবস্থা হতে পারে না। তাই, আশ্রমে খারাপ লোকের স্থান কেন হবে, এ প্রশ্নই অবান্তর। তাদের সংশোধনের দায়িত্ব তাহলে কে নেবে? আর একদিনেই তো মানুষ পরিশুদ্ধ হ'য়ে যায় না! এখানে তো দণ্ড হাতে নেই, যে তাই দিয়ে মানুষকে শায়েস্তা করা হবে। এখানে হৃদয় দিয়ে যা-কিছু করতে হবে।

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৬। ৮। ১৯৯২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গভীর উদ্বেগ নিয়ে গোলতাঁবুতে উদাস মনে বসে আছেন। স্পেন্সারদা, হাউজারম্যানদা প্রমুখ অনেকে কাছে আছেন। তাঁরাও বিষণ্ণ বদনে বসেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনাভাবে বললেন—মানুষ যাকে ভালবাসে, যাকে আপন মনে করে, যার কাছে তার দাবী বেশী, সেখানেই সে burst করে (ভেঙে পড়ে)।

সকালে এত উদ্বেগের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুর বলরামের মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'বলরাম কেমন আছে?' আবার জুঁই মাকে জিজ্ঞাসা করছেন সুবোধদার (সেন) কথা।

পরে চন্দ্রমৌলেশ্বর সিংহ আসলেন, তার সঙ্গেও অনেক কথা হ'লো।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—

আমার মনে হয় ভুঁইহার বামুনরা মূর্দ্ধাবষিক্ত বিপ্র। এদের বিপ্রোচিত আচার-আচরণ ও সংস্কারে অভ্যস্ত হওয়া দরকার। কারণ, বিপ্র পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার সংমিশ্রণে জাত যে সন্ততি তাদেরকেই ভুঁইহার বলা হয় বলে আমার ধারণা। বাঙালী সমাজে এদের মত কোন বিপ্র থাক্ দেখা যায় না। বিপ্র, অম্বষ্ঠ বিপ্র, পারশব বিপ্র এই

তিনটি থাক বাঙালী সমাজে সুস্পষ্ট। বিপ্র পিতার সবর্ণজ সন্তান হ'লো বিপ্র অর্থাৎ বামুন, বৈদ্যরা অম্বষ্ঠ বিপ্র। বিপ্র পিতা ও শূদ্রা মাতার সংযোগে যে সন্তান তারাই পারশব বিপ্র। শিয়েলি অর্থাৎ শ্রীপালী যারা তারাই পারশব বিপ্র। ধা'নো, ম'ঘো, মা'ছো বলে যারা পরিচিত তাদের কিন্তু পারশব বলা চলে না। তাই তাদের উপনয়ন হ'তে পারে না।

১লা ভাদ্র, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৭। ৮। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে পূজনীয় বড়দা ও ছোড়দার কাছে যৌথভাবে একটি চিঠি লেখালেন।

বড় খোকা! মণি!

সব সময়ই পরমপিতাকে স্মরণে রেখো, যেন তাঁর বিভা তোমাদের চরিত্রে অনুস্যূত থেকে এমন কিরণ বিকিরণ করে যাতে সবাই তোমাদিগকে সক্রিয়ভাবে প্রীতিমুগ্ধ হ'য়ে থাকে।

জেলের ন্যায্য নীতি বিহিতভাবে পরিপালন ক'রে স্বাস্থ্য যা'তে অক্ষুণ্ণ থাকে তা ক'রো—শরীর ও মনের দিক দিয়ে।

অবসাদগ্রস্ত যা'তে না হ'তে হয় নিজেদের শরীর-মনকে এমনভাবেই নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো।

কর্তৃপক্ষ ও পরিবেশ যা'তে তোমাদের দেবোপম চরিত্রে প্রীতি-সন্দীপনা নিয়ে অচ্যুতভাবে সক্রিয় হৃদয়ঢালা অনুরাগনিবদ্ধ হ'য়ে চলে, তেমনই ক'রেই চলতে থেকো।

জেলে ছোঁয়াছুঁয়ির ধার কড়াকড়িভাবে পরিপালন করা সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু মানা সম্ভব, তাই ক'রো।

তোমরা অন্যায়ভাবে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছ তা' অনেকের হৃদয়ই আলোড়িত করেছে—তাই যা'র যেমন শক্তি তা' চেষ্টা করছে।

কলকাতায় ওরা একরকম ভালই আছে। আজ রণজিৎ এসেছে।

যতদিনই আটক থাকতে হয়, সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণে স্মিতচিত্তে বিচলিত না হ'য়ে তেমনই চলতে চেষ্টা ক'রো। আমি তোমাদের অকৃতী পিতা। আজও কিছুই ক'রতে পারা যায় নাই। দেখা যাক্ পরমপিতার দয়ায় কী হয়।

প্রার্থনা করি পরমপিতার কাছে, তোমরা সুখে নীরোগ স্বাস্থ্যবান সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে কৃতী দীপনায় লোকরঞ্জক হও।

আমার আন্তরিক 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমাদেরই
দীন
'বাবা'

শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজনীয় বড়দা ও ছোড়দার কাছে একটি চিঠি পাঠালেন।

বড়খোকা, মণি!

তোমরা কিভাবে আছ জানি না। শরীর বা কেমন, খেতে পাও কিনা, তাও জানি না। যদি খেতে দেয় খেও। ভগবান যে কী করবেন, তিনিই জানেন। কত পাপ যে করেছি তার আর শেষ নাই। তোমরা তো কোন পাপ কর নাই। আমার পাপেই তোমাদের ভোগ।

ইতি
আশীর্ব্বাদিকা
'মা'

রণজিৎদা (ঘোষ), সুরেনদা (বিশ্বাস), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) আসলেন। চন্দ্রমৌলেশ্বর বাবুও এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের সব আছে, কিন্তু জীবন্ত আদর্শ নেই। এই আদর্শহীনতাই আমাদের প্রধান দোষ, যার দরুন আমরা integrated (সংহত) হতে পারছি না। তা না হলে আমাদের জাতের অন্য কোন দিকে বড় ত্রুটি ছিল না।

আমাদের যদি fellow-feeling (আপন বোধ), sympathy (সহানুভূতি) থাকে, তাহলে মানুষের উপর অযথা নির্দ্দয় হতে পারি না। এইরকম দেখে মনে হয় আমরা ঠিক ঠিক স্বাধীন হইনি।

আমার একখানা হাতে যদি ফোঁড়া হয় তাহলে কি তখনই সে হাতখানাকে কেটে ফেলি?

আমাদের এখানে যারা আছে, তাদের মধ্যে এমন বহু লোকই আছে যারা বড় বড় হোমরা-চোমরা হতে পারে। চাকরী-বাকরী করলে এরা কম যেত না। তবে এরা ধার করা ক্ষমতা পছন্দ করে না, যে-ক্ষমতা চেয়ার থেকে নামামাত্র লোপ পেয়ে যায়।

এখানে সেইসব লোকই আছে, যারা চাকরী-বাকরী পছন্দ করে না। রুটির কুকুর হয়ে ঘোরাটাকে পছন্দ করতে পারে না।

আমার কেমন sentiment (ভাবানুকম্পিতা) আছে। যখন দেখেছি ডাকুবাবুর ঘরে আমার মার হাতের লেখা আছে, তখনই যেন ডাকুবাবুর কেনা হয়ে গেছি। মনে হয়, মা আমার ওখানেই আছেন। দুই-এক সময় মনে হয় ডাকুবাবুকে বলি, খাতাটা যেন নিয়ে আসেন, মার হাতের লেখাটা আর একবার দেখি। দেখলেই মনে পড়বে মা কেমন করে হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লিখতেন। বেকুব বলেন, যাই বলেন, আমার এ sentiment (ভাবানুকম্পিতা) আছে। আমি ভাবি, যে মা-বাবাকে ভালবাসতে পারে না, ভিটেমাটিকে ভালবাসতে পারে না, সে আবার দেশকে ভালবাসবে কি?

আমি বরাবরই ভাবি যাতে আমরা নিজেরা খেটেপিটে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর দাঁড়াতে পারি, সরকারের উপর পড়তে না হয়।

৬ই ভাদ্র, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২২। ৮। ১৯৫২)

কয়েকদিন ধ'রে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ দুপুরে পূজনীয় বড়দা ও ছোড়দা জামিনে ছাড়া পেলেন। জামিন দেওয়া হল এই শর্তে যে তাঁদের দুমকার মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে থাকতে হবে।

পূজনীয় বড়দা ও ছোড়দা যখন বড়াল-বাংলোয় এসে পৌঁছুলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন বড়াল-বাংলোর দালানের বারান্দায়। ওঁরা আসামাত্র প্রবল জনস্রোত হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে ভীড় সামলান যাচ্ছিল না। পূজনীয় বড়দা শ্রীশ্রীবড়মাসহ নড়ালে গেলেন। তখন আস্তে আস্তে ভীড় কমল। চন্দ্র-মৌলেশ্বরবাবু ও ডাকুবাবুসহ আরও কয়েকজন পাণ্ডা ওখানে রয়ে গেলেন। জজ-সাহেব আজকের রাত পূজনীয় বড়দা ও ছোড়দাকে দেওঘর থাকবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা আজকে রাতারাতি বেরিয়ে পড়া। কারণ, কাল শনিবার, পূবে দিকশূল। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা তিনিও বড়দাদের সঙ্গে দুমকা যাবেন। তিনি ডাকুবাবু ও চন্দ্রমৌলেশ্বর বাবুকে বললেন—'আপনাদেরও যেতে হবে। একসঙ্গে যাব।'

চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু বললেন---এখন আর যাবার দরকার কি? আর এদিকে কাজকর্মও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের সঙ্গে একসঙ্গে তো কোথাও যাইনি। এতদিনে তো কেবল কষ্টই করলেন। একসঙ্গে গেলে একটু আনন্দ হবে।

এরপর চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু আর আপত্তি করলেন না। ডাকুবাবু যাবেন বলে কথা দিলেন।

রাত্রে সব বাঁধাছাঁদা গোছগাছ হল। শ্রীশ্রীঠাকুর যথাসময়ে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি করতে গেলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে তামাক খেলেন। এরপর ভোর রাত ৪টার সময় বড়াল-বাংলোর গেটের সামনে এসে চেয়ারে বসলেন। তখন কাছাকাছি অনেকে এসে জড় হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে। একটু পরে হাডসন গাড়ী আসল। হাডসনে শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় বড়দা, ছোড়দা, কাজলভাই এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও সুশীলদা (বসু) সহ রওনা হলেন। ডজে গেলেন শ্রীশ্রীবড়মা, ছোটমা, সুধাপানি-মা, মায়া মাসীমা, প্যারীদা, হাউজারম্যানদা প্রমুখ। তাছাড়া একটা reserved বেসরকারী বাস ও জীপ গেল। জীপে গেলেন চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু, ডাকুবাবু ও রণজিৎদা। বাসে জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়), জ্ঞানদা (গোস্বামী), রাজাসাহেব, চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) প্রমুখ মালপত্রসহ গেলেন। পৌনে পাঁচটা নাগাদ গাড়ীগুলি ছাড়লো।

৭ই ভাদ্র, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৩। ৮। ১৯৫২)

অনেকেই জানতেন না যে শ্রীশ্রীঠাকুর গতকাল ভোররাত্রে চ'লে যাবেন দুমকায়। সকালে এসে যখন এই খবর শুনতে লাগলেন, তখন তারা কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়লেন।

৮ই ভাদ্র, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৪। ৮। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত প্রফুল্ল ও নিখিল (ঘোষ) আজ বিকাল নাগাদ দুমকা এসে পৌঁছাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে দুমকায় তাঁবুতে সমাসীন। স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোক এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে তাঁদের বললেন—আশ্রম একটা হাসপাতাল। এমন মানুষ খুব কমই আছে, যাদের হাসপাতালের প্রয়োজন নেই। মানসিক দ্বন্দ্ব, অসুস্থতা সবারই আছে। মানুষ যতদিন বাঁচতে চায়, ততদিন ভাল চাওয়ার ইচ্ছা একেবারে মুছে যায় না। তাকে যদি পথটা ধরিয়ে দেওয়া যায়, সে হয়তো উঠে দাঁড়াতে পারে।

দুমকার একজন বেকার-ভদ্রলোক তার দুর্দশার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাতরভাবে জানালেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার আশীর্ব্বাদ আছেই। ভাল পেতে হলে ভাল করতে হয়। ভাল হতে হয় আর, সেটা ফুটে ওঠা চাই আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে, চলনে। এতটুকু হলেই হয়। সেইসঙ্গে পরমপিতার উপর প্রীতি চাই, ঐটুকু নিয়ে sincere (অকপট) চেষ্টা হলে ভাবনা নেই।

উক্ত ভদ্রলোক—আমার একান্ত ভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ভাগ্য যে আপনার কথাগুলি শুনতে পারলাম।

৯ই ভাদ্র, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৫।৮।১৯৫২)

স্থান—মুখার্জী পার্ক, পুলিস লাইন্স, দুমকা। মুখার্জী পার্কে একটি দালান, তাতে চারখানি ঘর। এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর, পূজনীয় বড়দা প্রমুখ আছেন। আর একখানি আছে খোলার ঘর। সেখানে আর আর সবাই আছেন। সামনের দিকে একটা তাঁবু খাটান হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল-সন্ধ্যায় সাধারণতঃ সেখানে বসেন। চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর। ছোট-ছোট পাহাড়, ধানের ক্ষেত, নানা গাছপালা। তার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে পিচ ঢালা রাস্তা চলে গেছে। মাঝে-মাঝে মোটর চলছে সেই রাস্তা দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাঁবুতে এসে বসেছেন। জনার্দ্দন (মুখোপাধ্যায়), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়), নিখিল, প্রফুল্ল প্রমুখ তাঁর সান্নিধ্যে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—মানুষের সামগ্রিক conception (ধারণা) না থাকলে সব দিক লক্ষ্য রেখে কাজ করতে পারে না। একটা কাজ করছে, সেই সময় আদর্শ ও উদ্দেশ্যের আপূরণী আরো পাঁচটা সুযোগ-সুবিধা হয়তো উপস্থিত হল। কিন্তু সে সুযোগ সে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। কারণ, মাথায়ই আসে না।

পরে বিশেষ একজনের কোন আচরণ-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—হাত-মুখ নেড়ে গরম-গরম কথা বলাটাই পরাক্রম নয়। পরাক্রম হল কাজ হাসিল করা।

আজ সারাদিন খুব বৃষ্টি হল।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে বসে স্থানীয় একজন উকিলের (অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। রণজিৎদা (ঘোষ), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত।

পূজনীয় বড়দাদের মামলার কথা উঠলো।

ভদ্রলোক বললেন—Suffering-এর (কষ্টের) মধ্য দিয়েও কল্যাণ হয়। এই case-এর জন্যই তো আপনার এখানে আসা। এতে আমাদের অন্ততঃ কল্যাণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের মতো আপনজন পেলাম এখানে এসে।

অরবিন্দবাবু—আপনার কত লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। খ্যাতি বহুবিস্তৃত। আপনাকে কে না জানে? আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়ে লাভ কী? তবে আমার পক্ষে এটা সৌভাগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা মানুষই এক। তার মতো আর একজন নেই। তাই আপনাকে পাওয়ার মধ্য দিয়ে তো আর একজনকে পেলাম। সেই তো আমার সৌভাগ্য।

অরবিন্দবাবু কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আপনার মতো শক্তিমান পুরুষ যে-সঙ্ঘের পিছনে, সে-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেউ কিছু করতে পারবে না। আপনার জন্য আমার দুঃখ হয় না। আমি জানি, এতে আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। কিন্তু যারা আঘাত হানার স্পর্ধা রাখে, তাদের দুর্দ্দশার কথা আমি ভাবতে পারি না। আপনার মধ্য দিয়ে ভগবান যে লীলা দেখাচ্ছেন, কার সাধ্য তার গতি রোধ করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভিতর যিনি আছেন, আপনার ভিতরও তিনি আছেন। তাই আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, মানে তাঁর কাছেই বলছি। আপনি যে এতদূর থেকে এই বৃষ্টিতে কষ্ট করে এসেছেন, সে আমার মনে হয় আমার প্রাণের দেবতাই এসেছেন আশার বাণী শোনাতে, আমাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে, আমাদের কাছে বলতে 'আমি আছি, তোমাদের ভাবনা নেই।'

এরপর আর কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন।

প্রসঙ্গক্রমে Politics (রাজনীতি) সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পলিটিক্স কথাটাই এসেছে পৃ -ধাতু থেকে। অর্থাৎ যা মানুষের সত্তাকে পূরণ করে, পোষণ করে, প্রবর্দ্ধন করে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে, তাই-ই পলিটিক্স।

বাংলার সঙ্গে বিহারের যদি tussle (সঙ্ঘর্ষ) হয়, সেটা politics (রাজনীতি)-ই নয়। কারণ, পরস্পরের স্বার্থ এতখানি সম্বদ্ধ যে কাউকে বাদ দিয়ে কেউ বাঁচতে পারবে না। ইংরেজরা প্রথমে এসে মাদ্রাজে ঘাঁটি করে। কিন্তু যতদিন বাংলাকে হাত করতে না পেরেছে, ততদিন ভারতকে হাত করতে পারেনি। তাই বাংলা হলো India-র (ভারতের) key (চাবি)। India (ভারত) হলা world-এর (পৃথিবীর) key (চাবি)। India (ভারত) যদি আবার দাঁড়ায় তার কৃষ্টি নিয়ে, —সে দুনিয়ার গুরু হতে পারে, দেবজাতি হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার কথাপ্রসঙ্গে বললেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' শরণং মানে রক্ষা। তাঁকে যদি আমরা রক্ষা করে চলি, তিনিও আমাদের রক্ষা করবেন। আপনারা এমনটি ক'রে দিন, যাতে আমাদের গায়ে অযথা এতটুকু আঁচড় না লাগে। যে ক'দিন বেঁচে আছি, হেসে, খেলে, নেচে, গেয়ে, আনন্দে, যা করার ক'রে যেতে পারি।

অরবিন্দবাবু—আমাদের সকলের normal support (স্বাভাবিক সমর্থন) active (সক্রিয়) হয়ে উঠছে জানবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যেমন আপনার দিক থেকে বলছেন, পরমপিতার বাণীও তেমনি আপনাকে বলছে 'অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

অরবিন্দবাবু—কিন্তু আমি এই কথাটা বুঝতে পারছি না, এতখানি সারল্যের মধ্যে এতখানি শক্তি কি ক'রে লুকিয়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু আমি মুর্খ, দুর্ব্বল, অথর্ব্ব। আমার বল, জলুস, আমার সত্তার যা কিছু আপনারা, আপনারা না হ'লে আমি বাঁচি না। তিনি আমাকে ভালবাসেন। আমি তাঁকে ভালবাসি বলে গৌরব করতে ইচ্ছা করলেও ভালবাসি কিনা জানি না। তবে ভালবাসি বলতে ভাল লাগে। আমি কিছু সময় আগে এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলাম। তখন আমার নিজেকে বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। কিন্তু আপনি টর্চ টিপে টিপে এসে এমন ক'রে কথাবার্ত্তা বললেন, তাতে মনে হচ্ছে যে, পরমপিতার দুনিয়ার যা কিছু হয়ে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছেন। তিনিই এসেছেন এই অসময়ে আমাকে ভরসা দিতে, উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে। এখন তো আমার মনটা অনেক ভাল লাগছে।

অরবিন্দবাবু—এইটেই আমার মাথায় ধরছে না, একই ব্যক্তিত্বে এই বিচিত্র সমাবেশ কি ক'রে হয়! মায়ের কী লীলা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা বুঝতে পারি না। আমি ভাবি মা আমার। আর, এরা এসেছে আমাকেই কোলে তুলে নিতে। আমার মনে হয়, এর মধ্য দিয়ে মা আসছেন এই কথা বলতে—'তোর গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগবে না। আমি তো তোর আছি।'

যাজন ও দীক্ষা সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর রণজিৎদাকে (ঘোষ) বললেন—দীক্ষা নেও, একথা বললে ভাল হয় না। আত্মিক সম্বেগের উন্নয়ন এমন ক'রে, ক'রে দিতে হয়, যাতে দীক্ষার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে।

১০ই ভাদ্র, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২৬। ৮। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে তাঁবুর নীচে বিছানায় বসে আছেন। অনেকেই আছেন।

দুইজন ভদ্রলোক এসেছেন শহর থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। স্থানীয় উকিল।

কথাপ্রসঙ্গে মহেশ্বরপ্রসাদবাবুকে (ঝা) বললেন—আমরা politics-ই (রাজনীতিই) করি, যাই করি, আদর্শে যদি সংহত না হই, তাহলে রাষ্ট্র, সমাজ টিকতে পারে না।

১১ই ভাদ্র, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৭। ৮। ১৯৫২)

বিকালের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর দুমকায় মুখার্জী পার্কের বাড়ীর বারান্দায় বড় চেয়ারটায় বসে আছেন। পূজনীয় খেপুদা, বাদলদা, হরিদাসদা এসেছেন। তাছাড়া এসেছেন দেবী পাণ্ডা।

দেবীবাবুকে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—যজমানই হল বামুনের সম্পদ। বামুন সম্পদ চায় না। সে চায় মানুষের স্বস্তি, সমৃদ্ধি। তা' থেকে সম্পদ আপনিই আসে। বাবার দয়া লোকজীবনে বিস্তার হয়েই সম্পদের সৃষ্টি করে। তীর্থক্ষেত্র মানে বিদ্যাক্ষেত্র। সেখানে এসে মানুষ কত বিদ্যালাভ করে। কিন্তু আজকাল এমন রকম

হয়েছে যে, তীর্থক্ষেত্রে কত লোক আসে মুর্গী খেতে। ব্রাহ্মণরা যদি ঠিকমত সংহত হয়, তাহলে ভাবনা নেই।

দেবীবাবু—আজকাল সবাই বামুন হ'তে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে বামুনের প্রতি শ্রদ্ধা আছে সকলের। নচেৎ বামুন হ'তে চায় কেন? বামুন যে হ'তে চায় সে চরিত্র দিয়ে নয়, তপস্যা দিয়ে নয়, গায়ের জোরে।

এখানেও চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম আসছে। যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে দেওঘর আসছেন, তাঁদের অনেকেও এখানে ছুটে আসছেন। এখানে স্থানাভাব, নানা কষ্ট, তবু তার মধ্যে মাথা গুঁজে এক আধদিন থেকে যাচ্ছেন। এই ক'দিন বৃষ্টি হচ্ছে খুব। ঘর দিয়ে জল পড়ে, বাড়ীটা স্যাঁতসেতে। এর মধ্যে বেকার দুঃস্থ এক ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের খবর পেয়ে তাঁর কাছে নিজের দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কুড়ি টাকা সাহায্য করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ প্রফুল্লর খাতার বাক্সটা এখানে নিয়ে আসবার কথা বলতে গিয়ে বললেন—একটা সাম্রাজ্যের থেকে ওর দাম বেশী।

শহর থেকে একদল যুবক রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সুশীলদা (বসু) প্রথম তাদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আবার আলাপ করতে আসেন। তাঁরা বলেন—দৈবশক্তি যাঁর পিছনে, তাঁর কেন এত বাধা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব একদিনে হয়নি। বিবর্তনের মধ্যে কত স্তরের ভিতর দিয়ে এসেছি। বলে, চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে মানুষ মানুষ হয়েছে। মানুষ আছে, তার আবার আছে বুদ্ধি। এই বুদ্ধি-অনুপাতিক মানুষ চেষ্টা করে। সেটা আবার তার বোধিকে প্রভাবিত করে। তার কর্ম্ম ও চিন্তা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পারিপার্শ্বিকও আচরণ করে তেমনি। যেমন আমি আজ ব্যথিত, দুঃখিত। এঁরা এসেছেন আমার কাছে এই দুঃসময়ে। আমার ভিতর যিনি আছেন, এঁদের ভিতরও তিনিই। তিনিই এঁদের ভিতর দিয়ে দয়া করছেন আমাকে। এটা দৈব। দৈব-সুদৈব যেমন হয়, দুর্দ্দৈবও তেমনি হয়। ফলকথা, পুরুষকারই দৈবের সৃষ্টি করে। দৈবটা পুরুষকারেরই ফল। আমরা পুরুষকারকে যদি তেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি, তবে দুর্দ্দৈবও আর দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের উপর আজ যে বিপদ আসলো, আমরা যদি তেমনতর সঙ্গতি-সহকারে সবদিক লক্ষ্য রেখে আঁটঘাট বেঁধে কাজ-করতে পারতাম, তবে হয়তো এমনতর অবস্থারই সৃষ্টি হ'তে পারতো না। আমাদের করার ত্রুটি থাকে। আলেকজাণ্ডার যে-সময় ভারত আক্রমণ করেছিল, ব্রাহ্মণরা নাকি এমনতর বজ্র ও অগ্নির ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করেছিল যাতে শত্রুসৈন্য বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও আমাদের জাতি কম ছিল না। তারা সবদিক দিয়েই ছিলেন মহান। তখন ভারতবাসীকে বলতো লোকে দেবজাতি। ত্রিশ কোটি দেবতা ছিল। আবার তোমরা সবাই দেবতা হ'তে পার। দেবতারই বংশধর তোমরা। তুমিও দেবতা, উনিও দেবতা, প্রত্যেকেই দেবতা।

এরপর ওঁরা খুশিমনে বিদায় নিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর পুরুষকার-দৈব সম্পর্কেই অজয়দা (গাঙ্গুলী), জ্ঞানদা (গোস্বামী), প্রফুল্ল প্রমুখকে বললেন—এই দেখ, তোমরা পাঁচজন একসঙ্গে চলতে পার না, কাজ করতে পার না। একটা chaotic condition (বিশৃঙ্খল অবস্থা) সৃষ্টি ক'রে তোল। প্রত্যেকেই সঙ্গতিহারা কর্ত্তা, স্ব-স্ব প্রধান। কিন্তু কর্ত্তা হতে গেলে তো সকলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্ত্তা হবে। নচেৎ সঙ্গতিহারা কর্ত্তা তো উন্মাদ কর্ত্তা। তোমরা তো খানিকটা চেষ্টা করছ, তাই এই অবস্থা। আর বাইরের দুনিয়ার তো কথাই নেই। তোমাদের যে শক্তি, তাও নিতান্ত কম ব্যাপার নয়। কিন্তু এতখানি শক্তি থাকা সত্ত্বেও তোমরা তার সুসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার জান না। কারণ, তোমরা adjusted (নিয়ন্ত্রিত) নও। যে নিজে organised (সংগঠিত) নয়, সে তার শক্তি বা সম্পদের উৎসের systematic organised use (বিহিত সংগঠিত ব্যবহার) কি ক'রে করবে? তাই একটা ফড়িংও তোমাদের মুখে পেদে দিয়ে গেলে তোমরা কিছু করতে পার না।

১২ই ভাদ্র, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে দুমকায় মুখার্জী পার্কে তাঁবুতে উপবিষ্ট। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), অজয়দা (গাঙ্গুলী), প্রমুখ কাছে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমার মাথায় যেন আগে থাকতে dictate করে (বলে দেয়)। তাই কতদিন আগে থাকতে আমি তাঁবু, সতরঞ্চ, গাড়ী, আলো ইত্যাদির কথা বলছিলাম। আর যা যা করতে বলেছিলাম, সে-সব সময় থাকতে করলে আজ এ অবস্থা হয় না। Locally (স্থানীয় পরিবেশে) ঘোরাফেরা করা, হৃদ্যভাবে তাদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের কাছ থেকে প্রীতি-অবদান স্বরূপ কিছু কিছু গ্রহণ করার কথা আমি বলেছিলাম। আর, দশজন শিক্ষিত বিহারী যদি থাকতো তাহলেও অনেক সুবিধা হতো, সময়মতো তো হলো না।

জনার্দ্দনদা—বড়দাদের উপর অযথা এই suffering (কষ্ট) কেন আসলো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Suffering (দুর্ভোগ) সব সময় শুধু নিজেদের দোষে আসে না। পরিস্থিতি বাদ দিয়ে তুমি চলতে পার না। যেখানে তোমার পরিস্থিতি হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত, সেখানে হিসেব ক'রে তাদের যদি tackle (পরিচালনা) করতে না পার, তাহলে অকারণে তারা হয়তো তোমাকে বিপদে ফেলবে। তুমি হয়তো কল্পনাও করতে পারছ না, কোন দোষও করনি তাদের প্রতি, তবুও out of jealusy (ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে) তোমাকে আঘাত করবে তারা। অতোখানি আঁচ করে tackle করা (পরিচালনা করা) চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দেবার পর বললেন—মনে রেখো, তোমার চলনা যেন সব সময়ই উৎক্রমণী ও উপচয়ী হয়ে চলতে থাকে, অপচয়ী কিছুতেই না হয়। কারণ, তোমার ঐ অপচয় তাঁকেও অপচয়ী করে তুলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্তিগত একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বললেন—আমি তখন ডাক্তারী করি। একটা জায়গায় মাটি তুলতে হবে। আমার ছিল কোদাল ও ঝুড়ি। আমি নিজে গিয়ে মাটি কাটতে গেলাম। তখন গ্রামের কতকগুলি লোক এসে বলল, 'বাবু! আপনি এই করছেন, তা হবে না।' তারা প্রায় চল্লিশ জনে মিলে আমার মাটি তুলে দিল। অবশ্য, সকলের সঙ্গে আগে থাকতেই হৃদ্যতা ক'রে রাখা লাগে, যাতে তোমার প্রতি তাদের স্বতঃই গভীর অনুকম্পা থাকে।

কেষ্টদা, জ্ঞানদা খবরের কাগজ নিয়ে আসলেন। কাগজে আছে World State Formation (বিশ্বরাষ্ট্র গঠন)-এর কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই শুনে বললেন—বিশ্বরাষ্ট্র যদি কিছুতে হয়, তবে আমাদের এই জিনিস দিয়েই হবে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে সমাসীন। ডাকুবাবু, চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু (সিংহ), ছোটেভাই (মিশ্র) আসলেন। তাঁদের সঙ্গেকথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল, এখানে যখন ঝাণ্ডা গেড়েছি, এখানেই থেকে যাব। বিহার বুদ্ধদেবের জায়গা। শিখগুরু গুরু গোবিন্দের জন্মস্থানও শুনেছি এখানে। তারপর বাবার স্থান। কিন্তু যে-রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে শান্তিপূর্ণভাবে আমার কাজ করাই তো মুশকিল। আগে ক্ষত্রিয়ের কাজই ছিল ব্রাহ্মণকে protect করা (রক্ষা করা)। সেদিন আজ কোথায়?

যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্তী), হরিদাসদা (সিংহ), পরেশ ভাই (ভোরা) প্রমুখ আসলেন দেওঘর থেকে।

এরপর মহেশ্বরবাবু (ঝা) আসলেন। মহেশ্বরবাবুর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, আমাদের কতকগুলি বুঝ থাকলেই যে হল, তা কিন্তু নয়। বুঝগুলিকে যদি সঙ্গতিশীল ক'রে বিন্যাস ক'রে না তুলি, তাহ'লে হয় না। আর, ওটা হয় না যতক্ষণ আমরা সুকেন্দ্রিক না হই।

১৩ই ভাদ্র, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৯। ৮। ১৯৫২)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের ৬৫তম জন্মতিথি। এখানে (দুমকা) অল্প কয়েকজন মাত্র আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে। ভোরে উঠে সবার কাছেই আবহাওয়াটা বড় করুণ ও ম্লান লাগছিল। অনিল (চক্রবর্তী), নিখিল (ঘোষ), বিশ্বম্ভর (শীল) ও প্রফুল্ল জাগরণী দিল। পরে ঊষাকীর্ত্তন হল।

আজ আবার পূজনীয় বড়দাদের মামলার তারিখ। ভোরে তাঁরা দেওঘর রওনা হয়ে গেলেন। পরে জ্ঞানদা (গোস্বামী), প্রফুল্ল প্রমুখ আরও কয়েকজন গেলেন।

আশ্রমে তিথিপূজা উদ্‌যাপিত হ'ল যথারীতি। ওখান থেকে বাস রিজার্ভ করে একদল আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে।

এখানেও শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নান, ভোগ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে হল। অন্য সবার জন্যও খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হল। ঘি-ভাত, চচ্চড়ি, আলু-পটলের ডালনা, ডাল, দই, মিষ্টি ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় দুমকায় মুখার্জী পার্কে তাঁবুর নিচে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়) জ্ঞানদা (গোস্বামী), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা), নিখিল (ঘোষ), প্যারীদা (নন্দী), অনিল (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল প্রমুখ তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করছেন।

শহর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি ভগবানকে দেখেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছু বুঝি না। তবে আমি যা' জানি তা' বলি। এরা লিখেটিখে নেয়। আমার ঈশ্বর-দর্শন হ'য়েছে এ-কথাও বলতে পারি না, হয়নি এ কথাও বলতে পারি না। আমি ঈশ্বর বা ঈশ্বর-দর্শন বলতে কী বুঝি ওদের কাছে লিখিয়ে দিয়েছি। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি, আমি যা বুঝি বা জানি তা' যাতে লিপিবদ্ধ থাকে, যদি কেউ তা' দিয়ে উপকৃত হয়। ওরা সব লিখে রাখে। ঈশ্বরের ধারণা অনেকেরই অনেকরকম। কেউ হয়তো স্বপনে মায়ের মূর্ত্তি দেখলো, কৃষ্ণকে দেখলো, এটা কিন্তু ঈশ্বরদর্শন নয়। যখন ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে দুনিয়ার যা' কিছুকে জানি সব কিছুর অন্তর্নিহিত উপাদান-সামান্য ও বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার ক'রে, তখনই হয় ঈশ্বরলাভ। তাঁর তত্ত্বমূর্তি তখন ফুটে ওঠে। প্রাপ্তি মানে আপ্তি। তিনি যত আমাদের আপন হ'য়ে ওঠেন, ততই তাঁকে পাই। আপন হওয়া মানে তিনি আমাদের চরিত্রে ফুটে ওঠেন।

উক্ত ভদ্রলোক—কোন্ পথে তাঁকে লাভ করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা অনুরাগ, ভক্তি। ভক্তি চুষে নেয় আদত জিনিস। মৌমাছি গু'তে পড়লেও নাকি তা' থেকে মধু টেনে বের ক'রে ছাড়ে।

উক্ত ভদ্রলোক—সূর্য্যকে যদি উপাসনা করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূর্য্যের উপাসনা তখনই হবে, সূর্য্যের মরকোচ জানেন এমনতর মানুষকে যখন ধরি। অঙ্ক শিখতে হ'লে গণিতজ্ঞকে ধ'রতে হবে। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'। ব্রহ্মবিৎ ছাড়া ব্রহ্মকে পাই না।

উক্ত ভদ্রলোক—সবার ওপর মানুষ সত্য, এ কথাই কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল মানুষকে বাদ দিয়ে যদি সব মানুষকে ধরি, তাতে হবে না। কিন্তু তাঁকে অবলম্বন ক'রে যদি সবাইকে নিয়ে চলি, তবেই ঠিক হবে।

উক্ত ভদ্রলোক—ভগবান যদি থাকেন, আপনি যদি পেয়ে থাকেন, তবে এখনই তাঁর আস্বাদন পাইয়ে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রসগোল্লার আস্বাদ যদি পেতে চাই, তবে চামড়ায় ঘষলে পাওয়া যাবে না। জিহ্বাতেই দেওয়া লাগবে। ক'রতে গেলে বিধিমাফিক ক'রতে হবে।

প্রশ্ন—তিনি তো সব নিয়মের পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বিধাতা, তাই বিধিকে বাদ দিয়ে নন তিনি।

এরপর পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, দয়ালদেশ সম্বন্ধীয় ও অনুভূতির বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের লেখা পড়ে শোনানো হল।

প্রশ্ন—আপনার ভিতরে যে অনুভূতিগুলি হয়, সেটা সব সময় কি জেগে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা রেশ থাকে।

প্রশ্ন—এই অবস্থায় কোন্ স্তরে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টানুরাগ ঠিক ঠিক গজিয়ে উঠলেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ইষ্টীতপা হয় যখন মানুষ, তখন তার সব-কিছু দিয়ে তাঁকে উপচয়ী ক'রতে চায়, তখন দ্বিধা ব'লে কিছু থাকে না।

প্রশ্ন—কেমন ক'রে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাঁকে ভালবাসি এই বলা, ভাবা, অমনতর ক'রে করা—এ থেকেই হয়।

ভদ্রলোকগণ খুশি হ'য়ে বিদায় নিলেন প্রায় রাত ১১টায়।

রাজাসাহেবের সঙ্গে আলোচনা চলাকালীন সংবাদ পাওয়া গেল—দেওঘরে নাকি আবার ডাকাতি হ'য়েছে এবং পুলিসে রটাচ্ছে সৎসঙ্গীরাই ডাকাতি ক'রেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গ টাকা ডাকাতি করে না, সৎসঙ্গ মানুষ ডাকাতি করে।

১৪ই ভাদ্র, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৩০। ৮। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় বসে আছেন। একটা বাস ও স্টেশন ওয়াগন রিজার্ভ করে বহুলোক এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের দেখে আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলেন।

এক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা করছিলেন—দুনিয়ায় যা'-কিছু ঘটে, সবই কি ভগবানের ইচ্ছাতে ঘটে, না মানুষের এর মধ্যে কোন হাত আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ছেলে তোমার ইচ্ছাতেই হয়। কিন্তু ছেলে যখন হল, তার একটা আলাদা ইচ্ছা হ'য়ে যায়। এও তেমনি। ঈশ্বরের থেকে দুনিয়ার যা-কিছুর সৃষ্টি হ'লেও, সৃষ্ট প্রত্যেকে তাঁর অনুগামী হ'য়েও চলতে পারে, কিংবা তাঁর ধার না ধারতেও পারে। অনেকেই আমরা তাঁর ধার ধারি না। তার উপর তাঁর হাত নেই। তাই বলে জগন্নাথ টুণ্ডো। অনেকে নিজেদের চলনার দোষে দুঃখ-দারিদ্র্যে ভোগে, আর বলে ভগবানের ইচ্ছাতেই এমনটা হ'চ্ছে। তা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা অজ্ঞ থাকি, দুঃখ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাই, তা' কিন্তু তিনি চান না। তিনি চান আমরা তাঁর সম্পদে সম্পদশালী হ'য়ে জীবনকে উপভোগ করি। কষ্ট যে আমরা পাই, সে আমাদের প্রবৃত্তি-আসক্তির দরুন। আবার, পারিপার্শ্বিককেও যদি আমরা সুকেন্দ্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে তুলতে না পারি, তা'হলে তাদের দরুনও আমাদের দুর্ভোগ ভুগতে হয়।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৩১।৮।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালান ঘরের বারান্দায়। অনেকে কাছে আছেন।

স্থানীয় একজন উকিল আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন—এটা কি আগ্রা সৎসঙ্গের কিছু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মা ছিলেন হুজুর মহারাজের শিষ্যা। এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

আজ বিকালে মুষলধারে বৃষ্টি হ'তে লাগল। আজও দেওঘর থেকে বাস রিজার্ভ ক'রে অনেকে আসলেন। এখানে দীক্ষা কিছু-কিছু হ'চ্ছে।

সন্ধ্যায় অরবিন্দবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়) আসলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা ডানাকাটা বামুন। আমাদের ধর্ম্ম নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, ক্ষমতার তোয়াক্কা রাখতে ইচ্ছা করে না। যদিও ধর্ম্মই ক্ষমতা সৃষ্টি করে। ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে ক্ষমতা থাকেই। তবে ধার্ম্মিক যে, তার সে হিসাব থাকে না। কিন্তু ক্ষমতা থাকলেই যে সেখানে ধর্ম্ম থাকে, তা নয়। ধর্ম্মের চর্চ্চা করি, ওতেই থাকি ভাল, গুলির নেশার মত, পাঁচ গাঁজেল একসঙ্গে হ'লে ভাল লাগে।

মাকালীর প্রসঙ্গ উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কালী মানে সংখ্যায়নী গতি। যে-গতির দ্বারা সংখ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি হয়। কালো negation of all colours (সমস্ত বর্ণের অনুপস্থিতি)। শিব combination of all colours (সমস্ত বর্ণের সমাবেশ)। শিবেরই opposite pole (বিপরীত মেরু) কালী। মা মেপে দেন, পরিমাপিত করেন, প্রত্যেককে তার মতো ক'রে সৃষ্টি করেন। কোথাও একটার মতো আর একটা নয়। প্রত্যেকেই আলাদা। এক বাপের পাঁচ ছেলে প্রত্যেকেই আলাদা। মা-ই যেন আলাদা ক'রে মেপে দেন। নিজের মাকে বাদ দিয়ে যে কালীপূজা করে, শ্যামাপূজা করে, জগদ্ধাত্রী পূজা

করে, সে পূজা সার্থক হয় না। প্রত্যেকের মা ও বাবা তার জীয়ন্ত গৃহদেবতাবিশেষ। মার উপর টান থাকলে সদ্‌গুরুর প্রতি টান আপনা থেকে হয়ে ওঠে।

অরবিন্দবাবু—কালী কালো কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি শ্যামা, আর শিব হ'লো শ্বেত—white, কালী negative (রিচী), শিব positive (ঋজী)। Negative, positive (রিচী, ঋজী)-এর interaction (পারস্পরিক ক্রিয়া)-এর ভিতর দিয়েই শক্তির উদ্ভব। শিবকে বাদ দিয়েও শ্যামা থাকে না, শ্যামাকে বাদ দিয়েও শিব থাকে না। আপনি আছেন, আপনি বাবা-মা দুইয়েরই product (ফল)।

জ্ঞানদা—শিবের বুকে শ্যামার কল্পনা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্মার সৃষ্টি কিন্তু লক্ষ্মীর পেট থেকে নয়, নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে। Positive, negative (ঋজী, রিচী) যেই এসে মিলল, তার central point (কেন্দ্রবিন্দু) থেকেই চিদ্-অণুর স্ফূরণ হ'তে লাগল।

১৬ই ভাদ্র, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১। ৯। ১৯৫২)

সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে।

দুই ভদ্রলোক এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Out of evil cometh good (খারাপের মধ্যে দিয়ে ভাল হয়)। এই বিপদে প'ড়ে এখানে এসেছি ব'লে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, জানলাম, আমার ব'লে পেলাম। এইটুকুই যা আমার লাভ।

ওঁদের একজন প্রশ্ন করলেন—Concentration (একাগ্রতা) কী ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration (একাগ্রতা) ক'রতে গেলে concentration (একাগ্রতা) হয় না। ওর সব চেয়ে সহজ পথ হল আদর্শনিষ্ঠ হয়ে চলা। আর, বুদ্ধি রাখা লাগে আমার ভালমন্দ যা-কিছু দিয়ে তাঁকে উপচয়ী ক'রে তুলব। তখন কসরত ক'রতে হয় না। নইলে, মনের তরঙ্গ চাপা দিতে গেলে তা' আরও ফেঁপে ওঠে, ব্যর্থ পরিশ্রমই সার হয়, মন ক্লান্ত ও বিব্রত হ'য়ে পড়ে। অনেকে মনে করে, concentration (একাগ্রতা) মানে fixation (স্থিরীকরণ)। Fixation (স্থিরীকরণ) ভাল না, concentration (একাগ্রতা) ভাল। মনে হয়, এক জায়গায় fix (স্থির) ক'রে রাখতে গেলে ভাল হয় না। Concentration (একাগ্রতা) মানে যা' কিছু আছে, তা থাকবে with centre for centre (কেন্দ্র-সহ কেন্দ্রের জন্য)। এতে বোধিগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়, ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে তোলে, nerve-এর (স্নায়ুর) capacity (ক্ষমতা) বেড়ে যায়।

উক্ত ভদ্রলোক—আদর্শ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ মানে সদ্‌গুরু।

উক্ত ভদ্রলোক—এমনি concentration (একাগ্রতা) আসে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি কেমন ক'রে আসবে? মন যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। নানা প্রবৃত্তি আছে তো? 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' (বাসুদেবই সব) হ'লে concentration (একাগ্রতা) সহজ হয়।

উক্ত ভদ্রলোক—আমি তো পৈতা-টৈতা ফেলে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৈতা রাখা ভাল। আমি বুঝি না ব'লে, পূর্ব্বপুরুষের ধারা অবজ্ঞা ক'রে চলা ঠিক নয়। এটা দেখলে তাঁদের স্মৃতি মনে পড়ে। পূর্ব্বপুরুষের উপর ভিত্তি ক'রে আত্মসম্ভ্রম জাগ্রত হয়।

উক্ত ভদ্রলোক—একজন যদি পৈতা থাকা সত্ত্বেও কিছু না করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না ক'রলেও স্মৃতির উদ্রেক মাঝে-মাঝে যদি হয় সেও ভাল। শিখদের যেমন বালা পরায় গুরু নানকের কথা মনে করিয়ে দেয়। দিনান্তে যদি একবারও মনে পড়ে, তাও মঙ্গল। আসল জিনিস, আদর্শ না থাকলে কৃষ্টি থাকে না। কৃষ্টি না থাকলে ধর্ম থাকে না। ধর্ম্ম মানে বাঁচাবাড়ার আচরণ। আদর্শ গেলে এ সবই যায়। এ সব যদি না থাকে আমরা পরগাছা হ'য়ে পড়ি। আমার আপনাকে বলতে ইচ্ছা করছে, আপনি হবিষ্যি-টবিষ্যি ক'রে পৈতেটা আবার নেন।

উক্ত ভদ্রলোক—হবিষ্য ক'রতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবিষ্য করা ভাল প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। আপনি নিয়ে অবজ্ঞা ক'রে ফেলে দিয়েছেন। সেই হিসাবে প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত মানে চিত্তে গমন। প্রায়শ্চিত্ত আর দণ্ড কিন্তু এক কথা নয়। প্রায়শ্চিত্তকালীন খাদ্যব্যবস্থা শরীর ও মনের খাঁকতিকে পূরণ করে। স্বচ্ছন্দ-স্রোতা হ'য়ে যে জীবন চলে, তা যার দ্বারা বিকারগ্রস্ত হয় তাকে বলে ব্যাধি। প্রায়শ্চিত্তে সেই ব্যাধিরও প্রতিকার হয়। প্রতি মাসে একটা ক'রে শিশু প্রাজাপত্য ক'রলে শরীরের পক্ষে ভাল হয়, রোগবালাই অনেক ক'মে যায়।

এরপর সমস্তিপুর থেকে হরিনন্দনদা (প্রসাদ), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ আসলেন।

১৭ই ভাদ্র, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২।৯।১৯৫২)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মুখার্জী পার্কের মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। শহর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক আসলেন। একজন প্রশ্ন ক'রলেন—মানুষের চরম অনুভূতি হ'লে কি সে রাগ, দ্বেষ, দুঃখ-কষ্টে উদ্বেলিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখদুঃখ বোধ যে থাকে না, তা নয়। তবে unbalanced (সাম্যহারা) হয় না। আমি যে কিছু জানি, তাও মনে হয় না, জানি না বলে দুঃখ হয় না। জানার

কোন অহঙ্কার নেই, না-জানারও কোনও আপসোস নেই। আমার ছেলেদের যে এই অবস্থায় ফেলেছে এতে আমার কষ্ট হয় না, তা নয়। বেশ কষ্ট হয়। তবে আমার যে অতো টাকার সম্পত্তি পাকিস্তানে ফেলে এসেছি, সেজন্য মনে যে কোন ক্ষোভ আছে বা বেদনা আছে, তা নেই। তবে আমার লোকস্পৃহা বড় বেশি। আপনারা আসলে আমি যেন আমার মতো বোধ করি।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৩। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে দালানের বারান্দায় পাতা চৌকিতে বসে আছেন। অনেকে কাছে আছেন।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রধান শিক্ষক হিসাবে তার করণীয় কোন্-কোন্ দিকে মনোযোগ না দেওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি হ'য়েছে, সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—দায়িত্ব এড়ালে এইভাবে অসুবিধায় পড়তে হয়। নিজে যদি সব দেখতে, শুনতে, তাহ'লে এই অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারতো না। আর, যা'-যা' করণীয় তা' না ক'রলে যোগ্যতাও বাড়ে না, ছিদ্র তৈরী হয়, তা' থেকে শক্তি বেরিয়ে যায়।

বিকালে বিনোদানন্দবাবু (ঝা) ও মহেশ্বরবাবু (ঝা) আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে উপবিষ্ট। তাঁদের সঙ্গে অনেক কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের এই সংহতির দরুন এখনও সরকারের কাছে হাত পাতা লাগেনি। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দরদ এমন আছে যে কেউ বড় না খেয়ে থাকে না। একজনের ঘরে কিছু চাল থাকতে আর একজনকে না খেয়ে থাকতে দেয় না। আমাদের এখানে কত চোর-ছ্যাঁচড় আছে। কিন্তু যে যেমনই হোক, শুদ্ধির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। একজন হয়তো আর একজনের পকেট মেরে নিয়ে গেল। কিছু খরচ ক'রে এসে আবার হয়ত অপরাধ স্বীকার ক'রে কেঁদেকেটে পড়ে। বলুন, তাকে তখন শোধরাতে চেষ্টা করব, না পুলিসে দেব? আমাদের এখানে সব ধরনের লোক তো আসবেই। তাদের কি তাড়িয়ে দেব? তা'হলে তাদের সংশোধন হবে কি ক'রে?

বিহার-বাংলার স্বার্থ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাংলা যদি মরে, তাহ'লে বিহারের পক্ষে সেটা কি ভাল হবে? আর, বিহার কি তা' হ'তে দেবে? তা' আমার মনে হয় না। ফলকথা, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব যা'তে না আসে তাই করা ভাল। বরং আমরা যা' হারিয়েছি তা' ফিরে পাবার চেষ্টা করাই ভাল

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে। সুশীলদা (বসু) ছিলেন।

স্থানীয় একজন ডাক্তারবাবু কয়েকদিন আগে এসেছিলেন। আজ তিনি আবার আসলেন। তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে তাঁকে বোধ করা যায় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রন্থি থাকলে তিনি প্রতিভাত হন না। ভক্তি থাকলে তিনি master complex (প্রভু-প্রবৃত্তি) হ'য়ে ওঠেন। লাখো complex (প্রবৃত্তি) থাকুক না কেন তা' আর তার উপর দিয়ে কাজ করে না। তখন আমরা স্বাভাবিকভাবে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠি। তখন আমাদের আচার-ব্যবহার-চলন-চরিত্রে তিনি ফুটে ওঠেন। তাকেই বলে প্রাপ্তি।

ডাক্তারবাবু—তাঁর সম্বন্ধে বিশ্বাসই যে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানেন না বলে তো বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আপনি যেমন ডাক্তারি জানতেন না। একটা আগ্রহ নিয়ে লেগেছিলেন। তাই শিখেছেন, জেনেছেন। আমি যখন আছি, হ'য়েছি। এর পিছনে একটা কারণ আছে তো? —আমি আস্বাদনটুকু পেতে চাই। একবার আমি রসগোল্লাটা খাব। তারপর রসগোল্লা খেতে গেলে যতটুকু করা লাগে, তা'তো করতে হবে। যেমনভাবে তাঁকে পেতে পারি, তেমনতরভাবে তা করা, তাঁতে অন্তরাসী হওয়া, এইটুকুই সাধনা। কৃপাসিদ্ধ বলে। তার মানে, তাঁর প্রতি এমনতর অনুরাগ থাকে যাতে তিনি সহজেই প্রতিভাত হন।

ডাক্তারবাবু—তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান হন তবে তিনি আমার সাধনার অপেক্ষায় ব'সে থাকবেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি ব'সে থাকেন না তো। তিনি তাঁর কাজ ক'রে যাচ্ছেন। আমি যদি করি, তবে অনুভব ক'রতে পারি। আমি তাঁকে বিশ্বাস করি বা না করি, তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না। সে গরজও তাঁর নেই। আমার গরজ থাকলে আমি যা' করার করব।

ডাক্তারবাবু—বাবা-ঠাকুরদাকে যদি নাও দেখি, তাহ'লেও তাঁদের মানতে আটকায় না। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুতেই মন যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন নেই। মা, বাবা বা ঠাকুরদা সম্বন্ধে প্রশ্ন নেই। তেমনিভাবে ভাবলে হয়। আমি যে আছি, আমার একজন স্রষ্টা আছেন তো?

ডাক্তারবাবু—আমি বলি, তিনি যদি থাকেন, বিশ্বাসরূপ প্রদীপটা তিনি জ্বালিয়ে দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাসরূপ প্রদীপ তিনি জ্বালেনই, জ্বালাবেনই। আমি প্রবৃত্তিতে অভিভূত থাকলেও বিধিবশে তা' ভাঙবেই, আলো জ্বলবেই। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নেই, তুমি জান না, আমি জানি।'

ডাক্তারবাবু—যদি আপনি ঈশ্বর-জানিত ব্যক্তি হন, আমার অবিশ্বাস ভেঙে দিন। আমি যুক্তিতর্কের কথা শুনতে চাই না। আমার কথাগুলি হয়তো অভদ্রোচিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি লাখ ভদ্রোচিত কথা বলেন বা লাখ অভদ্রোচিত কথাই বলেন, আমি আমিই আছি। আমি যতটুকু জানি, ততটুকুই জানি। আমার মনে হয়,

আপনিও যা, আমিও তাই। বরং আমার মনে হয়, আমি আপনার থেকে inferior (নিম্নতর)। আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনার একটা জ্বলন্ত চাহিদা আছে। সেইটে খোঁচা দেয় বারবার। ওর দরুনই মাঝে-মাঝে বলেন ঈশ্বর নেই। তাই, আপনিই আপনার বিশ্বাস-ভক্তির পথ প্রশস্ত ক'রে দেবেন। আপনি পাবেন। ভিতরের চাহিদাই চাপ দেয়। বলে 'তুমি শুধু এইখানকারই নও।' ভিতরের অসন্তোষই শুভ লক্ষণ।

ডাক্তারবাবু—যারা ঈশ্বরকে মানে না, তারা আছে ভাল। যারা মানে তারাও ভাল আছে। আমার বড় দুরবস্থা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানে না এমন লোক তো বড় দেখি না।

ডাক্তারবাবু—আমি দেখছি, তাহ'লে আমাকে একলাই চলতে হবে দুনিয়ার বুকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেই একলা। তিনিও একলা। গাছের দুটো পাতা একরকম নয়। মাথার দুটো চুলও একরকম নয়।

ডাক্তারবাবু—ইচ্ছা ক'রলেও যখন উপায় নেই, তখন করা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা করার মানেও পুনঃপুনঃ করা। আমরা যে মানুষ, সে অমনি ক'রেই হয়েছি।

সুশীলদা—উনি বলছেন, এক মুহূর্ত্তেই হয় কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একমুহূর্তে হবার হ'লে একমুহূর্ত্তেই হয়। একলহমায় হয়। ঝোঁকটা বদলে দিলেই হয়।

প্রফুল্ল—অনেক মহাপুরুষের জীবনে দেখা যায়, তাঁদের স্পর্শে কতজনের মধ্যে দিব্য অনুভূতি সঞ্চারিত হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৈতন্যদেবের স্পর্শ ও আলিঙ্গন কতজনেই হয়তো পেয়েছে। কিন্তু ধোপার যেমন হ'য়েছে, তেমন কারো হয়নি।

এরপর ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন।

পরে সুশীলদা (বসু) বললেন—তিনি পিঁপড়ের ডাকটা পর্য্যন্ত শোনেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি পিঁপড়ের ডাক শুনতে পারেন পিঁপড়ে হ'য়ে, গাছের ডাক শুনতে পারেন গাছ হ'য়ে।

২২শে ভাদ্র, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৭। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। গত তিনদিন শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু বাণীই দিয়েছেন। আজও একটি বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাল জোগাড় করতে পারলে, যদি কিছু দিন বেঁচে থাকতাম, সোনার ভারত ক'রে ফেলে দিতে পারতাম।

স্থানীয় এক মোক্তার ভদ্রলোক আসলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমি নানা সমস্যাপীড়িত। আমি আপনার শরণাপন্ন। আপনি আমায় পথ বলে দিন। আমি চাই শান্তি, আনন্দ, সুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা, abrupt (এবড়োখেবড়ো) কথা। আমি যুক্তিজাল জানি না। সহজ কথা আমার, আপনি দীক্ষা নেন উপযুক্ত জায়গায়, সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠেন, নিজে করেন, অন্যকে দিয়েও করান। আপনিও সুখী হবেন, উপকৃত হবেন, মানুষও সুখী হবে, উপকৃত হবে। সুখ মানে ক্লেশসুখপ্রিয়তা। তাঁর জন্য ক্লেশই সুখের হয়ে উঠবে। এইই একমাত্র পথ। আর, লহমাতেই সুকেন্দ্রিক হওয়া যায়। বলতে থাকা 'আমি সুকেন্দ্রিক'। আর, সেইভাবে ভাবা ও করা—এইটুকুই ব্যাপার।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সরোজিনী-মাকে তামাক সাজতে ব'লে বললেন—দুনিয়াটা তামাক খাওয়ার মতো। সারাদিন খাই, নেশা ধরে মাত্র, পেট ভরে না।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে এসে বসলেন। আর একজন মোক্তার আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। তিনি বললেন—আপনি এত মহান যে, আপনার কাছে আমরা কোনও প্রশ্ন করার অধিকারী নই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বাঁচার অধিকারী কিনা, তাই তার জন্য যা' অনুকূল তা' আমরা সবার কাছ থেকে নিতে পারি।

মোক্তারবাবু—আপনি তো পূর্ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ণ সবাই। তিনি অপূর্ণ কাউকে করেননি। আমাদের ভিতরে অভাব থাকে, আমরা বুঝতেও পারি না শক্তির উৎস কোথায়। তাই, একটা ভূমিকা নিয়ে আমরা চলি। কেউ ডাক্তার হয়, কেউ মোক্তার হয়। কেউ উকিল হয়, কেউ জজ হয়। কেউ হয়তো আংশিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে থাকে। তাইই পছন্দ করে। কেউ হয়তো ব্যক্তিত্ব নিয়ে চলতে চায়। তিনি কাউকে ছোট করেননি বা বড় করেননি। যার যেমন আগ্রহ, সে তা'র মতো তেমন পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে।

ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে যদি আমরা চলি তবে চতুর্ব্বর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ না চাইলেও আসে।

মোক্তারবাবু—মানব-সমাজের দুঃখ যাবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানবসমাজ প্রত্যেকটা মানুষ নিয়ে, শরীর যেমন প্রত্যেকটা কোষ দিয়ে। শরীর সুস্থ রাখতে গেলে প্রত্যেকটা কোষকে সুস্থ রাখার culture (অনুশীলন) করা লাগবে। তা না হ'লে হবে না। সেইরকম মানব-সমাজকে সুস্থ রাখতে গেলে প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলার culture (অনুশীলন) করাতে হবে।

মোক্তারবাবু—সবাই তো লেখাপড়া জানে না, culture (অনুশীলন) ক'রবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সবার ভিতর জন্মগত জিনিস ভালবাসা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি থাকে। এটা সবার মধ্যেই আছে। কোনও বেত্তাপুরুষের প্রতি যদি ঐ শ্রদ্ধা-ভালবাসাটা পড়ে, তাহ'লে ধীরে-ধীরে আমরা তাঁর মত হ'য়ে উঠতে থাকি। এর জন্য লেখাপড়া লাগে না। লেখাপড়া জ্ঞান নয়। সুসঙ্গত বোধিই জ্ঞান। ওতেই তা লাভ হয়।

মোক্তারবাবু—ঈশ্বরলাভের সহজ পন্থা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টনিষ্ঠা। আমরা আগুন হ'তে চাই না। আগুন ব্যবহার ক'রতে চাই। মিষ্টি হ'তে চাই না, কিন্তু মিষ্টি খেতে চাই। ঈশিত্ব যাঁর মধ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, ভগবত্তা যাঁর চরিত্রে মূর্ত্ত, তিনিই ভগবান। তাঁর প্রতি অনুরাগ চাই। কঠিন কিছু না। ভালবাসি ব'লে তাই করা। এর মধ্যে কৈফিয়ত-যুক্তি-তর্ক নেই। I love because I love him (আমি ভালবাসি, কারণ আমি তাঁকে ভালবাসি)।

মোক্তারবাবু—ঈশ্বর লাভ হ'লে তো শোক-তাপ থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শোকতাপ কিছু নষ্ট হয় না। সঙ্গতি হয়, balance (সাম্য) হয়। শ্রীকৃষ্ণও দুঃখে প'ড়ে হাপুস নয়নে কেঁদেছেন, কিন্তু balance (সাম্য) হারাননি। মানুষের সব মমতা বা আসক্তি যখন তাঁর উপর গিয়ে পড়ে, তখন ঐ standpoint (দাঁড়া) থেকেই সে balanced (সাম্যদীপ্ত) হ'য়ে ওঠে। তাঁর পরিপন্থী কখনও কিছু করে না।

এরপর দর্শন, সন্ন্যাস, কর্ম্মফল ইত্যাদি সম্বন্ধেও শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন।

মোক্তারবাবু—আমি যদি জানি, বুঝি, ঈশ্বর এমন—তাহ'লে কি হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাস্ত্র প'ড়ে বা শুনেমিলে হবে না। দর্শনসঞ্জাত বাস্তব সাক্ষাৎকার ও জ্ঞান হওয়া চাই। মানচিত্রে ইংল্যাণ্ড দেখা আর বাস্তব ইংল্যাণ্ড-দর্শন দুইয়ের মধ্যে ঢের তফাৎ। তাই কই, যদি চাও তো কর। আর কর তো এখনই কর। দেরী ক'রো না। দেরী ক'রলে হাতের বাইরে চ'লে যাবে।

মোক্তারবাবু—ভগবানের চোখে স্ত্রী-পুরুষ কি আলাদা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানই স্ত্রী-পুরুষ দুই-ই হয়েছেন। তবে এমনি ভেদ আছে। সমবিপরীত সত্তা। স্ত্রী-পুরুষের কোষই আলাদা। নারী পুরুষের যা কিছুকে sprout করায় (গজিয়ে তোলে)। পুরুষে থাকে জীবন-গুণপনা। মেয়েরা সেই গুণ ও সম্ভাবনাকে দেহে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে। আগে ছিল অর্দ্ধনারীশ্বর। পরে সংঘাতের ভিতর দিয়ে আলাদা হ'ল।

আগন্তুক দুই মোক্তার ভদ্রলোককে শ্রীশ্রীঠাকুর খেতে দিতে বললেন।

তারা বললেন—আমাদের তো এখানেই বাড়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হোক, বনভোজনের মতো হবে।

হরদম শহর থেকে লোকজন আসছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করার জন্য। রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে চেয়ার পেতে বসলেন। সুরেশবাবু (চৌধুরী), অরবিন্দবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ কয়েকজন উকিল পরিবারের সবাইকে নিয়ে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক ছড়াই তাঁদের পড়ে শোনান হ'ল।

অরবিন্দবাবু বললেন—অবতার-মহাপুরুষদের ইচ্ছামাত্রেই তো সব হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে যা কিছুতে উদ্ভিন্ন হ'য়েছেন আকুঞ্চন, প্রসারণ, তরঙ্গ, শব্দ, জ্যোতি, কম্পনের ভিতর দিয়ে। তাঁর ইচ্ছার অভিব্যক্তিই এই জগৎ। আপনি-আমিও ইচ্ছা ক'রে এই হ'য়েছি। আমি ইচ্ছা না ক'রলে আমার পরিবর্ত্তনের সাধ্য নেই, ঠুঁটো জগন্নাথ।

অরবিন্দবাবু—ত্যাগের ভাবটা ছাড়তে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম। 'তুমি আমার' বলায় ছোট করি। তিনি তো সবার। 'আমি তোমার'—এইটেই ভাল। এতে আছে আত্মদানের স্পৃহা। শিশিরবিন্দু শুকিয়ে যদি যায়, তার মধ্যে তার লাভ নেই। সে থেকে যদি তার বুকে সূর্য্যকে বহন ক'রতে পারে, সেই তার গৌরব। আমি বলি—তুমি অনন্তকাল থাক, আমিও তোমাকে অনন্তকাল ভোগ করি। আমার ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম্ম, আচার-আচরণ সব-কিছু দিয়েই তোমার পূজা করব, তোমাকেই উপচয়ী ক'রে তুলব। তখন ঐ বুদ্ধি নিয়েই মানুষ সব করে।

অরবিন্দবাবু—মানুষ অন্যায় ক'রে যখন আসে, তার প্রশ্রয় দেওয়া কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি পাপকে ঘৃণা কর, তার কর্ম্মটাকে ঘৃণা কর, কিন্তু বিপন্ন মানুষটাকে ফেলে দিও না।

অরবিন্দবাবু—মিথ্যার ভিতর-দিয়ে যে পয়সা অর্জ্জন হয়, তা' দিয়ে কি উদর পূরণ করা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার উদ্দেশ্য নিয়ে হ'ল কথা। এমনতর কোন মিথ্যা যদি থাকে যা সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করে, তবে তা' মিথ্যা নয়।

২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৯। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় কিছুক্ষণ বসে তাঁবুতে এসে বসলেন। সুশীলদা (বসু), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), অখিলদা (গাঙ্গুলী), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

Astrology (জ্যোতিষবিদ্যা) সম্পর্কে কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লগ্ন মানে master complex (প্রভু-প্রবৃত্তি)। যা'র অনুপ্রেরণায় আমার এই শরীরের গঠন।

হাউজারম্যানদা তাঁর খড়ম খুঁজে পাচ্ছিলেন না, পরে অন্য একজন যখন তাঁর খড়ম খুঁজে এনে দিলেন, তখনও তিনি চিনতে পারছেন না যে সেটা তাঁর খড়ম কি না। কারণ, একইরকম খড়ম জনার্দ্দনদা, জ্ঞানদারও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—তুমি যদি তোমার জিনিস চিনতে না পার, তবে আমার জিনিসও চিনতে পারবে না। কোনও দুটো জিনিস একরকম নয়। একটার থেকে আর একটার পার্থক্য থাকেই। তোমার জিনিসটার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য কোথায়, এটা সম্বন্ধে তোমার যদি জ্ঞান থাকে, তার মধ্যে দিয়ে distinguish (তুলনা) করার বিদ্যে তোমার আয়ত্ত হবে, বৈশিষ্ট্য-বোধ জাগ্রত হবে। এটা শুধু তোমার বিছানা, বালিস, কাপড়, গামছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। জীবনের সব ক্ষেত্রেই এর সুফল তুমি পাবে।

এরপর সুশীলদার দিকে চেয়ে বললেন—ও ভাবে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছি, আর ওসবের দিকে লক্ষ্য দিয়ে কি হবে? কিন্তু ওটা যে ঢিলেমি, তা আর বোঝে না।

সুধীরদা (বসু)—স্মৃতিশক্তি বাড়ে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ভাবছ, একটা করছ। তখন যদি আর একটা কিছু তার ওপরে ওঠে, তবে একটা চাপা প'ড়ে যায়। আমার মনে হয়, অমন করা ভাল নয়। যা' করবে, তা' thoroughly (ঠিকভাবে) করবে। ঐরকম মনোযোগ নিয়ে সমস্ত জিনিসটাকে face করা (মোকাবিলা করা) লাগে। তখন এমন হ'য়ে যায় যে দশ-বিশটা কাজ simultaneously ক'রতে পারবে thoroughly (পুরোপুরিভাবে)। আমি কুষ্ঠিয়ায় একবার একসঙ্গে দশজন মানুষকে dictation দিয়েছিলাম। চৌদ্দ জন প্রশ্ন করছে, চৌদ্দ জনের দিকে মনোযোগ রেখে এমনভাবে adjust ক'রে (নিয়ন্ত্রণ ক'রে) dictate ক'রে যাচ্ছি যে প্রত্যেকের প্রশ্নেরই জবাব হ'চ্ছে।

সুধীরদা—স্মৃতিশক্তির সঙ্গে কি জাতিস্মরতার কোন সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিস্মরতাও তো ঐ স্মৃতিশক্তি। ঐটে যত finely adjusted (সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত) হয়, পরপর পিছনের চিন্তা ক'রতে-ক'রতে যত অতীতে যাওয়া যায়, ততই স্মৃতিবাহী চেতনার পথ খুলে যেতে থাকে।

২৫শে ভাদ্র, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১০। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জ্জী পার্কের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে আছেন।

শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আর সি সিন্‌হাকে (সৎসঙ্গী) শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি জিওলজির অধ্যাপক। Study leave (পড়ার জন্য ছুটি) নিয়ে বিলাতে যাচ্ছেন গবেষণার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে বললেন—খুব ভাল, খুব ভাল। আর, ওখান থেকে সংগ্রহ করা লাগে আর্য্যকৃষ্টির সমর্থনে কী কী পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে, ইতিহাসের ভিতর দিয়ে, দর্শনশাস্ত্রের ভিতর দিয়ে, সবটার ভিতর দিয়ে সমর্থন বের ক'রতে হয়। বর্ণাশ্রম ও অনুলোমের সমর্থনে যা' পাওয়া যায়, তা বের করতে হয়। আর, ঐসব ভাল ক'রে গুছিয়ে বই লেখা লাগে। সেটাই ভারতকে বাঁচাবে। আজকাল সবার মাথা বিভ্রান্ত। আজকের দিনেই ঐ জিনিসের প্রয়োজন সব চাইতে বেশী। সারা জগতের জন্য আজ এটা দরকার। তোমার পড়াশুনার মধ্য দিয়ে যদি ঐটে ক'রে ফেলতে পার, খুব ভাল হয়। 'Indian genetics and Varnasram' নাম দিয়ে বই লিখতে হয়, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। আজকাল অনেকে মনে করে, যে বামুনের মেয়েকে নিম্নবর্ণের পুরুষ অনায়াসে বিয়ে ক'রতে পারে। কিন্তু তা'তে যে কতখানি সর্ব্বনাশ তা' বোঝে না। আর, প্রাদেশিকতার বুদ্ধি ভাল না। একেবারে আত্মঘাতী। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিধিমত বিয়ে-থাওয়া হওয়া দরকার। কুল, বংশ, চরিত্র, প্রকৃতি ইত্যাদির পারস্পরিক সঙ্গতি দেখে বিয়ে দিতে হবে, সে সবর্ণই হোক বা অনুলোমই হোক। Inter-Provincial Marriage (আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ) যদি ঠিকমতো না হয়, তবে কালে-কালে প্রায় same blood (একই রক্ত) হ'য়ে যাবে।

সুধীরদা—ওর এখানে আসবার সময় পথে বহু বিঘ্ন হ'য়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' (শ্রেয় কাজে বহু বাধা আসে)।

অধ্যাপক সিন্‌হার ভাইও এসেছেন। তিনি ওর জন্য বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার আশীর্ব্বাদ তো আছেই, আমি চাই যে আমি কৃতী হই তোমাদের দিয়ে।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৪। ৯। ১৯৫২)

মাঝে কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু বাণীই দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মুখার্জী পার্কের মাঠে একটি চেয়ারে বসে আছেন। অনেকেই কাছে আছেন। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাও অনেকে এসেছেন।

কথায় কথায় হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন আমরা চাই-ই তখন 'না না' ক'রে লাভ নেই। আমরা যেমন করি, তেমন পাই। যোগ্যতাই আসল জিনিস। হঠাৎ যদি কিছু পাই, সে পাওয়া, পাওয়া হয় না।

Spirit (আত্মিক সম্বেগ) যদি matter (বস্তু)-কে বাদ দেয়, তবে spirit (আত্মিক সম্বেগ) হয় বন্ধ্যা। আবার, spirit-কে বাদ দিয়েও matter-এর কল্পনা করা যায় না। আমরা চেতনা ও স্মৃতি নিয়েই বাঁচতে চাই—অমর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের কিছুতেই যায় না। মরতে আমরা কেউ চাই না। অন্ততঃ স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে চাই

আমরা, সে এই শরীরেই হো'ক বা শরীর ত্যাগ ক'রেই হো'ক। দিল্লীর একটি মেয়ে আছে, তার পূর্ব্বজন্মের কথা সব মনে আছে।

Miracle সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Miracle-এর (অলৌকিক শক্তির) বুদ্ধি আমার কোনদিন ছিল না। কী হবে, কী পাব, সে লোভ ছিল না। ভাল লাগতো তাই করতাম! আর, এসবের যে কোনও দাম ছিল, তাই আমার মনে হ'ত না।

৩০শে ভাদ্র, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৫। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে দুমকায় মুখার্জ্জী পার্কের দালানের বারান্দায় এসে বসলেন কিছুক্ষণ তাঁবুতে বসে থাকার পর। শ্রীশ্রীবড়মাও কাছে আছেন। তা ছাড়া আরও অনেকে আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দুইরকম লোক আছে, এক তৃপ্ত গম্ভীর, আর হ'ল অতৃপ্তগম্ভীর। তৃপ্ত গম্ভীর যারা, তাদের খুব ভাল লাগে। তাদের নাক, চোখ, মুখ সবটাতেই যেন একটা তৃপ্তি মাখান ভাব থাকে। অতৃপ্ত গম্ভীর যারা, তা'দের তেমন ভাল লাগে না।

৩১শে ভাদ্র, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৬। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জ্জী পার্কের তাঁবুতে। নলিনীদা (মিত্র), প্রমুখ আরও কয়েকজন কাছে আছেন। নলিনীদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— দীক্ষাসংখ্যাবৃদ্ধিতে গুচ্ছ বাধে, constructive tendency (গঠনাত্মক ঝোঁক) বেড়ে যায়। সংহতি হয়। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের যোগ্যতা বাড়ে। যে যতই খারাপ হোক, তা'র মধ্যেও একটা adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হ'তে থাকে। আত্মশুদ্ধির চেষ্টা কিছু কিছু করে। হয়তো চুরি ক'রে কিছু খরচ ক'রে ফেললো। আবার হয়তো দোষ স্বীকার ক'রে বাকীটা এনে ফেরত দিয়ে দেয়।

আমরা অনেক সময় কথা বলি। কিন্তু তা'র মধ্যে এমন অনেক কথার অবতারণা করি যা' আমাদের উদ্দেশ্যর পক্ষে উপচয়ী বা সহায়ক নয়। কোন্‌টা উপচয়ী কোন্‌টা সহায়ক নয়, এইটে না বুঝলে কথার সঙ্গতি করা যায় না। বার্ক, শেরিডন, অ্যান্টনি ইত্যাদি এদিকে কেমন চোস্ত ছিল। অঝোরে ব'লে যা'চ্ছে অথচ একটা কথাও বেফাঁস বলছে না। এই যারা যত ভাল জানে, তা'রা তত ভাল যাজী হয়, তারা উকিলও ভাল হয়, বক্তৃতাও ভাল ক'রতে পারে। কোন্ কথাটা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও আমার উদ্দেশ্যের পক্ষে উপচয়ী হবে, মনে মনে ভেবে মহড়া দিয়ে ঠিক করা লাগে, রাস্তা দিয়ে একলা একলা যাচ্ছি। নাম করছি, আর মনে মনে ভাবছি—এই রকম ক'রতে হয়।

A real Ritwik is the life of the nation (একজন প্রকৃত ঋত্বিক যেন একটা জাতির জীবন)।

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দুইয়ের মধ্যেই অধি আছে। তাই, অধ্যয়ন মানে achieving progress or go (আয়ত্তীকরণী গতি)। আর, অধ্যাপনার মধ্যে ঐটে impart করা (বিদিত করা) আছে, যাতে অন্যে achieve ক'রতে পারে (লাভ ক'রতে পারে।)

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর নীচে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। ভোলানাথদা (সরকার), ননীদা (মণ্ডল), প্যারীদা (নন্দী), জ্ঞানদা (গোস্বামী), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), প্রফুল্ল, কেষ্টদা (সাহু) প্রমুখ অনেকে আছেন।

অনেকদিন পর সতুদা (সান্যাল) এসেছেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন ক'রলেন— Greatman (মহৎ লোক) কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর— Greatman (মহৎ লোক) তারাই, যাদের যত লোকসম্পদ। অর্থাৎ, যত বেশী লোকের স্বার্থে যারা স্বার্থান্বিত। তোমার ছেলের প্রতি তুমি যেমন interested (স্বার্থান্বিত), লোকের প্রতি তেমনি ক'রে interested (স্বার্থান্বিত) তারা। Greatman (মহৎ লোক) ও richman (ধনী লোক)-এ তফাৎ আছে। Greatman (মহৎ লোক) people-এর (জনগণের) উন্নতির common factor (উপাদান-সামান্য)। Greatman হ'লে richman আপনা-আপনি হয়। কিন্তু richman হ'লে যে greatman হয়, তা' কখনও নয়।

সতুদা—Sense of decency (সৌন্দর্য্য-জ্ঞান) মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sense of decency (সৌন্দর্য্যবোধ) থেকে আসে তেমনতর behaviour (ব্যবহার), যা' মানুষের কাছে আদরণীয় হ'য়ে ওঠে। সহৃদয় আন্তরিক রকমটাই এর মূল কথা।

সতুদা—Qualified (গুণবান) শয়তান হ'লে তো জাগতিক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর— Qualified (গুণবান) শয়তান হ'লে qualified fall (জেল্লাযুক্ত পতন) হবে। যেমন মোহর খাঁ ডাকাতের কথা শোনা যায়।

সতুদা—মোহর খাঁর নাকি খুব প্রশস্ত হৃদয় ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ঠিক জানি না, ঐরকম শুনেছি। প্রশস্ত হৃদয় ছিল খুব রঘু ডাকাতের।

ননীদা (মণ্ডল) রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক উন্নতির কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাশিয়া-টাশিয়া ভেসে যায় যদি তোমরা তোমাদের কৃষ্টির উপর দাঁড়াও। সদাশয় সিংহের বাচ্চা তোমরা, তোমাদের তুলনা নেই।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি কোন আন্দোলন আরম্ভ ক'রতাম, তবে আগে ঐ genetics (প্রজনন)-এর সুর ধরতাম। কারণ, এর ফল পাব পরে। আজই যদি আরম্ভ করি, ফল পাব পঁচিশ বছর পরে। তাই, সদ্য ফল পাওয়ার যেগুলি সেগুলি পরে আরম্ভ ক'রলেও দোষ হয় না। কিন্তু এটা শুরু করা চাই সবচেয়ে আগে। আর, এটা অনিবার্য্য প্রয়োজনও বটে।

সতুদা—বিবর্ত্তনের ফলে ক্রমেই আরও উন্নত মানুষ হবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কওয়া মুশকিল। বিবর্ত্তন না অপবর্ত্তন হ'চ্ছে, তা বুঝতে পারছি না।

সতুদা—Physical stature (শারীরিক মান) improve (উন্নতি) ক'রছে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Psycho-physical stature (শারীর-মানসিক মান) ও ability (যোগ্যতা) তো deteriorate করছে (অধঃপতিত হ'চ্ছে)। শ্রদ্ধা ক'মে যাচ্ছে। তার মানে psycho-physical weakness (শারীর-মানসিক দুর্ব্বলতা) অনুসরণ ক'রছে তোমাকে।

সতুদা—মানুষ কি একেবারে অসংশোধনীয় পর্য্যায়ে চ'লে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসংশোধনীয় হ'লে পরেই দুটো দিক থাকে। এক, চাপের ঠেলায় ঠিক হ'তে পারে, নচেৎ নিঃশেষ হ'য়ে যায়।

সতুদা—সংশোধিত হ'তে গিয়ে যদি আপনজন যাঁরা তাদের অস্তিত্বই অসম্ভব হ'য়ে ওঠে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হয় না। তা'র কথাই এমন ক'রে বেরোয় যে মানুষের হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত ঠেসে ধরে। সবার সহানুভূতি কেড়ে নেয় সে। একটা জীবনীয় চলন লাভ ক'রে যায়। হয়তো কত পাওনাদারই দয়াপরবশ হ'য়ে মকুব ক'রে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর জ্ঞানদাকে (গোস্বামী) স্নেহভরে বললেন শরীরটা টিপে দিতে।

জ্ঞানদাও খুশি মনে এগিয়ে গেলেন। জ্ঞানদার বাবা বড় উকিল ছিলেন। জ্ঞানদাও ওকালতি ক'রতেন, কিন্তু পরে চাকরী গ্রহণ করেছেন। সেই সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—আগে তুই যদি আমার কাছে আসতিস, তা'হলে ওকালতি ছেড়ে চাকরী নিতে বারণ ক'রতাম। চাকুরে যারা, তারা ভাবতে পারে না যে চাকরী ছাড়া কোন পথ আছে। আর সব দিকগুলি নিভে যায় তার কাছে।

সতুদা—যে কেউ তো যে-কোন profession (পেশা) নিতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সমাজতন্ত্রে তা ছিল না। ওতে unemployment (বেকারী) হয়, অনেকে মারা পড়ে। তাদের culture (শিক্ষা) থাকে না।

সতুদা—কিন্তু ধরুন, আজ বামুনের ছেলেকেও জুতোর দোকান দিতে হচ্ছে পেটের জন্য, তা' না ক'রে করবেই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা লোকশিক্ষক হবে।

সতুদা—লোকশিক্ষক তো মানুষ চায় না। তাতে তাদের পেটও ভরে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে কিছুটা কষ্ট করা লাগবে। তবে আমার নিজের দিকে চেয়েই বুঝি, এতে হয়। মানুষ নিজের বাঁচার দায়েই বাঁচায় তাদের।

ননীদা (মণ্ডল) ডাক্তারী সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা-বুদ্ধি নিয়ে যদি চলা যায়, মানুষের কাছে পয়সা না চাইলেও পাওয়া যায়। তখন আর এল দত্তর ষোল টাকা ফি ছিল। আমাকেও গণ্ডগ্রামে ষোল টাকা ফি দিতো এবং এটা লোকেরা নিজে থেকেই দিতো।

ননীদা—তাণ্ডবস্তোত্র ক'রলে কি হাঁপানি সারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বোধহয় ফুসফুসের ব্যায়াম হয় ওতে।

জ্ঞানদা—আসন ক'রলে কি হয়? ওটা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটাও একরকম ব্যায়াম। আর তোমাদের যা' আছে, সেও অসম্ভব জিনিস। প্রত্যেকটা cell (কোষ) ওতে (নামধ্যানে) vitalised (পুষ্ট) হ'য়ে ওঠে।

১লা আশ্বিন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৭।৯।১৯৫২)

দুমকা থেকে বোধহয় সত্বরই ফিরতে হবে। সবাই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসেছিলেন দুমকায়, এখন কিন্তু জায়গাটা সবার কাছেই উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। এখানকার মুখার্জী পার্কের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা ভুলবার নয়। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, শাল, তাল, আম ইত্যাদি গাছগাছালির অন্ত নেই। তারই ফাঁকে ফাঁকে বাঙের ছাতার মতো সুন্দর সাঁওতাল-পল্লী। চারিদিক রুক্ষ নয়, সবুজে ভরা। এখানে আসার পর অবধি খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে। এই বৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় সাঁওতালরা বড় খুশি। তাদের ধারণা ঠাকুরবাবা আসাতেই দেবতার দয়ায় এই বর্ষণ। মেঘগুলি অনেকসময় পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে থাকে। তার ফাঁক দিয়ে আবার রোদ ওঠে। প্রকৃতির নিত্যনবীন নটলীলা অবিশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চলে। মৌন মাটী ও পাহাড় কালাকালের সাক্ষ্য হ'য়ে নির্ব্বিকারচিত্তে নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে প'ড়ে থাকে। বৃষ্টির পর পাহাড়ী নদী দুর্ব্বার গতিতে ছুটে চলে জলকল্লোলের উচ্ছল কলরব তুলে। রাত্রে সেই শব্দ সবারই কানে আসে, মনটাকে উদাস ক'রে তোলে। সব মিলিয়ে এখন যেন বেশ মন-মাতানো নেশার আমেজ এনে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে। নলিনীদা (মিত্র), সুশীলদা (বসু), ভোলানাথদা (সরকার), ননীদা (মণ্ডল) প্রমুখ অনেকে কাছে আছেন।

নলিনীদা প্রশ্ন ক'রলেন—মানুষের বেলায় পূর্ব্বনির্দ্ধারিত ব'লে কিছু কি নেই যে এমন এমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ব্বনির্দ্ধারিত আমরাই করি। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সত্যি কিছু নেই।

নলিনীদা—দুনিয়ায় কি এমন কোন দিন আসবে যখন অসুরভাব ব'লে কিছু থাকবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য কথার মানে সত্যের ভাব। সৎ মানে অস্তিত্ব, বাঁচাবাড়া। সত্য মানে বাঁচাবাড়া। এইটে সুরভাব। আর অসুরভাব তাই যে প্রবৃত্তি-অভিভূত ভাব সত্তাকে শোষণ করে। অসুরভাব স্বতঃই অসূয়াপরবশ হ'য়ে ওঠে সত্তানুপোষণী যা' তার প্রতি।

সতুদা—মানুষ কার্য্যকারণ সম্পর্কে ভাল ক'রে বুঝলে তখন নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক'রতে পারে। কিন্তু mass (জনগণ) কি এসব বুঝবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-সব শিক্ষা দিতে হয়। বামুনের দলই ঐ জন্য। তোমাদের জন্মই ঐজন্য অর্থাৎ to educate people with your character and infusion of your conception. (তোমাদের চরিত্র ও ধারণা সঞ্চারণার ভিতর দিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করবার জন্য।)

নলিনীদা—আমাদের শিক্ষা আক্ষরিক শিক্ষা ছিল না। তার প্রধান জিনিস ছিল মনের উন্নতি এবং ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত এটা ক'রবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু মনের উন্নতি নয়, যোগ্যতা ও চারিত্রিক উন্নতি মনোবিন্যাসের ভিতর-দিয়ে বাস্তবভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে ক'রতে হবে।

সতুদা—দুনিয়া তো প্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আর, কোন জিনিস এক জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে না। এখন কি আমাদের আগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলা সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ভাত, ডাল, মাছ, মাংস যাই খাও, তা'তে তা' হ'য়ে যাও না। সেগুলিকে হজম ক'রে সত্তাকে পোষণ দাও, বাড়াও। প্রাচীনের ভিতর দিয়ে revealed (প্রকাশিত) হ'য়েছে যা', যা'তে অভ্যস্ত আমরা, তার উপর দাঁড়িয়ে যা-কিছুকে আত্মীকৃত করা দরকার। সত্তাকে অবজ্ঞা ক'রে যতই অন্যেরটা আয়ত্ত ক'রতে যাব, ততই অসঙ্গতি দেখা দেবে। তখন তাও হজম ক'রতে পারব না। একটা চপল উৎসাহ দেখে মেতে উঠব। আজ রাশিয়া, কাল ইংলণ্ড এমনি ক'রে ছুটব। অথচ বাপ, বড় বাপকে অশ্রদ্ধা বই শ্রদ্ধা ক'রতে পারব না। এটা আত্মঘাতী ব্যাপার। আমকে যদি অবজ্ঞা ক'রে তাকেই আনারস বা পেয়ারা ক'রতে চাও, তবে আমকে পাবে না। বরং আমকে আম রেখে পেয়ারা-আনারসের গন্ধ নিতে পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ননীদাকে (মণ্ডল) দেখিয়ে বললেন—পারশবরা কিন্তু বামুন। বামুনের একটা চিলতেও যদি ঠিক থাকে, তাহ'লেও ভাবনা নেই। ওদের মধ্যে অন্যরকম ঢুকে গেছে। ওদের শ্রীপালী সম্প্রদায়টাই ঠিক পারশব বিপ্র।

সতুদা—তবে ওদের position (স্থান) বামুনের মতো নয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা একটা অকাম করেছিল। মাঝে বুদ্ধদেবের পর ওরা পৈতে ছেড়ে দিয়েছিল।

আমি একটা বই পেয়েছিলাম। তা'তে দেখেছিলাম, বামুনদের যে-যে গোত্র পারশবদের ঠিক সেইসব গোত্র আছে। সে বইখানা কে যে নিয়ে গেল, আর খুঁজে পেলাম না। তারও কোন কাজে লাগবে না, অথচ আমার হাতের লাঠিখানা চ'লে গেল। আমি সুরেনকে কত বলেছি খোঁজ ক'রতে। ঐ বইখানা আমাকে যোগাড় ক'রে দে। বইখানার নাম আমার মনে নেই। সেখানে পারশব বলেই উল্লেখ আছে। আমার মনে হয়, নমঃশূদ্র নামটা উঠিয়ে দিয়ে পারশব নামটা সারা জাতের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া লাগে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মুখার্জী পার্কের মাঠে শ্রীযুত সুশীল পোদ্দারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—কথার যেমন একটা মূর্ত্তি আছে, মানুষ যখন মরে যায়, তা'র ভাবদেহেরও তেমনি একটা মূর্ত্তি আছে। কথার মূর্ত্তিটা যেমন tuning (সঙ্গতি)-ওয়ালা receiving centre-এ (গ্রাহক কেন্দ্রে) reproduced (পুনঃসৃষ্ট) হয়, বিদেহ আত্মার ভাবমূর্ত্তিও তেমনি সঙ্গতিওয়ালা জায়গায় রূপ পরিগ্রহ করে।

২রা আশ্বিন, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১৮। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জি পার্কের দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—তোমরা যারা forefront-এ (সম্মুখে) আছ, তা'রা properly disciplined (ঠিকভাবে নিয়মানুবর্ত্তী) নও। তোমরা এক-একজনে এক-এক কথা বল। তোমাদের ঐক্যবদ্ধ কর্ম নেই। আর, কোনও ব্যাপারেই তোমাদের অদম্য উৎসাহ বলে জিনিস নেই। সংহতি বলে যতটুকু আছে সে শুধু ideological charm-এর (ভাবধারাগত আকর্ষণের) উপর দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া বাংলার যা অবস্থা, তোমাদেরও তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মুখার্জী পার্কের মাঠে একটি চেয়ারে ব'সে আছেন। সুরেশবাবু (চৌধুরী), অরবিন্দবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), হাউজারম্যানদা প্রমুখ তাঁর কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেশবাবুকে কথায় কথায় বলছিলেন—একটু একটু ক'রে নাম ক'রবেন। ওতে বৃহস্পতিকে তাজা রাখবে। ওর অসম্ভব ফল। আর, সংসার প্রতিপালন করবার জন্য আয় করবেন না। আপনার আয়, ঘর-সংসার ইত্যাদি যাবতীয় যা-কিছু বৃহস্পতির জন্য। তাই, আয়ের অগ্রভাগ রোজ বৃহস্পতির জন্য তুলে রাখবেন। যারা এটা ঠিকভাবে করে, তা'রা যে বিপদে-আপদে কেমনভাবে রক্ষা পেয়ে যায়, তার অবধি নেই।

অরবিন্দবাবু—সুকেন্দ্রিক কথাটার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সূর্য্যের প্রত্যেকটা কিরণের স্বার্থই সূর্য্য। সূর্য্য যদি ঢাকা পড়ে, তাহ'লে কিরণেরই অস্তিত্ব থাকে না। তেমনি জীবনে পরিপূরণী শ্রেয় কাউকে ধরতে হয়। আর,

যা' কিছু করতে হয়, তাঁরই স্বার্থের জন্য। তাঁকে উপচয়ী করার জন্য বেকুবের মতো ক'রে যেতে হয়। বেশি হিসেব-কিতেব ক'রে লাভ হয় না, ঐভাবে তিনিই যখন আমার সর্বস্ব হ'য়ে ওঠেন, তাকেই বলে সুকেন্দ্রিক হওয়া। দ্বন্দ্বাত্মক বুদ্ধি যত খতম হয়, বোধি তত উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে, প্রীতি তত প্রসার লাভ করে। গণজীবনের মালিক হ'য়ে ওঠে সে।

হাউজ্যারম্যানদা—আজ politics-এর (রাজনীতির) যুগে ভালবাসার কথা তো কেউ শোনে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পলিটিক্স কথার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে পৃ, পূরণ। তাই আমি একে বলি পূর্ত্তনীতি। যা' সত্তাকে পূরণ ও পোষণ করে তাই-ই পলিটিক্স। ভালাবাসা বাদ দিয়ে তা' হয় না।

কুমারেশবাবু (স্থানীয় উকিল) কথাচ্ছলে বলছিলেন—ভগবান আমাদের ভাল ক'রে তোলেন না কেন? তাঁর কাছে তো আমরা আবদার ক'রতে পারি। তিনি যদি না করেন, তবে তো তাঁর দোষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবদার ক'রতে হ'লেই আপনার করা লাগে। আবদার মানে আপনদার। কাউকে আপন ক'রলে তার ওপর দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি থাকে না। তাঁকে যদি আপনার মনে না করি, আর প্রত্যাশাপীড়িত হই, তখন তাঁর উপর দোষ দিয়েই খুশী হই। আত্মদোষ অনুসন্ধান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-বুদ্ধিই গজায় না।

সুরেশবাবু—আচ্ছা, এমন হয় কেন? কোনও case-এ (মামলায়) হয়তো inspired (অনুপ্রেরিত) হ'য়ে বলি, কোনও জায়গায় তেমন ইচ্ছাশক্তি আসে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন impulse (সাড়া) পেয়ে emotion (আবেগ) যেমন excited (উত্তেজিত) হয়, সেখানে expression (অভিব্যক্তি) তেমন হয়। চিত্রগুপ্তের খাতা হ'চ্ছে মাথা। যেখানে গিয়ে যেমন সাড়া পাই, সেখানে তেমন ব্যবহার করি। আমাদের কাছ থেকে অন্যে আবার যেমন impulse (সাড়া) পায়, সে তেমনি করে। আমরা চালে ভুল করি। কিন্তু concentric (সুকেন্দ্রিক) যাঁরা, পরমানন্দ মাধব যাঁদের আছেন, তাঁদের বেচালে পা পড়ে কম। তাদের impulse-এ (সাড়ায়) চেয়ার-টেবিল পর্য্যন্ত উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। মানুষ পাগল হ'য়ে ওঠে। একজন হয়তো আপনাকে টাকা দিচ্ছে, কিন্তু প্রাণ বাড়িয়ে তুলতে পারছে না। কিন্তু আর একজন এমন ক'রে আপনার সহানুভূতি কেড়ে নিল, আপনি উদ্দাম ও বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠলেন। ফল কথা, পরমানন্দ মাধব মাথায় বাঁধা থাকলে ভাবনা নেই।

হাউজারম্যানদা—একজনের উপর নির্ভর ক'রলে তো independence (স্বাধীনতা) নষ্ট হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Independence (স্বাধীনতা) নষ্ট হ'লেও individuality (ব্যক্তিত্ব) থাকে। Independence (স্বাধীনতা) কথাটাই একটা ফাঁকি কথা, independent

(স্বাধীন) কেউ নয়, সবাই interdependent (পরস্পর নির্ভরশীল)। ব্যক্তিত্ব যেখানে খণ্ডিত হয় না, প্রবৃত্তি সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

৩রা আশ্বিন, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৯। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), কিশোরীদা (চৌধুরী), প্যারীদা (নন্দী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দেওয়া বাণী সম্বন্ধে কথায় কথায় বললেন—পরমপিতার দয়ায় যে জিনিস পাওয়া গেল, তা' কয়েকশো, কয়েকশো কি, কয়েক সহস্র বৎসরের খোরাক হ'য়ে থাকল।

পরে তাঁবুতে এসে বসলেন।

খোঁড়া এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমার মতো লোকের কি পরিত্রাণের কোনও রাস্তা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক হ'য়ে খুব ক'রে ভগবানের নাম করা লাগে। পরিত্রাণের রাস্তা যে কার নেই সেইটেই বুঝে পাই না।

উক্ত ভদ্রলোক—সে ভক্তি, শক্তি পাব কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রতে ক'রতে হয়।

উক্ত ভদ্রলোক—কেমন ক'রে কি ক'রতে হয়, তাও তো জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা নিতে হয়।

উক্ত ভদ্রলোক—আমার পক্ষে কি দীক্ষা নেওয়া সম্ভব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকলের পক্ষেই সম্ভব।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২০। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে দালানের বারান্দায় কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে diplomacy (কূটনীতি) ও truth (সত্য) সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি truth-এর (সত্যের) উপর দাঁড়িয়ে diplomacy (কূটনীতি) খাটাই। Truth (সত্য)-কে কিভাবে কোথায় কতটুকু ব্যক্ত ক'রব, সে সম্বন্ধে ভেবে যা'তে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তেমন ক'রেই বলি।

৫ই আশ্বিন, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২১। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), স্পেন্সারদা, চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা), মেন্টু (বসু) প্রমুখ উপস্থিত।

স্পেন্সারদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—আমরা যখন আমাদের কুসংস্কারগ্রস্ত ধারণার মাধ্যমে কোন-কিছু দেখি, তখন আমাদের সঠিক দেখা হয় না, তা'র থেকে চিন্তাও আরও ভ্রান্ত পথে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে তাঁবুতে এসে বসলেন।

সুধীরদা (বসু) ও বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) স্থানীয় আদিবাসী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন। আসার পর তিনি একটা পিঁড়িতে বসলেন।

সুধীরদা বললেন—উনি নিত্য পূজাপাঠ না ক'রে জলগ্রহণ করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ-রকম দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। নিজের কৃষ্টিকে যারা অবজ্ঞা করে, তারা অনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে পড়ে। Culture-এর (কৃষ্টির) বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তা' কৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে মানুষকে সংহত ক'রে তোলে। যা' অসংহত করে, তা কিন্তু কৃষ্টি নয়। আমরা ভাত, ডাল, রুটি খেয়ে তা হ'য়ে যাই না। তাহ'লে অসংহত হ'য়ে যেতাম। কৃষ্টি মানে—যা' ধর্ম্মকে, সত্তাসম্বর্দ্ধনাকে পরিপোষণ, পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করে। এর জন্য আচরণ চাই।

প্রশ্ন—কী করা লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথাও সংহত হ'তে গেলে একটা মানুষ লাগে। আদর্শ, আচার্য্য, সদ্‌গুরু লাগে। সদ্‌গুরু মানে যিনি অস্তিবৃদ্ধির পন্থা জানেন। নচেৎ অসংহত হ'য়ে পড়ি।

ভদ্রলোকের একটা চোখ ফোলা, তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনার চোখে কী হয়েছে?

ভদ্রলোক—অঞ্জনী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু সলমিন্ট লাগালে হয়—কাজল লাগানোর মত ক'রে।

৯ই আশ্বিন, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২৫। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে তিনদিনই খুবই অসুস্থ ছিলেন। গত সোমবারে তিনি ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর ও সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। আজ অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন, যদিও শরীর খুবই দুর্বল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুর নিচে শুভ্রশয্যায় অর্ধশায়িত। প্যারীদা (নন্দী), স্পেন্সারদা, হাউজারম্যানদা, প্রফুল্ল প্রমুখ তাঁর সন্নিকটে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে বলছিলেন—তোমার careless habit (অসাবধানতার অভ্যাস) থাকলে, অনেক loss-এর (ক্ষতির) মধ্যে প'ড়ে যাবে। তোমার habit (অভ্যাস) যদি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে তোমার সংস্পর্শে যা'রা

আসবে, তারাও অগোছাল, এলোমেলো হ'য়ে পড়বে। নিজের সামান্য ত্রুটিও ক্ষমা ক'রতে নেই। জেম্‌স habit (অভ্যাস) সম্বন্ধে যা' লিখেছেন, পড়েছ তো? একেবারে ঋষির মত লিখে গেছেন। আমার তো দেখেছ? এই বয়স, প্রায় invalid (অথর্ব) হ'য়ে গেছি, তাও মুখে দিতে গিয়ে যদি একটা লবঙ্গ প'ড়ে যায়, তখনই খুঁজে-পেতে বের ক'রে ছাড়ি। Let it go (যেতে দাও) ব'লে ছেড়ে দিই না। আমি জানি, সামান্য ঢিলেমির যদি প্রশ্রয় দিই, সেইটেই হয়তো পেয়ে বসতে পারে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই্ভাবে যদি নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) না কর তবে কৃতকার্য্য হ'তে পারবে না। তুমি হয়তো অনেক পরিশ্রম ক'রছ, কিন্তু profitable (উপচয়ী) কিছু ক'রে তুলতে পার না।

১০ই আশ্বিন, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৬। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে আসীন। অনেকে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি।

স্পেন্সারদা কয়েকটা প্রশ্নের অবতারণা করলেন,—দুনিয়ায় যা-কিছু ঘটে, তা' ভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটে কিনা, এবং তাইই ভালর জন্য কি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকেই এরকম মনে করেন। কিন্তু আমার ধারণা যে, জগতে ভাল যা ঘটে, তা ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে এবং খারাপ যা ঘটে তা শয়তানের ইচ্ছাতেই ঘটে। তাই, দেবত্বের উচিত শয়তানকে নিরোধ করা এবং অস্তিত্বের উচিত অসৎকে নিরোধ করা। আমরা যদি শয়তানকে নিরোধ না করি এবং ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করি, সেটা দেবত্ব নয়। তা হ'ল ভগবানকে উপেক্ষা করা। ভগবান বাঁচার আকৃতির প্রতীক। শয়তান শক্তিমান হ'তে পারে, কিন্তু বাঁচার আকৃতিকে পুরোপুরি নিরুদ্ধ ক'রতে পারে না।

১২ই আশ্বিন, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৮। ৯। ১৯৫২)

আজ বিনোদবাবু (ঝা), মহেশ্বরবাবু (ঝা), উমাপতিবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), অগস্তিবাবু, তারুবাবু (দেওঘরের উকিল) প্রমুখ দেওঘর থেকে দুমকা যান শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেওঘরে ফিরিয়ে আনতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে দুমকা থেকে রওনা হ'য়ে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ দেওঘর বড়াল-বাংলোয় পৌঁছন। সমস্ত আশ্রমের লোক সমবেত হ'য়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করবার উদগ্র আগ্রহে। শ্রীশ্রীঠাকুর আসামাত্র সবাই আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠলেন।

১৪ই আশ্বিন, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৩০। ৯। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীযুত হেম বিশ্বাস মহাশয় কথায় কথায় বলছিলেন—ঠাকুর না থাকলে এ পাড়ায় থাকাই মুশকিল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকতে না পারি চ'লে যাব, গেলে সবসুদ্ধ যাব। জঙ্গলে যেয়ে যদি বসি, জঙ্গলই শহর হ'য়ে উঠবে, যদি পরমপিতার দয়া থাকে।

১৫ই আশ্বিন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। অনেকে আছেন। গতকাল থেকে উৎসব শুরু হবার কথা ছিল। কিন্তু কাল ত্র্যহস্পর্শ ছিল বলে আর আরম্ভ হয়নি। শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর থেকে conference (উৎসব)-এর programme (কর্মসূচী) পঞ্জিকা দেখে ক'রবার নির্দেশ দিলেন।

আজ সন্ধ্যায় জনসভা হ'লো, বিনোদাবাবু (ঝা) সভাপতিত্ব ক'রলেন।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু (সিংহ) এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে স্থানীয় ডি এস পি সম্বন্ধে বললেন—আমার যা' হয়েছে, তা তো হ'য়েছে, তবে আমি পরমপিতার চরণে প্রার্থনা করি, তার ভাল হোক, সে সুখে থাক। আর, তার আওতায় সবাই যেন সুখে থাকে, ভাল থাকে।

তন্ময়দা (দে)—ক্রাইস্টও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় বলেছিলেন 'Father ! forgive them, they know not what they are doing' (ঈশ্বর। ওদের ক্ষমা ক'রো, ওরা জানে না, ওরা কি ক'রছে।) এসব হয়তো খুব উচ্চ আদর্শ হ'তে পারে, কিন্তু আমার পছন্দ হয় না, প্রতিশোধবুদ্ধি জেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ভাবি, সে যদি আমার ছেলে হ'তো, তা'হলে কী ক'রতাম। কাল শাজাহানকে দেখলেন না। আওরঙ্গজেব অতো করা সত্ত্বেও তা'র পিতৃস্নেহ বুকের মধ্যে উত্তাল হ'য়ে ওঠে, সব ভুলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ শুভ বিজয়ার আশীর্ব্বাণী দিলেন।

সন্ধ্যায় জনসভা হ'ল। চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন ক'রে প্রাণস্পর্শী ভাষণ দিলেন।

১৭ই আশ্বিন, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৩। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ প্রাতে যতি-আশ্রমের সামনে বসে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমক্ষে বিনতি-প্রার্থনা, সঙ্গীত, তাঁর আশীর্ব্বাণী পাঠ, অর্ঘ্য-নিবেদন ইত্যাদি হ'ল।

কথাপ্রসঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি তোমাদের কেউ না হ'তে পারি। কিন্তু তোমরা আমার কেউ—এ-কথা আমি ভুলতে পারি না। এই মর্ম্মন্তুদ চেতনা নিয়েই আমি জন্মেছি, এই আমার জীবন। আমি অমুক অমুক ক'রে ছুটব, আর সে হয়তো আমার বুকে লাথি মারবে, আমি তার জন্য প্রস্তুত। তবু আমি ছুটব। কেউ যেন মনে না করে যে সে সৎসঙ্গকে কৃতার্থ ক'রতে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর যতি-আশ্রমে। চাঁদনীরাত, পরিবেশটা অত্যন্ত মনোরম। অনেকেই আছেন।

দুমকার রিপোর্টার জে পি সিং আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরোয়াভাবে তাঁর সঙ্গে নানা কথা বললেন। বিজয়ার আশীর্ব্বাণী তাঁকে প'ড়ে শোনান হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে আজ এখানে থাকতে বললেন। সুধীরদাকে (চৌধুরী) বললেন—'তোমরা যেমন লঙ্কা ড'লে খাও, তাই দুটো খাইয়ে দিও।' এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে একটা লাঠি দিলেন। দিয়ে বললেন—'প্রত্যেক হিন্দুরই লাঠি ব্যবহার করা ভাল।' পরে আরো বললেন—'লাঠিটায় আমার কথা মনে থাকবে।'

এরপর জে পি সিং বললেন—আমি পরে শ্রীযুক্ত কে বি সহায়-কে নিয়ে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যদি আসেন, আমি কৃতার্থ হব। তিনি আসবেন, আমি অতোখানি আশা করি না। তিনি অনেক বৃহৎ, আমি অতি ক্ষুদ্র, তবে এইটুকু ভরসা, বৃহতের মধ্যে ক্ষুদ্রের স্থান চিরকালই থাকে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সিউড়ির একটি ছাত্রকে বললেন—তুমি যা'-কিছু করবে, thoroughly (পুরোপুরিভাবে) ক'রবে। তখন ঐটে অভ্যাসে এসে যাবে। যা' কিছু করবে, চার আল ভেবে ক'রবে। তার মধ্যে খারাপ কী আসতে পারে, ভাল কী, খারাপটাকে কেমনভাবে counter-act (প্রতিরোধ) করতে হবে, ভালটাকে কেমন ক'রে exalt (উন্নীত) করবে, সবটা ভেবে যা'-যা' করণীয় নিখুঁতভাবে করবে।

বৈদ্যনাথ (শীল)—আপনার এ movement-এ (আন্দোলনে) অনেক কিছুই তো করণীয়। কিন্তু এক-একজনে এক-একদিকে জোর দেয়। কেউ হয়তো বৈদান্তিক রকমটা বড় বললো। কেউ হয়তো শিল্প-উন্নয়নকেই মুখ্য ক'রে ধরলো। কেউ হয়তো চল্লিশ জন কর্ম্মী ও দশ কোটি দীক্ষার কথা বললো—এখন এর মধ্যে কোন্‌টা করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই কিছু কর, ও (অর্থাৎ কর্ম্মী-সংগ্রহ ও দীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি) না ক'রলে কিছুই ক'রতে পারবে না, ওটা করাই লাগবে। তা'র উপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যমাফিক এক-একদিকে জোর দিয়ে তো চলবেই। সবার জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী তো সমান নয়।

আর্থার হিউজ আসলেন হাউজারম্যানদার সঙ্গে। হিউজ বললেন—আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়নি, আজ সুযোগ হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও দেখে খুব খুশী হ'লাম।

হিউজ—আমি জানতাম না যে এটা এত বড় ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি করিনি, আপনা থেকে হ'য়ে উঠেছে।

হিউজ—তা' ঠিক! আপনা থেকে হ'লেই হয়।! আচ্ছা ঠাকুর! আপনার বাংলায় যেতে ইচ্ছা করে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছা করে খুব। আমার বাড়ী পূর্ব্ব বাংলা, পাবনা। সেখানকার প্রতি আমার খুব নেশা আছে, প্রীতি আছে।

হিউজ—এখন তো সেখানে যাওয়া সম্ভব হবে না, এই বিভক্ত অবস্থায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিভক্ত হওয়া ভাল নয়, তাতে পর ক'রে দেয়। তা' politics (রাজনীতি)-ও নয়। Politics মানে যা পূরণ করে, পোষণ করে যাতে তা' হয় না, তা' politics (পূর্ত্তনীতি) হয় না।

হিউজ—কেমন ক'রে বলতে পারি না কিন্তু আমার মনে হয় আবার বাংলা জোড়া লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকথা শুনলেও আমার ভাল লাগে।

হিউজ—ভাষা এক, সাহিত্য এক, রীতিনীতি, আচার-আচরণ এক, কেবল ধর্ম্মে তফাৎ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ধর্ম্ম নিয়ে তফাৎ যেখানে হয়, সেখানে self-interest (আত্মস্বার্থ) আছে। পরমপিতা এক, প্রেরিত পুরুষ এক। তাঁদের বাণী এক। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আলাদা ক'রে শাতন-প্রকৃতি আধিপত্য চালায়।

হিউজ—আজ তো আপনি ব্যস্ত আছেন। আজ আর আপনাকে বিরক্ত করব না। পরে আবার আসব, যখন ডাকবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ডাকব কি? আমার বুকখানা ভ'রে যাবে। আমার খুব ভাল লাগবে। ছেলেপেলে যেমন মিষ্টি ভালবাসে, আমারও মনে হয় আপনাকে ধরি, ধরে ফেলে চেটে খাই।

হিউজ—আপনার কি গ্রামে বাড়ী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রামে। আমার গ্রামে থাকতে ভাল লাগে, বিশেষতঃ নদী যেখানে।

হিউজ—আপনি ছেলেবেলায় খুব শান্ত না দুর্দ্দান্ত ছিলেন? শোনা যায়, যারা ছেলেবেলায় দুরন্ত থাকে তারা পরে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরব রইলেন।

প্রফুল্ল—শুনেছি খুব দুরন্ত ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেবেলায় আমার একদিন মনে হ'ল, সবরকম জীবজন্তুই বোধ হয় মানুষ। যারই মন আছে তারাই মানুষ। কিন্তু জীবগুলি যেমন পরস্পর পরস্পরকে বোঝে না, আমার মনে হ'তো মেয়েছেলেও তেমনি পুরুষকে বোঝে না। ওরা আলাদা একটা জাতির মতো, অন্যরকম দেখে, বোঝে, ভাবে, কেবল পুরুষের মতো ক'রে বলে। কিন্তু পরে যখন শুনলাম যে একটা মেয়ের ছেলে হ'য়েছে, তখন মনে হ'লো, ওদের মেয়ে ও ছেলে উভয়কেই বোঝা লাগে। সেই থেকে মেয়েদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। এখন বুড়ো হ'য়ে গেছি, তবুও একটা ছোট মেয়েকে দেখলেও আমার মাথা সম্ভ্রমে নত হ'য়ে আসে।

হিউজ—বুড়ো হ'য়েছেন বলবেন না। আপনার চুল পাকলেও মুখ দেখে তা মনে হয় না। মুখের মধ্যে যথেষ্ট লাবণ্য আছে।....আবার পরে আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসলে খুব খুশী হব, সন্দেশের মতই লাগবে। যারা খুব লোভী, তা'রা সন্দেশ পেলে চাটে। খেয়ে ফেললে পাছে তাড়াতাড়ি শেষ হ'য়ে যায়, পেট পুরে যায়।

হিউজ—ঠাকুর, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ আছেই। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা আমার—আপনি সুখে সুস্থ দেহে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাকুন। আর, আমরা আপনাকে উপভোগ করি।

এরপর বিনোদাবাবু (পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা) আসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—পাশ্চাত্য স্থান ও কাল জয় ক'রতে চেষ্টা ক'রছে বিজ্ঞানের সাহায্যে। চিকিৎসার ব্যাপারেও তারা তাই ক'রছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারাও কম ছিলেন না। বামুনরা ছিল culture-এর (কৃষ্টির) মূর্ত্ত প্রতীক। তীর্থক্ষেত্রগুলি ছিল ঐ। সেগুলি ঘুরে এসে মানুষের মস্ত শিক্ষা হ'য়ে যেত। আমাদের আশ্রমেও ঐ-রকম ছিল। কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালেই অনেক কিছু শেখা হ'ত। পরে পাবনা শহরেও আমাদের দেখাদেখি অনেকে অনেক কিছু করলো।

ধর্ম্ম চিরদিনই এক, ধর্ম্ম কখনও দুই হয় না। ভগবান এক-একজনের এক-এক রকম নয়। খোদা যদি এক হয়, তবে প্রেরিতপুরুষেরা কেমন ক'রে এক না হ'য়ে পারে? ওরা বিরোধের কথা কয়, কিন্তু কোরাণে তা নেই।

১৮ই আশ্বিন, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৪। ১০। ১৯৫২)

আজ ডাঃ গুপ্ত এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে। তিনি সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা ক'রলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হ'য়েছেন।

সুরত শব্দযোগ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুরত হ'ল তাই যা হ'তে জীবন গজিয়ে ওঠে। প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে আকুঞ্চন-প্রসারণ এর মূলে লেগে আছে। নাম করায় এটা বেড়ে যায়, বোধ করা যায়।

টাউন থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের দেখে বললেন—আপনারা এসেছেন, আপনাদের দেখে আমার খুব আনন্দ হ'ল।

ভদ্রলোকেরা—আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন পেলাম, আনন্দ আমাদেরই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও সৌভাগ্য, দেখে মনে হয় যেন পুষ্ট হ'য়ে উঠলাম। যেমন বাপের ছেলেপেলেদের দেখলে হয়। কিংবা বড় ভাইয়ের হয় ছোট ভাইকে দেখলে।

১৯শে আশ্বিন, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৫। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা প্রশ্ন করলেন—চিরন্তন বা শাশ্বত যেমন বাস্তব, পরিবর্তনটাও কি তেমনি বাস্তব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবর্তন হিসেবে বাস্তব, শাশ্বত মানে পরিবর্তনের ভিতর দিয়েও যা' আত্মরক্ষা ক'রে চলেছে। শাশ্বত কথার মধ্যে ভেকগতির ভাবটা আছে। এক জায়গা থেকে লাফ দিয়ে আর একজায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটা চিঠি লেখালেন।

পরম কল্যাণবরেষু,

খেপু!

তুমি আমার বিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস গ্রহণ ক'রো।

তোমার আবার ফেরিনজাইটিস ও হাঁপানি বেড়েছে শুনে খুবই চিন্তার মধ্যে আছি। রোগশয্যায় তুমি না জানি কত কষ্ট পাচ্ছ। তোমার কথা মনে প'ড়ে মনটা উতলা হ'য়ে ওঠে। এখন কেমন আছ জানলে সোয়াস্তি পাব।

এদিকে আমার শরীর ভাল না, কিছুদিন আগে দুমকা থাকতে influenza হয়, সেই থেকে শরীর খুব দুর্ব্বল ও অবসন্ন। তা'ছাড়া কাশিটা লেগেই আছে। বড় খোকা মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। সোনার আবার জ্বর হ'য়েছে।

এবার কন্‌ফারেন্সে লোকসমাগম বেশ হ'য়েছিল। কন্‌ফারেন্স মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'য়ে গেল। স্থানীয় বিশিষ্ট অনেকেই সাধ্যমত সহযোগিতা ক'রেছেন।

কেষ্টদা পাটনায় গিয়ে উকিল নাগেশ্বরপ্রসাদকে ঠিক ক'রে এসেছেন। Withdrawal বিষয়ে চেষ্টা করার সুযোগ পাননি।

শান্তর জ্বর সেরেছে কিনা এবং সে এখন কেমন আছে জানিও। খুকী, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, কল্পনা, শরদিন্দু প্রভৃতি কেমন আছে জানলে সুখী হব। কল্পনার ছেলেপেলেরা ভাল আছে তো?

তুমি ২৫শে অক্টোবরের আগে এখানে আসবে জেনে সুখী হলাম। এখানে আর-আর সবাই একপ্রকার আছে। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব মোটামুটি ভাল আছে।

আমার 'রাধাস্বামী' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

কল্যাণীয়াসু,
খুকী!

তুমি আমার ঁবিজয়ার আন্তরিক স্নেহাশিস্ ও 'রাধাস্বামী' জেনো।

তোমার শরীর এখন কেমন জানিও। খেপু ও শান্তর সুস্থতার সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত আছি। কানু, তোতা, মঞ্জু, অর্চ্চনা, কল্পনা কেমন আছে? আকু ভাল আছে তো? তাকে আমার ঁবিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানিও।

আমার শরীর ভাল নয়, কাশীতে কষ্ট পাচ্ছি। বড়খোকাও খুব সুস্থ নয়। সোনার জ্বর, আর সবাই একপ্রকার আছে। হরিদাস ও বাদলের বাড়ীর সব মোটামুটি ভাল আছে।

Case-এর তারিখ পড়েছে আগামী ২৫শে অক্টোবর। এই ব্যাপার থেকে রেহাই না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছি না। সব সময় একটা উদ্বেগ ও আতঙ্ক লেগেই আছে।

মাঝে-মাঝে তোমাদের মঙ্গল সংবাদ পেলে সুখী হব।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদা'

স্নেহের শান্তু, কল্পনা, অর্চ্চনা, তোতা, মঞ্জু!

তোমরা আমার বিজয়ার আন্তরিক স্নেহপ্রীতি গ্রহণ ক'রো।

পরমপিতার চরণে প্রার্থনা আমার, তোমরা নীরোগ, সার্থক, সুদীর্ঘজীবন লাভ কর। সুখে, শান্তিতে, স্বস্তিতে পরিতৃপ্ত থাক।

আমার শরীর ভাল নয়। আর সবাই মোটামুটি একপ্রকার আছে।

তোমরা কেমন আছ জানলে সুখী হব।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

তোমাদেরই দীন

'জ্যাঠামহাশয়'।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্তী), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), নগেনদা (সেন), হরিপদদা (সাহা), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্মা), মণিদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মণিদাকে (চট্টোপাধ্যায়) ডেকে বললেন—অখিল তো চ'লে যাচ্ছে। এখন তো তোমারই ভার নেওয়া লাগবে। আমি দেখলাম, তোমার মতো এমন regular (রোজ) আর কেউ করবে না। তুমি হেমপ্রভা-মার কাছ থেকে টিফিন কেরিয়ার-এ ভাতটা নিয়ে দেবে শচীনদাকে। তোমার তো হনুমানের দৌড়, কত সময়ই বা লাগবে? লক্ষ্মী আমার, দেবে তো?

মণিদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লক্ষ্মী ছেলে, ও আমার কখনও 'না' বলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে জিতেনদাকে (মিত্র) সপরিবেশ নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত ক'রে তোলার কথা বললেন।

নূতন পাঞ্জাপ্রাপ্ত ঋত্বিক নন্দদুলালদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—তোমাদের চরিত্র যেন এমন হয়, ব্যক্তিত্ব যেন এমন হয়, যেন কোনরকম deviation (বিচ্যুতি) না হয়। বামুনের মতো চলা চাই, ঋত্বিকের মতো চলা চাই।

এরপর শরৎদা (হালদার) প্রশ্ন ক'রলেন—বিবর্ত্তনে শেষ কথা বলে কি কোনও কথা হয়? চার হাজার বছর পরে আরও কিছু পাওয়া যাবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শেষ কথা কি ক'রে হবে? তবে একই জিনিস আরও আরও unfurled (বিকশিত) হয়, মানুষের consciousness (চেতনা) যেমন বাড়ে। আমার কথাগুলি আপনারা বোধ ক'রতে পারছেন, work out (কার্য্যকর) করতে পারছেন। কিন্তু এমন দিন আসবে যখন কথাগুলি থাকা সত্ত্বেও মানুষ তেমন ক'রে বোধ ক'রতে পারবে না। তখন হয়তো আর একজন আসবেন, এটাকে ব্যাখ্যা ও আরোতর করবার জন্য।

শরৎদা—আমরা যাই ক'রতে যাই, একটা সাম্প্রদায়িক রকম ক'রে ফেলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা সাম্প্রদায়িক হ'লেও এমন সম্প্রদায়, যাদের কাছে সব সম্প্রদায়ই explained (ব্যাখ্যাত)। আপনারা সবাইকেই শ্রদ্ধা করেন, বোঝেন।

শরৎদা—মহাপুরুষরা অসাম্প্রদায়িক হ'লেও প্রত্যেক মহাপুরুষের সাথে এক-একটা সম্প্রদায় গ'ড়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা যদি ঠিকভাবে চলেন, তা হবে না। আপনারা লাখো সম্প্রদায় হ'লেও তার মূল প্রতিপাদ্য থাকবে এক। সবটার মধ্যেই এক ঠিক থাকলে ভাবনা নেই। সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গতি আনবার জন্য আপনাদের অনেকখানি করবার আছে।

২০শে আশ্বিন, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৬। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

একটি দাদা এসে কেঁদে পড়ে জানালেন—আমি বহু লোককে মেরেছি, আমার মুক্তি কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মুক্তি! পরমপিতার নাম কর, ইষ্টকে ভালবাস, আর যাতে মানুষ অত্যাচারিত না হয়, তাই কর। এবং যারা মানুষকে অত্যাচার করে, তা'রা যাতে তেমন ক'রতে না পারে, তেমনভাবে নিরোধ কর।

একটি দাদা এসে পারিবারিক অসঙ্গতির কথা জানাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা আরও বেশি হ'লেও ক্ষতি ছিল না, যদি তুমি সঙ্গত হ'তে, ইষ্টপ্রাণ হৃদ্য ব্যবহারসম্পন্ন হ'তে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিনঃ' আমার মনে হয় এই 'ষট্ সুতা' বলতে প্রথম তিন বর্ণের অনুলোম সন্তানকেই বোঝায়।

অপরাহ্নে যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর-সমক্ষে কর্ম্মী বৈঠক হল। শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদের দীক্ষাসংখ্যা বৃদ্ধি, চরিত্র, আদর্শনিষ্ঠা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালোচনা, পারস্পরিকতা, উপযুক্ত কর্ম্মীসংগ্রহ, যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে চলবার কথা বললেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জীবন মানেই বাধাগুলিকে অতিক্রম করা ও তা এড়িয়ে চলা। নানান ঢেউ আসছেই, আসবেই।

বীজ মানেই যা' দুইদিকে গজায়। তাই বীজমন্ত্র মানে যা বাস্তবভাবে ও আধ্যাত্মিকভাবে দুইদিকে উন্নত করায়।

২১শে আশ্বিন, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৭। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরো অনেকেই ছিলেন।

দোবেজী (রামপ্রসাদ দোবে) এসেছেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—দেবাসুরের সংগ্রাম আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি দেবতা হতাম, সেও এক হ'ত। আর, যদি অসুর হতাম, সেও এক কথা ছিল। আমি যে নিতান্ত একটা অপদা মানুষ।

২২শে আশ্বিন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৮। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে। অনেকেই কাছে আছেন।

বৈদ্যনাথ ভাই (শীল) প্রশ্ন ক'রলেন—হিন্দুদের অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিক গোত্র নেই। তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু লোক বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাদের গোত্র তারা জানতো না। পরে 'হারায়ে মারায়ে কাশ্যপগোত্র' গোছের হয়েছে।

অজয়দার (গাঙ্গুলি) চিঠি আসছে না। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উদ্বিগ্ন আছেন। বললেন—কেউ আমাকে একটু দয়া ক'রে নিজেকে রক্ষা ক'রে চলবে না।

২৩শে আশ্বিন, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ৯। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা (হালদার)—আপনার কি মনে হয় যে আর্য্যসভ্যতাই প্রাচীনতম সভ্যতা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সভ্যতা আরম্ভ হয় তখন থেকেই, যখন থেকে মানুষের কাছে law of existence, law of becoming unfurled হয় (বাঁচাবাড়ার বিধি উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে)। আমার মনে হয়, আর্য্যদের কাছেই এইটে সর্বপ্রথম প্রতিভাত হ'য়েছিল।

যতীনদা (দাস) জিজ্ঞাসা করছিলেন—আপনি যে নাম রাখেন, সে কি বাবা ও ঠাকুরদার নামের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামটা এমন হ'লে ভাল হয়, যাতে বংশবৈশিষ্ট্যকে পুষ্ট করে।

২৪শে আশ্বিন, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১০। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ, পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র) প্রমুখ আছেন।

সুধাংশুদা—আমাদের প্রধান করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা গাছ বাড়ে। প্রথমে একটা গুঁড়িই ওঠে। তারপরে ডালপালা, পাতাটাতা ওঠে। আমাদেরও সব সময় গুঁড়ির দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থাৎ, যাই করি দীক্ষিতের সংখ্যা-বৃদ্ধিই আমাদের প্রধান কাজ।

Burning urge (জ্বলন্ত আকূতি) ক'রে নেওয়া লাগে, প্রত্যেকটা বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করা লাগে আমার উদ্দেশ্যকে পরিপূরণ করবার জন্য। মানুষের কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি নানা জিনিস আছে। কোন্‌টাকে কেমনভাবে চালনা করলে কোনও খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে না, অথচ আমার আদর্শের পক্ষে অনুকূল হবে, তা বোঝা লাগবে। এইভাবে তাকে অসৎ ও অন্যায়ের নিরাকরণে তৎপর ক'রে তুলতে হবে, তাকে সঠিকভাবে চালিত করা চাই।

সুধাংশুদা— Burning urge (জলন্ত-আকূতি) তো ন'মাস-ছ'মাসে একবার হয়। Continuity (ক্রমাগতি) থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Continuity (ক্রমাগতি) থাকে না; অন্য বিষয় বড় হ'য়ে ওঠে। আদর্শে দৃঢ় না হ'লে, জ্বলন্ত আকূতি না থাকলে কোন বিষয়ের উপর মানুষের আধিপত্য আসে না। অবস্থার দাস হ'য়ে পড়ে। আত্মস্বার্থ এসে পড়লে তখন ভুল হ'য়ে যায়। অর্থ, মান, যশ ইত্যাদির প্রত্যাশা আসলে তখন আর পারে না। কিন্তু আর দশ জনের স্বার্থের জন্য করলে অসুবিধা হয় না।

ননীদা (চক্রবর্তী)—বুদ্ধি ক'রে কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই তো বুদ্ধি ক'রতে-ক'রতে হয়। বার-বার ক'রতে ক'রতে তখন আপনা থেকেই হয়। একটা ডালে কতো পাতা। হয়তো আন্দাজ ক'রলে, গুনলে, আবার তখন intuition-এর (অন্তর্দৃষ্টির)-এর মতো হ'য়ে যাবে। প্রত্যেক ব্যাপারেই এমনতর হয়। Mental blindness (মানসিক অন্ধতা) যেন কিছুতেই না আসে। সব সময় তীক্ষ্ণ observation (পর্যবেক্ষণ) রাখা লাগে সব দিকে।

কালিদাসদা (মজুমদার)—অবতার পুরুষ ও পাবক পুরুষ কি এক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবতার পুরুষ—যা' evolve করে (বিবর্তিত হয়) সময়ে। কিন্তু পাবক পুরুষ হলেন তাঁকে আশ্রয় ক'রে যারা বিশেষ-বিশেষ সময়ে এক একটা দিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। অবতার পুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তমে সবদিকের সর্বাঙ্গীণ সুসঙ্গতি দেখা যায়।

শরৎদা (হালদার)—বিভিন্ন বারে যাঁরা আসেন, তাঁরা কি একই সত্তা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্'।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—ধর্ম্মের গ্লানি হ'লে তো তিনি আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের গ্লানি অর্থাৎ সত্তার গ্লানি অর্থাৎ সত্তার ধৃতি যেখানে ব্যাহত হয়, তখন সবার মধ্যে ত্রাহি-ত্রাহি রব জাগে। আকূতি (urge)-গুলি তখন concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়ে ওঠে। যেখানে যে pair-এ (জুটিতে) সেইটে সংহত হ'য়ে ওঠে, তাঁদের মধ্যে দিয়েই তিনি আবির্ভূত হন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে যতিবৃন্দ, শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন।

শৈলেনদা—অশৌচ অবস্থায় কি নাম দেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃতাশৌচে সাধারণতঃ মনটা affected (আক্রান্ত) হয়ে থাকে, তখন ভাল ক'রে সঞ্চারিত করতে পারে না। তাই তখন দীক্ষা না দেওয়াই ভাল। জন্মাশৌচে তেমন হয় না, তাই দীক্ষা দেওয়া চলে। তবে যে-কোনও অশৌচ অবস্থায় ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নী অন্যকে দিয়ে করান ভাল। এমন কি, অদীক্ষিত কাউকে দিয়েও করান যায়। বিশেষ অসুবিধাস্থলে নিত্য অর্ঘ্য তুলে রেখে অশৌচান্তে মন্ত্রপাঠ ক'রে নিবেদন করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে। লালভাই (প্রসাদ), রাজেন ভাই (পাল), শান্তিমা প্রমুখ আছেন।

হিন্দী ভাষা সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দী ভাষা যা' শুনেছি, এর মধ্যে 'হ্যাঁয়' কথার খুব ব্যবহার আছে। তাতে ভাষার strength (শক্তি) কমে যায়। ঢেউ যেমন কূল ছুঁয়ে গেলে থেমে যায়, হ্যায় বললেও যেন ঐরকম হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—স্পেন্সার কেমন আছে?

হাউজারম্যানদা—ঠিক বলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে স্পেন্সারের কথা বলতে পারলি না, ওটা ঠিক নয়। ওতে অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, মস্তিষ্ক অচল হয়ে যাবে। চলবি ফিরবি, চোখদুটো সার্চলাইটের মত ঘুরবে। যা দেখবে, তাইই ক্যামেরার snap-shot-এর মতো (ফোটো তোলার মতো) pick up ক'রে নেবে (তুলে নেবে)। কোথায় কী আছে, কিছুই চোখ এড়াবে না, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু পর্য্যবেক্ষণ থাকবে, তবেই তো হবে। কোনও একজন পণ্ডিতের কথা শুনেছি, তিনি ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু তাঁর সামনে দুই সাহেব ইংরেজিতে ঝগড়া করছিলেন। তা' তিনি সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করে দিলেন voice recording wire (কথা ধরার তার) যেমন আছে।

লালভাই (প্রসাদ)—বেড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তো সবারই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেও তাঁর জন্য হওয়া চাই। বুদ্ধি থাকবে তাহলে—আমি তাঁকে আরও সুষ্ঠুভাবে সেবা করতে পারব।

লাল ভাই—কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝলেই হয়। ক্ষণ মে হো সকতা হ্যাঁয়।

আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। সবাই শান্তভাবে শুনছেন। একটা গভীর প্রশান্তি সকলের দেহ-মনে সঞ্চারিত হচ্ছে।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১১। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন।

দোবেজী (রামপ্রসাদ দোবে) এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— Democratic Government (গণতান্ত্রিক সরকার) হলে Government (সরকার) people-এর (জনতার) servant (দাস) হওয়া লাগে। সহানুভূতি নেই, সম্বেদন নেই, অনুকম্পা নেই, Government-এর (সরকারের) যদি এমনতর রকম হয় এবং জনতার ওপর জবরদস্তি করা যদি সরকারের অফিসারদের রীতি হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে জনতা তো নিরুপায়। সেখানে গণতন্ত্র কোথায়? আপনাদের কাছে এসে বহুদিন আমার কোনও অসুবিধা হয়নি। আপনাদের স্নেহ-মমতা, প্রীতির মধ্যে আমি যেন আদরে-গোবরে ছিলাম। আমি অবশ্য বেরোইনি কোথাও, তবু আপনাদের কাছে খুব সুখে ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা নয়টার পর বড়ালের বারান্দায় বসে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

মা অনুকা!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তুমি আমার ঁবিজয়ার শুভাশিস গ্রহণ ক'রো এবং বাড়ির অন্যান্য সকলকে আমার যথাযোগ্য ঁবিজয়ার সম্ভাষণ জানিও।

তোমাদের ওখানকার সকলের কুশল দিও। তুমি কেমন আছ জানিও। তোমার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে লিখো।

আমার শরীর তত ভাল নয়। মাঝে জ্বর হ'য়েছিল, তারপর থেকে কাশিতে ভুগছি, তবে পূর্বাপেক্ষা কম। তোমার বড়দাও সুস্থ নয়। অন্যান্য সবাই এক প্রকার আছে।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমার
দীন
'বুড়ো বাচ্চা'

কয়েকটি যুবক আসলেন কুণ্ডা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। একটু বাদে তারা চ'লে যেতে চাইলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এত রোদে অতদূর যাবে, দুটো খেয়ে গেলে হ'ত না? খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বিকালে যেও।

তাঁরা খুশি মনে বললেন—না! এখনই সাইকেলে চ'লে যাব।

একটা ভাইয়ের কলকাতা যাওয়ার ভাড়া নেই, সেই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে জানালেন। তখন-তখনই শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি টাকা কয়েকজনের কাছ থেকে চেয়ে তাকে দিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জন্মেছিই ভিক্ষাপাত্র হাতে করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দোবেজীকে বললেন,—ব্রাহ্মণের উঞ্ছবৃত্তি। দশজনে দেয়, তাই পারা যায়। তবে নিজের জন্য ভিক্ষা যথাসম্ভব কম করাই ভাল। কিন্তু অযাচিতভাবে স্বেচ্ছায় কেউ যদি সশ্রদ্ধভাবে দেয়, তা গ্রহণ না করা কিন্তু খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন, মনুসংহিতায় ওই বিষয়ে উল্লেখ যেখানে আছে, সেখানটা দেখাতে।

৪র্থ অধ্যায়ের ২৪৮, ২৪৯ নং শ্লোকে ওই বিষয়ে আছে। সেটা সংস্কৃত ও বাংলায় শোনানো হল। সেখানে আছে দুষ্কৃতের নিকট হতেও অমনতর অবদান গ্রহণ করা যায়। গ্রহণ না করাই বরং পাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর তাৎপর্য্য হল এই যে, দুষ্কৃতকারীও যদি শ্রদ্ধা-সহকারে আপনাকে ওইভাবে দিতে চায় অপ্রত্যাশী হ'য়ে, এবং আপনি যদি তা গ্রহণ করেন, তবে তার ওই শ্রদ্ধার সূত্র ধরে আপনি তাকে correct করতে পারেন (শোধরাতে পারেন)। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তাকে শোধরানোর সেই সুযোগ আপনার নষ্ট হবে। সে আরও খারাপ হবে হয়ত।

এরপর শ্রীযুক্ত রাম চ্যাটার্জী ও তাঁর দলবল (পনের/ষোলজন) সহ আসলেন। তাঁরা এসে প্রণাম করে বসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখন খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নাও।

ওঁরা পরিশ্রান্ত দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওদের একটু হাওয়া পেলে ভাল হত। (যাঁরা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁরা তখন বসে পড়লেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) পাঠিয়ে দিলেন নগেন ভাইকে (দে) বলতে, যাতে ওদের সকাল সকাল ক'রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়। হরিচরণদাকে (গাঙ্গুলী) শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ করে বললেন যে, ওঁদের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে যাতে ওঁদের কোনও বিষয়ে কোনও অসুবিধা না হয়।

আজ দুমকা থেকে স্টেশন ওয়াগন ভর্তি করে বহু লোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধ'রে বসলেন—'ঠাকুর! আপনাকে দুমকা যেতেই হবে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর অগত্যা রাজি হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর যাবেন শুনে সকলেই বিমনা হয়ে পড়লেন।

২৬শে আশ্বিন, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১২। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় দক্ষিণাস্য হয়ে বসেছেন। যতিবৃন্দ আছেন। পঞ্চাননদা (সরকার), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্মা), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দনদা (মুখোপাধ্যায়), অনিলদা (সরকার), দীনবন্ধু ভাই (ঘোষ), মনোরঞ্জনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনিলদাকে বললেন রত্নেশ্বরদার ছেলের কলকাতায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

অনিলদা—আপনি যখন বলছেন, একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না করলে তোমার ছাওয়ালের যা হয়, ওরও তাই হবে। মনে ক'রো না; ও তোমার ছেলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বলছেন—দুটো গান আছে। একটা 'মহাসিন্ধুর ওপার হতে ভেসে আসে কী সঙ্গীত' আর একটা 'জটার বাঁধন পড়ল খুলে, হে নটরাজ?'—দুটোই দরকার।

পঞ্চাননদার শরীর অসুস্থ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে প্যারীদার ব্যবস্থামত ওষুধ খেতে বললেন।

পঞ্চাননদা—Normal food-এর (স্বাভাবিক খাদ্যের) ওপর দাঁড়িয়ে শরীর যদি ঠিক না থাকে, তাহলে সুবিধা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Normal food (স্বাভাবিক খাদ্য) ওর থেকে আর ভাল কিছু নেই। বহু পরীক্ষা হয়ে গেছে—আমি বলছি ওই আনন্দবাজারের মরিচ-ঘসা ডাল আর ভাতের কথা। কুড়ি বছর ধরে একটা লোকও মরেনি। প্রথম যখন একজন মরল, তখন নানা দিক থেকে প্রশ্ন আসতে থাকল, আশ্রমে লোক মরে কেন? লোকের ধারণা ছিল, আশ্রমে লোক মরে না। তখন লোকের স্বাস্থ্যও ভাল ছিল। তারা কর্মঠ ছিল। আমিও খুব খাটতে পারতাম।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের ঘরে এসে বসলেন। অনেকেই আছেন।

শ্রীযুত রাম চ্যাটার্জী ও তাঁর সঙ্গীদের কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তুমি শাস্তা (শাস্তিদাতা) তখনই হতে পার, যখন তুমি শান্তির প্রচেষ্টায় রত। নয়ত তুমি শয়তান, যম। আমরা বাঁচতে চাই স্ত্রী-পুত্র, নাতি পুতি সকলকে নিয়ে। সকলকে নিয়ে আমরা অমৃতের অধিকারী হতে চাই। আমার কাছে মানুষ জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের politics

(রাজনীতি) কী? আমি বলি, politics (রাজনীতি) কী আমি জানি না। তবে আমি বুঝি এই যাতে মানুষ বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, তাই করাই politics (রাজনীতি)। সত্তা যেমন বাঁচতে-বাড়তে চায়, তেমনি তার অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তিও থাকে। প্রত্যেকের কাছেই তার সত্তা অতি প্রিয়, আমার কাছে যেমন আমার জীবনের দাম, একটা পোকার কাছেও তার জীবনের দাম তেমনি। তাই প্রত্যেকের সত্তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সন্ধ্যায় দুমকা রওনা হলেন। বেলা তিনটের পর থেকে দাদারা ও মায়েরা, আবাল-বৃদ্ধ-যুবা দলে দলে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে আসলেন। ক্রমশঃ ভিড় বাড়তে লাগল। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের যাত্রার প্রাক্কালে মানুষের ভিড় তাঁকে ঘিরে ভেঙে পড়ল। যখন শ্রীশ্রীঠাকুর হাডসন গাড়িতে রওনা হলেন, সবাই 'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। কিন্তু বিদায়ের বেদনায় জনতার প্রত্যেকের চোখমুখ ছলছল ক'রে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর সকলেই যেন বসে পড়ার মত অবস্থা, পা চলে না, মন অবশ, অবলম্বন-হারা, নিস্তেজ।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৩। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। পূজনীয় সুধাংশুদা সহ কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দনদা (মুখোপাধ্যায়), রবীনদা (রায়), দীননাথদা (শর্মা) প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়ারে বসে আছেন। এক এক ক'রে সবার কাছে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—নিমপাতার ঝোল খেয়েছ?

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে যদি ভর্ৎসনা করতে হয়, তবে ওইরকম লাগা চাই। তিতো জিনিস হলেও স্বাদু লাগবে, উপকার হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—সেই দিন যে আমি ওদের (যতীনদা প্রভৃতিকে) বকেছিলাম, তা কি খুব তিক্ত হয়েছিল?

কেষ্টদা—সে অপূর্ব, অমন দেখিনি, আমাদের সকলের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল বেরিয়ে গেল।

জনার্দনদা—ঠাকুর যে নিজের ওপর অতোখানি আঘাত নিলেন, সেইটাই কষ্টদায়ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের যদি কোনও ক্ষতি হয়, তখন আমার নিজের ওপর যে স্বতঃই আঘাত এসে পড়ে। নিজের ছেলেটার বেলায় মানুষের যেমন হয়, তোমাদের সকলের বেলায় আমার তাই মনে হয়।

এরপর রবীনদা সম্বন্ধে কেষ্টদা বলছিলেন—ও সব পারে, কিন্তু সংগ্রহ-ব্যাপারে একটু অপটু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক পারবে, ভীমরাজের বাচ্চা পারবে না তো কি?

কেষ্টদা—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) না থাকলে অসুবিধা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) বড় বিশ্রী জিনিস। শরীরের যেমন যক্ষ্মা, ও তেমনি মনের যক্ষ্মা।

কেষ্টদা—Go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) সম্বন্ধে বেশি সচেতন হতে গেলে আবার ঝুঁকি নিয়ে বহু কাজ করা চলে না। বহু সময় ধার করা প্রয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে বরাবর দেখেছেন তো? আমি কখনও ধার-বাকির ধার ধারিনি, এক চালের ব্যাপার ছাড়া। মনে পড়ে না, তাও তো জোর করে দিয়ে গেল। বরাবর চেয়ে নিয়েছি, বলেছি পার তো দাও। প্রথম থেকেই আমি এইভাবে করেছি।

কেষ্টদা—গোড়ায়ই আপনি বলেছিলেন, ভিক্ষা ক'রেই কাজকর্ম্মগুলি করা লাগবে। কিন্তু দেখতে হবে মানুষ যেন দিয়ে খুশি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাঠে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), সুধীরদা (বসু), নিখিল (ঘোষ), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), রবীনদা (রায়), হাউজারম্যানদা, দীননাথদা (শর্মা) তাঁর সুনিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করছেন।

মুখার্জী পার্কের অঙ্গনে অপরাহ্নের ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু দূর পাহাড়ের চূড়ায় তখন বিলীয়মান সূর্য্যের স্বর্ণরেখা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে বসেই লক্ষ্য ক'রে বললেন—ওই দেখ, কে যেন পাহাড়ের মাথায় উঠেছে। ও যেন সবাইকে বলছে—আমি উঠেছি, তোমরাও এস, শক্ত কিছু নয়, তোমরাও পারবে—একটা hopeful message (আশাব্যঞ্জক বাণী) যেন পাঠাচ্ছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে রামপুরহাট রোডের পাশে একটা জায়গায় এসে বসলেন। সূর্যের আলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। একটা করুণ উদাস সুর প্রকট হয়ে উঠল প্রকৃতির বুকে। মাঠ, ঘাট, পাহাড়, গাছপালা, সব যেন নিস্তব্ধ, নিথর হয়ে কারও পানে উন্মুখ হয়ে আছে। আজ হাটবার। সাঁওতাল মেয়েপুরুষ সওদা ক'রে ঘরের টানে বাড়ি ছুটছে, পাখিগুলিও নীড়ে ফিরছে—সর্বত্র যেন ঘরে ফেরার পালা। এমন সময় শহর থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন।

ময়ূরাক্ষী বাঁধ সম্বন্ধে কথা উঠল।

কেষ্টদা বললেন—ত্রিকুটের পাশ দিয়ে একটা ঝরণা বেরিয়েছে, তা থেকেই ময়ূরাক্ষীর উৎপত্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাহাড়ের থেকে ঝরণা সৃষ্টি হয়ে যেমন বিরাট নদী হয়ে ওঠে, তেমনি এক একটা মানুষের থেকেও মানুষের মহামেলা সৃষ্টি হয়ে ওঠে। প্রথমে বোঝা যায় না।

ওরা চলে গেলেন। আরও কয়েকজন এলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Entrance (প্রবেশিকা) পাশ ক'রে অন্য সব পড়া যায়। আমাদের Entrance (প্রবেশিকা) পাশ করা হল ইষ্টার্থকেই স্বার্থ ক'রে নেওয়া। তাঁর স্বার্থকে স্বার্থ ক'রে নিলে তা না করতে পারলে যন্ত্রণা হয়, অস্বস্তি হয়, সব সত্তা দিয়ে তাইই করে, ওর ভিতর দিয়েই adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয়।

২৮শে আশ্বিন, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৪। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। রবীনদা (রায়), দীননাথদা (শর্মা), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), বৈদ্যনাথ ভাই (শীল), দেবেনদা (রায়চৌধুরী), নিখিল প্রমুখ উপবিষ্ট।

শ্রীযুক্ত জে পি সিংহ (স্থানীয় সাংবাদিক) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—আমাদের বাঙ্গলা, বিহার ব'লে পার্থক্য রাখলে চলবে না। বিভিন্ন province (প্রদেশ) যেন একটা district (জেলা), এমনতর রকমের হবে। একজন লোকের যে-কোন province-এ (প্রদেশে) স্বাধীনতা থাকবে। যেখানেই যাক মনে ক'রবে আমার নিজের জায়গায় আছি। লোকেও তা'কে সেইভাবে গ্রহণ করবে। আর, আমাদের সমাজকে expand করা (বাড়ান) লাগবে। বিধিমাফিক আন্ত-প্রাদেশিক বিবাহ যদি হয়, বিজ্ঞানসম্মত সুপ্রজননের দিকে লক্ষ্য রেখে, তা'হলে ভাল হয়।

আজ সন্ধ্যায় বিনোদাবাবু (ঝা), শ্রীযুক্ত হেম্‌ব্রম (এম পি), জে পি সিং এবং ভাইস চেয়ারম্যান (জেলা বোর্ড) আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা শান্তিমার (জাতিস্মর) সঙ্গেও অনেক আলাপ-আলোচনা ক'রলেন।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৫। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে সমাসীন। অনেকেই কাছে আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বরাবরের কথাগুলি যদি ধরা থাকত, তাহ'লে বিরাট library (পাঠাগার) হ'য়ে যেত। সমাধি-অবস্থার কথা সব যদি টোকা থাকত, তাহ'লে বিরাট বই হয়ে যেত। ওরা আট/দশ জন মিলেও চেষ্টা ক'রে অনেক সময় ধ'রতে পারত না। কথাগুলি যখন মুখ দিয়ে বেরোত, ওদের নাকি ঠক্ ঠক্ ক'রে হাত কাঁপতে থাকত। কি-সব কাণ্ড হয়েছে, আমি নিজেই টের পেতাম না। পরে শুনে

ভাবতাম, কী ব্যাপার? পরমপিতা আমার ভিতর দিয়ে করিয়ে নিলেন। কিন্তু আমি উপভোগ ক'রতে পারিনি।

জনার্দ্দনদা—জ্ঞান বাড়া মানে তো দুঃখ বাড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে দুঃখ এ দুঃখ না। সে-দুঃখ নিজেকে বিবর্ত্তিত করা। অমনি ক'রেই মানুষ বিবর্ত্তিত হয়। দুঃখ কী তা' বোঝা লাগে। প্রকৃত দুঃখ হ'ল কোনও অবস্থায় প'ড়ে তার নিস্তারের পথ কী, তার সন্ধান না পাওয়া। খ মানে আকাশ। দুঃখ হ'লো তাই যাতে বিস্তার ও বিকাশে স্বচ্ছন্দগতি দুরূহ হ'য়ে ওঠে। পথ জানা থাকলে, জ্ঞান থাকলে, মানুষ সেইভাবে চেষ্টা ক'রতে পারে। তখন অতো দুঃখ থাকে না।

৩০শে আশ্বিন, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১৬। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায়। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), রবীনদা (রায়), দীননাথদা (শর্ম্মা), শচীনদা (গাঙ্গুলী), শান্তি-মা প্রমুখ কাছে আছেন।

মিষ্টি রোদ উঠেছে। পাহাড় থেকে ঝিরঝির হাওয়া আসছে। নানারকমের পাখি মধুর স্বরে কলরব ক'রছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দ-দোদুল ভঙ্গীতে কথাবার্তা বলছেন। সবাই বিভোর হ'য়ে, মোহিত হ'য়ে তাঁর কথা শুনছেন—এ যেন একটা নেশার আমেজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি ভাইয়ের জন্য একজনকে দুটো গেঞ্জী, একজনকে কাপড়, একজনকে জামা, একজনকে জুতো কিনে দিতে বললেন। একজনকে বললেন তার চুল কাটার ব্যবস্থা ক'রে দিতে।

শচীনদা—আগের জন্মে শান্তি বামুন ছিল, এ জন্মে কায়স্থ হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে রাজস ভক্তি ছিল। রাজসের মধ্যে থাকে তাঁকে উপভোগ করার বুদ্ধি। আর, সাত্ত্বিক হ'লে নিজের সব-কিছু নিয়ে তাঁর উপভোগ্য হ'য়ে উঠতে চায়। রাজসে মৎ-বুদ্ধি থাকে, সাত্ত্বিকে তৎ-বুদ্ধি প্রবল হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নাম ক'রলে অনেক সময় শরীর দিয়ে বহু সুগন্ধ বেরোয়। নাকে ভাল গন্ধ পাওয়া যায়। হয়তো চন্দনের গন্ধ পাওয়া গেল। শরীরের মধ্যে সব-কিছু আছে। ধ্বনাত্মক নামের স্পন্দনে শরীর বিশেষভাবে আন্দোলিত হ'য়ে বিশেষ-বিশেষ জিনিস বোধ করা যায়। দুনিয়ার যা-কিছু সবই তো কম্পনের বিভিন্ন সমাবেশ বই আর কিছুই নয়। শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ সব-কিছুই নিত্য নূতনভাবে বোধ করা যায়, সব কিছুরই পরিবর্তন হয়। এর কারণ হ'ল নামে glands ও cell-গুলি (গ্রন্থি ও কোষগুলি) excited ও active হয়ে ওঠে (উত্তেজিত ও সক্রিয় হ'য়ে ওঠে), আকুঞ্চন-প্রসারণের গতি বেড়ে যায়।

শান্তি-মা—এক-একজন, এক-এক লোকে যায় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যেমন gross বা fine (স্থূল বা সূক্ষ্ম), যার composition of physique (শরীরের গঠন) যেমন, তেমন লোকে যায়। ভাব হ'ল মূল জিনিস। ভাব-অনুপাতিক লোক হয়।

ভক্তি-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাত্ত্বিক ভক্তি যখন হয়, তখন আমি তোমার জন্য। রাজস ভক্তি আমার জন্য তুমি। তামস ভক্তি প্রবৃত্তি-অনুগ।

শান্তি-মা—অনেক সময় ধ্যান জমে, অনেক সময় জমে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন প্রবৃত্তি এসে দাঁড়ায়, তখন ধ্যান জমে না। ধ্যান সবসময়ই হয়, যদি জীবন্ত টান লেগে থাকে। তখন তাঁর স্বার্থই আমার স্বার্থ। তখন হয় অনাসক্ত ভক্তি। দশটা টাকা পেলাম, তাঁর জন্যই রেখে দিলাম, তাঁর কাজে লাগবে। এইভাবে সবকিছুই তাঁর জন্যই হয়, সবকিছুতেই ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে। কোন্‌টা তাঁর কোন্ কাজে লাগে, এ সম্বন্ধে বিচার ও বোধ আসে। সব জিনিস সম্বন্ধে বোধ গজায়। নিজের শরীরটাকে ভাল রাখা লাগবে, তাও তাঁর জন্য। তঁদর্থই প্রধান হয়। সবই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে তাঁরই প্রতি অনুরাগের দরুন। বৈধানিক ও মানসিক নিয়ন্ত্রণ হয় তেমনতর।

শান্তি-মা—অনেক সাধুপুরুষ আমাকে মাঝে মাঝে ডাকেন তাঁদের কাছে থাকতে, কী করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ভালবাসা যেন সক্রিয়, বিকিরণী ও নিরন্তর থাকে। তিনি যাতে পরিপূরিত হন, তাইই ক'রবে। নিজের আদর্শকে যদি প্রতিষ্ঠা করি সবার অন্তরে এবং তারা যদি তঁৎশ্রদ্ধী হয়, তাহ'লে সব ঠিক থাকে।

শান্তি-মা—মানসিক দ্বন্দ্বের সময় আপনাকে সামনে পাই, উজ্জ্বল আলো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

শচীনদা—বেশিরভাগ লোকের ধারণা, সাধু মানে গৃহী নয়, সন্ন্যাসী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের আদর্শ যাঁরা, সব গৃহী। রামচন্দ্র গৃহী, শ্রীকৃষ্ণ গৃহী, বশিষ্ঠ গৃহী, ব্যাস গৃহী। সাধু হতে গেলে ঘর ছাড়া লাগবে, একথা ঢোকানো কথা, এ আমাদের নিজস্ব কথা নয়। চৈতন্যদেব বলেছেন, 'সন্ন্যাস লইনু যবে ছন্ন হ'ল মন, কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম প্রয়োজন।'

বিশিষ্ট একজনের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাঁর ধারণা tactful (কৌশলী) মানে খারাপ কিছু, কিন্তু তা কখনও নয়। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, এঁরা ছিলেন tactful (কৌশলী), অথচ পরম লোককল্যাণী। (গিরীশ ঘোষের নাটক থেকে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললেন)—

'... অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল, তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল... ' গিরিশ ঘোষের কথাগুলি অপূর্ব। 'হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম উপার্জন?' ভেলকু আমায় প্রায় বলতো—'গোপালি ঐটে বলো—হিংসায় কভু কি হয়?' আমার মুখে ঐটে

শুনতে ওর খুব ভাল লাগত, আমিও কতবার ওকে শুনিয়েছি। ও যাবার পর থেকে আর ওটা বলি না।

বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

১লা কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৮। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর অপরাহ্নে প্রথমে মুখার্জী পার্কের প্রাঙ্গণে বেঞ্চে বসেছিলেন। সন্ধ্যা লাগতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর নীচে চৌকিতে পাতা বিছানার উপর এসে বসলেন। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), অনিলদা (সরকার), বৈদ্যনাথভাই (শীল) প্রমুখ কাছে ছিলেন।

বৈদ্যনাথভাই তার লিখিত 'আর্ত্তস্থান' নাটকটি পড়ে শোনাচ্ছিলেন। বইটি রামায়ণের ঘটনা অবলম্বনে লেখা। এর মধ্যে বৈদ্যনাথভাই dramatic effect-এর (নাটকীয় ভাবের) জন্য কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে কয়েকটা নূতন জিনিস ঢুকিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সম্পর্কে বললেন—Fact (তথ্য) deviate (ব্যতিক্রম) করা ভাল নয়। তোমার লেখা প্রকৃত তথ্যের ওপর নূতন আলো দেবে। কিন্তু অবান্তর বাড়াতে যেও না বেশী। এক, আলোকপাতের জন্য প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যতটুকু দরকার হয়। তা ছাড়া, তুমি বাল্মীকির রামায়ণটা পড়ে সেইটে rationally adjust (যুক্তিযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ) ক'রে ভাল ক'রে ফুটিয়ে তোল। কেন, কি জন্য রামচন্দ্র কোন্‌টা ক'রেছিলেন, সেটা limelight-এ (পাদপ্রদীপে) নিয়ে এস, তারই নৈতিক ভিত্তিকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে, ব্যাখ্যা ক'রে। আদতকথা, আমাদের কৃষ্টিকে প্রকাশ করা, তুলে ধরা, পাদপ্রদীপে নিয়ে আসা। দীপন-কেন্দ্র যত বের করা যায় ততই ভাল।

আজ দেওয়ালী। তাঁবুর সামনে অনেকগুলি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। বৈকুণ্ঠদার ছেলেরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাজি পুড়িয়ে দেখাল। এরপর টাউন থেকে কতিপয় ভদ্রলোক আসলেন।

শান্তি-মা তাঁর রচিত একটা হিন্দি ভজন শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদাকে (বসু) 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাইতে বললেন। অশোকদা গানটি গেয়ে শোনালেন।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২০। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে সমাসীন। অনিলদা (সরকার), বৈদ্যনাথভাই (শীল), শচীনদা (গাঙ্গুলী), পরমেশ্বরভাই (পাল), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), দেবেনদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যত সময় পর্য্যন্ত একাদর্শ না হ'চ্ছে, মানুষ তাঁতে initiated (দীক্ষিত) না হ'চ্ছে, তত সময় সংহতি আসবে না। পারস্পরিকতা আসবে না, আপন বোধ আসবে না। আপনাদের এখানে মানুষ বউকে ফাঁকি দিয়েও গুরুভাইদের জন্য করে। এটা কেন করে? কত মানুষই তো দুনিয়ায় আছে, তারা কি এমন করে? ভেতরে ভেতরে একটা আত্মীয়তা-বোধ আছে। তাই, পরস্পর এমন করে। 'তুমি দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই'—আপনা থেকেই এটা হয়।

সুরেশবাবুর (চৌধুরী) ভাই এলেন আর এক ভদ্রলোকসহ। তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনি কি টাইগার হিলে সূর্য্যোদয় দেখেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বড় কোথাও যাইনি। মার সঙ্গে ছেলেবেলায় কয়েক জায়গায় গিয়েছি। মা যাবার পর আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না, নিথর হ'য়ে গেছি। এখন তো শরীরও ভাল না।

সুরেশবাবুর ভাই টাইগার হিলের দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের gene-এর মধ্যে লুকিয়ে আছে কতরকমের scene-scenery (দৃশ্য)। আমরা যখন ভাল ক'রে নাম করি, তখন অনেক কিছুই ফুটে ওঠে। কত রকমারি দৃশ্য যে আছে, তার ঠিক নেই।

এরপর ভদ্রলোক বিদায় নিতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁক পেলে আবার আসবেন।

ভদ্রলোক—আপনার কাছে এসে হয়তো কত নিজের বাহাদুরি করি, অপরাধ নেবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। মোষের কাছে জল পেলে যেমন হয়, তেমনি।

ভদ্রলোক—এক theory (তত্ত্ব)তে বলে, সূর্য্য দিন-দিন এত গরম হ'য়ে যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে জীব পুড়ে মরে যাবে। আবার, আর এক দল বলে—সূর্য্য এত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে যে মানুষের বাস করা সম্ভব হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সূর্য্য-চন্দ্রমসৌ ধাতা—যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ', এমনতর ব্যবস্থা যে একেবারে নষ্ট হবার জো নেই।

বৈদ্যনাথভাই—একটা বইতে পড়েছি যে, তিনটি নির্ব্বাপিত সূর্য্য পাওয়া গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে নির্ব্বাপিতই, ছিলই নির্ব্বাপিত।

সুরেশবাবুর ভাই (চারুবাবু)—আচ্ছা, আমাদের মতে কী বলে? অন্যান্য গ্রহে কি মানুষ জাতীয় জীব আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা জানি না। মঙ্গলে-টঙ্গলে নাকি আছে এরা কয়। আমার মনে হয়, সূর্য্যেও আছে।

বৈদ্যনাথ ভাই—বৃহস্পতিলোক, চন্দ্রলোকের মানুষ ইত্যাদি যে বলে, তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃহস্পতি plane-এ (স্তরে) যখন বাস কর, তখন তো তুমি সেখানকার মানুষ। শুক্রের স্তরে তুমি যখন বাস কর, তখন আবার সেখানকার মানুষ তুমি। নবগ্রহ আমার মনে হয় complex (প্রবৃত্তি)গুলিরই প্রতীক।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২১। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে। অনেকেই আছেন।

জনার্দ্দনদাকে (মুখোপাধ্যায়) যাজন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের বৈষয়িক জীবনের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে, তার মধ্যে-দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। তাহ'লে ঐ জীবনটাকেই টেনে তোলা যায়।

পরমেশ্বর ভাই (পাল)—সৎ-অসতের ঊর্দ্ধে absolute state (চরম অবস্থা) ব'লে কি কিছুই নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা হ'ল primitive stage (আদিম অবস্থা), যেখান থেকে সৃষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠলো। কিন্তু আমরা তা হ'তে চাই না, আমরা সেটা উপভোগ ক'রতে চাই। আমারও মনে হয় 'মুক্তি-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান'। আমাদের ভিতর আগুনের constitution (গঠন) আছে। আমরা নিজেদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারি, যাতে হয়তো আগুন হ'য়ে উঠতে পারি। এইভাবে জল, মাটি, তেজ, বায়ু অর্থাৎ যা কিনা আমাদের constituent factor (গঠনাত্মক উপাদান), তার যে-কোন-কিছুতেই পরিণত হ'তে পারি। কিন্তু তা' হ'য়ে কোন লাভ নেই, সেইগুলি নিয়ন্ত্রণে রেখে উপভোগ করাই লাভ।

জনার্দ্দনদা—পরমপিতা, পরমপিতা বলেন, পরমপিতা কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে আত্মিক সম্বেগ, যাতে আত্মিক শক্তির বপনায় আমি স্ফুরিত হ'য়ে উঠেছি, তিনিই পরমপিতা, আর তিনিই সবার পিতা।

জনার্দ্দনদা—মানুষ চেষ্টার মধ্য দিয়ে তো সবই পেতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে সদ্গুরুর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন্ত আদর্শকে ধরলে তোমার বৃত্তি-সংহতি হবে, তুমি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠবে। বোধসঙ্গতিও হবে। তাহ'লে এই মানুষটাই আর-এক মানুষ হ'য়ে পড়বে। সেইটেই বিবর্দ্ধনের পথ। এতে যে কী আনন্দ বলা যায় না। Normally (স্বাভাবিকভাবে) একটা vital elatement (প্রাণের উল্লাস) হ'তে থাকে। রে (হাউজ্যারম্যান) বলতো As if I am floating in the air (যেন আমি বাতাসে ভাসছি)। এই আনন্দের সঙ্গে প্রবৃত্তি-উপভোগজনিত সুখের তুলনা চলে না।

পরমেশ্বর ভাই (পাল)—বিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে মানসিক বিবর্দ্ধন হবে, না শারীরিক বিবর্দ্ধন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানসিক হ'লে, শারীরিকও হয়।

জনার্দ্দনদা—অনেকে মনে করে, আত্মিক শক্তি একদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে মানুষের নিয়ন্ত্রণে আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যা কিছু দেওয়া আছে তা' আত্মানুসন্ধিৎসা তো। এটাও একটা scientific process (বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি)। এর laboratory (গবেষণাগার) হচ্ছে নিজের জীবন।

জনার্দ্দনদা—মানুষের বিশ্বাসের অবলম্বনের উপর আজ চরম আঘাত পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বিবর্ত্তিত হ'য়েছে—তার বিশ্বস্ত আকৃতির অবলম্বনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মুখার্জী পার্কের প্রাঙ্গণে। অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কি চাঁদ দেখা যাবে একটু?

প্রফুল্ল—হ্যাঁ! আজ তৃতীয়া। একটু দেখা যাবে। ঐ যে দেখা যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঁকা ছাঁচে আঁকা। অতোটুকু দেখেও একটা আশার সঞ্চার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর থেমে-থেমে কথাগুলি বললেন ভাবের গভীরতা নিয়ে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। ঠাণ্ডা পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর ভিতরে এসে বসলেন। যামিনীদা (রায়চৌধুরী), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), দেবেনদা (রায়চৌধুরী), ননীমা, কালিষষ্ঠী-মা, শান্তি-মা প্রমুখ আছেন।

বৈকুণ্ঠদার (সিংহ) তিন ছেলে খোলার ঘরের বারান্দায় বসে বিভোর হ'য়ে ইষ্টবিষয়ক কীর্ত্তন করছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—মা ঠিক হ'লে বাচ্চারাও কেমন ঠিক হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ স্বগতভাবে বললেন—আমার আবার আসা লাগে কিনা ঠিক কি?

প্রফুল্ল—পৃথিবীতে মানুষ যতদিন থাকবে ততদিন তো প্রয়োজনমত আবার আসাই লাগবে। কিন্তু এবার যতখানি গড়ে-পিঠে দিয়ে যেতে চান, তা'দিয়ে যাবেন তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরা করিস না তো!

অরবিন্দবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), কুমারেশবাবু, অশোকদা (বসু) প্রমুখ এলেন। জনার্দ্দনদা 'চলার সাথী' ও 'অনুসৃতি' থেকে প'ড়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদাকে (বসু) একটা গান গাইতে বললেন। অশোকদা গাইতে লাগলেন 'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে দেছে চাঁদের আলো।'

গানের পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব ভাল।

জনার্দ্দনদা—আমি তাঁর সঙ্গে identified (একাত্ম), এ ভাবা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তি হ'লে অমন হয়। কিন্তু আমাদের ভিতর গলদ থাকে তো।

সুরেশবাবু এলেন। এসে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কেমন আছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই আছি, আপনারা আসলে যেন রসায়নের কাজ হয়। আপনাদের পেলে পাগলামী-টামী করি।

সুরেশবাবু—আপনি ও-কথা বললে আমাদের পাপ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আর্ত্ত হ'য়ে আপনাদের কাছে আসলাম, তেমনি আত্মীয় হ'য়ে উঠলেন আপনারা।

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২২। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে সমাসীন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), পরমেশ্বরভাই (পাল), চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা) এবং কতিপয় মায়েরা আছেন। বেশ রোদ উঠেছে, পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় রোদের ঝলক। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। পাখীগুলি কিচিরমিচির করছে। বেশ একটা মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

পরমেশ্বরভাই প্রশ্ন করলেন—তত্ত্বতঃ জানা মানে কী? সে জানার লক্ষণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তত্ত্ব মানে তাহাত্ব। যা-যা দিয়ে যেমন ক'রে তিনি, তা জানা। সংশ্লেষণাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মকভাবে উভয়তঃ জানা লাগে, দুই দিক দিয়ে এক ফলে পৌঁছাতে হয়। তাকেই বলে তত্ত্বতঃ জানা। তেমন ক'রে জানলে সব-কিছুর সমাধান হ'য়ে যায়, অসমাহিত কিছু থাকে না।

পরমেশ্বরভাই—এই জানাকে কি intuition (অন্তর্দৃষ্টি) বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকে intuition (অন্তর্দৃষ্টি) বলে না। ধর, এই গাছটায় হয়তো পাঁচ-শো পাতা আছে। তুমি গুনলে। এইভাবে পাঁচটা গাছের পাতা আন্দাজ করে গুনলে। এইভাবে হয়তো একটা গাছ দেখলেই তখন বলে দিতে পার কোন গাছে কত পাতা।

পরমেশ্বরভাই—বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে কি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহিরিন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়, দুটোর মধ্যে দিয়েই যাওয়া লাগবে। Impulse (সাড়া) ধরে তো ইন্দ্রিয়, তা বাদ দিলে চলবে কেন?

পরমেশ্বরভাই—অন্তরিন্দ্রিয় কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহিরিন্দ্রিয় দিয়ে দেখি, তাও অন্তরিন্দ্রিয়ের ফলে। বাইরে থেকে ভিতরে ছাপ পড়ে, সেই ছাপ পড়ার ফলে দেখি। এমন অনেক আছে যার impulse (সাড়া) এই ইন্দ্রিয়ের কাছে ধরা পড়ে না, কিন্তু নার্ভগুলি খুব sensitive

(সংবেদনশীল) হ'লে পারে। আমার খুব হয়েছিল—পদ্মার উপর দিয়ে একটা মোষ ভেসে যাচ্ছিল। আশ্রম থেকে আমি সেটা দেখতে পেয়েছি। নাক-কান সবকিছুরই sensitiveness (সংবেদনশীলতা) ঐভাবে বেড়ে যায়। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে অনুরাগভরে নাম ক'রলে সবই ঠেলে ওঠে।

সুশীলদা (বসু), তপতীদা (মুখোপাধ্যায়), তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ আসলেন দেওঘর থেকে। শচীনদা (গাঙ্গুলী), ফণীবাবু (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ আছেন।

ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আজও যে মানুষ ব্রাহ্মণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, সে আমাদের পুণ্যফলে নয়, আমাদের পিতৃপুরুষের পুণ্যফলে। তাঁরা প্রত্যেকটা মানুষকে নিজের রক্তের মত, নিজের বাচ্চার মত দেখতেন, তাঁরা পয়সার ধার ধারতেন না, লোকই ছিল তাঁদের স্বার্থ, লোকই ছিল তাঁদের সম্পদ, তাদের পালন-পোষণই ছিল প্রধান কর্ম্ম, তাঁরা ছিলেন normal representative of man (জনতার স্বাভাবিক প্রতিনিধি), তাঁরা ছিলেন রাজদণ্ডের ঊর্দ্ধে, কোন অপরাধের জন্য তাঁরা নিজেদের এতখানি শাস্তি দিতেন, শাসন-সংস্থা যা'র কল্পনা ক'রতে পারতো না। তাঁদের ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র যথোচিত কাজ না করলে, তাদের শাসনে সংযত ক'রতে পারতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে বেঞ্চে ব'সে তামাক খেতে-খেতে স্মরজিৎদা (ঘোষ), পরমেশ ভাই (পাল), অনিলদা (সরকার), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), শান্তিমা প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—সদাচারের প্রধান চারটে জিনিস। প্রথম হ'লো প্রস্রাব ক'রে জল নেওয়া। শরীরের অনেক কিছু ঐ পথ দিয়ে বেরোয়। যে পথ দিয়ে বেরোয়, সে পথ পরিষ্কার রাখার বিধান প্রকৃতির তরফ থেকেই আছে। কিন্তু বাইরেটা আমরা যদি না ধুই, তবে ওর থেকে নানারকম infection (সংক্রমণ) হ'তে পারে। আর, বাহ্যে ক'রে কাপড়-চোপড় ছাড়া, ধোয়া এটাও খুব দরকার। পায়খানায় বসলে, মল থেকে নানারকম ব্যাকটেরিয়া বেরিয়ে ওগুলি কাপড়-চোপড়ে লেগে থাকতে পারে, সেইজন্য সাবধান হওয়াই ভাল। এঁটোকাঁটা সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া দরকার, নচেৎ ওর সামান্য একটু অনেক কিছু ব্যাকটেরিয়ার culture medium (সৃষ্টির মাধ্যম) হ'তে পারে। নাকে মুখে গুহ্যদেশে হাত দিলে তখনই ধুয়ে ফেলা ভাল, নচেৎ ব্যাকটেরিয়া ছড়াতে পারে। আগে লোকে এগুলি খুব মানতো, লোক যত তথাকথিত শিক্ষিত হচ্ছে, ততই এগুলি ছেড়ে দিচ্ছে। আগে মেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সদাচার ছিল, তার ফলে পুরুষরাও অনেকখানি মানতে বাধ্য হ'তো, সেগুলি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২৩। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে। অনেকেই আছেন।

আজ প্রাতে অরবিন্দবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়) সস্ত্রীক দীক্ষা নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে একটি মায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—কারও ওপর রাগ ক'রতে হ'লে এমন ক'রে করবে, যা'তে তার প্রীতির উদ্রেক হয়, সে তোমাকে জড়িয়ে ধরে।

রাত্রে সুরেশবাবু (চৌধুরী), অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) কুমারেশবাবু (দত্ত), অশোকদা (বসু) প্রমুখ অনেকে আসলেন। অশোকদাকে (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুর গান গাইতে বললেন। অশোকদা গাইলেন 'নীল আকাশে অসীম ছেয়ে।' তার মধ্যে একটি পদ আছে 'বুক এগিয়ে আসে মরণ মায়ের মতন ভালবেসে।' শ্রীশ্রীঠাকুর ঐটে বদলিয়ে গাইতে বললেন 'বুক এগিয়ে আসে জীবন।' তারপর প্রফুল্ল দাদাদের পুণ্যপুঁথি পড়ে শোনাল।

রাত্রি দশটায় খাওয়া-দাওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সকলে মিলে বেশ আলাপ-আলোচনা চলতে লাগলো। জ্ঞানদা (গোস্বামী) ও জনার্দ্দনদার (মুখার্জী) হাস্যালাপ খুব উপভোগ্য হ'য়েছিল।

৭ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৪। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে সমাসীন। অনেকে আছেন।

রবীনদা (রায়) প্রশ্ন ক'রলেন—কোন্ গ্রহ কোন্ complex (প্রবৃত্তি)-কে represent (সূচিত) করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবিটা হ'লো সম্বেগ। ভাল থাকলে sublimated (ভূমায়িত) হয়, সব কিছুকে gorgeous (জাঁকজমকপূর্ণ) ক'রে তুলতে চায়, নচেৎ স্বার্থপর হয়।

চন্দ্র যার সঙ্গে থাকে সেই-ই বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

লগ্ন হ'ল তনুভাব। ও দিয়ে জৈবী-সংস্থিতি অর্থাৎ innate tendency (অন্তর্নিহিত ঝোঁক) বোঝা যায়।

রাহু অচল অবস্থা এনে দিতে চায়, এগুতে দেয় না।

কেতু হ'লো যে complex (প্রবৃত্তি)-এর সর্পের প্রবৃত্তি আছে।

বুধ হ'লো বুদ্ধি ও বোধের complex (প্রবৃত্তি)।

বৃহস্পতি পালনপ্রকৃতিসম্পন্ন।

শুক্র হ'লো sex-complex (যৌন প্রবৃত্তি)।

শনি কৃচ্ছ্রতপা, অদৃশ্য যা কিছু সেগুলি বের ক'রতে চায়।

সুধীরদা (বসু)—সদ্গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া ও সদ্গুরুলাভ—এই দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা নেওয়া মানে গ্রহণ করলাম। সদগুরুলাভ মানে তাঁতে যুক্ত হওয়া। তাঁর চরিত্র তখন আমার মধ্যে ফুটে ওঠে, যেমন শিশিরবিন্দুর বুকে ফুটে ওঠে সূর্য্য।

দেওঘর থেকে স্টেশন ওয়াগনে সুশীলদা (বসু), তপতীদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ অনেকে আসলেন।

এস ডি ও সাহেব (শ্রীযুত ঝা) ও ফরেস্ট অফিসার এসে শান্তিমার সঙ্গে আলাপ করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে মুখার্জী পার্কে দালানের বারান্দায় ব'সে। শান্তিমা বেশ সুন্দর আলোচনা ক'রলেন।

সুরেশবাবু, কুমারেশবাবু, চারুবাবু, অরবিন্দদার পরিবারের লোকজন প্রমুখ অনেকে এসেছেন। তপতীদা অনেকের কোষ্ঠী বিচার ক'রলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে ব'সে। সবাই খুব খুশি হ'লেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে ব'সে কথাবার্ত্তা বলছিলেন, এমন সময় উমাশঙ্করদার (চরণ) দাদা আসলেন আরও কয়েকজন অফিসারসহ। শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে বললেন তাঁদের সঙ্গে আলাদা ব'সে আলাপ ক'রতে। শরৎদা তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুর ভিতর এসে বসলেন। এরপর গাড়ী ক'রে শহর থেকে একটি পরিবার এলেন। তাঁদের মধ্যে দু-একটি মেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কয়েকখানি গান গেয়ে শোনালেন। এইসময় পঞ্চাননদা (সরকার), কাশীদা (রায়চৌধুরী), শরৎদা (হালদার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বনবিহারীদা (ঘোষ), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), হরিদাসদা (সিংহ), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রমুখ কাছে ছিলেন।

তারপর এস ডি ও, ময়ূরাক্ষী প্রজেক্টের সেটলমেন্ট অফিসার, জেল সুপারিনটেনডেন্ট প্রমুখ এলেন। তাঁরা খানিক সময় ব'সে গল্পসল্প ক'রে বিদায় নিলেন।

পরে কাশীদার সঙ্গে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—Astrology-র (জ্যোতিষশাস্ত্রের) কোনও মানে নেই যদি তা Good, God ও Ideal-এ goad না করে (শুভ, ঈশ্বর ও আদর্শে চালিত না করে।)

এরপর শহর থেকে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন।

পরে শরৎদা আবার জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে কথা তুললেন। বললেন— Astrologer (জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ)-রা অনেক সময় অবসাদজনক সঙ্কেতের খোঁচা দিয়ে মানুষকে মারে, কিন্তু তারা প্রতিকারের পথ বাতলায় না। তাতে মানুষের খুব ক্ষতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জীবনে তার কোন প্রয়োজন নেই যা আমাদের ক্ষতি করে। তা তাড়ানই ভাল। নচেৎ সত্তাকে আক্রান্ত করে। সবই ঐ। যা জীবনে সার্থক হ'য়ে না ওঠে, বিবর্দ্ধনকে সাহায্য না করে, তা সত্তাকেই বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে।

শরৎদা—কোন্‌টা সত্তাকে কোন্‌টা প্রবৃত্তিকে পরিপূরিত ক'রবে, বোঝার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাস্ত্র সেই অনুশাসনই দিয়েছেন। ব'লে দিয়েছেন, এই করো, এই ক'রো না। আর যাঁরা জানেন, তাঁরা বলতে পারেন। ডাক্তাররা যেমন ব'লে দেন রোগীর পক্ষে কোন্ খাদ্য কতটুকু পরিমাণে খেলে সত্তাপোষণী। একজন যদি দেড় সের পাঁঠার মাংস খেতে চায়, তা'তে ভাল হবে না, যদি হজম ক'রতে না পারে। শরীর, মন ও জীবনের পক্ষে যা অস্বস্তিকর, তা খারাপ।

শরৎদা—পবৃত্তির পূরণ না হ'লেও তো অস্বস্তি লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোভ যদি থাকে, তা পূরণ না হ'লে অস্বস্তি লাগলেও জীবনের পক্ষে স্বস্তিপ্রদ হবে।

একজন ভদ্রলোক—সৎপ্রবৃত্তির ফলেও তো সত্তা ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। যেমন, দেশপ্রেমিক মৃত্যুকে বরণ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক্ষুদিরামের ফাঁসি হ'য়েছে, সুভাষ বসু হয়তো আজ নেই। কিন্তু সত্তাকে বজায় রেখে যদি সৎপ্রবৃত্তিকে পূরণ করা যায়, সেই ভাল। না ম'রে পারলাম না, সেটা আমার মনে হয় বুদ্ধি ও কৌশলের অভাব। তবে সত্যের জন্য যদি জীবনদান অপরিহার্য্য হয়, সে অন্য কথা। কিন্তু তা'ও সত্তাকে বাঁচিয়ে সৎকাজ করাই শ্রেয়। একসময় রাজপুতদের মধ্যে দেশপ্রেমের নামে, মরণের নেশা পেয়ে বসেছিল। না ম'রে জয়ী হ'তে গেলে আরও কৌশল লাগে। মরার জন্য যারা মরে, সে মরায় কোন গৌরব নেই। মানুষকে বাঁচাবার জন্য যদি মরা ছাড়া গত্যন্তর না থাকে, সেখানে বরং খানিকটা সমর্থন করা যায়। নিজে ম'রব না, কাউকে মারব না, অন্যকেও বাঁচাব, সেই-ই কাম্য।

শহরের একজন ভদ্রলোক বললেন—কাজেকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় ধর্ম্মের দিকে মন দেবার সময় পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা দিয়ে কাজ করব, তাকে যদি পোষণ না দিই, তবে কাজ করব কী?

উক্ত ভদ্রলোক—খাটাপেটায় সময় চ'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাটতে হ'লেই জীবন দরকার। আর, জীবন যাতে পুরিপুষ্ট হয়, তাই করা দরকার। নচেৎ শুধু খাটলে, খাটতেও পারব না।

উক্ত ভদ্রলোক—জীবন পরিপুষ্ট হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম চাই ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া সুকেন্দ্রিক হ'য়ে। শরীরের কোষগুলি সুকেন্দ্রিক আছে ব'লেই শরীর ঠিক আছে। আমরা যদি সামগ্রিকভাবে সুকেন্দ্রিক হই, তখন আমাদের ভিতরের শক্তি ফুটে উঠবে, আমরা আরও ভাল ক'রে কাজ ক'রতে পারব, আমাদের বুদ্ধি বিকশিত হবে, নার্ভগুলি keen (তীক্ষ্ণ) হবে।

উক্ত ভদ্রলোক—ধর্ম্মপথে চলতে গেলে প্রধান করণীয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মপথে চলাই ইষ্টানুগ হ'য়ে চলা। ইষ্ট মানে আদর্শ, সদ্‌গুরু। যিনি বাঁচাবাড়ার clue (সংকেত) জানেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

উক্ত ভদ্রলোক—এই দুর্দিনে কোন্ রাস্তায় চললে আমরা সবদিক বজায় রেখে চ'লতে পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যে রাস্তা, সেই রাস্তা ধ'রে চললেই হবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই রাস্তায়। আমরা আজ পথভ্রষ্ট।

উক্ত ভদ্রলোক—তাঁরা কি কোন ভুল করেননি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ভুল করেননি, পরে হয়তো ভুলের মধ্যে প'ড়ে গেছেন।

শান্তিমা এসে বলছিলেন—শহরে কয়েকটা বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁদের সঙ্গে খুব ভাব হ'য়েছে। তাঁরা পরে আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত ভাল থাকে, মানুষের সঙ্গে যত প্রীতির সম্পর্ক হয়, ততই তোমার সত্তা বিস্তারলাভ করে। আবার, তোমার সংস্পর্শে অন্যের সত্তাও বিস্তার লাভ করে।

শহর থেকে আগত ভদ্রলোকগণ শান্তিমার অভিজ্ঞতার বিষয় শুনবার জন্য একটা সভা করবার কথা প্রস্তাব ক'রলেন। শান্তিমা রাজী হ'লেন।

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৫। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে উপবিষ্ট। শীত পড়েছে। বেশ রোদ উঠেছে। শচীনদা (গাঙ্গুলী), ফণীবাবু (মুখোপাধ্যায়), স্মরজিৎদা (ঘোষ), রবীনদা (রায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মাতৃভক্ত যারা, তারা প্রায়ই সুখী হয়, বড় হয়, কোমলহৃদয় হয়। যে-সব ছেলেরা মাতৃভক্ত থেকে পিতৃভক্ত বেশী হয়, তারা খানিকটা কঠিনহৃদয় হয়।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে। মহেশ্বরবাবু (ঝা), সুরেশবাবু (চৌধুরী), ফণীবাবু (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ এলেন। তাঁদের সঙ্গে মামলা বিষয়ক কথাবার্ত্তা হ'লো।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৬। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে সমাসীন। অনেকেই কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর অরবিন্দদাকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) বললেন—সীতা, দময়ন্তী, চিন্তা, বেহুলা এ-সব চরিত্র আমরা ভাল ক'রে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারি না। তেমন ক'রে আঁকতে পারি না, তুলে ধ'রতে পারি না আমাদের সাহিত্যে। আমার মনে হয় এরা

প্রত্যেকেই দুর্গার এক একটা দিক। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বহু সমস্যাকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু সমাধান দেননি। রবীন্দ্রনাথ ভাল বহু করেছেন, কিন্তু বর্ণাশ্রম সম্পর্কে উল্টো কথাও বলেছেন। আমার মনে হয়, এমন কতকগুলি লেখক যদি হ'ত যা'রা আমাদের সমাজ ও কৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলে বই লিখে বাজার ছেয়ে ফেলতে পারত।

অরবিন্দদা—আপনার যখন অভিলাষ হ'য়েছে নিশ্চয়ই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার একটা স্বার্থ আছে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে দেখতে চাই যে, বাজার প্লাবিত হ'য়ে গেছে এই সব বইয়ে।

জেলা স্কুলের দুইজন শিক্ষক এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এঁদের বললেন—তোমরা যদি এখন থেকে লেখা শুরু কর, কী হয় বলা যায় না। তোমাদের দায়িত্ব খুব গুরু দায়িত্ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে ব'সে আছেন। কতিপয় ভদ্রলোক এলেন। তাছাড়া জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), শান্তিমা প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন।

আগন্তুক ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন শান্তিমাকে প্রশ্ন ক'রলেন—মৃত্যুর পর দেবতাকে যেমন দেখা যায়, অন্য আত্মাকে দেখা যায় না?

শান্তিমা—হ্যাঁ! দীপশিখার মতো।

প্রশ্ন—ওখানকার জিনিস, কি এখানকার মতো দেখতে?

শান্তিমা—ওর যে বর্ণ ও আলো তা'তে খুব আকর্ষণ হয়। সে তো দুনিয়া থেকে অনেক বেশী সুন্দর।

জনার্দ্দনদা—দেবলোক বলতে কি এ-জীবন ছাড়া আর কিছু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জীবনের বিস্তার অনেকখানি। আমরা বিবর্তিত হ'তে হ'তে চলেছি, এবং আমাদের গঠনও অমনি। প্রত্যেকটা অণুর ভিতর সব আছে। আমরা ইচ্ছশক্তি দিয়ে অগ্রসর হই। Affinity-তে (টানে) মেশে, তা না হ'লে ছিটকে যায়।

আমরা প্রাকজীবনের থেকে যে এতদূর এসেছি, তেমন adjustment (নিয়ন্ত্রণ) থাকে। একটা শারীরিক কোষের মধ্যেও সে উপাদান আছে। Sperm, ova-র (শুক্রকীট, ডিম্বাণুর) মধ্যেও আছে। জীবনগুণপনা যেমন sperm (শুক্রকীট)-এর মধ্যে আছে, ova-র (ডিম্বাণুর) মধ্যে সেইটে sprout করবার (গজাবার) ক্ষমতা আছে। বটগাছের একটা ছোট্ট দানায় অত বড় বটগাছ থাকে। তার potency (শক্তি) অতোখানি থাকে। আমরা এখানে যা' করলাম, এখানেই ফুরিয়ে গেল তা নয়।

প্রশ্ন—আমার জীবন তো ছেলেদের মধ্যে রইল, আমি তো গেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলোর থেকে যেমন আলো ধরায়, এও তেমনি। যাওয়াটাই full stop (ইতি) হওয়া নয়। আমি ম'রেও আবার আসতে পারি, সঙ্গতি যেখানে পাব, তেমনতর জায়গায়।

প্রশ্ন—দেবলোকে সবাই একরকম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'র মানে নেই। যার যেমনতর সঙ্গতি, সে তেমনতর।

প্রশ্ন—এখানে তো নানা-মতবাদের লোক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানেও ও-রকম।

প্রশ্ন—মতবাদও তো বদলাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বদলালে তেমনতরই হয়।

মরার সময় যে সমস্ত ইচ্ছা ও বৃত্তি থাকে, তার মধ্যে গভীরতম যেগুলি, সেগুলি যেন জীবন হ'য়ে পড়ে। একটা তরঙ্গের মতো দেখা যায়।

প্রশ্ন—একটা বিশিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসের সঙ্গে এই পরজন্মের সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা ভিত্তি থাকে, সেইটে হ'লো প্রবৃত্তি, সেইটের উপর দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করে, যে বৃত্তিদ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়, তেমনতর জীবন পায়।

প্রশ্ন—অনেক কম্যুনিস্ট তো ভগবানকে মানে না। তারা ম'রে গেলে, তা'দের কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবানকে মানি না, কিন্তু সত্তাকে মানি, থাকাকে মানি, চলাকে মানি, বিবর্দ্ধনকে মানি, যে-ism (বাদী)-ই হই না কেন।

দেবলোক মানে দীপ্তি পাওয়া যায় এমনতর স্তর। স্বর্গ মানে সু-ঋজ্, —সুখে গমন করা যায় যেখানে। Soul (আত্মা) মানে সম্বেগ—যে affinity (টান) দ্বারা যা' কিছু হ'চ্ছে। আত্মা কথার মানে গমনশীল সত্তা। ঈশ্বর মানে যে আত্মিক সম্বেগের আধিপত্যে এই সব সংঘটিত হয়।

১০ই কার্ত্তিক, ১৯৫৯, সোমবার (ইং ২৭। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে দালানের বারান্দায় কিছুক্ষণ ব'সে তাঁবুতে এসে বসলেন। অনেকেই কাছে আছেন।

জিতেনদা (মিত্র) একটি ভাই সম্বন্ধে বলছিলেন—ও এখন পয়সা চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পয়সা মানে যোগ্যতা। যোগ্যতা যত ৰাড়বে, পয়সা তত হবে, সে যেদিক দিয়েই যাও না কেন।

১২ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৯। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে সমাসীন। অনেকেই তাঁর সুনিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ ক'রছেন।

প্রসঙ্গক্রমে অশোকদা (বসু) বললেন—দুনিয়াটা যদি ভগবানের লীলা হয়, তবে বড় বদখৎ লীলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপটা না থাকলে আবার ভালটা বোধ করা যায় না।

অশোকদা—মানুষের এত অভাব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভাবটা যে হয়, সে ভাব না থাকলেই হয়। 'অভাব যখন মারবে ছোঁ, যা জোটে দিস্, পাবিই জো।' অভাবে প'ড়ে মানুষ বুদ্ধি করে কেমনভাবে দাঁও মারবে। ঐভাবে অন্যের দাঁও মারার মধ্যে প'ড়ে যায়। গুটিপোকা নিজের জালে নিজেই আটকে পড়ে।

অশোকদা—আমরা এত লোক যে আপনার কাছে এসেছি, সেও দাঁও মারার বুদ্ধি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁও মারা বলতে আমি বুঝি ফাঁকি দেবার বুদ্ধি।

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৩১। ১০। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে উপবিষ্ট। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), অজয়দা (গাঙ্গুলি), মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জী), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—আমার নিজের থেকে বড় একটা কথা আসে না। প্রসঙ্গ উঠলে বলতে পারি, ইচ্ছা ক'রে বলতে পারি না। আবার, কোনও-কোনও লোককে দেখে হঠাৎ খুব বেরিয়ে পড়ে। পরমপিতা যেন ফোয়ারার ছিপি খুলে দেন। তখন আর থামতে পারি না। আবার কতজনকে দেখে যেন তেমন কোনও কথাই বেরোয় না। পরমপিতা যেন ছিপি বন্ধ ক'রে দেন।

বেলা দশটার সময় স্থানীয় পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ পাণ্ডে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে।

এসে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তোমার কী গোত্র?

মিঃ পাণ্ডে—বাৎস্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কৌটিল্য অর্থাৎ চাণক্যের বংশধর।

মিঃ পাণ্ডে—আমার কথার মধ্যে সে ধরন আছে, যার দরুন অনেক সময় আমাকে মানুষ ভুল বোঝে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমেই চাই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা। নচেৎ প্রবৃত্তির দরুন অস্থিরব্যক্তিত্ব হয়, দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতা হয়। কারণ, এক-এক প্রবৃত্তি আমাদের এক এক দিকে টেনে নিতে চায়। তাই, জীবনের প্রারম্ভেই সদ্‌গুরুকে অবলম্বন ক'রে সুকেন্দ্রিক হ'তে হয়।

মিঃ পাণ্ডে—আমি দেখেছি জীবনে যাদের আমি উপকার ক'রেছি, তারাই আমার ক্ষতি ক'রেছে। কিন্তু যাদের জন্য কিছুই করিনি, তাদের কাছ থেকে হয়তো সাহায্য পেয়েছি নানাভাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যার জন্য করি, সে হয়তো আমার জন্য কিছু না ক'রতে পারে। কিন্তু একটা divine economy (ভাগবত অর্থনীতি) আছে। তার ফলে যাদের জন্য করছি না, তাদের ভিতর-দিয়েই হয়তো সাহায্য পেয়ে যেতে পারি।

এরপর মিঃ পাণ্ডে বিদায় নিলেন।

প্রফুল্ল—মানুষ যদি কোনও প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষের সেবা করে, নাম-কাম বা অন্য কোন প্রলোভনে, সেখানে কি এই divine economy (ভাগবত অর্থনীতি) খাটবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানে সেইভাবে খাটবে। যেখানে হয়তো নাম-কামের দরুন লোকের সেবা ক'রতে যাবে, সেখানে ফল সেইভাবে ফ'লবে। হয়তো দুর্নামের ভাগী হবে। ইষ্টানুগ লোকপ্রীতির দরুন যদি না করে, তবে হয়তো মানুষের অপ্রীতিভাজন হবে। করার প্রকৃতি যেমন, ফলও হয় তেমন। তবে তথাকথিত কোনও সৎকর্ম্ম ক'রতে গিয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে আত্মসত্তা বিধ্বস্ত না হয়।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে বসে সুরেশবাবু (চৌধুরী), কুমারেশবাবু (স্থানীয় উকিল), হাউজারম্যানদা প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—মানুষের চাই burning urge (জ্বলন্ত আকূতি)। কিন্তু burning urge (জ্বলন্ত আকূতি) শুধু থাকলেই হবে না, সেই সঙ্গে চাই যমন-যন্ত্র। নচেৎ সে একটা কালাপাহাড়ও হ'য়ে উঠতে পারে। গাড়ী চালাবে, কিন্তু স্টিয়ারিং যদি হাতে না থাকে, তবে সে speed (গতি) যে তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার ঠিক কি?

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় কিছুক্ষণ বসার পর বেলা ১০টার পর তাঁবুতে এসে বসলেন। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), প্যারীদা (নন্দী), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), হাউজারম্যানদা, লাল (প্রসাদ), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ অনেকেই কাছে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার যদি India (ভারত) মাথা তোলা দেয় তাহ'লে আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, রাশিয়া, ফ্রান্স, ভারত সব হয়ত এক হবে। প্রত্যেক দেশ জানবে সে প্রত্যেক দেশের রাজা, প্রত্যেক দেশের পালক, প্রত্যেক দেশের সেবক, সব দেশ তারই, তারজন্য সবাই, সবার জন্য সে। সব দেশ সেই দেশ, সব দেশ এক—বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও। অশোকের সময় এর খানিকটা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। আদর্শ ও ধর্ম্মকে ভিত্তি ক'রেই এটা হ'তে পারবে।

১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে। অনেকেই আছেন, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) বললেন—অনেক সময় আপনি হয়ত একটা কাজ করতে বললেন। সেটা হয়ত

আমার ভাল লাগে না। তার জন্য চোখের জল ফেলছি অথচ আপনি বলেছেন তাই কষ্ট হ'লেও ক'রে যাচ্ছি, এ কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল, যে resistance-এর (বাধার) দরুন তুমি চোখের জল ফেলছ, সেটা overcome করায় (উত্তীর্ণ হওয়ায়) তোমার একটা আত্মপ্রসাদ হবে। ওই বাধা অবজ্ঞা ক'রে ক'রতে পারার ভিতর দিয়েই তুমি শক্তি পাবে।

গতকাল রাত্রে মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রোগ্রাম ক'রলেন যে, সকলে কিছু কিছু ক'রে দিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হবে। সকালে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘরে ফোন ক'রতে বললেন যাতে সেখান থেকে পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), জ্ঞানদা (গোস্বামী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আরও অনেককে নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে দেড়শ টাকা সংগ্রহ ক'রে মহেশ্বরবাবু (ঝা), সুরেশবাবু (চৌধুরী), কুমারেশবাবু (স্থানীয় উকিল), কালীবাবু (গুপ্ত)-র বাড়ীতে দেওয়া হ'ল যাতে তাঁদের বাড়ীর সবাই একসঙ্গে feast (খাওয়া-দাওয়া) করেন তা' দিয়ে। কুমারেশবাবু, সুরেশবাবু, জে পি সিং এবং দুমকার প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে শ্রীশ্রীঠাকুর নিমন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা ক'রলেন। জে পি সিং এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে তাঁকে বলে দিলেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—'আলুভাতে ভাত দিয়েও যদি সকলে মিলে ফিস্ট করা যায়, সেও ভাল। মনে হয় নরকে গিয়েও যদি সৎ-সংহতি থাকে, সেও ভাল।

আমি একবার কনফারেন্সের সময় তাঁবুতে বসে আছি। কুড়ি-পঁচিশজন লোক নিজেরা বলাবলি করছিল, আমরা যখন বাড়ীতে থাকি, তখন যেন সব কুলী আর এখানে যখন থাকি, আমরা তখন prince (রাজপুত্র)। সকলে মনে করে প্রীতির রাজ্যে আছি। স্বাধীনতা মানে প্রিয়ের বাড়ীতে বাস করা। তখন ভালবাসা আমাদের শাসন করে, প্রত্যেকের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠি। প্রথমটা দেওঘরে এসে স্থানীয় সকলের loving attitude ও service (ভালবাসা এবং সেবা) দেখে মনে হ'তো, আমি আমার ঘরেই এসেছি, বড় সুখে ছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালীষষ্ঠীমার হাস্কিং মেসিনের পারমিশনের জন্য জে পি সিংহকে বিশেষ ক'রে বললেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি যখন আসেন, কেবল দুঃখের কথা বলি, অভাব-অভিযোগের কথা বলি, সুখের কথা আর বলতে পারি না। আবার মনে হয়, আর ক'বই বা কার কাছে? যে প্রিয়, তার কাছেই হৃদয় খুলতে ইচ্ছা করে। যার কাছে সাহায্য, সহানুভূতি, সমবেদনা পাব না, তার কাছে আমার কিছু বলতে ভয় করে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শান্তিমার ফটো তোলা হ'ল।

সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ হ'ল। বিনোদাবাবু (ঝা), মহেশ্বরবাবু (ঝা) প্রমুখ সৎসঙ্গে যোগদান ক'রলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত অনেক বাণী তাঁদের কাছে প'ড়ে শোনান হ'ল।

রাত্রে কুমারেশবাবু ও সুরেশবাবু খেয়ে এসে বসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

কুমারেশবাবু বললেন—বেশ ভাল হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দ হ'লেও ভাল, ভাল হ'লেও ভাল।

কুমারেশবাবু—না, খুব ভাল হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর মধ্যে প্রাণের জগন্নাথ আছে।

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৪। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে সমাসীন। বিনোদাবাবু (ঝা) এসেছেন।

সাঁওতালদের মন্দিরে প্রবেশ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মন্দিরের বিগ্রহের বেদী যদি একটু উঁচুতে থাকে, সামনে একটা নাটমন্দির মতো থাকে, সেখানে সব লোক জমায়েত হ'তে পারে, এবং তাদের অর্ঘ্যাদি বহন ক'রে নিয়ে বিগ্রহের চরণে উৎসর্গ করার জন্য পাশ দিয়ে পুরোহিতের যাবার যদি রাস্তা থাকে, বাইরের কেউ বিগ্রহ বা প্রতীককে স্পর্শ না করে, তাহ'লে ভাল হয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ওখানে আগে মুসলমানরা কত এসে নামাজ প'ড়তো। হিন্দু-মুসলমানে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। গ্রেস-সাহেব ছিল। সে খুব inclined (আনত) ছিল। সে বলত, এই spirit (ভাব) যদি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তবে ভারত স্বতঃই স্বাধীন হবে। ইংরেজরা without any grumbling bags and baggages নিয়ে (কোন অনুযোগ-অভিযোগ ব্যতিরেকেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে) চ'লে যাবে। ফজলুল হক একবার আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমার যদি বয়স থাকত তাহ'লে সৎসঙ্গের কর্ম্মী হতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিনোদবাবুকে শাসন-সংস্থা সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত ক'রলেন।

এরপর নানা বিষধর সাপ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি ছেলেবেলায় তখন বাবার সঙ্গে আমিরাবাদে থাকি। একবার সাপ খেলা দেখাতে এসেছিল। একটা সাপ ফণা তুলে দাঁড়াল। আমি দেখলাম ফণার ওখানে অবিকল দু'খানা পা'।

বিনোদবাবু ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ-সম্বন্ধে গল্প করছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে ওইসব দেখবার জন্য বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ঘোরা-টোরার বড় বেশী প্রবৃত্তি নেই। অনেকটা পাথরের মানুষের মতো। আর একটা জিনিস ভাবি, আমার জিনিসগুলি যা ওরা রেকর্ড করছে, তা সম্পূর্ণ unadulterated (অকৃত্রিম)। ভাবি, নানান জায়গায় ঘুরলে তা coloured

ও influenced হ'তে পারে (রঙ্গীন ও প্রভাবিত হ'তে পারে)। পরিস্থিতি ও প্রয়োজন বুঝে brain (মস্তিষ্ক) থেকে যা আসছে, তথাকথিত কৃষ্টি-নিরপেক্ষ হ'য়ে, তাইই ভাল। আমার মনে হয়, আমি যে মুর্খ হ'য়েছি, খুব ভাল হ'য়েছে। আমার বোধ ও প্রকৃতি-পুস্তক থেকে যা' পেয়েছি তা' বলি অবিকৃতভাবে। আমার তিনি-টান কিছু নেই। ভাল ক'রে কথা বলতে পারি না। আপনার সঙ্গে কথা বলছি, কোন্ সময় তুমি ব'লে ফেলব, তার ঠিক নেই। আমার মাথায় যেগুলি আসে, কই। প্রফুল্ল (দাস) এসে অবধি সবগুলি record (লিপিবদ্ধ) করে। আগের সব record (লিপিবদ্ধ) করা নেই। মহাত্মাজী, সি আর দাশ প্রভৃতির সঙ্গে যখন দেখা হয়, তখন আমি কথা আরও জানতাম না। নিজের অনুভূতির কথা বলতে পারতাম। কোন্টাকে কী কয়, জানতাম না। কেষ্টদা, এইসব পণ্ডিত লোক এসে ওদের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখেছি। আমি যা বলতাম তা শুনে ওরা science (বিজ্ঞান)-এর সঙ্গে মিল ক'রে বলত, এইটেকে এই বলে।

১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৫। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে উপবিষ্ট। তারাদা (গুপ্ত), অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ এলেন। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় এক্সাইজ অফিসার এলেন।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—একই প্রেরিতপুরুষকে নিয়ে কত বিরোধী দলের সৃষ্টি হয় তাঁর অবর্ত্তমানে। এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন এক বাপের পাঁচ ছেলে হয়, বাপের সম্পত্তি ভাগাভাগি করা নিয়ে ঝগড়া করে, বাপের স্বার্থ না হ'য়ে। বাপকে যদি শোষণ ক'রতে চায়, তাহ'লেই অমন হয়। ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন, তাতে আমাদের যেমন বাহবা নেই, আর সে জন্য আমাদের ভাববারও কিছু নেই। কিন্তু আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি, তাহলে আমাদের কল্যাণ হয়, আমরা বেড়ে উঠি। তুমি ঈশ্বরকে যদি ভাল নাও বাস, দিনের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচ বার বলা ভাল, 'ঈশ্বর! আমি তোমাকে ভালবাসি!' আর, কাজেও তাই কর। এইভাবে চল। তোমরা তাহলে North pole, South pole (উত্তরমেরু, দক্ষিণমেরু) সবাই এক জায়গায় এসে দাঁড়াবে প্রীতিনিবদ্ধ হ'য়ে, অবশ্য প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে।

অরবিন্দদা—প্রকৃত প্রেরিত পুরুষ ও নকল প্রেরিত পুরুষে পার্থক্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'অবতার নাহি কহে, আমি অবতার'। তিনি নিজেকে প্রেরিত পুরুষ ব'লে জানেন না। আর, তা তিনি বলেনও না। তিনি তাঁর ভক্ত বা সন্তানরূপেই চলেন। সৎ ও মহান যেখানে যা বা যে, তা'তেই তাঁরা স্বাভাবিকভাবে interested (অন্তরাসী) হ'য়ে পড়েন। তাঁদের প্রচেষ্টায় সবগুলি মানুষ যেন একটা মানুষ হ'য়ে পড়ে। তা যাঁরা করেন না, তাঁ'রা অন্যরকম।

কুমারেশবাবু (দত্ত), সুরেশবাবু (চৌধুরী) বঙ্কিমবাবু (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ আসলেন।

সরকারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ত্তনীতি যদি ধর্মীয় ভিত্তির উপর না দাঁড়ায়, তাহ'লে তা পূর্ত্তনীতিই নয়।

কুমারেশবাবু—আজ politics-এর মধ্যে প্রেম ব'লে কোনও জিনিস নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা যদি করণীয় না করেন, তবে এত পাপ করছেন তা' বলা যায় না। আপনাদের সন্তান-সন্ততির সর্ব্বনাশ করছেন। করণীয় করতে গিয়ে যদি মরেও যান, তাহলেও আপনাদের সন্তান-সন্ততি আপনাদের ধন্য-ধন্য ক'রবে। কত মানুষই যে massacred (খতম) হ'চ্ছে, তার ঠিক নেই। একটা innocent man (নির্দ্দোষ মানুষ)-ও যদি massacred (খতম) হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আমারও আর দেরি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর কুমারেশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—কংগ্রেস মানে কী?

কুমারেশবাবু—সম্মিলনী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সম্মিলনীর যদি কীলক না থাকে, জীবন্ত বেদী না থাকে, তাহ'লে মানুষ সম্মিলিত হয় না। কংগ্রেস কথাটা একটা হাওয়ার লাড়ুর মতন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কুমারেশবাবু—আজকাল মানুষ মানুষের খোঁজখবর পর্য্যন্তও খুব কম নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আমার জীবনে দেখেছি, বুড়োরা লাঠি হাতে ক'রে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে খোঁজখবর নিত। অসুখে-বিসুখে, আপদে-বিপদে কত ভরসা দিত, বাস্তব ব্যবস্থা ক'রত।

জনার্দ্দনদা—এটা গেল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যত কৃষ্টিগত পরাভবের মধ্যে পড়লে, তত গেল। আজ যেমন ঘটকের স্থান নেই। সমাজে কোন স্থান তাদের না থাকায় তারা ধীরে-ধীরে হ'য়ে উঠেছে দালাল। সংহতি নেই, যোগ্যতা নেই।

জনার্দ্দনদা—বাঁচার পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার যদি আদর্শপ্রাণতা আসে, ধর্ম্ম জাগে, তাহ'লেই হবে।

বিনোদাবাবু (ঝা) আসলেন।

একজনের যক্ষ্মা হ'য়েছে, সেইপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয় রেস্টুরেন্টগুলি যদি উঠে যেত, তবে টি-বি অনেকটা কমতো।

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ৬। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাঁবুতে সমাসীন। তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

প্রফুল্ল—মানুষের যোগ্যতা যদি বাড়ে, তবে ইহজীবনে সুবিধা হ'তে পারে, কিন্তু মৃত্যুর পর কি কোন সুবিধা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগ্যতার একটা বোধি আছে। যোগ্যতা-অনুপাতিক তেমনতর বোধি-সংশ্রয় হয়, সমাবেশ হয়। আবার, বৈধানিক বিন্যাস ও সংহতিও তেমনতর হ'তে থাকে। আমাদের যখন মৃত্যু হয়, তখন আমরা গভীরতম বৃত্তিতে বিলীন হই। সেটা হ'ল সব-কিছুরই সমবেত ফল। তার মধ্যে সবই থাকে। যা নিয়ে আমরা যাই, তাই নিয়েই আবার আসি। তাই, অনেকের দেখা যায় ছেলেবেলা থেকে কেমন গাইতে জানে, কতরকম ভাষা ব'লতে পারে। আর, বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ ঝোঁকও খুব দেখা যায়। তাই, যোগ্যতা যদি বাড়ে, তবে তা' পরবর্ত্তী জীবনকেও সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। অবশ্য সুকেন্দ্রিক না হ'লে যোগ্যতা বেড়েও দাম নেই।

প্রফুল্ল—যে জন্মাতে চায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্মাবে না কেন? যখনই জন্মাবে তখনই তার সুবিধা পাবে। কেউ যদি পাবক পুরুষ হ'য়েও জন্মায়, তাও দক্ষতার সঙ্গে কাজ ক'রতে পারবে।

এরপর বঙ্কিমবাবু (মুখোপাধ্যায়) আসলেন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। তারা এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। নিজের মেয়েদের বিষয়ে বঙ্কিমবাবু বললেন—ওরা বাড়ীতে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ীতে পড়াই ভাল। মা, ঠাকুরমা, এদের মতো শিক্ষয়িত্রী কমই। হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে যত বোধি ওঠে, ততই ভাল।

বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হ'য়েছে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজনীতির ভিত্তি হ'ল ধর্ম্ম। ধর্ম্মের ভিত্তি হ'ল আদর্শ। আদর্শ থেকে আসে কৃষ্টি। রাজনীতির ভিত্তি যদি ধর্ম্ম না হয়, তবে ধর্ম্মও থাকে না, কৃষ্টিও থাকে না। প্রবৃত্তি শাসন করে। ব্রাহ্মণ ছিল রাষ্ট্রশাসনের বাইরে। প্রীতি-অবদান ছিল তাদের জীবিকা। চাকরী করলে এদের পাতিত্য হ'তো, কারণ এরা জনতার স্বাভাবিক প্রতিনিধি। আপনারা যদি এখনও না লাগেন তবে আপনি তো কষ্ট পাচ্ছেনই, আপনার থেকে inferior (হীন) যারা তারা শেষ হ'য়ে যাবে। আপনাকেও রেহাই দেবে না। আমরা প্রবৃত্তিতে অভিভূত হ'য়ে থাকি, কিন্তু সত্য যা, সত্তাপোষণী যা, তা' করি না। আপনার যেমন টাইফয়েড হয়েছিল। তা কি আপনি চান? সামগ্রিক জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের তেমনি টাইফয়েড ধ'রে আছে। অথচ তা' থেকে রেহাই পাবার জন্য কোন চেষ্টা করছেন না। মৃত্যুকে যদি ভালবাসি, তবে জীবন পাব কি ক'রে? অন্যায়ের প্রতি যদি হিংস্র না হই, তবে জীবনের প্রতি অহিংস হওয়া হবে না। আর, এই মরণ-নেশা ও সৎ-বিমুখতা শুধু আমাদিগেতেই নিবদ্ধ থাকে না, আমাদের পরবর্তী বংশধরেরাও affected (ক্ষতিগ্রস্ত) হয়।

করার ভিতর-দিয়ে আমাদের শায়েস্তা হওয়া লাগবে, শায়েস্তা হ'য়ে করা যাবে না। ভাল হ'তে গেলেও করার ভিতর দিয়ে হওয়া লাগবে।

ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রাথমিক দাঁড়া হ'লো আদর্শে দীক্ষা। Initiation (দীক্ষা) মানে to go into (ভিতরে প্রবেশ)। তা যদি না করি, তেমন ক'রে যদি উদ্ভিন্ন হ'য়ে না উঠি, তাহলে কী হবে, বলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে এসে বসেছেন। মহেশ্বরবাবু (ঝা) এসেছেন। তাছাড়া আরও অনেকেই আছেন।

আর্য্যসভ্যতা-সম্বন্ধে কথা উঠল। মহেশ্বরবাবুকে শ্রীশ্রীঠাকুরের লেখা কতকগুলি বাণী প'ড়ে শোনান হ'ল।

২১শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৭। ১১। ১৯৫২)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব খারাপ ক'রেছে। গা ব্যথা, শরীর অবসন্ন ও দুর্ব্বল, খুব সামান্য জ্বর।

রাত্রে তিনি তাঁবুতে সমাসীন। তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), স্মরজিৎদা (ঘোষ), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমার মাথার মধ্যে এইমাত্র শব্দ হচ্ছিল, কে কোথায় যেন খুব আর্ত্ত-চিৎকার ক'রছে।

সন্ধ্যামন্ত্রটা মা মারা যাবার তিনদিন আগে লেখা হয়। মা শুনে বড় খুশী হ'য়েছিলেন। সেইজন্য ও-জিনিসটার উপর আমার খুব প্রীতি আছে। মা শুনেছিলেন তাই ওটা আমার অর্ঘ্য হ'য়ে আছে।

মানুষ সুখী হ'তে জানে না, তাই সুখী হয় না। দুঃখের মধ্যেও যে কি সুখ আছে, তা তারা উপভোগ ক'রতে পারে না। 'বিরহের অগ্নিতাপে দগ্ধে মরে যারা, তাদের মন পূর্ণেতে রহে স্থির'। মা চ'লে গেছেন, কিন্তু সে ব্যথাটা আমার ভুলতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় ওই ব্যথাটাই যেন আমার মা। শ্রেয়ের জন্য যে দুঃখবহন, তা'জীবনকে রসাল ক'রে তোলে, নচেৎ দুঃখে ভিতরটা শুকিয়ে যায়। প্রেষ্ঠের জন্য দুঃখ ও উৎকণ্ঠা ভোগেও একটা গভীর তৃপ্তি আছে।

ব্যভিচারিণী ভক্তি ভাল নয়। 'সবসে বসিয়ে, সবসে রসিয়ে, সবকো লিজিয়ে নাম'। মানুষ ইষ্টস্বার্থী হ'লে সব জিনিসেরই রং বদলে যায়। তখন আমার যা-কিছু আত্মীয়-স্বজন, ছেলেপেলে, গরু-বাছুর, ভেড়া-বকরী, টাকা-পয়সা সবই হয় তাঁরই জন্য।

এরপর সুরেশবাবু (চৌধুরী), কুমারেশবাবু, অশোকদা (বসু), অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ এলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বামীস্বার্থিনীরাই জানে দুঃখের মধ্যেও কী সুখ আছে। সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা, চিন্তা এরা জানত স্বামীর জন্য দুঃখ ভোগ করেও তার মধ্যে কতখানি সুখ আছে। দুঃখের মধ্যে সুখবোধ আমাদের নেই। ক্ষুধা না লাগলে কি খাবারের স্বাদ উপভোগ করা যায়? ইংরেজীতে বলে Hunger is the best sauce (ক্ষুধা সবচেয়ে রুচিকর উপকরণ)। ক্ষিদের সময় খাবারের যে স্বাদ, সেটা যেন স্বর্গীয় স্বাদ। কারণ, সেটা বিধানের চাহিদা। লোভের চাহিদায় স্বাদবোধ, প্রবৃত্তির চাহিদায় স্বাদবোধ আলাদা জিনিস। আমাদের ভাগ্য আমরা সৃষ্টি করি। ভজনা যেমন, ভাগ্যও তেমন।

কুমারেশবাবু—ভজনা মানে কি জপধ্যান, যোগ, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই তো যোগ। যোগ রেখে যা করা যায়, তাই ভজনা। তখন সব কিছুই তাঁর জন্য।

জনার্দ্দনদা—জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন কী? Idea (ভাব) নিয়েই তো চলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Idea (ভাব) মানুষকে idiot (বোকা) ক'রে তোলে। জীবন্ত মানুষ তাকে জীবন্ত ক'রে তোলে, আর তা ফুটে ওঠে।

জনার্দ্দনদা—Complete surrender (পূর্ণ আত্মসমর্পণ) তো একদিনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে শালা পাগল! Complete surrender, half surrender (পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অর্দ্ধ আত্মসমর্পণ), ওতে তোর দরকার কী? জানবি, তোর ঠাকুরই তোর সব।

জনার্দ্দনদা—প্রবৃত্তি ছাড়ে না, আত্মসমর্পণ করতে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলি হ'ল তোর চাকর। তোর ego (অহং) ওতে obsessed (অভিভূত) হলে তো তুই ছোটলোকের চাকর হয়ে গেলি। তাতে তোর লাভ কী? প্রবৃত্তিগুলিকে চাকর করতে পারলে তোর লাভ। শুধু নিজের লাভ নয়, সপরিবেশ সবারই লাভ।

জনার্দ্দনদা—দীক্ষার কি কোনও কাল আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মরণের কি কোনও কাল আছে? আমি বলি, সবাই দীক্ষিত হোক। কিন্তু তাই বলে দীক্ষার জন্য ঝোলাঝুলি করা ভাল না। তোমাকে দিয়ে মানুষ সুখী হোক, সন্দীপ্ত হোক, প্রীত হোক, তৃপ্ত হোক, তার মধ্যে দিয়েই জিনিসটা ফুটে উঠুক।

মানুষ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। তোমরা পরস্পর আত্মীয়-সম্বন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠ। তুমি মানুষকে ভালবাস। তোমার ভালবাসাই মানুষকে বিস্তারের পথ দেখাক।

অশোকদা (বসু)—সবাইকে কি দীক্ষিত করা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কুটোটাকে পর্যন্ত দীক্ষিত ক'রে তোল। দীক্ষিত যত বেশি হবে, ততই ভাল। সেটা ব্যষ্টির পক্ষে, পরিবারের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, সকলের পক্ষেই।

অশোকদা—মেয়েদের উপনয়ন নেই কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে অনেকদিন আগে ছিল। বিয়ের মধ্য দিয়েই তার সব সংস্কারের পরিপূর্তি হয়।

কুমারেশবাবু—কোনও মানুষ খুব বড় হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ব্যাপারে অস্বাভাবিক দুর্ব্বলতা দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে মরণ হয়ে আছে তার কর্ণের মত।

কুমারেশবাবু—কেন এমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর— Suppression (অবদমন) থাকে, কত রকমের কারণ থাকে। সেই জায়গায় এলেই প'ড়ে যায়।

কুমারেশবাবু—দুই বন্ধুর মধ্যে ঈর্ষ্যা কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হীনম্মন্যতা থাকে।

কুমারেশবাবু—মানুষ মুখে ভাল বলেও ভাল করে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে থাকে বলে।

২২শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৮। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে উপবিষ্ট। অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), তারাদা (গুপ্ত), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), খগেনদা (তপাদার) প্রমুখ উপস্থিত।

জনার্দ্দনদা—ডি এস পি প্রমুখ এত অত্যাচার করল, আপনার রাগ হয় না এদের ওপর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাগ হবে কেন? তোমার যদি পাঁচটা ছেলে থাকে, একটা যদি এরকম কিছু করে, তাহলে তুমি কর কী? তবে আপসোস হয়, বোঝে না।

অশোকদা (বসু)—আমাদের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে দেখতে, বুঝতে অসুবিধা হয়, কিন্তু তাঁর পক্ষে তো তা নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলি যদি সংহত না হয়, তবে দেখতে দেয় না। সে সবটার মধ্য দিয়েই দেখে, তাঁর দিক দিয়ে ভাববার কিছু নেই।

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৯। ১১। ১৯৫২)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ। দিনটা মেঘলা। শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে দালানের বারান্দায় বসে আছেন। স্মরজিৎদা (ঘোষ), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), সদানন্দদা, ব্রহ্মমোহনদা, নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

অরবিন্দদা—অনেকে আছে সতের নিন্দা না ক'রে পারে না। সেখানে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তার নিয়ামক-প্রবৃত্তি অসৎ। সৎকে নিন্দা করা মানে পরিবেশকে অসৎ হ'তে সাহায্য করা ও সৎ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করা। তাকে নিরোধ করা লাগবে, কিন্তু যথাসম্ভব বিরোধ সৃষ্টি না করে। মানুষের বিশেষ কোনও দোষ হয়ত ঘৃণ্য হ'তে পারে। কিন্তু মানুষটা তো ঘৃণ্য নয়।

বহু মানুষ ধর্ম্ম, কৃষ্টি ইত্যাদির অপব্যাখ্যা ক'রে দলপুষ্ট ক'রে তার ভিতর দিয়ে অন্নসংস্থান করতে চায়। কিন্তু আমি বলি, লোকই তোমার অন্ন হোক।

ব্রহ্মমোহনদা—নাম করার সময় অনেক কিছু দেখা যায়, ওতে মুগ্ধ হয়ে থাকলে তো হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। তুমি তোমার পথে চল। তিনি যে রূপে তোমার কাছে আবির্ভূত হন, দেখ। কিন্তু চল তাঁর দিকেই।

কালীবাবু—জীবনের শেষ তো মৃত্যু। এই বয়সে নতুন কিছু আর চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যত বুড়োই হই, শিশুই থাকব। জীবনের আশাকে বিদায়ও দিতে পারি না, দিইও না। বিদায় দিয়েছি বলে deceive করতে (ধাপ্পা দিতে) পারি মাত্র। আমাদের মাথাগুলি unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) হয়ে থাকে, করতে চাই না। জীবনকে ভালবাসি। কিন্তু জীবনীয় চর্য্যা করি না। জীবনকে প্রবৃত্তির অধীন ক'রে রাখি। ছোট আমির কবলে থাকি, সেই জন্য বড় আমি, সৎ সন্দীপী যে আমি তার স্পর্শ পাই না। ধর্মধ্বজীরা এমনতর পরিবেশন করে, যাতে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, অথচ জীবনের মত এত সহজ আর কিছু আছে কিনা জানি না।

জনার্দ্দনদা—অনেকে অনেক ক'রেও ব্যর্থ হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভজন যেমন, ভাগ্যও তেমন। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কেন্দ্রে যদি না থাকেন, তাহলে কিন্তু কোনও ভজনাই কাজ দেবে না। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান মানে যে সব একাকার হয়ে গেছে তা নয়। সেই এক নানা বৈশিষ্ট্যে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে কেমন ক'রে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে তা জানা চাই। খাঁটি বৈদ্য যে, সে জানে কোন্ অসুখে কী ওষুধ দিতে হয়। ব্যক্তিবিশেষে একই রোগে দুজনের দুটো ওষুধ দেওয়া লাগে। আমরা বিয়ে-থাওয়া করি, কিন্তু সেখানে যদি বৈশিষ্ট্যানুপাতিক মিলনের জ্ঞান না থাকে, তবে তা সার্থক হয় না। ছেলে ও মেয়ের কুলসংস্কৃতি ও প্রকৃতির পারস্পরিক সঙ্গতি চাই, নচেৎ বিয়ে সুফলপ্রসূ হয় না। সর্বক্ষেত্রেই এই রকম।

কালীবাবু—ইষ্টীতপা হওয়া যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলা, 'ঠাকুর! আমি তোমায় ভালবাসি', আর সেইভাবে ভাবা, চলা।

কালীবাবু—অত শক্তি কোথায় পাওয়া যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অত্যন্ত কম শক্তির প্রয়োজন। ঐটুকু হ'লে সব শক্তিই এসে যায়, সে সব পেয়ে যায়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। একেবারে সোজা। এত সোজা যে, সোজাটা করলে যত কঠিনই হোক adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায়। সুইচটা off (বন্ধ) করা আছে, on করা (খুলে দেওয়া), এই তো।

কালীবাবু—আপনি তো বলছেন, পারি না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ করলেই হয়, এতটুকু তো।

কালীবাবু—হ্যাঁ করতে পারছি না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শাতন ধ'রে রেখেছে। ভাবছে, এ আমার খিদ্‌মত করছে, ধ'রে না রাখলে আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

প্রফুল্ল—মন যদি না চায়, তবে জোর ক'রে surrender (নতিস্বীকার) করলে কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন শালার কি করবে? তার কি হাত আছে? মন ওখান থেকেই ঠিক হবে। 'ও তোর আঁধার ঘরে জ্বলবে আলো, হরেকৃষ্ণ বল।' না খেলে কি পেট ভরে? না করলে কি হয়? যুক্তিবুদ্ধির কাজ না। যা করার ক'রে ফেলতে হয়।

কালীবাবু—সোজাটাই হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আমাকে চাই, অথচ আমার জীবনের খোরাক দেব না, এ কি হয়?

'ছাড়রে মন কপট-চাতুরি
বল মন হরি হরি হরি'

নিজেকেই নিজে ঠকাই। আমি বলি, তুমি বলো না—'পারি না' বা 'হয় না'। তুমি পারই। যতটুকু পার, ততটুকুই কর। আর যদি কিছু নাও পার, শোবার সময় অন্তত 'ঠাকুর, ঠাকুর' বলে দশবার নাম ক'রে শোও। ওতেও হতে থাকবে। মিছরি ভাল না লাগলেও জোর ক'রে খেতে খেতে ভাল লাগবে, পিত্তও সারবে।

জনার্দ্দনদা—বিশ্বাস অনেকের হয় না, তবু করার মধ্য দিয়ে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস নেই বলিস কি?

অবিশ্বাস আছে, বিশ্বাস নেই, এ কি হতে পারে? 'না' কওয়া একটা অভ্যাস—ওটা একটা luxury (বিলাসিতা)। 'আমি' তা নয়, আমার সত্তা তা নয়।

পূজায় পশুবলি সম্বন্ধে কথা উঠল।

প্রফুল্ল—অনেকে বোঝে এটা খারাপ, কিন্তু ভাবে প্রচলিত প্রথার ব্যত্যয় হলে অমঙ্গল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমঙ্গল হবে। সে কেমন কথা?

প্রফুল্ল—প্রচলিত সংস্কার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা সংস্কার না অসংস্কার? অসংস্কারকে তাড়িয়ে সংস্কৃত হব, না অসংস্কৃতই থাকব? ভালই যদি চাও, ভাল কর, ভাল পাও, ভাল হও। না করলে তো পাওয়া বা হওয়া হবে না।

অরবিন্দদা—অনেক মহাসাত্ত্বিক পুরুষও তো বলি সমর্থন ক'রে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা অনেকের ঘাড়েই মহা চাপাই। বলি মহাসিদ্ধ, মহাপুরুষ। মহার মধ্যে বৃদ্ধি আছে, বিবর্দ্ধন আছে। মহা হলে তিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হবেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর দালানের বারন্দায়। শরৎদা (হালদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), কালীদা (গুপ্ত) প্রমুখ তাঁর সান্নিধ্যে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুর যখন এসেছিলেন, তখন কত বড় বড় লোক' তাঁর কাছে এসেছে। তিনিও কত বড় বড় লোকের কাছে গিয়েছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বড় কেউ দীক্ষা নেয়নি। দীক্ষা নিয়েছে অতি সাধারণ ক'টা মানুষ। গিরীশ ঘোষ একজন হল মাতাল, নরেন দত্ত একজন সাধারণ বি এ পাস, রাখাল মহারাজ, উপেন মুখার্জী ইত্যাদি। আর যারা যারা নিয়েছিল, তাদের কারও এমন কোনও নাম-কাম-গুণপণা কিছু ছিল না। তারাই কিন্তু পরে হয়ে উঠল যুগের চাবিকাঠি (key of the age)।

সুরেনদা—বড়লোক যারা, তারা কি মহাপুরুষদের গ্রহণ করতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোনও রকম 'rich' (ধনী) বুদ্ধি এসে পড়েছে—টাকায় হোক, সম্ভ্রমেই হোক, মর্যাদায়ই হোক, বিদ্যায়ই হোক, তারা আর পারে না। আর, যাদের থেকেও 'rich' (ধনী) বুদ্ধি নেই, তারাই পারে।

সুরেনদা—উচ্চশিক্ষা লাভ না করার দরুনও তো আপসোস হয় যে তাহলে অনেক কাজ করা যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে আপসোস তো আমারও হয়। মুর্খ মানুষ, তেমন লেখাপড়া জানি না। তবে মনে হয়, না পড়ে-শুনে ভালই হয়েছে। তাহলে এমন করে আর দিতে পারতাম না।

২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১০। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে এসে বসেছেন। অজয়দা (গাঙ্গুলী), তারাদা (গুপ্ত), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ কাছে আছেন।

স্টেশন ওয়াগনে করে এক দল ছেলে এসেছে দেওঘর থেকে। তারা এখানে এসে ঘুরে বেড়াতে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি যেতে হবে শুনে রাস্তা থেকে ছুটে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে রওনা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন যুবক থাকে, তখন নানারকম conflict of impulse (সাড়ার সংঘাত) ভাল লাগে। ওর মধ্যে দিয়ে তার অহং-এর খেলা চলে। কিন্তু যত অসমাহিত প্রবৃত্তির অভিভূতি বাড়তে থাকে, ততই স্থবির হয়ে ওঠে, অহংটাও যেন বিব্রত হয়ে পড়ে।

অজয়দা—মানুষ যত পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, তত তার আহরণ-প্রবৃত্তি কমে যায় নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'যে মুহূর্ত্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্ত্তে কিছু তব নাই।'

অজয়দা—তখন কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন সব ভূমা মত হয়ে পড়ে।

অজয়দা—Conflict of impulse (সাড়ার সংঘাত) থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমস্ত conflict (সংঘাত) তখন টক টক ক'রে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে ফেলে। Sieving machine-এর (চালনীর) মত হয়। ওর একটা stand (দাঁড়া) চাই। এমনকি বাঁচা-মরাটা পর্যন্ত সেই stand (দাঁড়া) থেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে। ভাবে, আমি যদি সুস্থ, কর্ম্মঠ না থাকি, তাঁকে দেখবে কে? তখন মায়া-মোহ পর্য্যন্ত অমন ক'রে থাকে না। প্রিয়জনের জীবনের বিনিময়ে পর্য্যন্ত যদি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা হয়, তাও দৃকপাত করে না। তরণীসেন বধ হয়ে গেল, বিভীষণ তা নিরাকরণ করতে এতটুকু চেষ্টা ক'রল না; তার বুদ্ধি তখন, মরে যদি রামচন্দ্রের হাতেই মরুক। সব কিছুই তখন ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নির্দ্ধারিত হয়।

পরে আপনা থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'তুই এত ছোটলোক হলি কেন? এই কথা যে বলে তা'র মানে 'এত ছোট বৃত্তিতে' অভিভূত হলি কেন? কিন্তু আমরা তা' বুঝি না। আমরা পুরো মানুষটাকেই ছোট ভাবি, কিংবা ছোট জাত মনে করি।

পরে অজয়দাকে বললেন—অজয়, তুই গান করিস না?

অজয়দা—গান তো জানি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গান ক'রতে ইচ্ছা করে না?

অজয়দা—তা'হলে তো শেখা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আপনমনে পাগলের মত গান করতাম। বাবা চটে যেয়ে বকতেন—'হারামজাদার ঠেলায় একটু চুপ ক'রে বসবার জো নেই।' 'গাই গীত শোনাতে তোমায়, ভালমন্দ নাহি গণি'—এইভাবে গাইতাম।

রবীনদা (রায়) আসামের শঙ্করদেবের কথা বলছিলেন যে, তাঁর অন্যান্য মহাপুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাপুরুষদের একটা লক্ষণ হ'ল, তাঁরা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রতিপ্রত্যেকটি মহাপুরুষের স্বার্থে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় দিক দিয়েই অন্বিত হয়ে ওঠেন। তা' যাঁদের মধ্যে নেই, বুঝতে হবে তাঁদের মধ্যে গলদ আছে।

কুমারেশবাবু, উপাধ্যায়জী, পণ্ডিতজী আসলেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে একটা সম্প্রদায় ছিল। তাদের কাজ ছিল কেমন ক'রে সব্যষ্টি সমষ্টির শুভ হবে, উন্নতি হবে, বিবর্দ্ধন হবে সুকেন্দ্রিকতায়—তাই দেখা। তারা হ'ল বিপ্র। মানুষ যাতে কষ্টে না পড়ে, ব্যাঘাত না হয় তাদের, তাই ছিল তাদের কাজ।

উপাধ্যায়জী—আমাদের কৃষ্টি শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র জগতের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের নিজেদের কৃষ্টির ওপর না দাঁড়ালে সে জিনিসটা দুনিয়ার সামনে ধরতে পারব না। আমাদের এই cell (কোষ)-গুলি পরস্পর পরস্পরে অনুবদ্ধ হ'য়ে জীবনে সুকেন্দ্রিক, তাই আমরা বেঁচে আছি। সুকেন্দ্রিক না হ'লে আমাদের জীবন টেকে না। আমরা মনে করি, সব এক এই বোধ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে গেল। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী জানে, তিনি প্রতি ব্যষ্টিতে কেমনভাবে কী সংস্থিতিতে, কী উপাদান ও বিন্যাস নিয়ে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন। না বুঝে, না জেনে যদি বিধান তৈরি করি, সে বিধান চলবে না।

জনার্দ্দনদা—আমাদের সমাজের এত অধঃপতন হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে কৃষ্টি থেকে বিদায় নিয়েছি।

জনার্দ্দনদা—বইপত্র তো আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বই আছে, অনুভূতির মানুষ নেই। বেত্তাপুরুষ নেই, আচার্য্য নেই। প্রবৃত্তিমাফিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রবৃত্তির পরিপন্থী যা তা'কে বাদ দেওয়া হ'য়েছে। ঋষি বাদ-দিয়ে ঋষিবাদের পূজা সর্ব্বনাশা শাতনী অভিযান। ঋষিবাদ বেরোয় তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে।

জনার্দ্দনদা—জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন বোঝে না অনেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মাথা হ'য়ে গেছে অত্যন্ত প্রবৃত্তি-অভিভূত। আমরা বুঝি মান, যশ, টাকাকড়ি। কিন্তু জীবন্ত আদর্শে সুকেন্দ্রিক না হ'লে মান-যশ, টাকাকড়ি, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কিছুই হয় না।

কর, হও, পাও,— না ক'রলে হওয়া যায় না, না হ'লে পাওয়া যায় না। তার আগে আছে ধর। ধর, কর, হও, পাও। ইষ্টীতপা না হ'য়ে ওই ক'রছে। তার মানে ফাঁকিবাজী ক'রছে। ভণ্ডামী ক'রছে, নিজেকে শোষণ করছে, পরিবেশের সর্ব্বনাশ ক'রছে।

কুমারেশবাবু—পাণ্ডিত্য থাকাই তো মুশকিল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই বলেন, আমার আপনার সঙ্গে আগে কথা বলতে বুক দুরদুর ক'রত, আজকাল তেমন আর করে না।

কুমারেশবাবু—আমার তো আসতে ভয় করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন? চল্লিশ জন চেয়েছি বলে?

কুমারেশবাবু—আপনি কত আশীর্ব্বাদ করেন, অথচ কিছু পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাই-বালাই। পারবেন না কেন? খুব পারবেন। পারি না বলার থেকে বলা ভাল, করি না। ক'রলেই পারা যায়।

২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১১। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাঁবুতে ব'সে আছেন। কাছাকাছি অনেকেই আছেন।

বিনোদবাবু (ঝা) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একটা লাঠি দিলেন।

বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রতিলোম বিবাহ যদি হয়, তবে সে কন্যাকে হরণ ক'রেও শ্রেয় বরে দেওয়া দরকার। প্রতিলোম জাতকরা সমগ্র সমাজকে ধ্বংস ক'রে ছাড়ে। তাতে যে সর্ব্বনাশ হয়, সেই সর্ব্বনাশের আগুনে সব পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার সময় মুখার্জী পার্কের মাঠে একটি চেয়ারে ব'সে আছেন। অশোকদা (বসু), হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), রবিনদা (রায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

জনার্দ্দনদা ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান মানে ষড়ৈশ্বর্য্যবান মানুষ। তিনি যাদুকর নন বা অবিধিকরপূর্ব্বক কিছু করেন না, miracle (অলৌকিক)-এর ধারও ধারেন না তিনি।

হাউজারম্যানদা—ক্রাইস্ট তো অনেক miracle (অলৌকিক) দেখিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন হয়ত মানুষের মধ্যে সিদ্ধাইবাজী রকমটা খুব বেশী ছিল। তাই বোধহয় অমন ক'রতে হ'য়েছে। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, ওতে কিছু হয় না। বিশ্বাসই মূল জিনিস। Miracle is miracle, faith is faith (অলৌকিক অলৌকিকই, বিশ্বাস বিশ্বাসই)। কেউ হয়ত ক্রাইস্টের স্পর্শে চোখ পেয়ে বলছেন—'আপনি সেরে দিলেন'। তাতে তিনি বলতেন—Your faith has cured you. (তোমার বিশ্বাস তোমাকে সারিয়ে দিয়েছে)।

অশোকদা (বসু)—মানুষের কত দুঃখ। আপনারা হয়তো তাকে মূল্য দেবেন না, বলবেন, ও কিছু নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখেরও একটা সুখ আছে, সুখেরও একটা সুখ আছে। ফাঁকা সুখকে সুখ ব'লে মনে হয় না। হনুমান কি জীবনে কম দুঃখ ক'রেছে? তাকে কতজন সন্দেহও ক'রেছে। তাতেও সে টলেনি। সে সীতা উদ্ধার ক'রল, রামচন্দ্রকে রাজা ক'রল, সীতাকে তাঁর পাশে বসাল। বাল্মীকির রামায়ণে যবনিকা প'ড়ে গেল। ঐ তো তার জীবনের সার্থকতা। লোকে বলে—হনুমান অমর।

অশোকদা—মানুষের সাধনা ও ভগবানের চাওয়া meet করে (মেলে) না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চাওয়া ও ভগবানের চাওয়া যখনই সঙ্গতি লাভ করে, তখনই meet ক'রবে (মিলবে)।

অশোকদা—তাহ'লে আবার আসা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা বলে, জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। দাস মানে দান। আবার, যখন ডাক আসে, তিনিও সৃষ্ট হন, যেমন ক'রে মানুষ সৃষ্ট হয়, পিতৃপরম্পরার ভিতর দিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বসলেন।

একজন বৃদ্ধ দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প জানিয়ে বললেন—আমার কেমন ভয় হয়, এই বয়সে দীক্ষা নিয়ে সব পালন ক'রতে পারব তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার জীবন তো আছে, শক্তিও আছে। তা'তে যতখানি কুলোয় ক'রব। যখন না পারি, বলব— 'ঠাকুর! আমি তোমার', এই বলে তাঁর কোলে শুয়ে প'ড়ব।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১২। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রভাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে সমাসীন। অনেকেই উপস্থিত।

অরবিন্দদার (বন্দ্যোপাধ্যায়) সঙ্গে master complex (প্রভু-প্রবৃত্তি) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হ'ল।

এরপর পূজনীয়া ছোটমা একজন মেয়ের সম্বন্ধে কথায় কথায় বললেন—মেয়েটি বেশ, আজকালকার fashion-ওয়ালা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরিত্রে fashion (কায়দা) আছে। এমন সাজান চরিত্র যে দেখলে মমতা উথলে ওঠে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে। অনেকেই আছেন। শহরের বহু ভদ্রলোক এসেছেন। কয়েকজন শিক্ষক ও অনেক ছাত্রও তাঁদের মধ্যে আছেন।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) একজন শিক্ষককে দেখিয়ে বলছিলেন—আমি বলছিলাম, গভর্নর হওয়া সহজ, কিন্তু শিক্ষক হওয়া অনেক কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো! শিক্ষাকে আমরা যত homely (ঘরোয়া) ক'রে তুলতে পারি, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারি, এবং অভ্যাস-ব্যবহারের সঙ্গতির ভিতর দিয়ে জীবনের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে দিতে পারি, ততই তা' সার্থক। Governor govern করে (শাসক শাসন করে), কিন্তু শিক্ষক ছাত্রদের জীবনকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে।

জনার্দ্দনদা—শিক্ষা আমাদের সার্থক ক'রে তুলছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষার একটা meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয় না সত্তাকে কেন্দ্র ক'রে। তা ছাড়া, ছাত্ররা গুরুকেন্দ্রিক নয়। পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শিক্ষকের দায়িত্বই সব চেয়ে বেশী। তবে নারায়ণ-হারা শিক্ষক হলে হয় না। নারায়ণ মানে বৃদ্ধির পথ। সেই আলোক নিয়ে তাঁরা যদি আমাদের জীবনের সামনে দাঁড়ান, তা'হলে আমরা সেই আলোতে চলতে পারি। লাইট-হাউস যদি না থাকে, তবে জাহাজ পথ ঠাওর করতে পারে না। ছাত্রের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী শিক্ষকের পরিবেশন চাই। এক কথায় একজন বোঝে, তাতে আর একজন বোঝে না। সুকেন্দ্রিক সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী হয়ে তার চলা চাই। প্রত্যেককে তার মতো nurture (পোষণ) দিয়ে fulfil করতে হবে (পরিপূরিত করতে হবে)। ঝামেলা বহু, বিরক্ত হলে চলবে না।

জনার্দ্দনদা—আপনি যা বলছেন, শিক্ষকদের পয়সা-কড়ির অভাব, সমস্যাক্লিষ্ট, তাঁরা এতখানি পারবেন কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ না হলে পয়সা আসে কোথা থেকে। মানুষের যোগ্যতা যত বাড়ে, উৎপাদন যত বাড়ে, তা যত সত্তাপোষণী হয় অপরের, তার ভিতর-দিয়ে পয়সা আসে।

জনার্দ্দনদা—আজকাল শিক্ষা আমাদের জীবনকে সংহত করে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক না হলে মুশকিল হয়ে যায়। ফুলের বোঁটাটা ছিঁড়ে ফেলে দাও, পাপড়িগুলি খসে পড়বে।

জনার্দ্দনদা—সুকেন্দ্রিক বলতে এক-একজন এক-একরকম বোঝেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক মানে আচার্য্যে আনুগত্য। Principle (নীতি)-গুলি যে জীবনের ভিতর দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, এমনতর আচার্য্য।

সুধীর (বসু)—লেখাপড়া জানা সত্ত্বেও মানুষের ব্যক্তিত্ব বেড়ে উঠছে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক না হলে তো ব্যক্তিত্ব grow (বিকাশলাভ) করে না। তার জন্য একজন মানুষ লাগে। হাওয়ার পরে তো দাঁড়ায়ে হতে পারি না। প্রত্যেকটা প্রবৃত্তি এক একটা universe (বিশ্ব)। গোলকের মত, পরস্পর মিল নেই। কেন্দ্র থাকলে সমস্ত প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে তাঁকে উপচয়ী করতে চাই। তার মধ্যে দিয়ে প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। তখন ব্যক্তিত্ব জেল্লা নিয়ে জেগে ওঠে।

যামিনীদা—অনেকের তো মা-বাপের ওপর ভক্তি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের আছে, তাদের ভাল হবেই। তবে দুইরকম আছে। আমি মার, আবার আমার জন্য মা যখন, তখন মা যেন আমার স্বার্থের পরিপোষক। মার জন্য আমি হলে, তার ভিতর দিয়ে মার স্বার্থকে পরিপূরণ করার বুদ্ধি আসে। আর ওতেই ভাল হয় এবং সুকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

যামিনীদা—হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব—কত কি আছে। এদের মধ্যে সংহতি আসে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের কাছে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বাঙ্গালী, বিহারী নেই। যাতে মানুষের বাঁচাবাড়া পরিপূরিত হয়, তাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বেদীই হল আদর্শ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে এসে বসলেন। অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরও অনেকে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় বললেন—অন্ধকার রাতে ও শীতে আমার বড় অসুবিধা লাগে। বাইরে এক জায়গায় বসে আড্ডা দেব, তার উপায় নেই। অন্ধকার আবৃত করে রাখে, শীতে সঙ্কুচিত করে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গরু ও মহিষের দুধ একত্র খাওয়া ভাল না। গরুর দুধ আয়ু, মেধা ও স্মৃতি বাড়িয়ে তোলে। এটা একেবারে complete food (পূর্ণ খাদ্য)। মহিষের দুধে শ্লেষ্মা বাড়ায়, আর শরীরকে স্থূল ক'রে তোলে। কিন্তু বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে না। গরুর দুধ বা ঘি ও মহিষের দুধ বা ঘি একত্র মেশালে কোনওটারই গুণ ভালভাবে পাওয়া যায় না।

দুধ-মুড়ি খাওয়া সম্পর্কে বললেন—ও খেতে নেই। দুধে যে কলোসাল সল্ট থাকে, আলাদা নুনের সংস্রব হলে সেটা precipitate করে যায় (নষ্ট হয়ে যায়)।

২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৫। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর অপরাহ্ণে মুখার্জ্জী পার্কের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। দেওঘর থেকে দাদারা এসেছেন স্টেশন-ওয়াগনে করে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজকাল এক ধুয়ো উঠেছে প্রাদেশিকতা। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশ একটা গাঁয়ের বিভিন্ন পাড়ার মত। এক গাঁয়ের মধ্যে বিভিন্ন পাড়ায় আবার দলাদলি কেন?

এক দাদা প্রশ্ন করলেন—স্বর্গ, ধর্ম্ম, তপ বড়, না দেবতা বড়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈষ্ণবদের কথায় আছে, ভগবান যদি রুষ্ট হন, গুরু তাকে রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গুরু যদি রুষ্ট হন, ভগবানও তাকে রক্ষা করতে পারেন না। ধর্ম্ম মানে যা সত্তাকে ধারণ করে। সত্তাপোষণী আচরণই ধর্ম্ম। সত্তাপোষণী যা যা সবই করা লাগবে। তাই পরিবেশকেও বাদ দেবার উপায় নেই। তাই আমি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা বলেছি। যজন মানে নিজে ইষ্টানুবর্ত্তী হয়ে চলা, নিজেকে তেমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা। যাজন মানে সেবার ভিতর দিয়ে পারিপার্শ্বিককে ইষ্টানুবর্ত্তী করে তোলা। আর, ইষ্টভৃতি মানে ইষ্টের ভরণ। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহকে ওইভাবে সংক্ষেপ ক'রে দিয়েছি। দেবতা তারাই, যাদের ভিতর দিয়ে বার্ত্তা পেয়েছি।

ঋষির বিশেষ গুণ যাতে উদ্ভিন্ন হয়ে সুপ্রকাশিত হয়ে উঠেছে, তাকেও দেবতা বলে। ধৰ্ম্ম আবার নির্ভর করে আদর্শের উপর। আচার্য্যে সুকেন্দ্রিক না হলে ধৰ্ম্ম হয় না, আদর্শ, ব্যষ্টি ও পরিবেশের সার্থক সমন্বয় হয় না। ঐ আদর্শের অবশ্যই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হওয়া চাই। তিনি বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান যে যেমনই হোক, সকলেরই বৈশিষ্ট্যানুগ আপূরণশীল হবেন। তাই ধৰ্ম্ম বড়, কি দেবতা বড় ইত্যাদি প্রশ্নের অবকাশ নেই, সবগুলি জড়িত।

সন্ধ্যায় শহর থেকে অনেকে এলেন। তার মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শিক্ষকদের উদ্দেশ্য ক'রে বললেন—একটা শাসকের চাইতে একটা শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশি। শাসকের দেখা লাগে জনসাধারণকে, আর শিক্ষকের প্রত্যেকটা ব্যক্তিজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা লাগে।

চন্দ্রেশ্বর ভাই (শৰ্ম্মা)—শিক্ষা সার্থক হয় কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষা যদি সত্তাপোষণী না হয় ও সার্থক সমন্বয়ী না হয় তবে তা সার্থক হয় না। Practical-এর (বাস্তবের) মধ্য দিয়ে theoretical (তত্ত্ববিদ্যা) যত পাকা ক'রে দেওয়া যায়, ততই ভাল। আমরা শুধু ভাব নিয়ে চলতে চাই, তাই ধৰ্ম্মও বুঝি না, কৰ্ম্মও বুঝি না।

চন্দ্রেশ্বরভাই—স্বামীজী বলেছেন, শিক্ষায় আদর্শ প্রয়োজন। আদর্শ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচার্য্য। আচার্য্যের যদি আচার্য্য না থাকে তাহলে হবে না। সে তার ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে না। অসংহত বিশৃঙ্খল ধারণা থাকে। তার জানা থাকতে পারে ঢের, কিন্তু তার সার্থক সমন্বয় বা নিয়ন্ত্রণ হয় না। দেখা যায় অনেক বড় বড় বিদ্বান কিছু করতে পারে না, অথচ লাঙ্গল চষে এমন একটা লোক কত বড় হয়ে গেল। শিবাজীর কথাই ধর না!

একটি দাদা প্রশ্ন করলেন—আমাদের বৰ্ত্তমান অবস্থার কি পরিবৰ্ত্তন হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবৰ্ত্তন করলেই হয়। আমরা সংহত নই, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। কোন একটা কাজ করতে গেলে পঁচিশটা দল হয়ে যায়, কারও সঙ্গে কারও সঙ্গতি থাকে না।

চন্দ্রেশ্বরভাই—বেদ-পুরাণে তো কত কথা আছে। তারপর আবার আদর্শের দরকার কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদই হোক, পুরাণই হোক, তাতে দু-আনা, চার-আনা পাওয়া যায়। তার প্রকৃত মৰ্ম্ম শুনতে পাওয়া যায় সদ্‌গুরুর কাছে। তিনি বলতে পারেন, কেমনভাবে কী করলে কী হয়। মানুষের বোধের খুব কমই মানুষ ভাষায় রূপ দিতে পারে। জীবন্ত আদর্শের কাছ থেকে তাই শুনে নিতে হয়। যিনি নিজে জেনে জানিয়ে দেন, তিনিই গুরু।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—প্রকৃত শিক্ষাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমাদের বোধের ক্রমান্বয়ী সার্থক বিন্যাস যা বাস্তব জীবনের ভিতর-দিয়ে, জগতের ভিতর দিয়ে গজিয়ে ওঠে সুকেন্দ্রিক হয়ে, তাই শিক্ষা। সুকেন্দ্রিক না হ'লে শিক্ষার দাম নেই।

বোধি ও বৃত্তিগুলি সংহত হয়ে সার্থক হওয়া চাই ইষ্টে, তখন তাঁর মধ্যেই ঈশিত্বকে বোধ করতে পারি।

শৈলেনদা—ইষ্ট মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ আচার্য্য, সদ্‌গুরু।

শৈলেনদা—আমাদের অসঙ্গতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা সদ্‌গুরুকে অস্বীকার করেছি, তাঁকে চাকু মেরেছি। তাই বক্তৃতা করি, তা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না, প্রাণ স্পর্শ করে না। Generator বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে, তা না ক'রে উল্টো জিনিস সৃষ্টি করছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে যামিনীদা প্রশ্ন করলেন—সৃষ্টি হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রয়োজন হ'ল লীলা—এক কখনও নিজেকে বোধ ক'রতে পারে না, উপভোগ ক'রতে পারে না। You (তুমি বা তোমরা) থাকলে তখন বোধ করতে পারে, উপভোগ করতে পারে। তাই এক বহুতে পর্য্যবসিত হ'য়েছেন নিজেকেই উপলব্ধি করবার জন্য। একটা মানুষের কোন পরিবেশ না থাকলে সে পাগল হ'য়ে যায়। এতখানি দ্বন্দ্বের চাপে আছি বলেই বোধ করতে পারি। সংঘাতের ভেতর দিয়েই চিৎকে বোধ করতে পারি। সত্তার নিজেকে বোধ করতে গেলেই 'you' (তুমি) দরকার—এই পারস্পরিক আলিঙ্গন-গ্রহণই হ'ল লীলা। কারণরূপে তিনি আছেনই। নিজেকে অনুভব করবার জন্যই এই সৃষ্টি। আর সৃষ্টির প্রত্যেকটাই এক। এক আরও একে পর্য্যবসিত হচ্ছে।

দীনবন্ধুভাই (ঘোষ)—সুখ-দুঃখও তো তাঁরই লীলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই লীলা। লীলা হিসাবে বোধ ক'রতে গেলে তাঁকে গ্রহণ ক'রে বুঝতে হয়।

দীনবন্ধুভাই—সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ, সবই বর্দ্ধনের কারণ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

দীনবন্ধুভাই—পাপ কী ও তার সাথে আনন্দের সম্পর্ক কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাকে সঙ্কুচিত করে যা' তাই পাপ। তাই তা' আনন্দকে ব্যাহতই করে।

দীনবন্ধুভাই—দুঃখটারও প্রয়োজন আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে না পাওয়াটাই দুঃখ। এই না-পাওয়ার বিরহকে অতিক্রম ক'রে মিলনের আনন্দ লাভ করাটাই সুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর যাজন সম্বন্ধে বললেন—তোমার যাজন যেন মানুষকে পরম মুগ্ধ ক'রে তোলে। নিজে থেকে দীক্ষার কথা বলবে না, অথচ সে দীক্ষার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে, এমনতর করা চাই। সে যদি দীক্ষার কথা উত্থাপন করে, তখন বলতে হয়, আমার তো ভালই লাগে। শাস্ত্রে বলেছে, 'নাত্র কালবিচারণা'।

৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৬। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বেলা সাড়ে এগারটায় হরিপুরের (বীরভূম) জমি দেখতে গেলেন। চারখানা গাড়ীতে সর্ব্বসমেত পঞ্চাশজন লোক শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে গেলেন। কুমারেশবাবু এবং জে পি সিংও সঙ্গে গেলেন। রাস্তায় ময়ূরাক্ষী বাঁধ পড়ল। রাস্তা খুব খারাপ। তিলপাড়া বাঁধের কাছে নেমে ভাল ক'রে দেখা হল। সবাই গাড়ী থেকে নেমে ঘুরে-ফিরে দেখলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পুলের উপর চেয়ারে ব'সে তামাক-টামাক খেলেন। ঠিক ছয় বৎসর আড়াই মাস পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলার মাটিতে পদার্পণ করলেন, সেও মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য। হরিপুরের জমিতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর মহুয়াগাছের ছায়ায় মাটিতে সতরঞ্চিতে ব'সে বিশ্রাম নিলেন। তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল আসতে এবং রীতিমত হাঁপাচ্ছিলেন। আর সবাই স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এখানকার দৃশ্য ভালই। কাছে নদী আছে, দূরে পাহাড়। যানবাহনের সুবিধা তেমন নেই। এখানে পৌঁছতেই গ্রামের বহুলোক এসে হাজির হ'ল। তারা অদম্য উৎসাহ ও ভক্তিভাব নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের মানুষগুলির সঙ্গে সবার হৃদ্যভাব জমে উঠল।

মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়) এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটা ফটো তুললেন। বেলা সাড়ে চারটায় ওখান থেকে রওনা দেওয়া হল এবং সাড়ে সাতটায় শ্রীশ্রীঠাকুর সবাইকে নিয়ে দুমকার মুখার্জী পার্কে পৌঁছালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আসার পর বেশ অসুস্থ বোধ করতে লাগলেন।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৭। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে মুখার্জী পার্কে দালানের বারান্দায় বসে আছেন। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তারাদা (গুপ্ত) এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের প্রবৃত্তি ও সত্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব হতে থাকে, জীবন-সমুদ্রে এই মন্থন চলতে চলতে যখন একনিষ্ঠ তপস্যায় সবকিছুকে আমরা সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পারি, তখনই পারিজাত গজিয়ে ওঠে।

যেমন ধরা, তেমনি করা। যেমনি করা, তেমনি হওয়া, তেমনি পাওয়া। (অরবিন্দদাকে লক্ষ্য করে) অনেক উকিল আছে মক্কেলের টাকা মারে। মক্কেল হল উকিলের যজমান। মক্কেলই উকিলের টাকা। যজমান মারলে বামুন-পুরুত যেমন বাঁচে না, মক্কেল মারলে উকিলও তেমনি বাঁচে না। ওটা ভাল না। একান্ত প্রয়োজন হলে ব'লে-ক'য়ে চেয়ে নিতে পার। মনে রেখো তোমার ব্যবসা বামুনের ব্যবসা। সে যদি কিছু না দেয়, সেওভি আচ্ছা! কিন্তু তাকে বিপন্মুক্ত করাই চাই। এতে দেখবে, কত উন্নতি করতে পারবে, মাথা খুলে যাবে। কোন লোক বিপন্ন হয়ে যখন তোমার কাছে আসে, তখন মনে করবে আমার ঠাকুরই আমার কাছে এই বেশে এসেছেন।

মানুষের ভাল করবই, সে এড়ো ক'রেই পারি বা পাথাল ক'রেই পারি। কারণ মানুষ আমার প্রত্যক্ষ স্বার্থ। খেয়ে বাঁচি, নিয়ে বাঁচি মানুষের থেকে। পরিবেশই আমার আহরণের ক্ষেত্র। তারা না থাকলে বাঁচি না। পরিবেশকে যে যত সংহত ক'রে তুলতে পারে, সে তত মুকুটহীন সম্রাট হয়ে ওঠে। গুরুই আমার মুকুট। আর, সিংহাসন আমার মানুষের হৃদয়।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৯। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে সমাসীন। সন্নিকটে অনেকেই উপস্থিত।

একটি দাদা এসেছেন বহরমপুর থেকে। প্রফুল্ল তাকে জিজ্ঞাসা করল—তারকদাকে দেখেছেন?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ! তারকদার বাড়ি বহরমপুরে। আমার বাড়ী কিন্তু বহরমপুর নয়, আমার বাড়ী রাজসাহী।

প্রফুল্ল—তারকদার বাড়ীও বহরমপুর নয়, হুগলী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ী তোমাদের যার যেখানেই হোক, তোমরা সৎসঙ্গের, একথা ঠিকই। বাড়ী তোমাদের সৎসঙ্গ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে যতীনদার (দাস) পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসন্দীপনা নিয়ে আড্ডা দেওয়া খুব ভাল। ওতে একটা প্রেরণা আসে।

বিশ্বনাথবাবু—মানুষের ব্যক্তিগত প্রতিভা যেদিকে, সেটা বাদ দিয়ে কারও অন্য কাজ ক'রে শান্তি হতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা আমাদের মত গেরস্ত, তাদের জন্যই বিয়েথাওয়া করেনি, এমনতর শিক্ষক দরকার, যারা নাকি সত্তাপোষণী, সত্তাসম্বর্ধনী বার্ত্তা দিতে পারে। সে

একটা ইঞ্জিনিয়ারও পারে, অধ্যাপকও পারে তার মতো করে। ঐ কাজ ক'রে হয়তো এক হাজার বা দেড় হাজার টাকা পেত। এখন হয়তো লঙ্কা টিপে দুটো খায়। কিন্তু তাদের সেবায় সমাজ উন্নত হয়, এবং বাঁচাবাড়ার ক্ষেত্রে তাদের বিশিষ্ট উপযোগিতার বিষয়ও চারাতে পারে। তাদের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটা বেড়ে যায়। এতে সমাজ উপকৃত হয়, বঞ্চিত হয় না।

বিশ্বনাথবাবু—সেই বিশেষ দিক ও কাজ ছেড়ে দিলে কি খারাপ হয় না? একজন সার্জেন যদি অপারেশন থিয়েটার ছেড়ে দেয়, মানুষ কি বঞ্চিত হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যাই হই, আমার জীবন ধর্ম্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ধর্ম্ম মানে সত্তাসম্পোষণী সত্তাসম্বর্দ্ধনী আবেগ। আপনি যেমন কবিরাজ, টোটকা ঘরে-ঘরে শিখিয়ে দিতে পারেন। একজন সার্জেন হয়তো তার বিশেষ সেবার মধ্য-দিয়ে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তাতেও কম সেবা হয় না। নাগার্জ্জুন রসায়নশাস্ত্রের ভিতর দিয়ে ধর্ম্মকেই প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। সবটার মধ্য-দিয়ে ঐ-কথা বলেছেন, 'তুমি বাঁচ, বাড়'।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২০। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে আছেন। কাছে আছেন যামিনীদা (রায়চৌধুরী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরথদা (ঘোষ) প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। তাছাড়া অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), তারাদা (গুপ্ত) এসেছেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলবেন—যত খারাপ লোকই হোক, এখানে থাকাটা যার ভাল লাগে, বুঝতে হবে মোক্তামুক্তি সে ভাল লোক, নচেৎ কেমন ক'রে যেন বেরিয়ে যায়।

অরবিন্দদা এবং তারাদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ইষ্টানুগ তপস্যায় আন্তঃকৌষিক উপাদান (Inter cellular ingredients) গুলির পুনর্ব্বিন্যাস হতে থাকে। মনুসংহিতায় আছে 'ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনু'। গণ্ডী কেটে-কেটে যে দেবমন্দিরে আসে, তাতেও আন্তঃকৌষিক উপাদানগুলির পুনর্ব্বিন্যাস হয়, যার ফলে রোগ পর্য্যন্ত সেরে যায়। যাজনে এমন একটা নেশা ধরে তা গাঁজা-ফাজার থেকে বেশী।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২১। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। অনেকেই উপস্থিত।

লক্ষ্ণৌয়ের মা বললেন—এখানে যারা বহুদিন ধরে আছে, তাদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের কথা-খেলাপ দেখি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আছে বললেই তো হয় না। থাকা দুই রকমের আছে। এক হল ঠাকুরের জন্য থাকা, আবার আছে ঠাকুরকে দিয়ে প্রত্যাশাপূরণের জন্য থাকা। ঠাকুরের জন্য যারা থাকে, তাদের সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা থাকে, যাতে তাঁর নীতিগুলি চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারে। তিনি পছন্দ করেন না, এমন কিছু করতে চায় না। তাই, তার পরিবর্ত্তন হয়ই। কিন্তু যে প্রত্যাশার লোভে থাকে, ঠাকুরের প্রীণনের যে ধার ধারে না, আত্মসংশোধনের তার কোন স্বার্থ নেই।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ধর্ম্ম মানেই যাতে আমাদের সত্তা বিধৃত হয়। কৃষ্টি মানে ঐ ধর্ম্মের অনুচর্য্যা। বিজ্ঞান মানে বিশেষভাবে জেনে সেটাকে সত্তাসঙ্গত ক'রে তোলা। দুটো দিক আছে, সৎ ও অসৎ। সৎ তাই যা সত্তাকে পুষ্ট করে, বাড়িয়ে তোলে। অসৎ তাই যা সত্তাকে বিঘ্নিত করে, খতম করে। অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি প্রতিটি জীবনের পক্ষে সত্তার সাথেই গাঁথা থাকে। বাড়াটাই হল evolving urge (বিবর্ত্তনী আকূতি) যা থেকে আরও হতে চায়, অমর হতে চায়, অমৃতকে পেতে চায়। বিজ্ঞান চায় অমরতাকে আবাহন করতে। বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, সত্তাঘাতী রকমে যদি চলি, থাকব না, টিকতে পারব না। পাপ মানে তাই যা পালনকে নষ্ট করে। নরক মানে তাই যা বৃদ্ধিকে খতম করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে উপবিষ্ট। রামপুরহাট লাইন দিয়ে কয়েকজন ভাই এসেছেন বর্দ্ধমান থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—আমি একবার ল্যুপ লাইন দিয়ে কাশী গিয়েছিলাম। অনন্ত (রায়) আমার সঙ্গে গিয়েছিল। সে রাস্তায় খুব ছোলাভাজা কিনে-কিনে খেয়েছিল। পথে বর্দ্ধমান স্টেশনে সীতাভোগ কিনেছিলাম। সে দেখে বোঝার জো নেই চাল কিনা। দেখতে ঠিক 'টেবিল রাইসের' মতো।

রাত্রে অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং তারাদা (গুপ্ত)-কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—আমার মনে হয়, এখানে যদি একটা মন্দির করা যেত এবং নাম দেওয়া যেত 'সাঁওতালনাথ' এবং সাঁওতালী ভাষায় সহজ ক'রে কয়েকখানা প্রাইমারী বুক্স বের করা যেত (যার মধ্যে সবই থাকে সহজ ভাষায়) তাহলে ভাল হত। মন্দিরে শিবলিঙ্গ রাখা লাগে। মন্দিরের গঠন বিশেষভাবে করা লাগে। সাঁওতালীদের মধ্যে থেকে পাণ্ডা করা লাগে। তাদের বাড়ী রাখা লাগে কাছে। একটা educational zeal (শিক্ষার উৎসাহ) চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে যাতে চলতে থাকে, তার ব্যবস্থা করা লাগে। এর ফলে সমস্ত সাঁওতালগুলি হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠবে।

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২২। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে বসে থাকাকালীন কুমারেশবাবুকে একটা লাঠি দিলেন। দিয়ে বললেন—এই লাঠির যত্ন করলে এ-লাঠি কী দেবে বলা যায় না।

যতীনদা (দাস) একজনের সম্পর্কে বলছিলেন—সে বিগড়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বার্থগৃধ্নুতা ছাড়া সৎসঙ্গের জীবনে বড় কাউকে বেগড়াতে দেখা যায়নি। কেউ হয়তো পড়ে গেছে, কিন্তু পরে আবার উঠেছে।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৩। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে এসে বসেছেন। কালীবাবু (গুপ্ত), হাউজারম্যানদা প্রমুখ কাছে আছেন।

হাউজারম্যানদা জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের duty (কর্ত্তব্য) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপোষণা। আর, তা করতে গেলেই ঈশ্বরের দরকার। কারণ, তোমার existence (অস্তিত্ব)-টা exist করছে (বজায় আছে) তাঁর উপর।

হাউজ্যারম্যানদা—ঈশ্বরের কেন দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরের দরকার তোমার বাঁচার জন্য, বাড়ার জন্য।

হাউজ্যারম্যানদা—উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকেও তো বড় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহং যখন অভিভূত হয়ে পড়ে প্রবৃত্তির দ্বারা, তখন মানুষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়। নচেৎ শুভাকাঙ্ক্ষী হয়। তোমার ভাল করব বলে আমি ভাল হতে চাই। আবার আছে, তুই শালা মর্, আমি তোকে ডাউন ক'রে বড় হই। অন্যকে ছোট ক'রে বড় হতে গেলে সে বেশী বড় হতে পারে না। কিন্তু অন্যভাবে এন্তার পথ খোলা।

হাউজ্যারম্যানদা—ওতে তো exploited (শোষিত) হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো চায় exploited (শোষিত) হ'তে, কারণ, তাকে exploit (শোষণ) করে যদি অন্যের ভাল হয়, অথচ তা'র সত্তা বিপন্ন না হয়, তাই তো সে চায়। পরমপিতা ভিখারী—He is a beggar of our goodness (তিনি আমাদের সততার ভিক্ষুক)।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। আমার ছেলেকে যদি ঠিক না করি, তবে তার হাতেই হয়তো আমাকে ঠেঙ্গানি খেতে হবে। ফলকথা, জন্ম দিচ্ছি যাকে বা যাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছি, তাদের যদি ঠিক না করি, তবে তার জন্য দুর্ভোগ ভুগতেই হবে। পরিবেশ থেকে নিয়েই আমরা বাঁচি। তাই, আমাদের স্বার্থ কিন্তু তাদের মধ্যে, যার যার নিজের মধ্যে নয়। স্বার্থ যেখানে, সেখানে যদি হাত না দিই, সেখানটা যদি ঠিক না করি, তবে স্বার্থ খোয়াব। আর, ঝাড়ফুঁক ক'রে যে এটা সেরে যাবে তা নয়। আমাদের সবকিছু অপকর্ম্মের জন্য অনেক খাটতে হবে।

কালীবাবু বিদায় নিলেন।

প্রফুল্ল—গাড়ীর টাকা আর সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। এইজন্য মনটা খারাপ লাগে। অথচ এটা যে অসম্ভব, তা আমার মনে হয় না। আমার ধারণা, করা যায়, তাই আপনি বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করবে এইজন্যই কই। কারণ, করলে অতখানি বেড়ে উঠবে। এতটা পারি না বা পারব না, এমনতর knot (গেরো) কেটে যাবে। সেইটেই আমার লাভ। অতখানি একবার করা থাকলে সে সম্বন্ধে ভয় থাকে না, প্রশ্ন থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে। তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), ইষদাদা (বিশ্বাস), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ কাছে আছেন।

দু'জন ভদ্রলোক এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ। তাঁকে লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বামুনের জাতব্যবসা হল লোকবর্দ্ধনা।

যামিনীদা—লোকবর্দ্ধন মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকে যাতে বাঁচে, বাড়ে, সুসঙ্গত হয়, যোগ্য হয় তাই করা। ধর্ম্মদান মানে ধারণক্ষম করে তোলা। ধর্ম্মদানের থেকে নাকি বড় দান নেই।

যামিনীদা—ব্যবসার মধ্য দিয়ে কি ক'রে করবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে দিয়েই করা যায়। আগে তো একদিন এসব করার প্রয়োজন ছিল না। বৃত্তিবিভাগ ছিল। কারও বৃত্তিতে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারত না। তার ফলে unemployment (বেকারী) বলে জিনিস ছিল না। বামুনরা টাকা উপায় করত না, মানুষ উপায় করত। ক্ষত্রিয়রা লোকরক্ষা করত।

যামিনীদা—বামুনরা কি এখনো ঠিক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রক্ত তো আর টক্ ক'রে মরে যায় না, interpolation (অবিহিত মিশ্রণ) না হলে।

যামিনীদা—বামুনরা ব্যবসা করেও তো ভাবে বেশ আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ অবস্থায় না ক'রে করবে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে লবঙ্গ দিতে গিয়ে একটা লবঙ্গ পড়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে তন্নতন্ন ক'রে সেটা খুঁজে দেখলেন। এমনকি বিছানার উপর দাঁড়িয়ে উঠে দেখলেন। তাতেও পেলেন না। পরে পাওয়া গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বস্তি পেলেন, তখন সেইটা খেলেন।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—একটা লবঙ্গ হারিয়ে গেলেও অতো খোঁজ করেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে ভাবি, ওটা যদি খুঁজে না নিই, অনুসন্ধিৎসা ও অনুরাগটা অতোখানি শিথিল হয়ে যাবে আমার মধ্য থেকে।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৪। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে আছেন। যতীনদা (দাস), তারাদা (গুপ্ত), অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

যতীনদা বললেন—সব চাইতে অসুবিধা হয় যখন পরিবারের সবাই অভাব-অভিযোগে কষ্ট পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার জীবনে দেখেছি, যদি শ্রেয় কারও প্রতি একটা ভাবঘন আবেগ থাকে, তখন এমন একটা আচ্ছাদন থাকে ইষ্টপ্রীতি বা শ্রেয়প্রীতির যে, কোন কষ্টই আর লাগে না। মহারাজের মৃত্যুর পর মাথাটা টলছিল। ভাল তো বাসতাম খুব। মা একটা ধমক দিতেই ঠিক হ'য়ে গেলাম। আজ মণির অসুখের জন্য এত কাতর হ'য়ে আছি, মা থাকতে অমন হ'ত না। প্রত্যেকের জন্যই অমন বোধ করি। কী যে উৎকণ্ঠা, বাঁচাই কঠিন! অরবিন্দর মেয়ের খবরের জন্য মনটা যে কেমন অস্থির হ'য়ে আছে, বারবার মনে পড়ে।

যতীনদা—আমার ঐ-ভাব থাকলে না হয় আমার না লাগতে পারে, কিন্তু অন্য সবাই যখন কষ্ট বোধ করে, সেটা তো কষ্টকর মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরাও কোথাও ভাবঘন হ'লে তাঁদেরও লাগবে না। শুধু আপনার হ'লে তো হবে না, তাদের অমন ক'রে তোলা চাই। আপনি খেলে তো তাদের খিদে মিটবে না।

যতীনদা—অনেকে ভাবঘন হ'য়ে থাকার নাম ক'রে পরিবার-সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে তাতে পরিবার কষ্ট পায়, অথচ সেদিকে এতটুকু নজর থাকলে তারা ভাল থাকে। তা কি খারাপ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তেমনতর ভাবঘন হ'লে এমন জৌলুস ফুটে বেরোয় তার চরিত্র দিয়ে যে, তার নিজের পরিবার তো অভুক্ত থাকেই না, আরও কত পরিবারকে সে টেনে নিতে পারে। সত্যিকার ভাবঘন হ'লে তার করার কমতি থাকে না কোনদিক দিয়ে।

তারাদা, অরবিন্দদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বোধিবিন্যাস অসঙ্গতিপ্রবণ হওয়ায় মাথার মধ্যে একটা crust (আচ্ছাদন) পড়ে যায়। সে একটা জিনিস ভাল জিনিস বুঝলেও ধ'রতে পারে না।

রবীনদা (রায়)—যারা ভাল বুঝেও ধ'রতে পারে না, তাদের উপায় কী? বুঝে-শুনে না ধ'রলেও তো মন খারাপ লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁদের উপায় তোমরা, তোমাদের সাহচর্য্য, তোমাদের সঙ্গ। তোমাদের ভালবেসে তারা বুঝবে। মানুষের তপস্যা বনে-জঙ্গলে নয়, কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করাতেই তপস্যার কার্য্যকারিতা।

দুনিয়ার কোলে যা'রা জন্মেছে, তাদের প্রত্যেকেই তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য। কাউকেই তুমি বাদ দিতে পার না। লেগে থেকে প্রত্যেককেই ঠিক করা লাগবে। কাউকে যদি পথে আনতে না পার, সে তোমারই খাঁকতি! কেন পারলে না, ভেবেচিন্তে নিজেকেই adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে। এই-ই তপস্যা।

অরবিন্দদা—কাল ইষ্টভৃতি না করায় একটা chain of mistakes (ভুলের শৃঙ্খল) যেন হ'তে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইন্দ্রজিৎ ছিল অজেয়। তার মূল ছিল নিকুম্ভিলা যজ্ঞ। কিন্তু যেদিন তার সেই যজ্ঞে ব্যাঘাত হ'ল সেইদিনই তার বিনাশ সম্ভব হ'ল। আমরা যদি তেমনি ইষ্টভৃতি অটুট রাখি, তাহ'লে যেন রক্ষাকবচটা হাতে থাকে। ভোরে উঠে নামধ্যান, ইষ্টভৃতি ক'রে বেরোন লাগে। সেটা আয়ুদ, স্বাস্থ্যদ, সবদিক দিয়েই ভাল। আর, ঐসব ক'রে যখন বেরুলাম, তখন সে বেরুনও হয় তেমনি বেরুন, একেবারে শক্তিসমন্বিত হ'য়ে বের হওয়া।

সুরথদা (ঘোষ)—মেয়েদের কোথায় বিয়ে হয়, সেই ভেবে দীক্ষা দেওয়াইনি। দীক্ষা কি দেওয়াব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিয়ে দিলেই হয়। ভাল যা, তা' করাই ভাল। তাতে যত দুঃখই আসুক, আর সুখই আসুক।

১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৬। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে বসে আছেন। অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), তারাদা (গুপ্ত) প্রমুখ আরও অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের গল্পচ্ছলে বললেন—ছেলেবেলায় আমার বরাবর ধারণা ছিল, এইসান এইসান কাজ ক'রব যে, মা সুখ্যাতি না ক'রে, বাহাদুরী না দিয়ে পারবেন না। আমিও যেন তোমাদের ভিতর আমার কাছে মা যেমন, তেমন হ'য়ে উঠতে পারি।

তড়িৎপদী হওয়া চাই। একসঙ্গে হয়ত তিনশো লোককে attend ক'রছ (দেখছ)। তোমার চোখমুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকবে ভাবে। বুদ্ধি হবে তরতরে, চলন হবে দক্ষ। তোমাদের আমি তেমন দেখতে চাই।

অরবিন্দদা—মনে হয়, আরও আগে আপনাকে কেন পেলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মরণের আগেও যদি তাঁকে পাই, তবে সেই পাওয়াতেই যদি কল্যাণ-উৎসৃজী এ্যাটম বোমের মতো জ্বলে উঠতে না পারলাম, তবে কি হ'ল? প্রত্যেকে এক-একটা দিগ্বিজয়ী হ'য়ে ওঠ। আমি কি ডরাই সখি লম্পট রাবণে? তোমাদের গর্জ্জন, তোমাদের শুভসন্দীপনা যদি সমগ্র বিহারকে কাঁপিয়ে তুলতে না পারল, তাহ'লে কী হ'ল।

অরবিন্দদা—পারব তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের যদি গৌরব থাকে পরমপিতার সন্তান ব'লে, তাহ'লে পারতেই হবে।

অরবিন্দদা—সময় লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি এখনই হোক। আমি যদি ফকির হই, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু উর্জ্জী অর্জ্জনপটু হব না কেন?

অর্থস্বার্থী হ'য়ে না, কিন্তু স্বস্তি-স্বার্থী হও।

সাধু কবলাতে যেও না, সাধু সেজো না, সাধু হও। অনেকে নিজে সাধু না হ'য়ে চায় যে অন্যে তাদের সাধু বলুক। তা' ভাল না।

আমি বুড়ো হ'য়ে গেছি, তোমরা যুবক আছ। আমি তোমাদের মধ্য দিয়ে আবার যুবক হ'তে চাই।

কাউকে ভয় ক'রবে না, যে যত হোমরা-চোমরাই হোক না কেন। তুমি চলবে তোমার আকর্ষণী জেল্লা নিয়ে।

প্রত্যেকটা কাজে উন্নতি করা চাই। প্রত্যেকটা কাজে সফল হওয়া চাই। অযুত জেল্লায় ফুটে ওঠা চাই।

অরবিন্দদা—অবতার-মহাপুরুষরা তাঁদের জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়ে থাকেন। কিন্তু তার মধ্যে কি তাঁদের ঠিক থাকে যে তাঁরা অবতার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই।' তুমি যা' হয়েছো—তা তুমি জান না।'

'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। তস্মিন্ নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজং'—বীজ হ'য়ে থাকেন। বীজ জানে না যে সে বীজ। অবস্থার মধ্যে পড়লে সব গজিয়ে ওঠে। কেষ্টঠাকুর অতো কথা ব'লেও নিজে কাঁদেন কেন? সে কি হাপুস কান্না? তিনি যদি মানুষের মত দুঃখ বোধ না করেন, তবে মানুষের দুঃখে তিনি দুঃখ বোধ করেন কি ক'রে? তবে সব অবস্থার মধ্যে তিনি সাম্যভারাপন্ন (balanced) থাকেন—এই যা।

আগুন জানে না আমি আগুন, বটগাছ জানে না আমি বটগাছ। মানুষ বলে অভিহিত না হ'লে মানুষও জানত না যে সে মানুষ। প্রত্যেকে জানে 'আমি আমি'। তাই গীতায় বোধ হয় 'অহং' 'অহং' ব'লে কথা আছে।

এখানকার পুলিশ লাইনের ম্যাগাজিনের কাছে পাহারাদাররা পরীক্ষা ক'রে বলে—কৌন্ হ্যায়? খাড়া রহ—সেই কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—ওতে অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যায়। বলা উচিত 'নমস্তে, আপ কৌন?'

বা 'কৌন আপ?'

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২৭। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের দালানের বারান্দায় উপবিষ্ট। সুশীলদা (বসু), যতীনদা (দাস), রবিনদা (রায়), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—শ্রেয়সম্ভোগ-অনুপ্রেরণাই সব ঠিক ক'রে দেয়। জীবনের সমস্ত দিক ওর মধ্য দিয়ে ঠেলে ওঠে। একটা লীলায়িত ছন্দ ভেসে ওঠে। আর, ঝোঁকটা হ'তে একলহমাও লাগে না। ঝোঁকটা ক'রে নিয়ে ক্রমাগতি বজায় রাখতে হয়। তখন ঐটেই পেয়ে বসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), তারাদা (গুপ্ত), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রবিদা (রায়), প্রিয়নাথদা (সরকার), চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা) প্রমুখ আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক-একটা ব্যাপারে এক-একজনের তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়ে সর্ব্বসঙ্গতি নিয়ে উন্নতি ক'রে অদ্বিতীয় হ'য়ে ওঠা লাগবে। তারা যেমন মোক্তার আছে। এই ব্যাপারে কৃতিত্বের চরম শিখরে উপনীত হওয়া চাই। মানুষ ইষ্টপ্রাণ হ'লে তার যা'-কিছু সর্ব্বসঙ্গতি লাভ করে। তখন তার প্রত্যেকটা প্রবৃত্তিই এককেই পরিপূরণ করে। আবার, ঐটে হ'লে সে যতরকম কাজই করুক না কেন, সব নিয়ে পরিবেশকেও সঙ্গত ক'রে তুলতে পারে তত। এইভাবে জাতির মধ্যে যদি বিপ্লব এনে দিতে না পার তো হবে না। আমাদের এর মধ্যে mysticism (রহস্যবাদ) ব'লে কিছু নেই। আমরা যত এগুব, ততই অমাদের সামনে দিগন্ত এগিয়ে যাবে। এই অজানা দিগন্তটাকে ভেদ ক'রে আরও এগিয়ে যেতে হবে। ঈশোপনিষদে আছে 'অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে'।

একটি দাদা (নগেন বিশ্বাস, আসাম) এসে বলেছিলেন—শহরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন—'সবার কাছে শুনি বড়লোক ছাড়া অন্য কারও স্থান নেই আপনাদের আশ্রমে।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলতে হয়—'আমরা গরিব হই, চাষী হই, মজুর হই, ভাল হই, মন্দ হই, যাই হ'ই, যারা এখানে এসেছি, তারা একটু বড় আছিই, তা না হ'লে এখানে আসতে পারতাম না। যাদের একটু ঈশ্বর-আকৃতি আছে, যারা সত্যিই অন্তরে একটু বড়, তারাই এখানে আসে।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৮। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু) ও আরও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং প্রাদেশিক জুডিসিয়াল অফিসারদের transferrable job (বদলির চাকরী) হওয়া উচিত। যে-কোনও প্রদেশের যে-কেউ অন্য যে-কোন প্রদেশে গিয়ে সেই কাজ ক'রবে এবং সে প্রদেশও তা' মেনে নেবে। এমনতর রকম হ'লে প্রাদেশিকতার মানসিকতা ক'মে যায় এবং লোকও exploited (শোষিত) হয় কম। প্রাদেশিক মন্ত্রী ও অফিসারদের

সেখানকার ঘাঁতঘুঁত বেশি জানা থাকে বলে নিজেদের স্বার্থে তারা অবিহিত সুযোগ গ্রহণ ক'রতে পারে।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৯। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে বসে আছেন। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্তী) প্রমুখ কয়েকজন কাছে আছেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শান্তি (জাতিস্মর) চ'লে যাবার পর আমি কয়েকদিন খুব কষ্ট পেয়েছি। জীবনে কষ্ট কম পেলাম না। মানুষ চ'লে গেলে যে কেমন লাগে! আগেও লাগতো। তখন কিন্তু আমার একটা অবলম্বন ছিল। এমন নিরাশ্রয় হইনি। মানুষ যারা উপলব্ধি করেনি, তা'রা হয়তো বুঝতে পারবে না যে একজন শ্রেয় যাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হই, তেমনতর একজন মানুষের প্রয়োজন জীবনে কতখানি। মা থাকতে ঝড়ঝঞ্ঝা, দুঃখকষ্ট কম যায়নি। কিন্তু তা'র মধ্যেও একটা আশ্রয় ছিল। তাই, সব ব্যথার মধ্যেও একটা সান্ত্বনা ছিল।

এখানকার একটা দাদা পেটের যন্ত্রণায় বহু বৎসর ধ'রে খুব কষ্ট পাচ্ছেন, সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আমার এক মাসতুতো ভাই আছে, হরিদাস। ছেলেবেলায় সে খুব দুষ্টু ছিল। আর ওকে মাসীমা খুব মারতেন। মাসীমা যখন মারতেন, ও তখন একটা বোল ধরতো, হয়তো 'আল্লা, আল্লা' ক'রতো। ঐ সব বোল ধরায় লাভ কী জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লতো, কাঁদলেও চিৎকার ক'রতে হবে, আর এও চিৎকার করা। কাঁদলেও ব্যথা বোধ হবে বেশি, কিন্তু ঐরকম একটা বোল ধ'রলে ব্যথা অতো লাগে না। এও যদি যন্ত্রণায় না কেঁদে, যন্ত্রণার সময় চিৎকার ক'রে ভগবানের নাম করে, তাহ'লেও একটা ফল হ'তে পারে।

তারাদা (গুপ্ত)-র বাড়ীতে গতকাল সৎসঙ্গ হয়েছিল। মায়া মাসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—আনন্দ পেলে?

তারাদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাতলামি ক'রলেই একটু আনন্দ হয়। মানুষ মদ-তাড়ি খেয়ে মাতলামি করে। সেও যেমন একটা নেশা, এও তো তেমনি নেশা। নেশা না জমলে কি আনন্দ হয়?

অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), নির্ম্মলবাবু (বসু) প্রমুখ এসেছেন। ব্যবহারজীবী সম্পর্কিত লেখা প'ড়ে শোনান হ'ল। নির্ম্মলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—এ কাজে শ্রেয়তপা হ'তে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাঁজেলের সব বুদ্ধি গাঁজার কল্কের মধ্যে। আমাদের জীবনে তেমন একটা গাঁজার কল্কে যদি না থাকে, তবে সব কিছুই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে। আমরা বিশ্লিষ্ট

হ'তে চাই না, আমরা চাই সংশ্লিষ্ট হ'তে। আমরা যা থেকে হ'য়েছি, —যেমন অণু-পরমাণু, আমরা তা হ'তে চাই না। কিন্তু অণু-পরমাণুকে নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চাই। সত্তার সংহতি বজায় রেখে আমরা দুনিয়াটাকে উপভোগ ক'রতে চাই। দুনিয়ার ওপর ঈশিত্ব লাভ ক'রতে গেলে নিজে সংহত হওয়া চাই আদর্শে। আদর্শানুগ আত্মবীক্ষণ না থাকলে কিছুই ঠিকমত tackle (নিয়ন্ত্রণ করা) যায় না। এ-সব কঠিন কিছু নয়। ক'রতে ক'রতে স্বতঃস্ফূর্ত অসৎ-নিরোধী প্রবৃত্তি যদি সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে অন্যকে রক্ষা ক'রতে পারবো না। ও-সম্বন্ধে একটা রোখ থাকা চাই। 'লব তুরঙ্গিনী ছলে, বলে অথবা কৌশলে'—ঐ রকম প্রতিজ্ঞা চাই।

প্রবৃত্তি-অভিভূতি আমাদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে সত্তার ডাক আমরা আর শুনতে পাই না। সেখানে সন্দেহ হয়। কতরকম এৎফাঁক ক'রে সে-ডাক এড়িয়ে চলতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নিজের জীবনে রসগোল্লা খাওয়ার গল্প ক'রতে গিয়ে রহস্য ক'রে বললেন—আমি ভাবি, রসগোল্লা, আমি শালা তোমারে খাব, না তুমি আমারে খালে।

মনে হয়, একদিনে হঠাৎ ছাড়া ভাল না, অসুখ-বিসুখও ক'রতে পারে। ওটা ঠিক নয়।

কতজনকে এই তুক্ শিখিয়ে দিয়েছি। একটা নিষ্ঠাবান লোককে কখনও ব্যর্থ হ'তে দেখিনি। মানুষ বলে, চুরাশি লক্ষ বছর কেটে যায় বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ ক'রতে। আমার মনে হয়, লহমায় চুরাশি লক্ষ বছর কেটে যায়।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৩০। ১১। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে ব'সে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে আত্মা-সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা ইঞ্জিন আছে, এর সব পার্টস্ই ঠিক আছে, কিন্তু তার ভিতর steam (বাষ্প) যদি না থাকে, তো যেমন চলে না, তেমনি আমাদের জীবনে যত-কিছুই থাক্ না কেন, তা'র পিছনে সম্বেগ যদি না থাকে তা'হলে তা' সুসঙ্গত সংহত পরিক্রমায় চলৎশীল হয় কি ক'রে? এই সম্বেগকেই বলা যায় আত্মিক সম্বেগ,—সেই-ই আমাদের চালায়। Spirit (আত্মিক সম্বেগ)-কে matter (বস্তু) থেকে বাদ দেওয়া যায় না, আর আমি তা দিই-ও নি।

হীরালালদা চব্বিশ-পঁচিশজন দাদাদের নিয়ে কলকাতা থেকে এলেন। আজ শ্রীযুত বলদেব সহায়ও এসেছেন পূজনীয় বড়দাদের মামলার ব্যাপারে।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২। ১২। ১৯৫২)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ আরও অনেকে আছেন।

শ্রীযুত বিনোদাবাবু (ঝা) এবং বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হ'ল।

ওঁরা চ'লে যাবার পর কেষ্টদা বর্ত্তমান সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের কথা তুললেন। সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—আজকাল লোকের চিন্তাধারাও অনেক নিম্নমানের হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে বুদ্ধিবৃত্তির উপর মরচে প'ড়ে গেছে। সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা নেই।

একটি ভাই—আমি একটা চাকরির চেষ্টা করছি, সেটা কি পাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা কর্, ক'রে পা। ক'রে যা হয় তাইই মানুষ পায়। আর, না ক'রে কিছু পেলে তাতে পাওয়া হয় না।

অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তারাদা (গুপ্ত) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—Greatman (মহৎলোক) যাঁরা, তাঁদের সেবা দিয়ে, তাঁদের কাছ থেকে কিছু নিও না। ওতে আত্মপ্রসাদ থেকে বঞ্চিত হবে, হৃদয় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠবে। তা'তে তুমি লাভবান হবে না। কিন্তু তাঁদের জন্য অপ্রত্যাশী হ'য়ে যদি কর, তাহ'লে তার ভিতর দিয়ে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে, তাই তোমার ছাপ্পর ভ'রে তুলবে। কত পাইয়ে দেবে তার ঠিক নেই। কিন্তু তাই ব'লে সেই লোভে ক'রো না। গীতামাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে গীতাপাঠ ক'রতে যেও না। মহৎ লোক বলতে আমি তাঁদের কথাই বলছি, যাদের লোকতফিল বেশী, যারা বহুর সর্ব্বতোমুখী সেবায় তাদের অন্তর জয় করেছেন। এ মহৎলোক যে-কেউ হ'তে পারে। একটা মুচিও হ'তে পারে, মুদ্দফরাসও হ'তে পারে, কায়স্থ হ'তে পারে, ব্রাহ্মণ হ'তে পারে বা যে-কেউই হ'তে পারে। মনে রেখো, মহৎ লোক মানে কিন্তু ধনীলোক নয়।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৩। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে ব'সে থাকাকালীন প্রফুল্লকে দিয়ে পূজনীয় সুধাংশুদার (মৈত্র) কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণবরেষু, সুধাংশু!

তোমার চিঠি পেয়ে বিস্তারিত অবগত হলাম।

তুমি যতই ভাল কর, লোকে নানা কথা বলবেই। কিন্তু ওদিকে ভ্রূক্ষেপ ক'রো না, শুভকাজের পথে অনেক বাধা। কিন্তু তোমার

চলনা যেন এমনই সুষ্ঠু, নিখুঁত ও কুশলকৌশলী হ'য়ে ওঠে, যা'তে মানুষের অমনতর বলা তোমার চলার পথে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি ক'রতে না পারে। আর, তুমি যেন এতখানি লোক-শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে উঠতে পার, যাতে তোমার সম্পর্কে অমনতর অবান্তর ভাবা বা বলার অবকাশই না থাকে। অবশ্য, তাও লোকে ব'লবে। কিন্তু এমনতরভাবে চলবে যা'তে তোমার শত্রুও তোমার গুণমুগ্ধ না হ'য়ে পারবে না। তুমি যা' করণীয় বলে বুঝেছ, অদম্য উৎসাহে সেই পথে এগিয়ে চল। তুমি যে এই পরমপুণ্য কাজে ব্রতী হ'য়েছ, এতে আমি বিশেষ আনন্দিত। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সব বাধাবিঘ্নকে জয় ক'রে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠ।

শরীরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে চ'লো। তোমার বাবা কেমন আছেন? তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিও। মন্টু কেমন আছে? সানু নোটনকে নিয়ে ভাল আছে তো? কৃষ্ণাকে ব'লো তার চিঠি পেয়েছি, সে কেমন আছে? এদিকের এখনও কোন ফয়সালা হয়নি। মামলার ব্যাপারে যা' যা' করণীয় করা হ'চ্ছে! গত ৩০শে নভেম্বর A. D. C.-র কোর্টে hearing (শুনানী) হ'য়ে গেছে। এ-সম্বন্ধে এখনও রায় বেরোয়নি।

আমার শরীর ভাল নয়। আর আর সবাই একপ্রকার আছে। কয়েকদিনের মধ্যে দেওঘর যাবার সম্ভাবনা আছে।

আগামী ২৯শে ডিসেম্বর থেকে কনফারেন্স, তখন যাতে huge gathering (প্রচুর জনসমাগম) হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো, এবং তুমি সময়মত আসলে সুখী হব।

আমার আন্তরিক স্নেহাশিস ও 'রাস্বা' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমার
দীন
'বাবা'

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে আছেন। সুশীলদা (বসু), স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রমুখ আরও অনেকে আছেন।

শ্রীযুত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যদি শ্রেয়দীক্ষা লাভ না করি, তবে আমার কর্ম্মই আমাকে অসংহত ক'রে দেবে—সে যত ভালই করি, আর মন্দই করি। সত্যি ভাল যদি ক'রতে চাই, সে ঐ ইষ্টানুগ পন্থায়। আর খারাপকে যদি ভাল ক'রতে চাই সে-ও ঐ ইষ্টানুগ পথ ধ'রে।

বিশ্বনাথবাবু—মানুষ, গরু, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি বিভিন্ন জীবের জীবাত্মার মধ্যে তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবই জীবাত্মা। জীবাত্মা বৃত্তি দ্বারা আবৃত হ'য়ে থাকে। যে যেমন বৃত্তির দ্বারা আবৃত, তার রূপও ঐরকম হয়। মানুষ বৃত্তি অনেকটা ভেদ করতে পারে, তাই তারা উন্নত। ইতর জীবজন্তুও অনেক সময় trained (শিক্ষাপ্রাপ্ত) হ'তে পারে,—প্রভুর প্রতি নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে যেমন কুকুর, গরু, বিড়াল ইত্যাদি উন্নত হ'য়ে থাকে। তাই, উন্নত হ'তে গেলেই শ্রেয়কেন্দ্র চাই। আর, আমাদেরও শিক্ষার ভিতর মূল জিনিস ছিল ঐ।

বিশ্বনাথবাবু—মাটি, পাহাড় ইত্যাদি, এ সব তো অচেতন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুলনামূলকভাবে অনেক কম চেতন, তাই মনে হয় অচেতন। কিন্তু আমার মনে হয় চেতন।

বিশ্বনাথবাবু—সবাই যদি চেতন হয়, সহানুভূতি ততখানি যদি থাকে, তবে জীবনধারণের জন্য কিছুই তো নষ্ট করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা এমনভাবে খেতে চেষ্টা করব যাতে আমরাও পুষ্ট হই অথচ কেউ মরে না। কতকগুলি আছে perennial crop (বর্ষব্যাপী শস্য), যেমন ধান হ'লে মরে যায়, আবার সেখানে ধান হয়। তাই তা খেলে ক্ষতি হয় না।

এরপর পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, দয়ালদেশ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত লেখা বিশ্বনাথবাবুকে প'ড়ে শোনানো হল। শোনানোর পর উপাধ্যায়জী বললেন—মাথাটা কেমন করছে, আর কিছু নিতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের মরকোচ কিনা, একটু মনোযোগ দিলে ভিতরে চড়াই হয়, টেনে নেয়।

উপাধ্যায়জী—লেখাপড়া না জানলেও তো একজন যথেষ্ট জ্ঞানী হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের জ্ঞান যখন সিদ্ধ হয়, তখন তিনি জানেন না এমনতর হয়ে জানাগুলি তাঁতে থাকে। অবস্থার মধ্যে পড়ে সেটা গজিয়ে ওঠে। 'তস্মিন্ নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্'।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ৪। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মুখার্জী পার্কের তাঁবুতে বসে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু কৃষ্ণা,

লক্ষ্মী দিদি আমার।

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। তোমার স্কুল-ফাইনাল টেস্ট কেমন হচ্ছে জানিও। আশা করি, পরমপিতার দয়ায় তুমি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

তোমার দাদু কেমন আছেন? তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিও।

তুমি ভাল আছ তো? তোমার বাবা, কাকা, কাকীমা, নোটন—সবাই কেমন আছে?

শীঘ্রই আমাদের দেওঘর যাবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে মুকুল আছে। পার তো তোমার বাবার সঙ্গে বড়দিনের বন্ধে ওখান থেকে বেড়িয়ে যেও।

তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশিস জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'দাদু'

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৫। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে তাঁবুতে বসে আছেন। কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও আরও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সাঁওতালনাথ মন্দির, শিব, কালি, রাম, হনুমান ইত্যাদির মন্দির পাশাপাশি করা লাগে। সাঁওতালদের মধ্যে থেকে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন লোক দেখে পাণ্ডা করা লাগে।

কেষ্টদা—ঈশ্বরকে ধরে এক একজন এক-এক ভাবে। তা থেকে যে একটা non-uniformity (অনৈক্য) দেখা দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Non-uniformity (অনৈক্য) কেন হবে? ঈশ্বর হ'লেন সব যা কিছুর non-uniformal unity (বৈচিত্র্যসমন্বিত ঐক্য)। এইখানেই যা কিছু beauty (সৌন্দর্য্য)। Non-uniformal unity (বৈচিত্র্যসমন্বিত ঐক্য) নিয়েই organism (বিধান)। এইটে যেখানে যত বেশী, সে organism (বিধান) তত developed (উন্নত)। আর, এইটে যেখানে যত কম, তা' তত undeveloped (অনুন্নত)। বিভিন্নতার ভিতর দিয়েও সব কিছু একটা জায়গায় সঙ্গত। মানুষের জগতে সংগঠনের ব্যাপারেও এই জিনিসটা লক্ষণীয়। তাতেই জিনিসটা perfect (পূর্ণ) হয়। আগে থাকতে একটা dead uniform plan, programme ও scheme (প্রাণহীন বৈচিত্র্যহীন ঐক্যপরিকল্পনা) ক'রে সংগঠন-প্রচেষ্টা সত্যিকার কার্য্যকরী হয় না। মানুষের সংগঠন বাস্তবে ক্রমান্বয়ে হ'য়ে ওঠে। তার উপর তথাকথিত uniform (বৈচিত্র্যহীন) কোন plan (পরিকল্পনা) চাপানো ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে।

পূজনীয়া ছোটমা কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—সকলের মন রক্ষা ক'রে তো চলা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকের মন আলাদা, তাই রূপও ধরা লাগবে আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে আপন মনে বলতে লাগলেন—কামের ভালবাসা, প্রেমের ভালবাসা, এই দুইয়ে ঢের-তফাৎ। কামের ভালবাসায় মানুষ কেবল চায়, তাতে মানুষ তৃপ্তি পায় না। ওর মধ্যে ভালবাসার ভ-ও নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও যদি শুধু কামের ভিত্তিতে ভালবাসা থাকে, তবে সেখানেও ঐ নিজের জন্য চাহিদাই প্রবল হয়। তাই পেলেই হল, তার মধ্যে উপভোগ ব'লে জিনিসই নেই। সত্যিকার ভালবাসার একটা পরশে লক্ষ কাম মোহিত হ'য়ে যায়। স্বামী-প্রীতি যদি থাকে, স্বামী যদি শ্রেয় হয়, সেখানে কামেও একটা উপভোগ থাকে। গোড়ার জিনিস হ'ল শ্রদ্ধা, প্রীতি।

২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৬। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় তাঁবুতে সমাসীন। বঙ্কিমবাবু (মুখোপাধ্যায়), অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরও অনেকে উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে শুরু করলেন—বিধি মানে প্রকৃতির চলনকে উদ্‌ঘাটন ক'রে চলা বাঁচাবাড়ার পথে।

চাকরী করি মানে, যে-আদর্শের শপথের ওপর রাষ্ট্রীয় সংস্থা দাঁড়িয়ে আছে, তার চাকরী করি। রাষ্ট্রীয় সংস্থারও নয়, আদর্শেরই চাকরী করি। যেখানে সেই আদর্শ উল্লঙ্ঘিত হয়, তা' যদি নিরোধ না করি তবে নিজেদের সর্ব্বনাশই ডেকে আনি। সেই

আদর্শের বাহকই জাতির পিতা, যিনি কিনা বাঁচাবাড়ার আদর্শ, জীবনসন্দীপী এবং বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হন। যিনি এগুলিকে বিপর্য্যস্ত করেন, তিনি জাতির আদর্শও নন, পিতাও নন।

বাপের প্রতি অনুরাগ থেকে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে সংহতি আসে। কারণ তারা জানে বাপই জীবনবপ্তা।

বিদ্রোহ ভাল, কিন্তু ম্রিয়মাণ অবস্থা ভাল না। বিপ্লব আরও ভাল, বিপ্লব বলতে আমি বুঝি প্লাবিত ক'রে দেওয়া।

ধর্ম্মের রূপ আমরা জানি না, ধর্ম্মের স্বাভাবিক দান ধৃতি। ধৃতি মানে যোগ্যতা, সুকেন্দ্রিকতা। আর, ধর্ম্মের প্রাণই হ'ল আদর্শ। আদর্শ বাদ দিয়ে ধর্ম্ম টেকে না। ধর্ম্ম বাদ দিয়ে আবার কৃষ্টি টেকে না। কেমন ক'রে বাঁচি, কেমন ক'রে বাড়ি, সেই প্রচেষ্টা থেকেই কৃষ্টি। এই কৃষ্টি ও ধর্ম্ম যেখানে থাকে না, সেখানে থাকে না যোগ্যতা। তাই বলে ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠ দান। ধর্ম্মই আমাদের যোগ্য ক'রে তোলে!

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ৭। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে তাঁবুতে উপবিষ্ট। অনেকে আছেন। লালমোহনদা (দাস) এসেছেন ব্যায়ামবীর হরিপদ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে।

বিনোদাবাবুর আজ এখানে খাবার কথা আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের তাঁকে ইঁচড় খাওয়াবার ইচ্ছা। গতকাল শ্রীশ্রীঠাকুর এই কথা রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), দেবেনদা (রায়চৌধুরী), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), অজয়দা (গাঙ্গুলী), শর্ম্মাদা প্রমুখ অনেককে বলেছিলেন। তাঁরা আবার অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), অশোকদা (বসু) প্রমুখ কতিপয়কে সঙ্গে ক'রে বিভিন্ন দলে জীপে ক'রে, সাইকেলে ক'রে, হেঁটে দুমকা শহরের আশেপাশে সর্ব্বত্র খুঁজতে লাগলেন ইঁচড়ের জন্য। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। কুড়ি/পঁচিশ জন লোক ইঁচড়-ইঁচড় ক'রে ছুটছেন বাগানে বাগানে দুদিন ধরে। ইঁচড় খোঁজার ব্যাপার নিয়ে যেন এক আনন্দ অভিযান শুরু হয়ে গেল। দুইদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ সকালে ওরা ইঁচড় নিয়ে হাজির হলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সে কী স্ফূর্ত্তি! অবশ্য তার আগেই শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজনীয় বড়দা দেওঘর থেকে ইঁচড় নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

বেলা সাড়ে দশটায় বিনোদাবাবু, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আসলেন। তাঁদের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশদ আলোচনা করলেন।

সন্ধ্যায় বেসিক এডুকেশন ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, তাঁদের স্টাফ-সহ আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাঁবুতে বসেছিলেন। কেষ্টদা এবং আরও অনেকেই সেখানে ছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শিক্ষার প্রথমেই হল শিক্ষা কী? যা-কিছুই করি তার প্রথম ভিত্তিই হল গুরুবরণ। গুরু হওয়া চাই আচার্য্য। নিজের বাচ্চার প্রতি যেমন নেশা হয়, তেমনি হওয়া চাই ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের। ছাত্র যত সশ্রদ্ধ হ'য়ে ওঠে তত জ্ঞানলাভ করে। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং'। ছাত্র ঠিক পাবে না সে বাবার কাছে নেই। ভালবাসাই সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলে। ছাত্র যত সক্রিয়ভাবে সুকেন্দ্রিক হয় তত জ্ঞানের অধিকারী হয়। এর থেকে যা আহরণ করে তা meaningful (সার্থকতাপূর্ণ) হয়। ভালবাসাই মানুষের যত বৃত্তি আছে তার মধ্যে একটা সুসঙ্গতি নিয়ে আসে। ভালাবাসা যখন উপস্থিত হয়, তাঁকে পরিপূরণ করতে চাই সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে। আর, এই পরিপূরণ যাতে না হয়, তাতে আমাদের interest (উৎসাহ) থাকে না। ষড়রিপুর যেটা ভালবাসার পরিপূরণে অন্তরায় হয়, সেটাকে তখনই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই হল গিয়ে তাই, যা দিয়ে আমরা জ্ঞান পেতে পারি, সুনিষ্ঠ হতে পারি, সুকেন্দ্রিক হতে পারি, সম্বর্দ্ধিত হতে পারি। আমাদের বাঁচাটাও বাঁচিয়ে রাখতে পারি তাঁর জন্য।

শিক্ষার মূলই হল বাবা-মা। যেমন মা বাবাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, দিতে শেখায়, তেমন বাবা মাকে শ্রদ্ধা করতে শিখায়, দিতে শিখায়, কুলমর্য্যাদার বিষয় গল্প করে, তার সঙ্গে জড়িত ইতিহাস শিখায়। ছেলে তখন ভাবে, আমি তেমন হব যাতে বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গুরু হলেন তিনি যাঁকে দিয়ে মা, বাবা ও সবকিছুর পরিপূরণ পাই, সেইজন্য সবকিছু ইষ্টানুগ হয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজগুলি ব্যর্থ হয়ে গেছে, এটা নেই বলে।

চূড়াকরণ মানে এই—বাপ-মার কাছে আচার্য্যের কথা শোনে, ভাবে কিভাবে তাঁকে সেবা দেব, প্রীতি উৎপাদন করব।

প্রিন্সিপাল—শিক্ষা কেমন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষার রূপ হওয়া চাই—যা কিছু শিখি সঙ্গত হওয়া চাই বাঁচাবাড়ার অভিযানে। নচেৎ তার দাম নেই।

ওঁরা বিদায় নেবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন— দুমকায় এসে আমার দুঃখের ভিতর অনেক লাভ হল. আপনাদের পেলাম। পুলিশের অত্যাচারে এখানে আসতে বাধ্য হলাম। কিন্তু Out of evil cometh good (খারাপের মধ্যে দিয়ে ভাল আসে)।

পরে অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরও অনেকে এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আদর্শ ও দীক্ষা বাদ দিয়ে যে সংহতিই করতে চাই না কেন, তা কখনও সফল হয় না। আদর্শে দীক্ষার ভিত্তিতে যদি সংহতি গড়ে তুলতে পার, তবে তা কেউ ভাঙ্গতে পারবে না।

আজ বিনোদবাবুকে উপলক্ষ ক'রে বেশ খাওয়াদাওয়া হল। স্থানীয় গুরুভাইদের মধ্যেও অনেকে প্রসাদ পেলেন। খুব আনন্দ হল।

মহেশ্বরবাবু (ঝা), চিন্তাহরণবাবু ও আরও দুইজন উকিল এলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অমঙ্গলকে ভেদ ক'রে মঙ্গলে উপনীত হ'তে চাই,—আপনারা তারই সৈন্য, পরিত্রাণের কীলক আপনারা। আপনারা যদি স্বস্থ হন, সুকেন্দ্রিক হন, এখনও দেশে শান্তি নিয়ে আসতে পারেন। দেশের নেতা বলতে তো আপনারা।

চিন্তাহরণবাবু—অনেকে তো আমাদের দোষী বলে। আমরা অপরাধীদের ছাড়িয়ে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা,অর্দ্ধেক অপরাধ করেন, অর্দ্ধেক করেন না। তাদের ছাড়িয়ে দেন, কিন্তু তাদের স্বস্থ করে তোলেন না। যাতে তারা আর অমনতর না করে, তার ব্যবস্থা করেন না।

ওঁরা যাবার সময়, ওদের মধ্যে একজন আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিনীত ভঙ্গীতে একটু সময় চুপ করে থেকে বললেন—শুভই মানুষের কাম্য। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, আপনার শুভই হোক।

উক্ত ভদ্রলোক—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', আপনি তেমনিভাবে আশীর্ব্বাদ করলে আমরা বল পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে তো সব হয়েই যায়। পরমপিতার প্রতি আমাদের যে ভালবাসা, সেই ভালবাসাই এমনভাবে শাসন করে যাতে আমরা সপরিবেশ সবার কাছেই জীবনীয় হয়ে উঠি।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯; সোমবার (ইং ৮। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে দালানের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর পায়ে রোদ পড়েছে। শীতটা যেন বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আরও কয়েকজন কাছে আছেন।

শৈলেনদা প্রশ্ন করলেন—ভগবান সৃষ্টিই বা করলেন কেন, আর মানুষের এত দুঃখ-কষ্টই বা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুভব করবার জন্য, উপভোগ করবার জন্য। তিনি বৃত্তি-অভিধ্যান দ্বারাই যা-কিছু হয়েছেন। আমরা যখন বৃত্তি-অভিধ্যানের পথে চলি, তখন কষ্ট পাই। সত্তা-অভিধ্যানের পথে চললে রেহাই পাই।

শৈলেনদা—পাপপুণ্য কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর কাছে পাপ-পুণ্য কিছু নেই। পাপপুণ্য আমরাই ভোগ করি। হৃষীকেশ আমাদের বৃত্তি না হয়ে, অন্তরস্থ হৃষীকেশকে যখন বৃত্তিমুখী ক'রে তুলি, তখনই যত গোল বাধে। পালাইতে পথ নাহি সে আছে পিছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁবুতে এসে বসলেন। তারকদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), মনোরঞ্জনদা (চট্টোপাধ্যায়), চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা) প্রমুখ কাছে আছেন।

অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছাত্রজীবনে কলকাতায় থাকাকালীন দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামের দিনগুলির কথা গল্পচ্ছলে তাঁকে বলছিলেন। সেই স্মৃতি যেন তাঁকে তাঁর অতীত জীবনের সঙ্গে একাত্ম ক'রে দিতে চাইছিল।

আজ দুপুরে স্থানীয় সৎসঙ্গী মায়েরা এখানে প্রসাদ পেলেন। মায়ামাসীমা ইঁচড়ের তরকারী, ফুলকপির ডালনা ইত্যাদি রান্না করলেন।

সন্ধ্যায় স্থানীয় দুইজন কংগ্রেসকর্ম্মী এলেন। তাঁদের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছলে, বলে, কলে, কৌশলে যেমন ক'রে মানুষের ভাল করতে পারি, সেইটেই সত্য।

সর্ব্বানন্দবাবু দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে ছিলেন, সেই কথা কালীবাবু (গুপ্ত) বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতর একটা বীরত্বের দম্ভ আছে, যার দরুন মৃত্যুকে বরণ করতে পারি। কিন্তু আমি বলি, মরাই কি একটা পুণ্য? ওর চাইতে পালানও ভাল বা আত্মগোপন করা ভাল। তা ক'রেও বেঁচে থাকব যত সময় আমার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সংস্থাপিত না করতে পারি। রাজপুতদের ঐ মরণের নেশা পেয়ে বসেছিল। কিন্তু আমি বলি, মরে কী লাভ, যদি উদ্দেশ্য সাধন করতে না পারি আমি মরলে কার কী এসে যায়? কেষ্টঠাকুর কতবার পালিয়েছেন, কিন্তু নিজের ব্রত উদ্‌যাপন না ক'রে ছাড়েননি। তাই পালিয়েছিল, সে বরং ভালই ক'রেছে।

যামিনীদা—আত্মশোধনের পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মশোধনের পরম পন্থা আচার্য্যে সুনিষ্ঠ অনুরাগ-উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠা, ইষ্টতপা হ'য়ে ওঠা—এইটুকুই সব এনে দিতে পারে, তুমি বেকুবই হও আর মূর্খই হও। আচার্য্যই বেত্তাপুরুষ, বেত্তাপুরুষই ঈশ্বরের জীয়ন্ত বেদী। কেউ-কেউ প্রেরিতপুরুষ কয়।

যামিনীদা—প্রেরিত মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেরণাপ্রবুদ্ধ যিনি। তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। বোঁটা না থাকলে পাপড়িগুলি সেজে ওঠে না। গুরুগ্রহণ মানেই দ্বিজ হওয়া।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৯। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সাড়ে চারটের পর দুমকা থেকে সদলবলে দেওঘর-অভিমুখে রওনা হ'লেন। দুপুরের পর থেকেই স্থানীয় সৎসঙ্গী দাদা ও মায়েরা দলে-দলে আসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রওনা হবার আগে সবাই অশ্রুসজল হ'য়ে উঠলেন—সে এক অতীব করুণ দৃশ্য।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর এসে পৌঁছলেন। শত-শত দাদা ও মায়েরা যোগ্য সমারোহে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে তাঁকে বরণ ক'রলেন। ওয়েষ্ট-এণ্ড ও বড়াল-বাংলোর প্রবেশপথ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হ'য়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর আসামাত্র সকলে উন্মত্ত উল্লাসে 'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ধ্বনি ক'রতে লাগলেন। মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি হ'তে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর এসে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উঠে বসলেন। তাঁকে দেখবার জন্য সেখানে বিরাট ভিড় জমে গেল। অনেক চেষ্টায় ভিড় ঠেকান হ'ল। ম্রিয়মান আশ্রম মুহূর্তে প্রাণপূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১০। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে কিছু সময় ছিলেন। তারপর পূজনীয় বড়দার বাড়ীতে গেলেন।

সাড়ে দশটার পর হরিপদদা (মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘণ্টাখানেক ম্যাসাজ ক'রলেন। আজ কয়েকদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে ম্যাসাজ করা হ'চ্ছে। পিঠের ব্যথাটা একটু ক'মে সেইভাবে রয়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন।

কাহারপাড়ার নবদীক্ষিত ভোলারামকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—দীক্ষা নিলে, এখন এইটেই তোমার বাড়ী হ'ল। এখন তুমি সৎসঙ্গ-বাড়ীর মানুষ। তোমার বাড়ীতে কন্‌ফারেন্সের সময় কত লোকজন আসবে, তা'দের সবাইকে দেখাশুনার ভার কিন্তু তোমার উপর। নিজের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন, অতিথি আসলে যেমন দেখা লাগে, করা লাগে, তুমিও তেমনি ক'রবে। দীক্ষা মানে কিন্তু দ্বিতীয় জন্ম, নূতন জন্ম। এখন তুমি নূতন মানুষ হ'য়ে গেছ।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১১। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে রোদপিঠ ক'রে বসেছেন। যতিবৃন্দ ও আরও কয়েকজন কাছে আছেন।

ভোলারাম এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমি দীক্ষা নিয়েছি যা'তে আপনার দয়ায় ছেলেপেলে নিয়ে ভাল ক'রে খেয়ে-দেয়ে চলতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পয়সাকড়ির জন্য ভগবানকে ভালবাসতে নেই। ভগবান সবই টের পান। তাতে তিনি ভাবেন, ও তো আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসে পয়সাকে। তা দেখুক, পয়সাকড়ি নিয়েই থাকুক। তখন তিনি আর কাছে এগোন না। ঐ বুদ্ধি নিজেও রাখতে নেই, আর অন্য সবারও অমনতর বুদ্ধি যা'তে না থাকে; তা দেখা লাগে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন এবং একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

মা অনুকা!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম।

তুমি আমার কাছে আসতে চেয়েছ, এতে আরও আনন্দিত হ'লাম। তুমি লিখেছ, আমি দুমকায় থাকলে সেখানে তুমি আসবে। কিন্তু আমি তো এখানে চলে এসেছি। আবার দুমকায় যাওয়া হবে কি'না কিংবা কবে হবে তার কিছুই ঠিক নেই। যা হো'ক, তোমার বড়দা দুই-চার দিনের মধ্যে কলকাতায় যাচ্ছেন, তাকে সব বলে দিলাম। তোমার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেই ক'রবে। যা বিবেচনা কর তা'কে ব'লো।

কলকাতায় তোমার শরীর ভাল থাকছে না জেনে চিন্তিত আছি। বিশেষ কোন অসুখ-বিসুখ থাকলে সেগুলির উপযুক্ত চিকিৎসা এখনই হওয়া ভাল।

ওখানকার সবার কুশল দিও। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশিস ও 'রাস্বা' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমারই
দীন
'বুড়ো বাচ্চা'

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতিআশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা (হালদার)—ছাত্ররা যদি রাজনীতিতে যোগদান ক'রতে চায়, তা' সে কতটুকু কিভাবে ক'রবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Politics-এর (রাজনীতির) মেরুদণ্ডই হ'লো গিয়ে সত্তাপোষণী, সত্তা-আপূরণী নীতি। যাই করুক, অস্তিত্বের পক্ষে সহায়ক যা' তাই ক'রবে তাদের পরিবেশকে নিয়ে দক্ষ-কুশল তৎপরতার সঙ্গে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১২। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে রোদপিঠ ক'রে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ কাছে আছেন।

হরিদাসবাবু এলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমরা সাধারণ সংসারী মানুষ। আমরা দুঃখকষ্টে বিচলিত হ'তে পারি। কিন্তু আপনি পরমপুরুষ, আপনি বিচলিত হবেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি পরমপুরুষ, তিনিই বরং বিচলিত হন বেশী। কারণ, আমার দরদ আমার দরদ, ওর দরদও আমার দরদ, তার দরদও আমার দরদ।

হরিদাসবাবু প্রশ্ন তুললেন—জীয়ন্ত শ্রেয়নিষ্ঠার প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাকে কেন্দ্র ক'রে ছেলে দুনিয়ায় খেলে বেড়ায়। তখন মাকে পরিপূরণ করার আগ্রহ থেকে তার পরিবেশের সব-কিছু নিয়ে সে সংহত হ'য়ে sublimated (ভূমায়িত) হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তা না হ'য়ে মার চাইতে খেলা বা খেলার সাথী তার কাছে বড় হ'য়ে উঠলে বিভ্রান্তির পথে চলে।

শরৎদা—মানুষের দুই-তিনটে মাথা হ'লে কেমন হ'ত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ছয়টা মাথা আছে! সেটা ষড়রিপু। ছয়টা মাথা ছয়দিকে টেনে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে চায় যদি না তারা একজায়গায় গিয়ে সংহত হয়।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রণাম ক'রে কলকাতা যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—কন্‌ফারেন্সের যত আগে পারিস, চ'লে আসিস। অন্তত কেষ্টদা, বড় খোকার খুব তাড়াতাড়ি আসা দরকার। এখানে কত কী করবার আছে। যখন যাকে যেটা বলার দরকার মনে হয়, তখন তাকে তা না বলতে পারলে উদ্বেগ হয়। সেটা তখন না বলার দরুন কী অসুবিধা বা বিপদ আসতে পারে, তাও মনে হয়। মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে।

তোমার সঙ্গে হয়তো দুই সেকেণ্ড কথা না বলতে পারার দরুন তুমি কলকাতায় গিয়ে একটা বেকায়দায় প'ড়ে গেলে। আমি বলে দিলে জায়গামত তখনই হয়তো মনে পড়ে 'ঠাকুর তো এই বলে দিয়েছেন'। তখন সেইভাবে চ'লে কাটিয়ে দিতে পার।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে আছেন। শরৎদা (হালদার), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), লালমোহনদা (দাস), চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা), লালভাই (প্রসাদ), সঞ্জয় (চট্টোপাধ্যায়), মনু (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ তাঁর কাছে আছেন।

শরৎদা মন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ভিতর চেতনা আছে। চেতনার উপর impulse (সাড়া)-গুলি আসে। বালুর চরে যেমন ঢেউয়ের দাগ পড়ে, ওগুলিও তেমনি ছাপ ফেলে। আবার impulse (সাড়া) পেলে ওগুলি excited (উত্তেজিত) হয়, চিন্তার তরঙ্গ ওঠে, এইটেই মনের ক্রিয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে উপস্থিত সবাইকে বললেন—সত্যি-সত্যি ঋত্বিক কী চীজ ছিল তা' ভারত ভুলে গেছে। ঋত্বিক নেই, তাই মানুষের সে-জীবনও নেই। ঋত্বিককে মানুষ কী শ্রদ্ধাই না ক'রত। ঋত্বিক পথ দিয়ে হেঁটে যেত, আর সেই পথের ধূলি তাবিজ ক'রে মানুষ ধারণ ক'রত। এই ঋত্বিকের কথা মহাভারতে পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় ঋত্বিক ছিল। তারপর বৌদ্ধযুগে হ'ল ভিক্ষু, শ্রমণ ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওঁদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তোমরা রাত্রে কী খেলে?

বৈকুণ্ঠদা—খিচুড়ি আর আলুভাজা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুত আচ্ছা চীজ! খিচুড়ির কথা শুনলে আমার লোভ হয়। মনে হয় খিচুড়ি খেয়ে আমি বারো মাস কাটাতে পারি।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৩। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে অর্ধশায়িত। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর তত ভাল নয়। ব্লাড প্রেসার বেড়েছে। বুকের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছেন।

অসুস্থতা সত্ত্বেও রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৫। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে রোদপিঠ ক'রে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজও ভাল নয়। গতকাল ডাঃ গুপ্ত এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজ্যারম্যানদাকে একজনের সম্বন্ধে বলছিলেন—ওকে আমি যা' লিখে দিয়েছিলাম তা'র অনেকগুলিই ও এখন পালন করতে চেষ্টা করে। তাই ভুল কম হয়। লোকজনের সঙ্গে কেমন সুন্দর কথা বলে, ব্যবহার করে! আমি দেখি, দেখে আশাবাদী হ'য়ে উঠি। আর, ওর চেহারা-টেহারাও আজকাল কেমন হ'য়ে উঠছে, যেন ঠিক angel-এর (দেবদূতের) মত।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজ্যারম্যানদাকে বললেন—তোর সঙ্গে মানুষ যখন হৃদ্য ব্যবহার করে, তোর ভাল লাগে না?

হাউজ্যারম্যানদা—ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল লাগে, তার মানে তোমার অন্তরের দেবতা প্রসন্ন হ'য়ে ওঠেন, প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর টাবু (কুকুর) সম্বন্ধে বললেন—ওর পিছনে যখন কোন মানুষ দেখে, তখন ওর খুব জোর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অপরাহ্ণে যতি-আশ্রমের বারান্দায়। রোদ এসে পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার ওপর। যতিবৃন্দ, রাজেনদা (মজুমদার), প্রবোধদা (মিত্র), মণিদা (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

শরৎদা (হালদার)—যুগ-পরিবর্ত্তন কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কর্ম্ম করি, অনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে পড়ি, মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ি। তখন সেটাকে পুনর্বিন্যাস ক'রতে চাই—তখন আর একটা পরিবর্ত্তন হয়।

মণিদা (ঘোষ) ও প্রবোধদার (মিত্র) বিরোধ মীমাংসা ক'রতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবোধদাকে বললেন—মানুষ একবেলা না খেয়েও থাকতে পারে, কিন্তু একটু হৃদ্য ব্যবহার, মিষ্টি কথা, বাহবা যদি পায়, তবে অনেকখানি কষ্ট ক'রতে পারে। প্রবোধের স্বভাবও ভাল, হিসেবি রকম আছে, কাজ আদায় ক'রে নেয়। ওর ভিতর দিয়ে অতটুকু থেকে এতখানি ক'রেছে, সে কম কথা নয়। কিন্তু ওর সঙ্গে যদি একটু চিনি মেশানো থাকতো তাহ'লে তো কথা ছিল না।

মণিদাকে বললেন—তোর বাপ বললেও আমি, মা বললেও আমি, ছেলেপেলে বললেও আমি। তুই আবার বেশি কাজের জন্য আলাদা পয়সা নিতে যাবি কেন? তোর ওখানে যদি খাওয়া না মেলে, আনন্দবাজারে মরিচ ডলে খেতিস, তাতেই বা কী হ'ত? আমি তো তোর আছি।

আমার মনে হয় টাকা-পয়সার ব্যাপার নয়। ওর মন তিতো হ'য়ে গেছে, unsympathetic (সহানুভূতিহীন) রকমে মন ক্ষুব্ধ হ'য়েছে। ও আমার হাতে গড়া জিনিস। কত ঝড়ঝাপ্টা সামলেও দাঁড়িয়ে আছে। ও যে কষ্টের ভয়ে পিছিয়ে যাবে, তা আমার মনে হয় না।

মণিদা—আমার মনে হয়, উনি আমাকে সরিয়ে দিতে চান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রেসে পাঠিয়েছি তোমাকে আমি। অন্য যদি কেউ তোমাকে সরিয়েই দিতে চায়, তাহ'লে তোমার জান থাকতে স'রে আসবে কেন? তাতে তোমার কৃতিত্ব (credit) কী? কারও দুটো চুমো বা দুর্ব্যবহার তোমাকে যদি আমার দেওয়া কাজ থেকে সরিয়ে দিতে পারে, সেখানে তুমি তো হেরে গেলে। প্রবীর যেমন যুদ্ধের পথে মেয়েছেলের প্রলোভনে তা' থেকে বিরত হ'য়ে গেল। ঐখানেই হ'য়ে গেল তার পতন। তোমাকে তেমনতর কোনও ফাঁদে ফেলেই হোক বা তিক্ত ব্যবহারের ভিতর দিয়েই হোক, কেউ যদি তোমার ব্রত হ'তে বিচ্যুত ক'রতে পারে, সেইখানেই তোমার পতন হবে।

এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম এবং প্রধান জিনিস হ'ল ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া। আর, এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যা'-কিছু করা। নচেৎ সুকেন্দ্রিক হওয়া যায় না, বুদ্ধি বাড়ে না,

কর্ম্মক্ষমতা আসে না, উন্নতি হয় না, বৃত্তিবিন্যাস হয় না, বৃত্তি সংহতও হয় না। বৃত্তির সার্থক নিরসন হয় না। ইষ্টার্থপ্রাণ হ'লে আত্মবীক্ষণা, আত্মানুসন্ধিৎসা আসে। মনোবৃত্তি কেমন ক'রে কী ক'রছে, তাকে কেমন ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা' ভাল ক'রে বোঝা যায়।

শরৎদা—আমার মার ভিতর দিয়ে মাতৃত্বের কল্পনা আমি ক'রতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাকে বাদ দিয়ে যদি মাতৃত্ব উপলব্ধি ক'রতে চাই, তবে আমার অভিভূত বৃত্তিকেই আমি unit (কেন্দ্র) ধ'রে চলব, এবং তাকেই unit (কেন্দ্র) ক'রে নিয়ে তাতেই merge ক'রে (নিমজ্জিত হয়ে) যাব।

১লা পৌষ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৬। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। বহু দাদা ও মায়েরা আছেন।

বাইরে থেকে একটি ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি বস্তুতান্ত্রিকতা সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বস্তুতান্ত্রিক কেউ নয়, সবাই জীবনতান্ত্রিক, জীবনের জন্যই যা-কিছু।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আজকাল অনেকেই আদর্শ বলতে একটা ভাব বোঝেন, কিন্তু আদর্শ বলতে যে একটা জীবন্ত মানুষ, তা বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ কথার মানে আয়না, যার ভিতর দিয়ে আমরা নিজেদের দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। যতিবৃন্দ আছেন।

যতীনদা (দাস)—জ্যোতিষশাস্ত্র মানলে তো মানতে হয় সবই পূর্ব্বনির্দ্ধারিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ব্বজন্ম মানেন তো? আর এ জন্মে তো আছেন। পূর্ব্বনির্দ্ধারিত এই হিসাবে যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে gene-গুলি বিশেষভাবে adjusted (বিন্যস্ত) হয়, জৈবী-সংস্থিতিও হয় তেমন। দুনিয়ার সংঘাতে সেগুলি সক্রিয় হয়। সে সেইগুলিই নেয়, যেগুলি তার ভিতরে আছে। তার বোধসংস্থিতিমাফিক যে আণবিক সংস্থিতি তাই কাজ করে, ও বেড়ে-বেড়ে চলে।

যতীনদা—দশা জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক একটা complex-এর (প্রবৃত্তির) range (বিস্তার) একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত থাকে।

নানারকম দশা আছে, রবির দশা, বুধের দশা ইত্যাদি। সব দশার কাল সমান নয়। চলতে-চলতে এমন একটা ধাক্কা খায়, যখন সেটা জীবনসত্তাকে excite (উত্তেজিত) করে—প্রবৃত্তিকে excite না ক'রে। তখন হয়ত ইষ্টকর্ম্মা হ'ল। কেউ হয়ত ধাক্কা খেয়ে

sexually inclined (যৌনভাবে আনত) হ'য়ে পড়ল। Shock (আঘাত) পেয়ে কেউ আবার drink (মদ্যপান) করা শুরু করে।

যতীনদা—দশাগুলির ধারা এক-এক রকম কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের ধারা সাজান আছে। গোড়া এক-এক জনের এক-এক জায়গায়।

শরৎদা (হালদার)—রামকৃষ্ণদেব প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে। তাঁর আবার কোষ্ঠী হয় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের এক-একটা ধারা প্রত্যেকেরই আছে। কোষ্ঠী প্রযুক্ত হয় সবার ওপরে। যে জন্মেছে তারই ওপরে।

কতকগুলি আছে আগন্তুক সুখ, দুঃখ, বিপর্য্যয়। কতকগুলি প্রারব্ধ। প্রারব্ধ হ'ল যা' নিয়ে জন্মগ্রহণ করি। আগন্তুক হ'ল সেইটে করতে গিয়ে যা' আসে। প্রারব্ধ যদি কাজ না করে, তবে জন্মায়ই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় রহস্য ক'রে বললেন—এমন যদি একটা লোক জোগাড় ক'রে দিতে পারেন কিশোরীর মত, অথচ শিক্ষিত হবে। মাথায় লম্বা চুলটুল থাকবে। সিল্কের কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে দেবেন। বেশ বোলচালওয়ালা, সাহসী। ধাপ্পাবাজ হবে না, অথচ একটু চালিয়াত হবে। তপতীদার মতো কথাবার্তায় মাত ক'রে দেবে সবাইকে। জ্যোতিষ জানবে। তেমন একজন পেলে তথাকথিত হোমরা-চোমরা অদৃষ্টবাদীর দলকে তার কাছে ভিড়িয়ে দিতাম, আর শিখিয়ে দিতাম কিভাবে কী বলা লাগবে।

কিশোরীর মতো মানুষ দেখা যায় না। কেমন নিষ্ঠাবান। লেখাপড়া তো জানতো না, কিন্তু রসকেদের (রসিক সম্প্রদায়দের) ঠিক ক'রে দিল।

সেবার riot (দাঙ্গা) থামাল কিভাবে। রাতদুপুরে ডাক দিলে তখন উঠে পড়ত। উঠে দাঁড়িয়ে যেত। প্রয়োজনমত তখনই হয়তো রওনা হ'ল কুষ্ঠিয়া।

ক্লেশসুখপ্রিয়তা ছিল ওর অসাধারণ। সতীশ জোয়ার্দ্দারের জীবনী আপনাদের কাছে রাখা ভাল—ওর মধ্যে অনেকগুলি authentic fact (সত্য ঘটনা) আছে।

একটা কথা, প্রশংসার সঙ্গে প্রেরণা দিতে হয়, করার আকৃতি বাড়িয়ে দিতে হয়। নচেৎ অনেক সময় ফল খারাপ হয়।

৪ঠা পৌষ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৯।১২।১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ, পঞ্চাননদা (সরকার) ও আরও অনেকে আছেন।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুর এ্যালার্জী সম্বন্ধে আলোচনা করলেন পঞ্চাননদার সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দীর্ঘদিন ধ'রে কোনও শোক, দুঃখ বা ঘৃণা যদি ক্রমাগত লেগে থাকে, তবে তার ফলে বৈধানিক কোষের মধ্যে বোধহয় এমনতর একটা বিশেষ arrangement (বিন্যাস) হয়, যা'র সঙ্গে বিশেষ কোন জিনিসের সম্পর্ক হ'লে, বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া করে।

৫ই পৌষ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২০। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে চৌকোণা তাঁবুতে বসে ভোলারামকে বলছিলেন—দীক্ষা নেওয়া সকলের পক্ষেই ভাল। ও বাদ দিয়ে সব ফাঁকি। ভগবানের উপর ভালবাসা হ'লে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই হয়।

৬ই পৌষ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২১। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে। যতিবৃন্দসহ অনেকেই উপস্থিত আছেন।

স্থানীয় মহকুমা কংগ্রেস-সম্পাদক এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করছিলেন—আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিভাবে চলা লাগবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যাই করি প্রথম এবং প্রধান জিনিস হ'ল ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া। তাহ'লে ব্যবহারিক জগতে ব্যবহার ঠিকমত ক'রতে পারব ও জীবনীয় রসদ সংগ্রহ ক'রতে পারব। আত্মকেন্দ্রিকতা নিজের স্বার্থের বিরোধী। পরিবেশ সুস্থ-সবল না হ'লে আমরাও বাঁচতে পারি না, বাড়তে পারি না। সংহতির কেন্দ্র হ'লেন ইষ্ট। আমরা ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য ক'রে চলব, আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়।

এখানে সব দেশের সবরকম লোক আছে, কিন্তু সবে মিলে একটা পরিবার। এখানে হ'ল ভালবাসার শাসন। ঝগড়া-মারামারি ক'রে আবার নিজেরাই adjust (নিয়ন্ত্রণ) করে। আমাদের মধ্যে বড়লোক কেউ নেই। কিন্তু তবু পারস্পরিকতা আছে ব'লে সরকারের কাছে হাত-পাতা লাগেনি। আমরা যেন মৌমাছির দল। উড়ে বেড়াই, সংগ্রহ করি, খাই-দাই, আবার চ'লে বেড়াই।

আদর্শ না হ'লে সংহতি হয় না, সহযোগিতা হয় না। আদর্শ শুধু একটা ভাব নয়, একটা মানুষ চাই। তিনি আবার বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হওয়া চাই। তাঁকে বলে সদ্‌গুরু, বাঁচাবাড়ার clue (সঙ্কেত) যিনি জানেন।

ব্যবহারের মধ্যে হৃদ্যতা না থাকলে দাম নেই। আপনি যদি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে মনে না ক'রতে পারেন এ আমার, আমিও যদি তেমনি মনে না ক'রতে পারি আপনি আমার, তাহ'লে কিছু হবে না। একদিন এখানে অনেকগুলি লোক বলছিল, আমরা বাড়ীতে যখন থাকি তখন কুলি, কিন্তু এখানে যেন prince (রাজপুত্র)—কথাটা আমার ভাল লাগল।

কংগ্রেস-সম্পাদক—কী করতে হবে আমাদের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আজকালে নানা সম্প্রদায়ে বিরোধ, এটা ধর্ম্মের ব্যভিচার। ভগবান যদি এক হন, ধর্ম্ম দুটো নয়। হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান, তান্ত্রিক, শাক্ত, বৈষ্ণব সবারই একটাই ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম হ'ল বাঁচাবাড়া।

আমরা যদি সংহতি আনতে চাই, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সার্থক হ'তে চাই, তবে চাই দীক্ষিত হওয়া। Initiation (দীক্ষা) মানে to go into (অভ্যন্তরে যাওয়া।) মূলে যদি না যাই, ডালপালার মধ্যে বিভ্রান্তি আসবেই। দীক্ষায় লাগে দক্ষিণা, যা দক্ষতা সঞ্চারিত করে, প্রেরণা দেয়। হিন্দুর সব-কিছুই সুনিয়ন্ত্রিত। প্রথম ইষ্টভৃতি ক'রে বেরোই। তখন ধান্দা থাকে আমার সবকিছুর ভিতর-দিয়ে ইষ্টভরণোপকরণ সংগ্রহ করাই লাগবে। ওর মধ্যে দিয়ে আমাদের সব কাজ ইষ্টার্থী হ'য়ে ওঠে। মা-বাবাকে দেওয়ানর অভ্যাস ক'রতে হয় ছেলেপেলেদের। এতে সুকেন্দ্রিক হয়, বোধিবিন্যাস হয়। বাবা-মার প্রতি অনুরক্ত যারা, তারা বড় হয়ই।

পুলিশের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুলিসের প্রধান কাজ হ'ল সত্য-নির্দ্ধারণ। তদন্ত মানে তৎ-অন্ত। পুলিস যদি জনতার আস্থা উপভোগ না করে, তবে তাদের সহযোগিতা পাবে না, সত্য নির্দ্ধারণ ক'রতে পারবে না, শান্তিরক্ষা ক'রতে পারবে না। তারা যদি অকারণ শাস্তিদাতা হয়, তবে লোকমত বিক্ষুব্ধ হ'য়ে শাসনসংস্থার বিরোধী হ'য়ে তার হাত থেকে নিস্তার পেতে চাইবে। অসৎ-নিরোধী হওয়া ভাল, কিন্তু তাই ব'লে অবিহিত শাস্তি ভাল না। কতটা মিলন ক'রতে পারে, কতটা শান্তি স্থাপন ক'রতে পারে, তাতেই তাদের কৃতিত্ব।

কংগ্রেস-সম্পাদক—পুলিস চায় না যে মানুষ সৎসঙ্গের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিই হই আর যেই হই, সৎসঙ্গের বান্ধব হওয়া তো ভাল। কারণ, মানুষ মাত্রেই চায় বাঁচাবাড়া। সৎসঙ্গ তারই উপাসনা করে। মানুষ যদি সতের বান্ধব না হয়, তবে অসতের বান্ধব হবে, পাপের বান্ধব হবে, তা কি ভাল?

কংগ্রেস-সম্পাদক—আমি প্রথমে বিপক্ষে ছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, সব জিনিসটা ষড়যন্ত্রমূলক। যা-হোক, এখন থেকে আর কোন অসুবিধা হ'তে দেব না। প্রথমে তো আপনার ছেলেদের আমি চিনতাম না। কিন্তু প্রথম যেদিন তাঁদের আসামী হিসাবে দেখলাম, দেখেই মনে হ'ল, এমন যাঁদের চেহারা, ভাব, তাঁরা কখনও এমনতর অন্যায় ক'রতে পারেন না। ওঁদের ওই অবস্থায় দেখে আমার মনে বড় ব্যথা লাগল, আপন লোকের এমন অবস্থা হ'লে যেমন মনে হয় তেমনি বোধ হ'তে লাগলো। মনে হ'তে লাগল, এঁদের যে ধরেছে, এর মধ্যে কোথাও কোন একটা ত্রুটি আছে, গোলমাল আছে। আমি নিজে তখন থেকে খোঁজ নিতে লাগলাম। চৌদ্দ-পনের দিনের মধ্যে সব জিনিস আমার মালুম হ'ল। সত্য ঘটনা নির্দ্ধারণের জন্য আমি এইসব জায়গায় কতদিন ঘুরেছি। দোবেজী এই ব্যাপার জানেন ব'লে তাঁর বাড়ীতেও গিয়েছিলাম। তিনি তখন বাড়ীতে ছিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার এই ছেলেরা বড় ভাল। তারা লোককে খুব ভালবাসে। মানুষের জন্য খুব করে। আমি তাদের নিয়ে খুব তৃপ্ত। সেই তাদের এমন অকারণ শাস্তিতে আমি খুব ব্যথিত। কিন্তু তাদের সেই শাস্তিও আজ আমার কাছে শান্তির কারণ হ'য়ে গেছে। কারণ, আপনাদের মত সজ্জনকে আজ আমি পেলাম আপনার জনের মতো ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত কংগ্রেস-সম্পাদককে বিশেষ ক'রে বললেন, কনফারেন্সের সময় এসে দেখেশুনে যা' করণীয় ক'রতে। সেই প্রসঙ্গে বললেন—আপনি মনে ক'রবেন আপনার পরিবারই এটা। তাই, সমস্ত দায়িত্বই আপনার।

৯ই পৌষ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৪। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে বিছানায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন। বিছানায় রোদ এসে পড়েছে। অনেকেই চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে ও বসে আছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—প্রত্যেকের মাথার কাছে brain radiation (মস্তিষ্ক বিকীরণ) মতো দেখা যায়। আপনি দেখতে পান না?

কেষ্টদা—না তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখবেন, এটা দেখাই যায়।

কেষ্টদা—কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোদের জিলের মত। একে brain radiation (মস্তিষ্ক বিকিরণ) না কী কয়, কি জানি?

কেষ্টদা—Radiation (বিকীরণ)-ই হবে। অনেকদিন তো এ'কথা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন দেখলাম, তাই বললাম।

চোখটা যখন খালি ও নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন দেখা যায়।

কেষ্টদা—আপনি বলতেন, এগুলি আবার নানাজনের নানারকম রঙের দেখা যায়। আমার মনে হয়, কার কেমন ভাব, কে কেমন সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক, তা' ও দিয়ে বোঝা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা হ'তে পারে।

কেষ্টদা—আপনি একদিন বলছিলেন, খেতে ব'সে নিবেদন করছেন, প্রথমে বেশ জ্বলজ্বলে জ্যোতির্ম্ময় ভাব। তারপর হঠাৎ যেন কিসের ছায়া এসে প'ড়ে সব কালচে-কালচে হ'য়ে গেল। তখন দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন কে যেন চেয়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যেমন দেখি, তখন তেমন বলি।

পুরুলিয়ার শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এল এ এলেন। খবরের কাগজ থেকে উপাচার্য্যের সমাবর্ত্তন-বক্তৃতা পড়া হ'চ্ছিল। তিনি ধর্ম্মকে শিক্ষার অঙ্গ করার কথা বলেছেন।

কেষ্টদা—তার রূপ কেমন হবে, আমাদের মধ্যে তো নানা বৈচিত্র্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম সবারই এক। ধর্ম্ম বাদ দিয়ে কিছু হ'তে পারে না। বাঁচাবাড়ার নীতি যা' তাই ধর্ম্ম।

পঞ্চবর্হির পাঁচটি জিনিস যদি পালন ক'রে চলি, তাহ'লেই জীবন পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে।

কেষ্টদা—পঞ্চবর্হি সম্বন্ধে তো বিতর্ক হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিতর্ক হ'লে অতোখানি খাঁকতি আছে। মুসলমান, খ্রীষ্টান যা' মানে তা' এর মধ্যে আছে, আরও আছে।

কেষ্টদা—ওরা তো মানবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না মানলে বঞ্চিত হবে। আদতকথা আমরা যে যাই করি, সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য যাই হই, মূলসূত্র ঠিক রাখতে হবে।

কেষ্টদা—আজকাল তো ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র-পরিচালনা করা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবনের জন্যই রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার।

জীবন বাদ দিয়ে কিছু কী আছে? জীবন ও বৃদ্ধির জন্য যা' তাই তো ধর্ম্ম। কৃষ্টি-কৃষ্টি কয়, কিন্তু ধর্ম্মানুশীলনই তো কৃষ্টি। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে সত্তা অর্থাৎ বাঁচা-বাড়ার পথে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে এগিয়ে চলাটাই ধর্ম।

কেষ্টদা—মানুষ প্রবৃত্তিপন্থী কর্মসূচিতেই তো সাড়া দেয় বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি প্রবৃত্তির পথে চলি তবে শেষ পর্য্যন্ত আমার কথা মানুষ নেবে না। কারণ, প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে বাঁচাবাড়ার পথটাই যে রুদ্ধ হয়ে যায়।

কেষ্টদা—সবার পক্ষে সাধারণভাবে ন্যূনতম করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্চবর্হিকে সবাই মানতে পারে।

কেষ্টদা—ঐ নিয়েই তো গোলমাল বেধে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোলমালে যদি ঠেকায়ে দিল, তা'হলে তো আপনি আর পারলেন না। University (বিশ্ববিদ্যালয়)-কে mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে ফেলা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার গোত্র কী?

শ্রীশবাবু—শাণ্ডিল্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহলে আমরা এক বংশের, এক বাড়ির মানুষ। লোকসেবাই করুন, আর যাই করুন, আপনার পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন, তা করাই চাই। আদর্শ প্রতিষ্ঠা

ছাড়া লোকসেবায় কিছু হয় না। যত খাওয়ান-দাওয়ান, আদর্শনিবদ্ধ ক'রে তুলতে না পারলে তাদের সত্যিকার উপকার হবে না।

কেষ্টদা—খ্রীষ্টান মিশনারিরা তো কম করেনি দেশের লোকের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা অত করেছে, কিন্তু ক্রাইস্টের প্রতিষ্ঠার জন্য কেউ করেনি। একজনকে অমান্য ক'রতে শিখিয়ে আর একজনকে মান্য করতে শেখানো যায় না। পূর্ববর্তী বা পরবর্ত্তীকে নিন্দা করা মানে শয়তানি উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শরৎদা প্রশ্ন করলেন—'পরং ভাবমজানন্ত মম ভূতমহেশ্বরম্' যে আছে গীতায়—এই পরভাবটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর মানুষী তনুকে আশ্রয় ক'রে যে ভাব, তাই পরভাব, ভূত-মহেশ্বর ভাব।

শরৎদা—সেটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরভাব মানে সর্বগত সনাতনভাব।

শরৎদা—সেটা abstract (নৈর্ব্যক্তিক) না concrete (বাস্তব)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Abstract (নৈর্ব্যক্তিক), concrete (বাস্তব) ওখানে বলা চলে না। Abstract (ঊর্ধ্বের) হ'লেও concrete (বাস্তব)। নির্বিশেষ বিশেষ। সমস্ত নির্বিশেষ সেখানে মিশে গেছে। নির্বিশেষের দুটো মানে আছে,—একটা হল যেখানে বিশেষ নেই। আর একটা, বিশেষ নিঃশেষিত হ'য়ে যেখানে আছে।

১০ই পৌষ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২৫। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন।

কনফারেন্সের তোড়জোড় চলছে। কলকাতা থেকে ডেকরেটার্স এসেছে কদিন আগে। প্যান্ডেল ইত্যাদি তৈরি আরম্ভ হয়েছে। বাইরে থেকে লোকজন আসা শুরু হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর মঞ্চাইকে (বরুণাদিত্য মুখোপাধ্যায়) জিজ্ঞাসা করলেন—তুই চাকরি করবি না?

মঞ্চাই—চাকরি করব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক কথা, লোকপ্রভু হওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে বিছানায় এসে বসলেন। সমস্তিপুরের দাদারা ও ভাইয়েরা এবং আরও অনেকে উপস্থিত।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) আসামের কাজের খবর বলতে গিয়ে অনেকের বিশেষ পরিবর্তনের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—Love (ভালবাসা) যখন rule (শাসন) করে, discipline (শৃঙ্খলা) তখন follow করে (অনুসরণ করে)।

জনার্দ্দনদা—ধর্ম্মকে মানুষ এতদিন পর্য্যন্ত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে ক'রত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মই মানুষের যা-কিছু সব।

কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময় হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর আনমনা হ'য়ে বললেন—আর একবার কন্‌ফারেন্সের সময় চন্দ্রেশ্বরের ঠাকুরমা মারা গেল। এবার আবার ওর মা মারা গেল। ও বাড়ী চ'লে গেছে। সব সুখের মধ্যে এই আমার পরম দুঃখ।

জনার্দ্দনদা বললেন—হরিনন্দনদা যখন জোড়হাটে গিয়েছিলেন তখন খুব successful meeting (সফল সভা) হ'য়েছিল। ওঁর কথা ওখানকার সবাই বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা successful (কৃতকার্য্য) হব না কেন? আমাদের হাতে যে আছে banner of life and growth (জীবন এবং বৃদ্ধির পতাকা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে সমস্তিপুরের দাদাদের সাথে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সদ্‌গুরুকে জানতে হ'লে সত্ত্বতঃ ও তত্ত্বতঃ জানতে হয়। তত্ত্ব মানে তাহাত্ব, যা' যা' নিয়ে তা'—তা' দিয়েই তাহাত্ব ও তত্ত্ব। যে যাই হোক না কেন, সে একটা তত্ত্বের প্রকাশ। তাকে জানতে হলে তত্ত্বসহ তার অস্তিত্বকেও জানতে হবে। জীবন্ত অভিব্যক্তিকে যদি না জানি, তবে সঠিক জানা হ'ল না—।

'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'—তাঁর মধ্যে পূর্ব্বতন প্রত্যেকের spark (স্ফুলিঙ্গ) পাওয়া যায়। আমরা প্রাচীনের পথে নবীনকে মানি। যে-নবীন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে—তাই সত্য। তা বাদ দিয়ে নবীন হ'লে কতকগুলি section (দল) সৃষ্টি হয়।

বাল্মীকি মুনি আগে ছিলেন ডাকাত। তারপর নারদের সঙ্গ পেলেন, তাঁকে ভালবেসে ফেললেন, বাল্মীকি হ'লেন, তাঁর সবকিছুই readjusted (পুনর্ব্বিন্যস্ত) হ'য়ে গেল। আমি যদি চোর হই, বদমাইস হই, ডাকাত হই, অথচ তাঁকে ভালবাসি, তবে সেই বদমাইসি ডাকাতিই ধরব যাতে তিনি পরিপূরিত হন। কারণ, ভালবাসার প্রকৃতিই হ'ল পরিপূরণ, পরিপোষণ, পরিরক্ষণ।

জগন্নাথের হাত নেই। তিনিই প্রকৃতি-আবিষ্ট হ'য়ে নানা সংখ্যায় বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যা'-কিছু হ'য়েছেন। আমার যদি ইচ্ছা হয়, আমি তাঁকে পাব। ছেলে হ'লে আমার তার উপর হাত থাকে না। সে আমাকে ভালবাসতে পারে, অনুসরণ ক'রতে পারে, আবার ছেড়ে চ'লে যেতেও পারে বা আমাকে মারতেও পারে।

বোঝ, ধর, কর, হও, পাও।

১১ই পৌষ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৬। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) ও আরও অনেকে আছেন।

সমস্তিপুরের একটি ভাই জিজ্ঞাসা করলেন—হনুমানজী বলেছেন যে সকালে উঠে আমার নাম নেবে, তাকে সারাদিন ক্ষুধার্ত্ত থাকতে হবে,—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হনুমান যতই খান আর যাই করুন, তিনি রামজীর জন্য সবসময় ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে থাকতেন। তাই তিনি ওই কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁর নাম নিলে তাকেও অমনি সর্ব্বক্ষণ ইষ্টের জন্য ক্ষুধার্ত্ত থাকতে হবে ভিতরে-ভিতরে।

চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা) তার মাতৃবিয়োগ সম্বন্ধে দুঃখ করে একটা চিঠি লিখেছেন। সেই বিষয়ে উল্লেখ ক'রে প্রফুল্ল বলল—অন্যের দুঃখের কথায় নিজের স্মৃতিটাই যেন জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। চন্দ্রেশ্বরের চিঠি পাওয়ার পর অবধি আমারও কেবল মা-র কথা মনে হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদভরা কণ্ঠে বললেন—আমি তো তোর মা আছি।

তাঁর কথা শুনে প্রফুল্ল অত্যন্ত অভিভূত হ'য়ে পড়ল। কিছুতেই আর অশ্রুসংবরণ ক'রতে পারল না।

একটি দাদা পারিবারিক সমস্যাদির কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—আমরা সমস্ত জগৎটাকেই আমাদের পরিবার ক'রে তুলতে চাই। তার উন্নতি, সুখ-সুবিধার জন্য ভাবব, খাটব, করব। তার তুলনায় আমাদের নিজেদের ছোট্ট পরিবারটা একটা ক্ষুদ্র বালুকণার মতো। অত বড়টার কথা মাথায় রেখে যদি চলি, তবে আমার ক্ষুদ্র পরিবারের সমস্যা আমাকে আর আলাদা ক'রে বিব্রত ক'রতে পারবে না। এটা একটা আজগবী ভাব হ'তে পারে, কিন্তু এভাবে চিন্তা ক'রেও সুখ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে আছেন। রোহিণীদা (বিশ্বাস), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চক্রপাণিদা (দাস), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ অনেকে আছেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর রসিকতা ক'রে বললেন—আমি শালা না ভোগী, না ত্যাগী, আমি হলাম বিবর্ত্তনী।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে খাবার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

রমণদার মা—না! আজ আর কিছু খাব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি! রাত্রের উপোসে হাতী প'ড়ে যায়, আর তুমি খাবে না?

রমণদার মা—আজ অনেক খেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জিলিপী-টিলিপী খাবে নাকি দুই-চারখানা?

রমণদার মা—আজ থাক্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা রমণের মা, তুমি শালগ্রাম শিলা দেখেছ?

রমণদার মা—হ্যাঁ! কত দেখেছি, আগে তো প্রত্যেক বামুন বাড়ীতে থাকত!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বল তো দেখতে কেমন?

রমণদার মা—গোল-গোল মতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আবার এতই দয়াল, কারও-কারও কাছে তিনি কঠিন শিলামূর্ত্তি ত্যাগ ক'রে কোমল রসগোল্লা, পানতোয়া, ছানাবড়া ইত্যাদি মূর্ত্তি ধ'রে আসেন। তখন তিনি রাসবিহারী।

রমণদার মা—হ্যাঁ! গীতায়ও তো আছে, তিনিই ক্ষুধা, আহার, পাকস্থলী সব।

গৌরাঙ্গ অবতারে আছে—

গৌর আমার লালমোহন বটে
নিতাই রসগোল্লা,
শ্রীঅদ্বৈত পানতোয়া,
তিনজনের আর গুণের সীমা নেই,
এক রসে তিনজনে ভাসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এসব কথা সকলে বুঝতে পারে না কিন্তু!

রমণদার মা—তা' কি আর পারে?

কথা উঠলো—কেউ শিখদের গুরুনিন্দা ক'রলে শিখরা তাদের মাথা কেটে ফেলতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, হৃদয় জয় করাই সবচেয়ে ভাল মাথা কাটা। আর, এই মাথা-কাটা ক'রতে হয় প্রীতি ও জ্ঞানকুশল অনুচর্য্যার তরবারি দিয়ে।

১৩ই পৌষ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২৮। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন

রানাঘাট থেকে একটি কংগ্রেসী দাদা এসেছেন সুধীরদার (গাঙ্গুলী) সঙ্গে। তিনি বললেন—আপনার এ প্রতিষ্ঠানে বহু অসৎলোক ঠাঁই পেয়ে বহু অসৎ কাজ ক'রে থাকেন। এর প্রতিকার দরকার নয় কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, কোন্ চোরের কাছে, কোন্ ডাকাতের কাছে ডাবের জল তিতো হ'য়ে যায়? ভগবদ্দত্ত জীবন-সন্দীপনা কাকেই বা সহজে বঞ্চিত করে? তোমার কাছে যদি তারা না আসে, তবে তারা যাবে কোথায়? আমরা তাদের সংশোধনের জন্য করেছিই বা কি? আমরা চেষ্টা ক'রব তাদের জন্য, যদি না পারি, তাদের কর্ম্মফলই শিক্ষা দেবে তাদের। তবে চেষ্টা ক'রতে হবে প্রত্যেকের ভালর জন্য। দরদী হ'য়ে ভালবেসে এমনভাবে চেষ্টা ক'রতে হবে, যাতে তারা আমাদের কাছে সব কথা স্বীকার ক'রে মুক্ত হ'তে চায়। নইলে বুঝতে হবে, তাদের অন্তরের দরজা খুলতে পারিনি। রত্নাকরও তো বাল্মীকি হ'য়েছিল। তোমার সংস্পর্শে অনেক রত্নাকর বাল্মীকি হ'য়ে যেতে পারে। তুমি যদি তাকে ঘৃণা কর, দরদী না হও, সে-সুযোগ সে পাবে না। কেউ যদি অসৎ হ'য়েই থাকে, তাকে ধর।

অবশ্য, অসৎ নিরোধ করা লাগে। চাপও দেওয়া লাগে। কিন্তু এমনভাবে যা'তে চাপটা তার কাছে মিষ্টি লাগে। নিজে দাঁড়ান লাগে, দাঁড়িয়ে দেখা লাগে, ধরা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন—আমি আপনাদের ইচ্ছার উপর ভেসে আছি, আপনারা যেমন ইচ্ছা করেন, আমার সেইরকম হবে।

এবার ঋত্বিক-অধিবেশনের বিরাট আয়োজন চলছে। উৎসবের মতো সব ব্যবস্থাদি হ'য়েছে। বিনোদাবাবু এবং স্থানীয় বিশিষ্ট অনেকে খুব সাহায্য করছেন। বিহারের নেতৃস্থানীয় অনেকেই যোগদান ক'রবেন।

১৪ই পৌষ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৯। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন।

আজ থেকে ঋত্বিক-অধিবেশন শুরু। বাইরে থেকে বহু দাদা ও মায়েরা এসেছেন। ওড়িষ্যা থেকে একটি নবদীক্ষিত দাদা (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এসেছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিতে ছিন্নভিন্ন মানুষগুলিকে জোড়া দেওয়া লাগবে। এই আমাদের প্রধান কাজ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে। ভগবানের হাত নেই, যেমন জগন্নাথের হাত নেই। যে তাঁকে ধরে, তিনি চালিয়ে নিতে পারেন তাকে। তাঁর প্রতি অনুরাগ হ'লে মানুষ প্রাণবান হ'য়ে ওঠে, হৃদয়বান হ'য়ে ওঠে। পায় জীবন, পায় শক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষিতীশদাকে (রায়) বললেন চল্লিশজন বিশিষ্ট কর্ম্মী সংগ্রহের কথা।

মেণ্টু ভাই (বসু)—আজকাল বহু মানুষের সঙ্গে আলাপ ক'রে মনে হয়, তা'রা যেন ভগবানের দয়া চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ক্ষুধার্ত্ত হ'য়েছে, অনেক কষ্ট পেয়েছে। আমরা বহুদিন থেকে যাজন ভুলে গেছি। তাছাড়া অনেক কিছু করিনি। সেগুলি করা লাগবে। বিপুল সংহতি সৃষ্টি করা লাগবে। আমরা ক'রব। কারণ, আমরা বাড়তে চাই, বাঁচতে চাই।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—আপনি ইচ্ছা ক'রলেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা করলেই হবে।

আজ হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন ও আর একটা সাধারণ সভা হ'ল। লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ ও বিনোদাবাবু (ঝা) এসেছিলেন সভায় যোগ দিতে, প্রধান অতিথি ও সভাপতি হিসেবে। স্থানীয় অনেকেই কবিতাদি পাঠ করলেন। স্থানীয় বহুলোক যোগদান ক'রেছিলেন। সভার বিষয় ছিল 'সদ্‌গুরু, সৎনাম ও সৎসঙ্গ।'

১৫ই পৌষ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৩০। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই আছেন।

শ্রীযুত জালেশ্বর প্রসাদ এলেন। তাঁকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দেখে আমি ধন্য হলাম।

জালেশ্বরবাবু—সে আমার উপর আপনার কৃপা। আপনার দর্শন হ'ল। আবার রাত্রে বৈদ্যনাথ-মন্দির দেখতে যাব।

সুশীলদা (বসু)—কোন কষ্ট হয়নি তো?

জালেশ্বরবাবু—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট তো হবেই। কিন্তু এত লোক আছি, এই একটা স্ফূর্ত্তি।

জালেশ্বরবাবু—বাড়ীতে যখন থাকি, নানা ঝঞ্ঝাট। বাইরে বেরুলেই বরং নিশ্চিন্ত থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। জ্ঞান (গোস্বামী) সকালে বলছিল—ওঁকে দেখে ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে মনে হ'ল যেন আমার পরম বান্ধব।

জালেশ্বরবাবু—আমার ঠিক কাল আসা হ'ত না। কতকগুলি যোগাযোগে কাল আসতে হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়ায়। আর, বান্ধব লোকের অমনিই হয়।

শ্রীযুত বিজয় মল্লিকের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভগবানের জীবের প্রতি এতই নেশা যে কিছুতেই তিনি ছাড়েন না। কিন্তু আমাদের তা দেখে লাভ নেই। আমরা তাঁর প্রতি যতখানি অনুরক্ত হব, ততখানি উপকৃত হব। আমাদের সব-কিছু চাহিদা ও ইচ্ছা দিয়ে তাঁকে পূরণ ক'রতে হবে। তাতেই তিনিই আমাদের মধ্যে জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শনাভিলাষে এবং তাঁর শ্রীমুখের অমৃত বাণী শ্রবণ ক'রে নিজেদের ধন্য ক'রতে।

জালেশ্বর প্রসাদ এলেন আরও কতিপয় দাদাসহ।

একটি দাদা—অদ্বৈত সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তো অদ্বিতীয়ই। দুনিয়ার প্রত্যেকেই বলে দেয়, তিনি অদ্বিতীয়।

উক্ত দাদা—জীবের তবে দুঃখ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবাত্মার জীবপ্রকৃতিই দুঃখ দেয়। আত্মা যখন জীব-ভাবাপন্ন হয়, তখনই তার দুঃখ হয়।

প্রঃ—জীবও তো ব্রহ্ম, দুঃখও তো ব্রহ্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্রহ্ম তো সবই। তবে দেখতে হবে ব্রহ্ম কেমন ক'রে কোথায় কিভাবে উদগতি লাভ করেছেন। তা' না বুঝলে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, সচ্চিদানন্দ লাভ হবে না। ব্রহ্মভ্রান্তি হতে পারে। ব্রহ্ম যদি বাঁশগাছ হ'য়ে থাকেন, কেমন ক'রে তিনি বাঁশগাছ হ'লেন তা বুঝতে হবে। Ism (বাদ)-গুলি আমরা সৃষ্টি ক'রেছি। যা' যা' তা' তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর জালেশ্বরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—আবার আসবেন না?

জালেশ্বরবাবু—হ্যাঁ! আপনার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল নিশ্চয় আসব, আর এলে এখানে উঠব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখানকার কলেজের Principal (অধ্যক্ষ)-কে বললেন—Principal-জীর সঙ্গে পরিচয় ছিল না, পরিচয় হ'ল। মাঝে-মাঝে যদি আসেন, আড্ডা মারা যাবে।

প্রিন্সিপাল—আসব, শিক্ষালাভের জন্যই আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষার জন্য কী? এলে স্ফূর্তি হবে। আর, শিক্ষা যদি কিছু থাকে, সেটা স্ফূর্তিলাভের শিক্ষা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাকে একজনে কয়েকখানা লাঠি দিয়েছিল। আমার ইচ্ছা করে জালেশ্বরবাবুকে একটা লাঠি দিই। কিন্তু এতে কোন অভদ্রতা হবে না তো?

সুশীলদা সব কথা হিন্দী ক'রে বুঝিয়ে বলছিলেন, এটাও বুঝিয়ে বললেন।

জালেশ্বরবাবুর—তা' কেন হবে?

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর জালেশ্বরবাবুকে স্বহস্তে একখানি লাঠি দিলেন।

জালেশ্বরবাবু প্রণাম ক'রে সশ্রদ্ধভাবে লাঠিখানি গ্রহণ ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে হিন্দুদের custom (রীতি) ছিল, হাতে লাঠি রাখা। দণ্ড ব্যবহার ভাল। ওটা নিজের এবং অপরের উপকারে আসে। কিন্তু আজকাল আমরা বড় রেখে উঠতে পারি না। রাখাই ভাল।

এরপর ওঁরা মিটিং-এ গেলেন।

একটি ভাই এসে বললেন—ঠাকুর! কাল যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাল যাবি, তার আজ কী? যাবার কথা বললে আমার মন খালি-খালি লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমেই আছেন। জালেশ্বরবাবু সভার পর আবার এসেছেন। তাঁর সঙ্গে বিধিমাফিক আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহের বিষয়ে কিছু সময় আলোচনা করলেন।

জালেশ্বরবাবু উঠবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—আমরা যে যাই হই, পঞ্চবর্হি ধ'রে যদি চলি, তাহ'লেই আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বর্ত্তমানের মধ্যে আমরা পূর্ব্বতন সবাইকে দেখতে পাই। তিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। তাই তাঁকে পুরুষোত্তম বলে, Fullfiller the best.

১৬ই পৌষ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৩১। ১২। ১৯৫২)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ, মন্মথদা (দে), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), সুশীলদা (বসু), রসিকদা (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন।

প্রফুল্ল বলল—ঠাকুর! একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, যাজনে বা আপনার কাজে রাত্রে জাগরণ হ'লে পরের দিন ক্লান্তি আসে না, কিন্তু থিয়েটার ইত্যাদি দেখায় বা অন্য কাজে রাত্রি জাগরণ হ'লে ক্লান্তি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর সঙ্গে vital flow (জীবনীয় প্রবাহ)-এর যোগ আছে, তাই ক্লান্তি আসে না। ধর, যৌন উত্তেজনার মধ্যেও মানুষের একটা উল্লাস হ'তে পারে। কিন্তু তার পরে অবসাদ আসে। কিন্তু যাজনে যে উন্মাদনা, তা শরীর-মনকে পুষ্ট ক'রে তোলে। যাজনের মত টনিক খুব কম আছে। আর যাজনের সময় রীতিমত বোধ করা যায় যে তিনিই যেন জোগান দিচ্ছেন। ওতে বোধি নিত্য নবীনভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। এই যে বুদ্ধিযোগ, এ যেন তাঁরই দান। কারণ, আমরা যা' কোনদিন ভাবি না, এমন কত কথা তখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

জালেশ্বরবাবু (প্রসাদ) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—প্রীতিপ্রাণ নিয়ে নাম করা, ব্রাহ্মী শাক খাওয়া আর ঘুরে ঘুরে লোকের সেবা করা, তাদের মঙ্গলে উদ্বুদ্ধ করা—এই করুন। সদ্‌গুরু, সৎনাম, ব্রাহ্মীরস পান আর লোকসেবা—এই ক'রে দেখেন কী হয়।

জনার্দ্দনদা (মুখার্জী)—যে-কোন নাম ক'রলেই কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম তিন প্রকার ধুনাত্মক, ধ্বন্যাত্মক ও ভাবাত্মক।

জনার্দ্দনদা—এর মধ্যে কোন্ নাম ক'রতে হবে এবং নাম ক'রলে কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধুনাত্মক নাম স্পন্দন-প্রধান। যেখানে ধ্বনি শোনা যায় না, সেখানেও ধুন টের পাওয়া যায়। ধুন আরও স্থূল হয় যেখানে, সেখানে ধ্বনি বা নাদ শোনা যায়—সেটা হ'ল ধ্বন্যাত্মক। আর ভাবাত্মক যেমন কালী, শিব, দুর্গা। স্পন্দনাত্মক নাম নামীতে অনুরাগ নিয়ে করলে ভাল হয়।

নামে আমাদের প্রত্যেকটা কোষের মধ্যে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। নাম-অনুপাতিক কৌষিক সংহতি ও সাড়াপ্রবণতাও তেমন হয়। বোধি বেড়ে যায়, ব্যক্তিত্ব বেড়ে যায়। তবে সদ্‌গুরুর প্রতি টান নিয়ে সুকেন্দ্রিক হ'য়ে নাম না ক'রলে অসংহতও হ'য়ে যেতে পারে। সুকেন্দ্রিক হব, সুকেন্দ্রিক হব, ক'রলে হয় না। ভালবাসা থেকে মানুষ সহজেই সুকেন্দ্রিক হয়।

জনার্দ্দনদা—এক-একজন মহাপুরুষ এক-এক নামের কথা বলেন। তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইবেলে 'new name'-এর কথা আছে। পরবর্ত্তীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীর fulfilment (পরিপূরণ) পাওয়া যায়। গুরু পুরুষোত্তম, অবতার, world teacher (বিশ্ব শিক্ষক)-দের মধ্যে পূর্ব্বতন প্রত্যেকে জীবন্ত থাকেন। বিরোধ থাকে না। থাকে অনুবন্ধ। বিরোধ থাকলে বুঝতে হবে কোন গোল আছে।

মন্মথদা—তাহ'লে শুধু বর্ত্তমান মহাপুরুষকেই ধরতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ত্তমান যিনি, তাঁকে ধরলেই তাঁর মধ্যে সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যিনি এখন আছেন, ইদানীন্তন সর্ব্বশেষ যিনি। সূর্য্য অস্ত গেলেও তার রশ্মি যেমন অনেক সময় থাকে। আবার পুনরায় সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সূর্য্যোদয়ই সর্ব্বশেষ সূর্য্যোদয়—সেই সূর্য্য পুনরায় না ওঠা পর্য্যন্ত। তাঁরা আসেন fulfil (পরিপূরণ) করতে। একই সত্তা যুগে-যুগে আসেন নবীন পরিপূরণ নিয়ে। তাঁরা ism (বাদ) নিয়ে আসেন না, আসেন fact (তথ্য) নিয়ে। রামচন্দ্রকে যে ভালবাসে সে যদি শ্রীকৃষ্ণকে না ধরে, তবে বুঝতে হবে তার রামচন্দ্রেও ভালবাসা নেই, ভালবাসা আছে তার নিজস্ব সংস্কারে।

জালেশ্বরবাবু—Follower (অনুগামী)-দের মধ্যে যত পার্থক্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Follower (অনুগামী)-রা যখন তাঁকে ভাঙ্গায়ে খেতে চায়, তখনই অমন হয়। হজরত রসুলকে যদি মুসলমানরা মানতো, তবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হ'ত না। প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মুসলমান, প্রকৃত খ্রীষ্টান একই,—কোন ভেদ নেই। এরা প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে পরস্পরে শ্রদ্ধান্বিত থাকে। আমাদের রে ও স্পেন্সারকে দেখলেই হয়। এরা কিন্তু খ্রীষ্টানই আছে। তাদের মধ্যে ঝলক দেয়, যেমন হীরের আংটি ঝলক দেয়।

জালেশ্বরবাবু—সমস্যা তো হ'ল মানুষ জেনেও খারাপ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ ক'রেও মানুষ বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়, ভাল চায়। যেমন চাই, তেমনি চলাই তো ভাল।

জালেশ্বরবাবু—সে-পথে চলে না তো, সব জেনেও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচতে হ'লেই পরিবেশের দরকার। তাদের পোষণ নিয়েই বাঁচি। তাদের সুস্থ, স্বস্থ ও সম্বর্দ্ধিত ক'রতে না পারলে আমিও বঞ্চিত হব।

জালেশ্বরবাবু—আজকাল পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই বিকৃত হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশ থেকে লওয়াজিমা সংগ্রহ করি যেমন, আবার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণও ক'রতে পারে। ক'টা তেমন লোক পেলে সমস্ত ভারতবর্ষকে control (নিয়ন্ত্রণ) করা যায়। চল্লিশজন নেতা পেলে সমস্ত ভারত, এমনকি সমস্ত জগৎকে control (নিয়ন্ত্রণ) করা যায়।

জালেশ্বরবাবু—সে-মানুষ পাওয়া যাবে কোথায়? এক যদি আপনার দয়ায় পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমাদের ভাণ্ডারে যে মানুষ নেই তা' নয়, তারা যেন হতভম্ব হ'য়ে আছে। এর মধ্য থেকে খুঁজে-পেতে বের ক'রতে পারলেই হয়। আমি তো ভিক্ষুক। ভিক্ষুক হ'য়ে এসেছি। মানুষের ভিক্ষুক আমি। হয়ত ভিক্ষুকের মতই চ'লে যাব। কিন্তু আমি ভিক্ষা চাই, তোমরা মানুষ দেও, আমি যা ক'রতে চাই, ক'রে যাই। তোমাদের সবার ভাল না হ'লে আমার কোন সুখ নেই। আমার ভিক্ষার দাবী আপনাদের কাছেও রইল।

সুশীলদা জালেশ্বরবাবুকে বললেন—আবার এলে আমাদের এখানেই উঠবেন, ডালরুটি যা' হোক খাবেন।

হরিনন্দনদা—উনি আজ আনন্দবাজারে খাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনন্দবাজার আমার মা প্রতিষ্ঠা করেন। ভিক্ষা ক'রে ক'রে তিনি চালাতেন। একটা পোড়া লঙ্কা পেলে মনে হ'ত যেন feast (ভোজ)। তখন বাইরে গেলেই সকলে কিছু না কিছু হাতে ক'রে নিয়ে আসত আশ্রমের জন্য। খালি হাতে কেউ ফিরত না। —একটা লাউ, ক'টা ঝিঙে, দুটো কচু, যে যেমন পারে, আনত। খুব সুখের দিন ছিল তখন।

সুশীলদা মহাত্মাজীর কথা বললেন—তিনি মাকে কত শ্রদ্ধা ক'রতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুভাষবাবুর মাও আশ্রমে গিয়ে আমার কাছে থেকে কত ইট কেটেছেন।

সুশীলদা সি আর দাশের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সি আর দাশ খুব devoted (ভক্তিমান) ছিলেন। তাঁর একটা মস্ত গুণ ছিল, কোন ভুল বুঝলে সেটার নিরাকরণ ক'রতেন। প্রথম যখন সি আর দাশ pact (চুক্তি) করেন, আমি বললাম, এ ভাল করেননি, ঐ হয়তো একদিন ভারত-বিভাগের কারণ হ'য়ে উঠবে। তাতে উনি বললেন—আচ্ছা আমি বুঝলাম, আমিই ক'রেছি, আমিই এটা ভেঙ্গে দিতে পারব, আপনি ভাববেন না।

সুশীলদা সি আর দাশের দীক্ষার বিষয় গল্প করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। অনেকেই সমবেত হয়েছেন।

শ্যামনন্দনবাবু (সহায়) এসেছেন। পুলিশের মনোভাব ও এখানকার অসহায় অবস্থার কথা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন—আরও কত কষ্ট আমাদের আছে কি জানি!

শ্যামনন্দনবাবু—তা হবে না। আপনি একলা নয়, আমরা আপনার পিছনে আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান করুন যে আপনি সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করুন এবং আপনার দ্বারা অশেষ লোককল্যাণ হোক।

শ্যামনন্দনবাবু—পরমপিতার দয়া না হ'লে যোগাযোগ হয় না। আজ হ'ল। কিন্তু বহুদিন থেকে আমি আপনার উপর শ্রদ্ধা-ভালবাসা পোষণ করি। আপনার দুঃখে আমি ব্যথিত। আপনি আর ভাববেন না। আমাদের যা' করার করব। আমাদের মহাভাগ্য যে আপনি এ-দেশে এসে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যোগেশদার কাছে আপনার কথা শুনেছিলাম, ভাগ্যক্রমে আজ দেখা হ'ল।

শ্যামনন্দনবাবু—আমি আপনার সেবা ও সহায়তা করতে চাই।

একটু পরে তিনি বললেন—আমরা এখনও নূতন নেতা করতে পারিনি, এত বছরের কংগ্রেস আন্দোলনের পরও।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে আমরা যত সাজিগুজি, তেড়ি কাটি, বাহাদুরি করি, কিছুতেই কিছু হবে না। ধর্ম্ম মানে যা বাঁচাবাড়ায় সাহায্য করে। এর জন্য চাই আদর্শ ও কৃষ্টি। আদর্শ না হ'লে বোধ গজায় না। কারণ, বস্তুই বোধের উদ্‌গময়ক। কবিতা হয়ত পড়লাম! সে সম্বন্ধে আমরা ধারণা ক'রতে পারি আমাদের ধারণার যোজনা ক'রে, কিন্তু poetry (কবিতা)-র embodiment (বিগ্রহ) কাউকে দেখলে একটা কৃষকও তাকে অনুভব ক'রতে পারে। ভালবাসা সম্বন্ধে শোনা, পড়া ও ভালবাসার মূর্ত্ত বিগ্রহ দেখা, দুইয়ে ঢের তফাৎ। যার ভগবান আকাশে, তার বড় অনিশ্চিত অবস্থা। মানুষ বাঁচতে চায় সন্তান-সন্ততির ভিতর দিয়ে। যেমন আপনি Vice-Chancellor (উপাচার্য্য), পরম আচার্য্য! আপনি বাঁচতে চান আপনার কৃষ্টি-সন্ততির ভিতরে। আমারও ইচ্ছে করে সবার মধ্যে বেঁচে থাকতে।

কেষ্টদা—আমরা স্বাধীন হ'য়েছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মের কোন স্থান নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি, এখনও হ'য়ে আছে কুলি তৈরীর কারখানা। যাঁরা মনীষী হ'য়েছেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব দৌলতে হননি, ভিতরের প্রেরণায় হ'য়েছেন। ঠিক-ঠিক বিশ্ববিদ্যালয় আবার করা চাই।

এরপর শ্যামনন্দনবাবু বিদায় নিলেন।

শ্রীযুত ভূপেনবাবু (সান্যাল) এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। তিনি মায়ের বিশেষ পরিচিত। সেই পরিচয় পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর মহা-আনন্দিত হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আপনাকে জানি না, তবু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার কত আপনার। পরমাত্মীয়ের মত মনে হ'চ্ছে। আমার কত ভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম।

ভূপেনবাবু—আমার অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল আপনাকে দেখবার। আজ দেখা হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি প্রায় invalid (অথর্ব্ব) হ'য়ে পড়েছি। মনে হয় যে আপনার পাছ-পাছই যাই, কিন্তু পারি না। আমার আজ বড় আনন্দ হ'চ্ছে, কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ থাকায় আনন্দটা উপভোগ ক'রতে পারছি না ঠিকমত।

ভূপেনবাবুর বাড়ীর মায়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে চান শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে যেতে চাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খারাপ, তাই ভূপেনবাবু নিষেধ ক'রলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মায়েদের ভিতরে নিয়ে আসবার অনুমতি দিলেন। কিছু সময় ধ'রে কথাবার্ত্তা চলল। তারপর ওঁরা চলে গেলেন।

এরপর বিনোদাবাবু (ঝা), মহেশ্বরবাবু (ঝা), রামরাজবাবু (জজওয়ারে), বানেশ্বরবাবু, এক পণ্ডিতজী প্রমুখ এলেন। তাঁরা এসে বসার পর নানা কথাবার্ত্তা চলতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হাওড়ার ঐ ব্যাণ্ডপার্টির ইচ্ছা, প্রেসিডেন্ট যখন আসেন, তখন তাঁকে অভিবাদন করা। আমি মত দিয়েছি। খারাপ করিনি তো? আমি মূর্খ মানুষ, তাই আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলে সোয়াস্তি হয়।

বিনোদাবাবু—ঠিক আছে, আপনার যা' মনে জাগে, তাই করবেন।

খাদ্য সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রসিকতা ক'রে বললেন—মেয়েরা আজেবাজে জিনিস খায়। কিন্তু আমার মনে হয়, ওরাই খায় ভাল। আমের চোছাটা চেছে খায়, rough তরিতরকারী, খোসা, বাকলা এই সব জিনিস খায়। আমি তাই বলি, তোমরা ভাল জিনিস খেয়ে আমাদের তো খারাপ জিনিস দেও।

উপস্থিত সবাই কথাটা শুনে বেশ উপভোগ করলেন এবং হাসলেন।

মহেশ্বরবাবু বললেন—আমাকে একজন বলেছিলেন, তিনি কতকগুলি মেয়েকে খাদ্য সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দিয়ে, তাদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে প্রত্যেকটি পরিবারের মাকে এ বিষয়ে সুশিক্ষিত করতে চেষ্টা ক'রবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। আমি ওদের বলেছিলাম খাদ্যদ্রব্যের মেটেরিয়া মেডিকা ক'রতে। কোন্ খাদ্যে কোন্ অসুখ সারে, রোগ-প্রতিকারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তদ্বিষয়ে বই লিখতে। আগে আমাদের মেয়েরা ঢের জানতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর নিষিদ্ধ খাদ্য সম্বন্ধে হরিদা (গোস্বামী)-র লিখিত ছড়াটার এক এক কপি ওদের দিতে বললেন। নিখিল নিয়ে এসে দিল।

দুমকা থেকে মিঃ হেমব্রম, এম এল সি এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি জগন্নাথের টুণ্ডো বাচ্চা। আমাকে আপনারা যদি না ধরেন, তাহ'লে চলতে পারব না, কষ্ট পাব।

সোস্যালিস্ট পার্টির কামদেও প্রসাদ এলেন তার দলের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তোরা যে লাল টুপি পরিস, আমার মনে হয় তোদের সাদা টুপি পরা ভাল, যা আমাদের বাপ, বড় বাপ প'রে গেছে।

কামদেওবাবু—আমরা বিরক্ত ক'রলাম না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি? আমার খুব ভাল লাগছে। ডাক্তার অবসাদজনক ওষুধ দেওয়ায় শরীর কেমন হ'য়েছিল, তোমাদের দেখে যেন একটা জীবনীয় উল্লাসের মতো লাগছে।

ভোরের বেলার উপগুপ্তের কণ্ঠের একটা গান চণ্ডাশোককে ধর্ম্মাশোকে পরিণত ক'রে দিল। অশোকের মতো অমন সম্রাট আর হ'য়েছে বলে জানি না। যে-দেশে অশোক জন্মেছিল, চাণক্য জন্মেছিল, সেই দেশের বাচ্চা তোমরা, তোমরা তাঁদের কথা স্মরণ রেখো। আমি বলি, সব জায়গা সবার। সেইজন্য সমাজকেও ছোট ক'রে রাখতে নেই। তাতে মানুষ দেহ ও মনে অপকর্ষ লাভ করে। হাউজারম্যান ভাবতে পারে না যে তোমরা তার নও। আজ আমাদের ক্ষেত্র বড় হ'য়ে গেছে। কিন্তু ক্ষেত্র ঠেকাবার মানুষ নেই। তাই কৃষাণ দরকার খুব।

বর্ম্মাসাহেব (প্রাক্তন সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান নেশন) এলেন জে পি সিংহের সঙ্গে।

সাধারণ-সভা শেষ হবার পর শ্যামনন্দনবাবু, জালেশ্বরবাবু, বিনোদাবাবু, মহেশ্বরবাবু প্রমুখ আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে। শ্যামনন্দনবাবু বিনোদাবাবুকে বিশেষ ক'রে বললেন এখানকার জন্য একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রতে।

সুশীলদা—এখানে অনেক খারাপ লোক আসে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর কাউকে ফেলেন না। সবাইকে সুস্থ ক'রে তুলতে চান তিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে এসে, চুরি ক'রে এসে খরচ ক'রে ফেললেও পরে পা চেপে ধ'রে ক্ষমা চায়। তখন তাকে জেলে দেওয়া ভাল, না ভালবেসে সংশোধন করা ভাল? লা মিজারেবল-এর কথা তো আপনারা জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বললেন—আমার একটা ইচ্ছা ক'রছে। বললে অন্যায় হবে না তো?

বিনোদাবাবু—না, আপনি বলুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্যামনন্দনবাবুকে আমার একটা লাঠি দিতে ইচ্ছা ক'রছে।

শ্যামনন্দনবাবু—হ্যাঁ, দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে হাতে ক'রে লাঠি দিলেন। শ্যামনন্দনবাবু প্রণাম করে লাঠি নিলেন।

শ্যামনন্দনবাবু—এই লাঠি আমার সহায় হোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই লাঠিকে বলে যষ্টি—যষ্টি এসেছে যজ্ ধাতু থেকে, যজ্-ধাতু মানে পূজা, যাগ, দান, সঙ্গম। আবার এটা দণ্ডও। অশুভকে নিপাত করে যখন, তখনই এটা দণ্ড।

এরপর আরও কিছু কথাবার্তা হ'ল। তারপর শ্যামনন্দনবাবু বিদায় নিলেন।

আজ 'দিগ্বিজয়ী' নাটক হবে, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দিগ্বিজয়ী কে?

অশোকদা (বসু)—নাদিরশাহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিগ্বিজয়ী লিখলে লেখা উচিত শশাঙ্কের জীবনের ওপর।

১৭ই পৌষ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পূজনীয়া ছোটমার ঘরে বসে শুভ ইংরেজী নববর্ষের আশীর্ব্বাণী দিলেন। প্রফুল্ল ও নিখিল লিখল। লেখা দেবার সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ছিলেন।

লেখা শেষ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেষ্টদা আমার সোনার কাঠি, কেষ্টদা থাকলেই এসে যায়।

তারপর যতি-আশ্রমে সমবেত প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি হ'ল। সমবেত প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীটি কেষ্টদা পাঠ করলেন। বাণী পাঠের সময় অগণিত নরনারী যেন সমাহিত হ'য়ে গেল। সকলের অন্তর গভীর প্রশান্তিতে ভ'রে গেল। প্রত্যেকের মুখচ্ছবি তৃপ্তি মাখান। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখমণ্ডলও অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠলো। সকলের দৃষ্টি ওই একখানি মুখে নিবদ্ধ। অনেক বিশিষ্ট লোকও এই প্রার্থনার সময় যোগদান ক'রেছিলেন।

এরপর আশ্রম-প্রাঙ্গণস্থ নূতন তাঁবুতে বিজয় মল্লিকের দলের কীর্ত্তন হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে বিছানায় বসে কীর্ত্তন শুনলেন।

এবার ঋত্বিক-অধিবেশনে যেন একটা পরম উৎসবময় আবহাওয়া তৈরী হ'য়েছে। সবদিককার ব্যবস্থা অতি চমৎকার হ'য়েছে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর খুব সুস্থ না থাকায়, সব আনন্দের মধ্যে সকলের একটা অস্বস্তিবোধ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হ'য়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনাভিলাষে।

হিরণ্ময়বাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়), বিনোদাবাবু (ঝা), মহেশ্বরবাবু (ঝা) এবং স্থানীয় বিশিষ্ট আরও অনেকে এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

এরপর শ্যামনন্দনবাবু (সহায়) এলেন। যষ্ঠি-সম্বন্ধে কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিন্দুদের একটা custom (রীতি) হ'ল বাঁশের লাঠি হাতে রাখা। উপনয়নের সময় এই দণ্ড গ্রহণ করা লাগতো। আর এতে যে স্টেনলেস স্টীল আছে, ওটার স্পর্শ রক্তের পক্ষে ভাল।

মেয়েদের সিন্দুর পরায়, তা বন্ধ্যা-দোষ কিছুটা নষ্ট করে। শাঁখা bone form (হাড় গঠন) করে। লোহা রক্তকে নাকি push (ধাক্কা) দেয়। হিন্দুদের বোকা কয়, কিন্তু এরা যে কতখানি বৈজ্ঞানিক তা বোঝে না। এরা যদি বোকা হয়, তবে জ্ঞানী কে জানি না। বিভিন্ন বারে বিভিন্ন খাদ্য নিষিদ্ধ কেন, না বুঝে discard (বাতিল) করা ঠিক নয়। ওর চৌকস সঙ্গতি বোঝা দরকার। বোঝ, কর, দেখ, জান।

শ্যামনন্দনবাবু—সহস্র-সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমাদের যেসব শাস্ত্রীয় বিধান রচিত হয়েছে, তার পিছনে গভীর সত্য আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমেরিকায় একদল পুষ্ট হ'চ্ছে যারা বর্ণাশ্রম চায়।

এরপর আরও বিভিন্ন বিষয়ে নানা কথাবার্ত্তা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় অভিভূত ও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়ে শ্যামনন্দনবাবু স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন—আপনি পরমপিতার শক্তিসম্পন্ন। আপনার হৃদয় আয়নার মতো। আপনি যেদিকে যাবেন, সেই দিকই আলাকিত হ'য়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যত ভাবি যে আপনারা আমার, ততই আত্মপ্রসাদ লাভ করি।

শ্যামনন্দনবাবু—যে physiognomy (চেহারা দেখে মনের ভাব নিরূপণ করবার বিদ্যা) জানে, সে বুঝবে আপনার হৃদয় কত স্বচ্ছ। সবই সেখানে প্রতিবিম্বিত হয়, effort (চেষ্টা) লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার খুব ভাল লাগে, যখন ভাবি পরমপিতা আপনাদের আমাকে দিয়েছেন।

১৮ই পৌষ, ১৯৫৯, শুক্রবার (ইং ২। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। বহু দাদা সেখানে উপস্থিত।

বিশেষ একটি ঘটনার কথা জানিয়ে একটি দাদা বলছিলেন—আমার ভয় ভয় করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঃ! তোর ভয় কিসের? তুই নাম নিয়েছিস, তোর গুরু আছেন, ভগবান আছেন, তুই সেই পথে চলবি। ভগবানকে ভালবাসবি, ভগবান কাউকে ছাড়েন না। তোরাও তেমনি কাউকে ফেলবি না, কাউকে ছাড়বি না। সকলকেই ভালবাসবি, তাদের সেবা করবি। খুব ক'রে নাম করবি, স্ফূর্তিসে কাম করবি।

লালমোহনদা (দাস) শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন যে, একজনে service (সেবা) পেয়ে তাঁকে কেমন প্রশংসা করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বলতে হয়, এটা যে কর্ত্তব্য হিসেবে করি, তা করি না। আপনাকে আমার ভাবি। তাই আমার ব্যাপারে যেমন করি, তেমনই ক'রতে চেষ্টা করি।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে। অনেকেই আছেন। কয়েকজন দাদাকে পাঞ্জা দানের জন্য বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে এলেন।

তাঁরা প্রণাম ক'রে ওঠার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—তোমরা ঋত্বিক হলে। হিন্দুসমাজে এত বড় শ্রদ্ধার আসন আর কারও নেই। তাই তোমাদের চরিত্র যেন এমন হয়, যা'তে তোমাদের শ্রদ্ধা ক'রে লোকে সুখী হয়। তোমরা যে-পথ দিয়ে হেঁটে যাবে, সেখানকার ধূলি মাথায় নিয়ে মানুষ যেন নিজেদের ধন্য মনে করে। আর, সব সময় মনে রাখবে, একটা যজমানও যেন প'ড়ে না যায়। কষ্ট না পায়। তাদের মধ্যে যেন সম্প্রীতি থাকে।

১৯শে পৌষ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৩। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে আসীন। বিজয় মল্লিক, অজয়দা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু), শান্তিমা, অখিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ অনেকেই কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে বহন ক'রতে পারে না, সে বধূ হ'তে পারে না। যে গ্রহণ ক'রতে পারে না, সে গৃহিণী হ'তে পারে না। গৃহ কয় গ্রহণ ক'রে বলে, আশ্রয় পাই যেখানে।

বিজয়দা—মনের উচ্ছৃঙ্খলতা যায় না কেন? শান্তি আসে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও শালা পীরিত ক'রতে না পারলে হয় না। আর পীরিত ক'রতে

লাগে একটা মানুষ। তখন মনে যত তরঙ্গই উঠুক, তা দিয়ে তাঁর সেবা করতে হয়। আর, সেবা মানে পরিপূরণ, পরিপোষণ, পরিরক্ষণ। তখনই সংসার শুধু সং থাকে না। তার মধ্যে সার খুঁজে পাওয়া যায়। আর, ব্যক্তিত্ব যদি ইষ্টার্থপরায়ণ হয়, তখন সংসারের শত ঘাত-প্রতিঘাতও তাঁকে টলাতে পারে না, বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারে না। সে সবটা থেকেই পোষণ গ্রহণ করে।

মানুষ পরিবেশ থেকে গ্রহণ ক'রে পুষ্ট হয়। কিন্তু যে যেমন মানুষ, যার যেমন প্রকৃতি সে তেমনি বেছে নেয়। এত লোকের মধ্যে একটা গাঁজাখোরকে এনে ছেড়ে দেও। সে এর মধ্যে গাঁজাখোর কে আছে, তাকেই বেছে নেয়।

কাম-ক্রোধ জয় কর আর যাই কর, তাতে কিছুই হবে না। যদি তুমি সব-কিছু নিয়ে ইষ্টার্থপরায়ণ না হ'য়ে ওঠ। তত সময় ব্যক্তিত্ব সংহত হ'য়ে ওঠে না। আর, তাছাড়া প্রবৃত্তি জয়ও করা যায় না, আধিপত্য আসে না। বড় জোর repression (অবদমন) হ'তে পারে। তাতে মানুষ আধপাগলা মতো হ'য়ে যায়। আর, ইষ্টার্থপরায়ণ হ'লে কোন বৃত্তিই অবদমিত হয় না। সবগুলি সেবক হয়ে ওঠে।

বিজয়দা—রিপুটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রিপু কয় তখন, যখন আমার অহংকে অভিভূত ক'রে নিয়ে সেইদিকে চালায়। ইষ্টার্থপরায়ণ হ'লে তখন আর রিপু থাকে না। ষড়রিপু বড় বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়।

এরপর বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিলকে বললেন—বৈকুণ্ঠকে একটা লাঠি দিবি না?

নিখিল লাঠি আনতে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিজয়কে একখানা দিবি না? আমার মনে হয়, সৎ বুদ্ধি বা সৎ প্রণোদনা যখন আসে, তখন-তখনই সেটাকে রূপ দেওয়া ভাল। দ্বিধাজড়িত হ'য়ে থেমে যেতে নেই তা' থেকে। কিন্তু অসৎ বুদ্ধি এলে সেটা হাজার বার ভেবে দেখা ভাল এবং এমনি ক'রে তা' থেকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভোলা রাম একটা সাজিতে ক'রে কিছু ফুল ও তরিতরকারী নিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন করলেন এবং বললেন—কী-ই বা আমার আছে, আপনাকে কী দেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'বাঃ বাঃ কী সুন্দর জিনিস!' এই বলে শ্রীশ্রীঠাকুর সাজি থেকে একটা লাউ তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে বললেন—এ আমার মাথায় থাকলো। (পরে বললেন) যাও, বাড়ীর ভিতর দিয়ে আস গিয়ে।

ভোলা রাম ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে জিনিসগুলি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে নিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুনের প্রাপ্তিই এমনতর। এর মতো জিনিস নেই। তারা কিছু চায় না। চায় লোক। তারা লোকলোভী, লোকই তাদের সব। কারও লোক থাকলে তার সব থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে নিজের হাতে বৈকুণ্ঠদা ও বিজয়দাকে লাঠি দিলেন এবং বললেন—এটা হাতে রেখো, এতে আত্মরক্ষা ও অপরকে বিপদ-আপদে সাহায্য করার পক্ষে সুবিধা হয়।

অপরাহ্ণ বেলা পাঁচটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে যতি-আশ্রমে কর্মী-বৈঠক শুরু হল। শ্রীশ্রীঠাকুর উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ, দীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি, সৎসঙ্গ অধিবেশন-কেন্দ্র এবং মন্দির নির্মাণ, সৎসঙ্গ শাখা, ঋত্বিকদের চারিত্রিক উন্নয়ন, পারস্পরিকতা বজায় রেখে চলা, কৃষ্টিবান্ধব, কৃষ্টিপ্রহরী, go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) এড়িয়ে চলা, পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশের সেবা করা, ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিলেন। তা ছাড়া কন্‌ফারেন্সে জনসমাগম আরও যাতে বেশী হয়, সেদিকেও কর্মীদের লক্ষ্য দিতে বললেন।

২০শে পৌষ, ১৯৫৯, রবিবার (ইং ৪। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। অনেকে আছেন। চাকদার উদ্বাস্তু দাদারা যে ঋণ পাবেন, তা দিয়ে কো-অপারেটিভ করার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Co-operation (সহযোগিতা) ক'রতে পারলে ভাল। কিন্তু কো-অপারেটিভ সফল করার মতো চরিত্র আমাদের নয়। যা'র যেমন ক্ষমতা সে তেমনি কাজ যদি করে, domestic industry (পারিবারিক শিল্প) ইত্যাদি যদি করে, সেই-ই ভাল।

২১শে পৌষ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৫। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে মণি দলুইকে বলছিলেন—বেফাঁস হ'য়ে গেছিস, ঠিক হ'য়ে নে। রত্নাকরও বাল্মীকি হয়েছিল, তুই যে তেমন হ'তে পারবি না, তেমন কোনও কথা নয়। যদি পুরুষ মানুষ হ'স, তবে বদ-অভ্যাসগুলি এক ঝাঁকিতে ছেড়ে দে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। অনেকেই আছেন।

একটি দাদা খুব রোগে ভুগছেন। তিনি বললেন—এত ভুগছি, আমার কর্ম্মফল কি আর শেষ হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মফল দিয়েই তো শরীর। কর্ম্মফল কি তাড়াতাড়ি যায়? ভাল ডাক্তার দেখাও, ওষুধ খাও। আর, ডাক্তার যেভাবে বলে সেইভাবে চল, এতেই প্রায়শ্চিত্ত হ'তে থাকবে।

রেবতী (বিশ্বাস)—মহাপুরুষরা জ্ঞানে, ধ্যানে, সবদিক দিয়েই অসীম শক্তিমান। কিন্তু শরীরের দিক দিয়ে কষ্ট পান কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরতপা নন বলে শরীরের দিকে দিয়ে কষ্ট পান।

২২শে পৌষ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৬। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই ছিলেন।

বিজয়দা (মল্লিক) গাইলেন—'তুমি অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ, থাক চিরদিন অনন্ত অপার।' এরপর একটা গোষ্ঠের গান গাইলেন।

গান দুটি শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা! এগুলি এত মিষ্টি লাগে কেন? যদিও এ সম্বন্ধে আমাদের একটা কল্পনা আছে, তাহ'লেও মনে হয়, ওই কল্পনাও যেন কত বাস্তব। তাই, সহজেই একটা ভাব আসে। ভাব থেকে বোধের উদয় হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

সুধীরদাকে (ভট্টাচার্য্য) রহস্য ক'রে বললেন—তুই শালা নারায়ণ ছাড়া লক্ষ্মীর পাছে-পাছে ঘুরিস। তিন ঠেলায় সে তোকে কাত ক'রে রেখে চ'লে যাবে। জানিস তো লক্ষ্মী চঞ্চলা। সে অচলা একমাত্র নারায়ণের কাছে। নারায়ণকে ধর, তাঁর সেবা কর।

২৪শে পৌষ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ৮। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—আমি কিছু জানি বলে মনে হয় না। কোন ঘটনা যখন হাজির হয়, তখন সেই ঘটনাই যেন dictate করে। আর, তখন হয়ও তেমনি অমোঘ। নিজে বুদ্ধি, বিবেচনা ক'রে বা চেষ্টা ক'রে কিছু পারি না। হয়ত বিচার-বিবেচনা থাকতে পারে, কিন্তু তা টের পাই না। যখন আপনি আসে, তখন হয়। ওর ওপর আমার কোন control (নিয়ন্ত্রণ) নেই। আমার গঠনটাই যেন অমনতর। আমার কর্তব্য-অকর্তব্য বোধ যেন নেই। যখন যা করার ক'রে যাই। অথচ মমতা অত্যন্ত। নির্ম্মম আমি মোটেই নই। রাত্রে যখন ঘুমতে যাই, তার আগে পর পর সবার কথা মনে হ'তে থাকে। 'তোমরা সবাই সুখে সুদীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক, পরিবার-পরিজন সহ, তোমাদের যা কিছু নিয়ে'—এই কথাটা যে প্রায়ই বলি, আপনা থেকে বেরিয়ে যায়। ওটা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলের কথা। নিজেকে গৌরবান্বিত, গর্ব্বান্বিত মনে হয় না কখনও। তবে আত্মপ্রসাদ মনে হয়। ওরকম হয়ই না, হয় না. সেটা নার্ভাস সিস্টেম দুর্ব্বল বলে হয় না নাকি বুঝি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে প্রাচীনের প্রতি অনুরাগ, আনুগত্য ও আভিজাত্যবোধের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে বললেন—আমার কেমন প্রাচীনের উপর ঝোঁক। এ ঝোঁক যেন কিছুতেই যায় না।

এরপর চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র) প্রমুখের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রথমে চুনীদা সম্পর্কে বললেন—চুনী বেশ সাহিত্যিক, কেমন ছিমছাম, টিপটপ, সুন্দর ও মিষ্টি।

শৈলেনদার কথা বললেন—ওর মাল-মসল্লার সমাবেশ খুব সুন্দর। ওর লেখার মধ্যে খুব রস আছে। আমার মনে হয়, ও ইচ্ছে করলে আবার গিরিশ ঘোষকে জাগ্রত ক'রে তুলতে পারে।

বীরেনদার কথা বললেন—ও যে কথা বলে, মানুষের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায়—মানুষকে feel (অনুভব) করিয়ে ছাড়ে।

২৫শে পৌষ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৯। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য), গুরুকিঙ্করদা (পাণ্ডে) প্রমুখ কাছে ছিলেন।

কেষ্টদা—জরা জিনিসটা তো প্রতিরোধ করা যায় না। তা যদি না যায়, তবে জীবনবৃদ্ধির কথা বলি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা আছে। রসায়ন জিনিসটাই তাই। রসায়নের ব্যবহার এখনও আমরা শিখিনি। ভাল ক'রে খুঁজে দেখতে হয়। আমরা জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিনি। সে-পদ্ধতি আমাদের জানা নেই বা অভ্যাসে নেই। প্রাচীন, অচল বলে যেগুলি উড়িয়ে দিয়েছি। তার পরিণতি এসে পড়লে আমরা নিরাশ হয়ে পড়ি। আশাপ্রদ ক'রে তোলার মতো মানুষের অভাব বেশি। আমাদের খাদ্যখানা যা ছিল—হয়ত অভাব ছিল, কিন্তু স্বস্তির অভাব ছিল না। ওখানে কুড়ি বছরের মধ্যে একটা মানুষও মরেনি। সেটাকে আমরা ভেঙ্গে ফেললাম—তখন ব্যারাম আর ছাড়ে না।

কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) কোনও একটা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত হয়ে পড়বার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলছিলেন।

সে কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—উত্তেজনার মুহূর্তে করেছেন, ওইটে তো খারাপ। ওইরকম সময় যদি যমন-বুদ্ধি না থাকে, তাহ'লে চলবে কেন? বিশেষতঃ আপনাদের মত লোকের। এখানে অপ্রয়োজনে রেগে জুতো মারলেন। কিন্তু যেখানে হয়ত জুতো মারা প্রয়োজন, সেখানে আর পারবেন না।

গুরুকিঙ্করদা (পাণ্ডে) বলছিলেন—আমি এখানে যেসব বাড়িতে যাই, অনেকে খেতে বলে, কিন্তু সাধারণতঃ কিছু খাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে-সেখানে যদি খাও, সদাচার যদি পালন না কর, তবে আজ যে মর্য্যাদা আছে, থাকবে না। তোমাদের আচরণ তাহলে মানুষের প্রাণস্পর্শ করবে না। তাদের উন্নত ক'রে তুলতে পারবে না।

২৬শে পৌষ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১০। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে পাতা ধবধবে সাদা বিছানায় বসে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), পঞ্চাননদা (সরকার), বীরেনদা (মিত্র), বীরেনদা (পাণ্ডে), রাজেনদা (মজুমদার), মণিদা (ভাদুড়ী), শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), প্যারীদা (নন্দী), সুরেনদা (বিশ্বাস), নিখিল (ঘোষ), দোবেজী, চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ আছেন।

কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—সজ্ঞানে মরা ও অজ্ঞানে মরা, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা ভাল? সজ্ঞানে মরলে কি বিশেষ সদ্‌গতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অজ্ঞানই হয় না আমার মনে হয়। ভিতরে জ্ঞান থাকে। যে-বৃত্তি prominent (প্রধান) থাকে, তারই রকমে হয়ে যেতে যা লাগে, তাই হয়।

প্রফুল্ল—সজ্ঞানে মরলে তো ভাল হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মরার মুহূর্ত্তে যে ভাব নিয়ে যায়, সেইটে নিয়েই আসে। তাই, সজ্ঞানে মরলে ভাল হবেই।

আমি ছেলেবেলায় আমিরাবাদ ছিলাম, সেখানে একটা কোলের মত ছিল। খুব গভীর। একটা দড়ি নিয়েছিলাম, প্রায় ১০০ হাত লম্বা, নৌকায় ডানা থাকে, সেটা নিজ হাতে বাঁধলাম। একটা লোক ছিল, তাকে দিয়ে এমন ক'রে বাঁধলাম যাতে ছুটে না যায়। ওইটে ধরে ডুব দিলাম। ৫০-৬০ হাত যাওয়ার পর ভীষণ শব্দ হতে লাগল। বায়োস্কোপে ছবির মত visions (দৃশ্য) আসতে লাগল। সেগুলির যে একটা link (যোগসূত্র) আছে তা মনে হচ্ছিল। তখন আর পারলাম না। তাড়াতাড়ি উঠলাম। দড়ি আর ছাড়িনি। আমি বলেছিলাম টান দিতে, কিন্তু সময়মত টান দিল না। পরে নৌকায় উঠে খানিকসময় পড়ে রইলাম। আমার মনে হয়, মরার সময় ওইরকম হয়।

কেষ্টদা—মৃত্যুর পূর্ব্বে সদ্‌গুরুর কথা মনে পড়লে নাকি সদ্‌গতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা তো হবেই। সেইজন্য জীবন্ত সদ্‌গুরুর দরকার। তখন একটা প্রেরণা পায়। ভালমন্দ যাই করুক সব কিছুর মধ্যে দিয়ে একটা অতিশায়নী সম্বেগ যেন লেগে থাকে।

কেষ্টদা—অনুরাগ যদি না থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুরাগ-বীতরাগ যাই থাক না কেন, তার মধ্যে দিয়ে কিছু-না-কিছু ওই ধরনের হয়ই। বীতরাগ হলে হয়ত তিনি ভীতিরূপে জাগেন, যেমন বলেছেন রজনী সেন।

পঞ্চাননদা—সদ্‌গতি হওয়া মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সু-অস্তিত্বে গতি হয়।

পঞ্চাননদা—ভাল জন্ম হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

সাধনাকালীন অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধনার সময় এমন এক একটা অবস্থা আসে, dangerous (ভয়ঙ্কর)। অত্যন্ত নাম করতে করতে শরীরে যেন ইলেকট্রিক চার্জ হয়ে যায়।

২৭শে পৌষ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১১। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন। দুমকা থেকে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের এমন সময় এসেছে, যদি করি, সৌভাগ্যে অটুট থাকতে পারি। আর, যদি না করি, দুর্ভাগ্যে নাজেহাল হয়ে যেতে পারি।

ওঁদের একখানা ক'রে সত্যানুসরণ দেওয়া হল।

পরে একটি নবাগত দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, আমরা যদি বামুনের আচার-আচরণ ও ঈশ্বরপ্রীতি নিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে সমস্ত দুনিয়াকে পরিষ্কার ক'রে তুলতে পারি। আমরা অনেকদিন ধরে কিছু করিনি, এখন এমন দিন এসেছে যখন আমরা ইচ্ছা করলে দাঁড়াতে পারি।

সন্ধ্যা লেগে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু, গঙ্গাশরণ সিং এবং হিন্দি বিদ্যাপীঠের দুজন অধ্যাপক আসলেন। চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু ওঁদের পরিচয় করে দিলেন।

হাউজারম্যানদা বললেন—মনের চিন্তা দিয়ে নাকি শরীর গঠিত হয়। তা যদি ঠিক হয়, তাহলে তো আমাদের অসুস্থতার কারণও আমাদের মন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা অনেকটা ঠিকই। আমরা কষ্টে পড়ি, মানুষের কাছে অনাদর পাই, প্রত্যাশা পরিপূরিত হয় না, shock (দুঃখ) পাই, ভাবি মরাই ভাল। এইটেই মৃত্যুকে, রোগকে আমন্ত্রণ করে আনে। তারপর একজন হয়ত খেতে দিল তোমাকে। সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, অথচ refuse (প্রত্যাখ্যান) করতে পারলে না। মনে সূঁচের মত বিঁধতে লাগল। মস্তিষ্কের ওই ছাপ নার্ভের মধ্য দিয়ে হয়ত পাকস্থলীতে গোলমাল ক'রে দিল। কিংবা তুমি হয়ত তোমার বৌকে খুব ভালবাস। সে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তোমার সাথে, দুঃখ দেয়। তুমি হয়ত স্নায়ুরোগগ্রস্ত হয়ে গেলে। এইরকম ছোট-ছোট অনেক ব্যাপারেই রোগের সৃষ্টি হয়।

হাউজ্যারম্যানদা—তাহলে ওষুধের কাজ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ হল counter-acting agent (প্রতিকারমূলক বস্তু)। Physiological stimulus দিয়ে psychological deficiency make-up (শারীরিক উদ্দীপনা যুগিয়ে মানসিক খাঁকতি পূরণ) করা। তা স্থূলভাবে, সূক্ষ্মভাবে, নানাভাবে হতে পারে।

শরৎদা—খাওয়াটা প্রসন্নচিত্তে হওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবতার ভোগ দিই যখন, দরজা বন্ধ ক'রে দিই, পুরোহিত থাকে ও পরিচর্য্যা যে করে সে থাকে। স্বাস্থ্য ও সদাচারসম্মত প্রস্তুতি চাই। আর কোনও impulse (সাড়া) যেন বিব্রত করতে না পারে। এমন খাবার খাবে যা প্রীতিদায়ক ও সহজপাচ্য।

ভিজে পায়ে খাওয়া ভাল। তখন stomach-এর (পাকস্থলীর) circulation (রক্তসঞ্চালন) বেশী হয়, হজমটা ভাল হয়। মনুতে আছে, ওতে দীর্ঘায়ু হয়। ভিজে পায়ে ঘুমোতে নেই, তাতে brain circulation (মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন) বেশী হয়, ভাল ঘুম হয় না। শুকনো পায়ে ঘুমতে হয়। আমাদের এই জাতীয় সবগুলিকে বলে ধর্ম্মচর্য্যা। সত্তাকে যা ধারণ করে, তারই আচরণ। যে চলনায় তুমি বাড়তে পার, বাঁচতে পার সমস্ত ঝঞ্ঝাটকে অতিক্রম ক'রে, বিছিন্ন হয়ে না ওঠ, তাই ধর্ম্মাচরণ। সমাজ কথার মানে একাদর্শে এক সংহতিতে পারস্পরিক সেবানুচর্য্যা নিয়ে গমন।

একটি ভাই কাজকর্ম্মে অকৃতকার্য্যতার বিষয় জানলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে গুছিয়ে নেও, ভাল করে কাজকর্ম্ম কর। যে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারে না, সে কোনও কাজও গুছিয়ে নিতে পারে না।

কেষ্টদা—আজকাল তো বহুবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুবিবাহ যদি সমীচীন মনে করেন, করা লাগবে। ক'রে জেলে যাওয়া লাগবে। আবার করা লাগবে, জেলে ধরে নেবে, তবু করবেন। উপযুক্ত পুরুষের বহুবিবাহ ও সন্তান-সন্ততির সংখ্যা যদি বেশি না হয়, তবে কৃষ্টিগত সংস্কারওয়ালা সত্তা দেশে বেশি থাকবে না, নিকৃষ্টের সংখ্যাই বেড়ে যাবে, তারাই দেশের সর্ব্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উন্নততর সন্ততি যদি আমরা চাই, উপযুক্ত পুরুষের বিহিত সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ হওয়া প্রয়োজন। তাহলে সমাজ তত জীয়ন্ত হয়ে উঠবে।

২৮শে পৌষ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১২। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। অনেকে আছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) সি আর দাশের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁর মার প্রতি কেমন নেশা ছিল। মা যখন চ'লে আসেন, তখন যেন ছন্নছাড়া পাগলের মত অবস্থা। যত নেতাই দেখ, ওর মত কেউ নয়। নেতা মানে

ওই-ই। নেতা বলতে অমন লোককেই বোঝায়। তাঁর কোন জিদ থাকলেও বুঝিয়ে দিলে তা তৎক্ষণাৎই ভাঙতে পারত। আত্মনিয়মনের কথা বলি, আত্মনিয়মন জিনিসটা তাঁর ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

সুশীলদা (বসু) প্রসঙ্গতঃ বললেন—বেনারসে সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা সম্বন্ধে একটা বিচারসভা হয়। তাতে ২২২ জন পণ্ডিত বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের প্রত্যেককে জল ও ফুল অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

সুশীলদা—আধুনিক যাঁরা, তাঁরা এ জিনিসটা আবার খুব সমালোচনা করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা করুক গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), সুশীলদা (বসু) প্রমুখ আছেন।

সুশীলদা—শ্রীম বলেছেন, অবতার-মহাপুরুষরা স্থানীয় প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হন না। পারিপার্শ্বিক যেমনই হোক, তাদের ভিতর-দিয়ে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পরিপূরণ ক'রে যান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্থানীয় প্রভাব তাদের উপর কাজ-করে যাদের ব্যক্তিত্ব জমাট নয়। কিন্তু অবতার-মহাপুরুষ এবং ব্যক্তিত্ববান পুরুষ যাঁরা, পরিবেশের দ্বারা তাঁরা সংক্রামিত হন না, বরং তাঁরা পরিবেশের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকেই তাঁদের প্রেরণা দিয়ে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলেন স্বভাবতঃ। আমার কথাটা এ নয় যে, পরিবেশই মানুষের চলনার নিয়ামক। বরং বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তিই পরিবেশকে প্রভাবিত ক'রে তোলে। রাশিয়ায় যে কম্যুনিজম্ এসেছে, তাও লেনিন প্রমুখের প্রচেষ্টার ফলে। শুধু পারিবেশিক অবস্থার ফলেই এটা আসেনি। লেনিনের মতো আরও কতিপয় ব্যক্তিত্ব যদি এমনতর shape (গঠন) না দিত, তা'হলে রাশিয়া আজ যে রূপ নিয়েছে, তা নিত কিনা সন্দেহ।

শরৎদা—একটা লোক দশ মিনিট ধ'রে কথা বললো, তার কী দেখে লোকটার চরিত্র বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথার রকম দেখেই বোঝা যায়। কথাগুলির মধ্যে প্রবৃত্তির রূপগুলি ধরা পড়ে। শ্রদ্ধাবান, অশ্রদ্ধাবান, সৌজন্যপূর্ণ বা অভদ্র তা' বোঝা যায়। কেমন ক'রে কথা বলে, কেমন ক'রে তাকায়, কেমন ক'রে দাঁড়ায়, সবগুলি লক্ষ্য ক'রতে হয়।

শরৎদা—আমরা অনেক সময় অতিরিক্ত প্রশংসা করি কিংবা অযথা নিন্দা করি, এ কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আপনারা তাকে study করেন নি (বোঝেন নি)। আপনাদের impulse (সাড়া) যখন যেমন guide (পরিচালনা) করে তেমনি চলেন।

আমি যে মানুষকে প্রশংসা করি, তা' সাধারণতঃ তা'র বিশেষ গুণগুলি উন্নত ক'রে তোলার জন্য এবং তার মধ্যে এমন কথাও থাকে যাতে সে তার দোষগুলি সারতেও সচেষ্ট হয়।

শরৎদা—অনেকে বলে আমরা খাবার সময় যে বিষম খাই, তার কারণ তখন কেউ আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ মানুষ যখন অন্যমনস্ক থাকে, তখনই বিষম খায়। তাই আমার মনে হয় অনভিপ্রেত কিছুই নেই, সবই অভিপ্রেত চেষ্টার মধ্য দিয়ে হ'চ্ছে। যে mechanism (মরকোচ)-টা ঠিকভাবে কাজ করার দরুণ বিষম খায় না, একমুহূর্ত্ত অন্যমনস্কতার দরুন, সেই নিমেষের ফাঁক দিয়েই খাদ্য অন্য পথে ঢুকে যায়। তাই বিষম খায়। সেইজন্য আমার মনে হয়, জীব, মানুষ, পশু-পাখী, গরু যাই হো'ক সবই নিজের ইচ্ছায় হয়, বিহিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে হয়, অকারণ কিছুই হয় না।

২৯শে পৌষ, ১৯৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১৩। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন।

এক ভদ্রলোক (কান্তমোহন মল্লিক) আসলেন কলকাতা থেকে। তিনি বললেন—আমায় বয়স ৭৯ বৎসর, কিন্তু কোনদিন অসুখ করেনি, বিছানায় শুয়ে থাকিনি। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকলেই শরীর ভাল থাকে। আমার প্রধান খাদ্য এক ছটাক আলো চাল, ফল, মধু, দুধ ও ঘি।

এরপর বিনোদাবাবু (ঝা) এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন রবিবারে নুন না খেতে।

দেশের নেতৃবর্গের কথা উঠতে সি আর দাশের কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নেতার যা যোগ্যতা থাকা দরকার তা তাঁর ছিল। অমন মানুষ আমি দেখিনি। তাঁর দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটাও অদ্ভুত। তখন তো তিনি খ্যাতির চরম শিখরে। একদিন আমি সন্ধ্যাবেলায় হরিতকী বাগানের বাড়ীর ছাদের উপর আছি। হঠাৎ কে যেন বললো, সি আর দাশ এসেছেন। আমি পিছনের দিকে চেয়ে দেখি উনি দাঁড়িয়ে। পরে বসে আধঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তার পর দীক্ষা নিতে চাইলেন। সৎসঙ্গের জন্য তিনি নানা জায়গায় চিঠিপত্র লিখতেন রাত ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত। বলতেন—আমি কোনদিন কেরানীগিরি করিনি, কিন্তু ঠাকুরের জন্য কেরানীগিরি ক'রে কি যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, তা বলতে পারি না। তিনি কলকাতার কাছে জমি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি যাইনি।

কেষ্টদা—ঠাকুর তখন বলেছিলেন—আপনারা উপরে উপরে platform work (সভাসমিতিতে কাজ) ক'রছেন, কিন্তু দেশের সত্যিকার গলদ যেখানে, যেখানে মানুষের

ভাল ক'রলে তারা মাথায় বাড়ি দেয়, সেই সবগুলি হজম ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতার আমার দরকার আছে। নিজের বিয়ে সম্বন্ধে যে ভুল ক'রেছিলেন, তা তিনি এমন ক'রে অকপটভাবে স্বীকার ক'রতেন—অমন আর দেখিনি।

হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট যা' ক'রেছিলেন, তাঁর ফল কী হ'তে পারে বলাতে তখনই বুঝলেন এবং বললেন—আমি এটা ঠিক ক'রে দেব।

রাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে সমাসীন। তারাদা (গুপ্ত), অশোকদা (বসু), কালীদা (গুপ্ত), চিন্তাহরণবাবু দুমকা থেকে এসেছেন। তাছাড়া আরও অনেকে আছেন।

কালীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দুমকা যাওয়ার প্রস্তাব ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি এখন বলা যায়?

কালীদা—আপনার শরীরের কথা ভেবে বলছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার শরীর ভাল থাকলেই হয়, তোমাকেই তো লড়তে হবে।

কালীদা—আমরা তো সামান্য সৈনিক। আপনিই তো সারথি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতাই আমাদের সারথি।

কালীদা কাল সকালে যেতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর শালা! সকালে যাবে কি? দুটো খেয়েদেয়ে একটা গ'ড় দিয়ে যেও।

অশোকদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাধারণতঃ মানুষের প্রকৃতি কম বদলায়। তবে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই নিয়ে মানুষ চলে।

চিন্তাহরণবাবু মামলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান মঙ্গলময়, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'। আমি তো ভালই চাই, সেই আমার আকাঙ্ক্ষা।

চিন্তাহরণবাবু—আকাঙ্ক্ষা কেন? আপনি আদেশ ক'রলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেশ কথাটাও এসেছে আদেশের থেকে। আমাদের দেশ এখনও হয়নি, কারণ, আদেশকর্ত্তার ঠিক নেই। ওরা দেশকে বলে country, contrary থেকে এসেছে কথাটা।

জনৈক দাদা—আপনি অভয় দিয়ে বলুন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও হ'লে কিসের মধ্য-দিয়ে যে পথ ক'রে নেয়, তার ঠিক নেই। ওর ভিতর ফাঁক থাকলে তা' হয় না।

ওরা চ'লে যাবার পর অশোকদা, তারাদা ব'সেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে'—সেই আগুন ধরিয়ে দাও।

১লা মাঘ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ সহ আরও অনেকে আছেন।

শহর থেকে একজন ব্যবসায়ী এসেছেন। তিনি কথায় কথায় বললেন—এমন দিনকাল পড়েছে, একটু অসাবধান হ'লেই ঠ'কে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন কেউ নেই, ভাবতে পারে যে আমি নিরাশ্রয় নয়। অথচ আমার জীবনেই আমি দেখেছি রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্যে মানুষ কেমনভাবে আগলে ধ'রতো। আজ সে সব বড় দেখা যায় না। সেইদিনের কথা মনে ক'রে আজ বোঝা যায় আত্মীয় কাকে বলে। তখন আর এমন ক'রে বোঝা যেত না। না চাইতেই তখন সাহায্য-সহযোগিতা মিলতো।

২রা মাঘ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৬। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে আছেন। আজ বৃষ্টির দিন। শরৎদা (হালদার), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শরৎদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আজ বৃষ্টি হ'লো, সে কি ভগবানের ইচ্ছায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা মানেই করণ। করণ বাদ দিয়ে ইচ্ছা ব'লে কিছু ধরবেন না। বিধিস্রোতা যিনি, তিনি যে পরিক্রমায় চলেছেন ক্রান্তি নিয়ে, তার ফলেই যেখানে যা' হবার হ'চ্ছে।

শরৎদা—শ্রীকৃষ্ণ যখন ছিলেন, তখন যা' কিছু প্রকৃতির রাজ্যে ঘটেছে, আমরা কি বলতে পারি, তা তাঁর ইচ্ছাতেই ঘটেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূতমহেশ্বরের একটা aspect (দিক) হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বেত্তাপুরুষ। বিধি তাঁর বোধিতে স্ফুরিত হ'য়েছে। ভূতমহেশ্বর কর্ম্মস্রোতা হ'য়ে যে বিধি বিনায়ন ক'রতে ক'রতে চলেছেন, তা'র নিয়মনে যেমন প্রয়োজন তেমনি তিনি ক'রতে পারেন।

শরৎদা—যা ঘটে, তার মধ্যে কি কোন বুদ্ধির খেলা থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধি যদি না থাকে, তবে রোদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে ছাতা ধ'রে তাপ কমান কেমন ক'রে?

শরৎদা—যা' কিছু হ'য়েছে, তাঁর ইচ্ছাতেই হ'য়েছে, এ-কথা বললে তো ভুল হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর ইচ্ছায়ই তো হ'য়েছে। তবে তা' কেমন ক'রে সে সম্বন্ধে যদি বোধ না থাকে, তা'হলে সঙ্গতি থাকবে না। যুদ্ধ নিবারণ ক'রতে তিনি কত চেষ্টা

ক'রলেন, কিন্তু পারলেন না কেন? তার মানে যে বিধিকে আশ্রয় ক'রে তারা অমন হ'য়ে উঠেছিল, তার বিচ্যুতি ঘটানর তিনি চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু তারা শুনলো না। তখন তিনি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে সংরক্ষণের চেষ্টা ক'রলেন।

৩রা মাঘ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৭। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমাদের যে পট ক'রে মাথা গরম হ'য়ে যায়, তার কোন ওষুধ আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক হওয়াই একমাত্র ওষুধ। সুকেন্দ্রিক হওয়া মানে নিরন্তর ইষ্টার্থপরায়ণ-সম্বেগী হ'য়ে থাকা। যাই করি, তার মধ্যে ঐ সম্বেগ থাকেই। তা থাকলে মানুষ unbalanced (সাম্যহারা) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। পূজনীয় কাজলভাই সহ অনেকেই কাছে আছেন।

একটি দাদা দীক্ষা নেবার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন—আমি convinced (দৃঢ়প্রত্যয়ী)। আমার ধারণা, এই দীক্ষাগ্রহণ ছাড়া আমার উপায় নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো মনে হয়, ভর দুনিয়ারই উপায় নেই।

পূজনীয় কাজল ভাই একটা প্যান্ট প'রে এসে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে বললেন—আমার ছোটবেলায় ঠিক এইরকম একটা প্যান্ট ছিল। ও'-ও আবার ঐরকম প্যান্ট পরছে। দেখে মনে হয় যেন একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হ'চ্ছে। সে প্যান্ট বহুদিন পর্য্যন্ত মা'র কাছে ছিল, অনেক পরেও আমি দেখেছি। ওর মা কেমন ক'রে ঠিক ঐ জিনিসই পছন্দ ক'রলো? সে তো দেখেনি।

কাজলভাই—আমিই এই কাপড় পছন্দ ক'রেছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই নাকি! (ব'লে স্মিত তৃপ্তিতে কাজলের দিকে একটুখানি চেয়ে রইলেন) আমারও কাজলের মত ঐরকম কোট ছিল, প্রায় ঐরকম। তবে ওর জামার হাতাটা চেকন, আমারটার আরো চওড়া ছিল।

৪ঠা মাঘ, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৮। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন। কাল থেকে খুব শীত পড়েছে। এই দারুণ শীতে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি আর্দ্দির হাফ-পাঞ্জাবী ও আর্দ্দির চাদর গায়ে দিয়ে কাটাচ্ছেন। কতবার ক'রে তাঁকে বলা হ'লো গরম কিছু গায় দেবার জন্য, কিন্তু তিনি রাজী হ'লেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বলতে লাগলেন—ঈশ্বরের প্রয়োজন জীবনের জন্য। তাঁরই ধারা আমাদের জীবনধারায় প্রবাহিত। আমরা তাঁর দিকে মুখ ক'রে যদি চলি, তাতে একরকম হবে, আবার তাঁর দিকে পিছন ফিরে যদি থাকি এবং চলি, অন্যরকম হবে। একটায় হবে বিবর্ত্তন, অন্যটায় হবে অপবর্ত্তন। তাঁকে আশ্রয় ক'রেই আমি বিবর্ত্তনের পথে চলতে পারি। সেইজন্য surrender (আত্মসমর্পণ)-এর কথা আসে। তাঁকে বাদ দিয়ে যদি 'আমি' চলি তবে অধঃপতিত হই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ আছেন।

জেনেটিক্স বিষয়ে আলোচনা চলছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নারী-ব্যক্তিত্ব সবসময়ই যে শ্রেয়কে পছন্দ করে, তা কিন্তু নয়। তার মানে কোথাও বিকৃতি আছে।

৬ই মাঘ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২০। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। কাছে অনেকেই আছেন।

১৯৫৬ থেকে স্কুল ফাইন্যালের পরীক্ষার কোর্স কী হবে, সেই সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ-এর সিদ্ধান্ত আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে পড়ে শোনান হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে বললেন—আমি হ'লে অমন করতাম না; simplest form (সরলতম রকম)-এ করতাম। আমি আগে বলতাম 'আনা' লাইব্রেরীর (যে লাইব্রেরীতে একখানা বইয়ের দাম এক আনা) বই লিখতে। সমস্ত জিনিসটা সংক্ষেপের মধ্যে যত নিয়ে আসা যায় সরলতম রকমে ততই ভাল। একটা chart-এর (তালিকার) মধ্যে সমস্ত ব্যাকরণটা এনে ফেলেছিলাম। সে chart (তালিকা)-টা পরে আর পাওয়া গেল না।

একটি ভাই তার জীবনের অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কী এবং অন্তর্নিহিত শক্তিবৃদ্ধি কেমন ক'রে হয়, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা আমাদের বিগত জীবনের সবটা নিয়ে বর্ত্তমানে এসে পৌঁছই এবং বর্ত্তমানের কর্ম্মপদ্ধতি ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে। সুকেন্দ্রিক হ'লে জীবন বিশৃঙ্খল হয় না, নিয়ন্ত্রিত হয়। আর, সেইভাবে ভাগ্য সৃষ্টি করে। ভাগ্য মানে ভজন। যেমন ভজি, তেমন হই। সুকেন্দ্রিক হ'লে আমাদের জৈবী-শক্তি স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে, অদৃষ্ট আয়ত্তে আসে। ব্যক্তিত্বও সুসঙ্গত ও সুসংহত হ'য়ে বেড়ে ওঠে। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে শুধু নিজেদের ব্যক্তিত্বে সঙ্গতি আনলে চলবে না। পরিবেশের সঙ্গে আমরা যত সঙ্গতি নিয়ে চলি, ততই আমাদের জীবন সর্ব্বসঙ্গতিপূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

৭ই মাঘ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২১। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে আছেন। যতিবৃন্দ সহ আরও বেশ কয়েকজন আছেন।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমরা জীবনে ভুল করি, অনুতাপ করি, শোধরাই। আপনার জীবনে কি তেমন কোনও ভুল হ'য়েছে যার দরুন অনুতাপ ক'রতে হ'য়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুতাপ তো লেগেই আছে। প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হয়, যা'র জন্য যা' করার তা' ক'রতে পারিনি। নিজের জীবনে কোন অন্যায় ক'রেছি, যার দরুন অনুতাপ ক'রতে হয়েছে, তেমন কোন ঘটনা মনে পড়ে না। তবে অনেক কিছু পেরে উঠিনি, সে জন্য অনুতাপ হয়। বেণীর জন্য টাকাটা জোগাড় করলাম, কিন্তু এখনও দিতে পারিনি। তাই মনে একটা আপসোস হয়, ভাবি টাকার অভাবে ওর যদি কিছু হয়। কিশোরীর যখন অসুখ হ'ল, ওর জন্য যে ওষুধের প্রয়োজন ছিল, উপযুক্ত পরিমাণে সে ওষুধের জোগাড় না থাকাতে ঠেকান গেল না। ঐ আমার একটা মস্ত কষ্ট। 'বোতল বেবী'র experiment (পরীক্ষা) যখন ক'রলাম, তখন environment (পরিবেশ)-এর সাহায্য না পাওয়াতে সেটাকে বেশিদিন জীয়ন্ত রাখা গেল না। এইভাবে এক একটা কাজ ক'রতে গিয়ে বিপদ কম আসেনি। আমার মনে হয়, সে আমারই ত্রুটি। পরে গোপাল 'বোতল বেবী' experiment (পরীক্ষা) সম্বন্ধে ১৬ টাকা দিয়ে একখানা বই এনেছিল। দেখলাম কত নিকৃষ্ট জিনিস নিয়ে জগতে টি টি প'ড়ে গেছে।

আজ অ্যাটম বম্ব বের হ'য়েছে। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আশ্রমে এর পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। সমস্ত আশ্রম ভীষণ শব্দে কেঁপে উঠেছিল।

মাদার গাছের ছালের রস ও ঢেঁড়সের রস একত্র সলিউশন ক'রে sun-ray, ultra violet ray ও অন্ধকারে রেখে দেখা হ'য়েছিল, তা'তে বিভিন্ন রকমের পোকা জন্মেছিল। একই সলিউশন বিভিন্ন রকম লাইটে রাখায় ভিন্ন ভিন্ন পোকা হ'য়েছিল।

গোপাল তখন এম এস সি প'ড়তো। ও এমন কায়দা বের ক'রেছিল যে মানুষের original colour (প্রকৃত রং) exactly (ঠিকভাবে) ফটোতে বের করতে পারবে।

Atmospheric electricity (পরিমণ্ডলের আভ্যন্তরীণ তড়িৎ) নিয়ে ও তারের ঘুড়ি উড়িয়ে কত আমাদের experiment (পরীক্ষা) হ'য়েছে।

৯ই মাঘ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২৩। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে সমাসীন। যতিবৃন্দ, সুশীলদা (বসু), বৈদ্যনাথ ভাই (শীল) গৌরীবাবু, নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

আজ দুদিন ধ'রে বিচারক সম্বন্ধীয় বাণীটি বার বার পড়া ও তার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করা হল।

বৈদ্যনাথভাই—বস্তুবাদ-ভাববাদের দ্বন্দ্বে অনেক মানুষ সত্য কী বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Matter (বস্তু) হ'লে সবই matter (বস্তু), spirit (আত্মিক সম্বেগ) হ'লে সবই spirit (আত্মিক সম্বেগ)। তথাকথিত মতবাদের সৃষ্টি হয় তখনই যখনই আমরা আদর্শের পথে না চ'লে প্রবৃত্তির পোষকতায় আদর্শকে ভাঙ্গিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রতে চাই। ঋষি বাদ পড়লেই বাদের সৃষ্টি হয়।

একজন বললেন—কারও কাছে আত্মসমর্পণ ক'রলে তো স্বাধীনতা থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাধীন মানে তো স্ব-এর অধীন, প্রবৃত্তিগুলিকে হাতে আনা, তার অধীনে থাকা নয়।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—Hypnotise (সম্মোহন) ক'রলে তার effect (ফল) কতদিন থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব কি আমি জানি? আমাকে hypnotise (সম্মোহন) ক'রেছিল একবার নৈহাটিতে। সে আমি ইচ্ছা ক'রেই হ'য়েছিলাম। আমাকে বলেছিল কোনরকম anti-will (বিরুদ্ধ ইচ্ছা) ভিতরে রেখো না, যে নির্দ্দেশ দিই, সেই নির্দ্দেশমত ভেবো। আমিও ইচ্ছা ক'রে নির্দ্দেশ গ্রহণ ক'রে সম্মোহিত হ'লাম।

জনার্দ্দনদা—আপনি যে বাণী দেন, সেটা কি কোন প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে, না শব্দগুলিই আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যাপারটা মাথায় উপস্থিত হয়, ছবি নিয়ে আসে, সেগুলি আবার আলাদা আলাদা হ'য়ে যায়। সেইগুলি থেকে শব্দগুলি আসে। আমার সামনে দিয়ে যেন মেঘগুলি ভেসে-ভেসে যায়, আমি সেগুলি ধ'রে ধ'রে দিই। টেলিফোনে যেমন রিং করে, অমনি হয়। সেইজন্য আমি পণ্ডিত হ'তে পারলাম না। এর উপর আমার কোন control (নিয়ন্ত্রণ) নেই। নূতন নূতন শব্দও ঐভাবে আসে।

জনার্দ্দনদা—এইভাবে যে কথাগুলি আসে, তার মধ্যে আমাদের কি suggestion (নির্দ্দেশ) দেওয়া উচিত? আমাদের মতামত সে সম্বন্ধে চান কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নানারকম impulse (সাড়া) আসে। দুই-এক সময় এক-আধটা ফাঁক যায়। সেই সব জায়গায়ই গোলমাল হয়। তোমরা কোথাও কোন suggestion (ইঙ্গিত) দিলেই যে নিই, তা নিই না। যখন দেখি ফাঁকটা ভরে, সেখানেই নেই।

জনার্দ্দনদা—আপনার সব কথারই তো একটা গভীর মানে আছে। আপনার তো কখনও ভুল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তথ্যগত mistake (ভুল) যদি বল, তা হ'তে পারে। Deviation from my path (আমার পথের থেকে বিচ্যুতি) কখনও হয় না।

১০ই মাঘ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৪। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কেউ যদি সন্ন্যাস জীবন যাপন করে, তাহ'লে কি তার যৌন আকৃতি আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্ন্যাস জীবন যাপন ক'রলেও আপনি মন নিয়ে বাস ক'রছেন তো! তা' একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তবে অন্যভাবে engaged (নিযুক্ত) থাকলে ওগুলি বিকৃতি সৃষ্টি ক'রতে পারে না। প্রবৃত্তিগুলিকে আমরা নির্মূল করতে পারি না। ওগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে হয়। নিয়ন্ত্রিত ক'রলে তখন ওগুলি আরো strong (শক্তিশালী) হয়, কিন্তু controlled (সুনিয়ন্ত্রিত) হয়। প্রবৃত্তিগুলিকে জোর ক'রে চাপা দিতে গেলে dull (ভোঁতা) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। হরিপদদা (মুখোপাধ্যায়) আছেন। তাঁর সঙ্গে শরীরচর্চা সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কানের অর্থাৎ শ্রবণের exercise (অনুশীলন) করা লাগে, চোখের অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তির অনুশীলন করা লাগে। কণ্ঠস্বরের অনুশীলন করা লাগে, মনের অনুশীলন করা লাগে, উপস্থিতবুদ্ধির অনুশীলন করা লাগে, নিরাপত্তার অনুশীলন করা লাগে, ইঙ্গিতজ্ঞ হওয়ার অনুশীলন করা লাগে, সত্তাসংহতি ও আত্মনিয়মনের অনুশীলন করা লাগে।

নিরাপত্তা দুই রকমের আছে। একটা খালি হাতে, আর একটা অস্ত্র নিয়ে।

১২ই মাঘ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৬। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আসীন। অনেকেই আছেন।

রাখালদা (দে) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আত্মোপলব্ধি হয় কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল কথা ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া, নিজের যা' কিছুকে দিয়ে ইষ্টকে উপচয়ী ক'রে তোলা, প্রবৃত্তিগুলিকেও অমনি ক'রে নিয়ন্ত্রিত করা। এই যত হয়, ততই উপলব্ধি ফুটে ওঠে। তখন আসে ক্লেশসুখপ্রিয়তা, মানুষ স্বতঃই শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে ওঠে। তোমার ঐ করাটাই টের পাইয়ে দেবে।

রাখালদা—যতটুকু পারি ক'রতে তো চেষ্টা করি, কিন্তু উপলব্ধি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপলব্ধির দিকে বেশী নজর দিলে উপলব্ধি হয় না! উপলব্ধির tension (টান) থাকলে, সেই tension (টান)-ই উপলব্ধি হ'তে দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে ব'সে আছেন। রবীনদা (রায়), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), তারাপদদা (ভট্টাচার্য্য), দীননাথদা (শর্ম্মা) প্রমুখ কাছে আছেন।

স্বস্তি-বাহিনীর কথা উঠলো।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হিংস্র লোক দিয়ে কাজ হয় না। অদম্য সাহসী নিষ্ঠাবান লোক দিয়ে কাজ হ'য়।

তারাপদদা—রাষ্ট্র হাতে না আসলে তো আদর্শ সমাজ গড়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা রাষ্ট্রলোলুপ হ'তে যেও না। আমাদের অনেক পরিশ্রম করা লাগবে লোকসেবার জন্য। লোকের কাছে তোমরা ধর্ম্মের জীবন্ত মূর্ত্তি হ'য়ে ওঠ। তোমাদের সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে মূর্ত্ত ক'রে তোল। এমন দিন হয়তো আসতে পারে, যেদিন হয়তো রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে না। আবার সত্যযুগ নেমে আসবে। সত্য মানে সত্তা। যত ism (বাদ)-ই থাকুক সত্তাবাদ-এর চাইতে বড় ism (বাদ) নেই।

মুখে যা বল—তোমার চরিত্র, পরিবার, পরিবেশ, সবার মধ্যে সেটা মূর্ত্ত ক'রে তোলা লাগবে। ক'ব এক কথা, ক'রব আর একরকম, তাতে হয় না।

যে-নীতিতে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, তা বিসর্জ্জন দিয়ে লাভ নেই। জাতি ম্রিয়মাণ হ'লে নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখার ক্ষমতা থাকে না। Powerful (ক্ষমতাশালী) যে তার পদলেহন ক'রে বাঁচতে ইচ্ছা হয়। আমাদের রাশিয়া বা ইংল্যাণ্ড হ'য়ে লাভ নেই।

জনার্দ্দনদা—অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না হ'লে মানুষের কষ্ট ঘুচবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্থনীতির মূলেই হ'লো যোগ্যতা, ভাল উৎপাদন। সব জিনিসের চাষ করি, কিন্তু মানুষের চাষ ঠিকমত করি না। মানুষের চাষ ভাল ক'রে ক'রলে আর সব চাষই ভাল হ'য়ে উঠবে।

জনার্দ্দনদা—মানুষ যে এত আঘাত খেয়েও বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই, তোমরা বোঝ, মানুষকে বুঝিয়ে দাও, এই মন্ত্র পড়াও, হাতে ধ'রে করিয়ে দাও।

শরৎদা (হালদার)—শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ঠিকমত সুষ্ঠুভাবে করা দরকার।

তারাপদদা—সে-ও তো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীর্ঘটাকে বা দূরত্বটাকে পূরণ করা যায় গতি বাড়িয়ে দিয়ে। আমরা একটা ভাল সংকেত পাই এই যে, আমরা যে লাখো লাখো আছি, না খেয়ে মরে গেছে, এমন লোক খুব কম। এইটে বাড়িয়ে দাও, তোমরা বেড়ে যাও। কেউ মরবে না। তোমরা প্রাণপণ লেগে যাও, কর। তাড়াতাড়ি কর। বড় বড় লোকগুলির মাথায় চেপে বস, adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর তাদের। মনে ক'রো একটা জীবনও নষ্ট হ'লে আমাদেরই ক্ষতি হবে।

১৩ই মাঘ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২৭। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আছেন। টাটানগরের একজন নবদীক্ষিত বিহারী দাদা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উক্ত দাদা বললেন—আমার ইচ্ছা ছিল, আপনার কাছ থেকে দীক্ষা নেব, আপনার স্পর্শ পাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আমার কাছ থেকে নেওয়াই হ'য়েছে। চরণ স্পর্শ ক'রতে না চেয়ে চলন স্পর্শ ক'রতে চাওয়াই ভাল।

উক্ত দাদা—ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা রেখে দিয়েছিলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাদুকা তাঁর স্মৃতি এনে দেয়। ফটো যেমন মানুষের ব্যক্তিত্বের ছায়া। পাদুকা দেখলে তেমন মনে হয় তিনি কেমন ক'রে, কিভাবে চলতেন।

উক্ত দাদা—এ বড় কঠিন পথ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহজতর, সহজতম হ'য়ে যাবে। আমরা সাধারণতঃ যে-পথে চলি, সেই পথই কঠিন। এর থেকে সোজা আর কিছু নেই।

উক্ত দাদা—যোগ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসাই যোগ।

উক্ত দাদা—নানা শাস্ত্রে নানা উক্তি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব দেখ, সব শোন, সব বোঝ, আর সব থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তোমার ইষ্টার্থকে পুষ্ট ক'রে তোল।

উক্ত দাদা অনুভূতি হ'চ্ছে না ব'লে দুঃখপ্রকাশ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, নাম কর, ধ্যান কর, প্রিয়-চিন্তা কর। যা হয় না হয় দেখে যাও। যা ক'রতে হয় কর। কিন্তু সবকিছুকেই ইষ্টার্থপূরণী ক'রে তোল। কী হ'ল না হ'ল, ওদিকে বেশী লক্ষ্য রেখো না।

উক্ত দাদা—আগে যা' করছিলাম, তা ছাড়তে হবে কি?

সুশীলদা—আগে অন্যগুলি ক'রে পরে এটা ক'রবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এমনি ক'রে চল। ছাড়া লাগে তো ছাড়বে, না ছাড়া লাগে তো ছাড়বে না। তুমি যদি বিলাত যাও, বাড়ী তো ছাড়া লাগে। কিছু ছাড়ার বুদ্ধিও ভাল না, নূতন কিছু ধরার বুদ্ধিও ভাল না। যা' কিছুকে তা'র আপূরণী ক'রে তুলব, এই ভাব চাই। তাঁর প্রতি প্রীতিই হ'ল কাম্য।

উক্ত দাদা পাঠ, প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রার্থনার মধ্যে ঋ আছে, অর্থাৎ তদভিমুখী গতি, চলন। ওই পথে চলা চাই। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজে বা পাঁচজনে মিলে পাঠ-প্রার্থনা ক'রতে পার সম্বেগকে জীয়ন্ত করার জন্য।

উক্ত দাদা—ধ্যানের সময় নানাভাবের মূর্ত্তি আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সর্ব্বদেবময়ো গুরু'—তাঁর মধ্যে সব কিছুরই ঝলক পাওয়া যায়।

উক্ত দাদা—আমার একটা প্রার্থনা—আপনি আমাকে একটু চরণ স্পর্শ ক'রতে দেন এবং আমাকে আপনি নিজ হাতে ক'রে এমন কিছু দেন যা' আমি সব সময় কাছে রাখতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'র চাইতে সবসময় আমার কাছে থাক, সেই তো ভাল।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা লাঠি আনিয়ে নিজ হাতে তাঁকে দিলেন। উনি তা' গ্রহণ ক'রে পদস্পর্শ ক'রতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ হয়েছে। তুমি দীক্ষা নিয়েছো তো?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেভাবে ক'রতে বললাম, ঐভাবে কর, ওতেই সব হবে।

এরপর উনি প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

উনি যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষ সদ্‌গুরু না পেয়ে কতকগুলি শাস্ত্র পড়ে, তাতে মাথা গুলিয়ে যায়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উক্তির সঙ্গতি খুঁজে পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—কথায় আছে, বারো বছর সত্য কথা বললে বাক্‌সিদ্ধ হয়। তার কারণ, তখন তা'র অভ্যাসটাই এমন হ'য়ে যায় যে বাস্তব জীবনবৃদ্ধির কথা ছাড়া অন্য কথা তা'র মুখ দিয়ে বেরোয়ই না। সত্য বলতে গেলে স্মরণ রাখতে হবে, 'সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং, ন যথার্থাভিভাষণং', 'সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং'।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নরেনদা (মিত্র), প্যারীদা প্রমুখ কাছে আছেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেক স্ত্রীর সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল স্বামীস্বার্থিনী হওয়া। তাতে অভাব, ব্যাঘাত, আলোড়ন-বিলোড়নে কিছু ক'রতে পারে না, দাঁড়িয়ে যায়। আর, যারা স্বামীকে উপভোগের ইন্ধন ক'রে নেয়, স্বামীর একটা ক্ষতি হ'ল, তাতে তার গায় বাধে না, এমনতর হ'লে তারা সুখী হ'তে পারে না।

হঠাৎ বড়ালের দালানের বারান্দা থেকে কলরব শোনা গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদা ও যতীনদাকে পাঠালেন খবর নিতে কী হ'য়েছে।

সুশীলদা এসে বললেন—দু'টি মা একটা ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া ক'রছেন।

যতীনদা এসে হাসতে হাসতে বললেন—সবচেয়ে মজা ক'রেছে করুণা। সৌদামিনীকে অন্যে মেরেছে ব'লে ও একটা লাঠি নিয়ে এসে হাজির।

শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু হেসে বললেন—এই ব্যাপারের মধ্যে দেখবার মতো যদি কিছু থাকে, তাহ'লে ঐটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনার্দ্দনদাকে সংস্কৃত শেখবার কথা কইতে গিয়ে বললেন—এমন ক'রে শিখবি যাতে অনর্গল সংস্কৃত বক্তৃতা ক'রতে পারিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে বললেন পুরাণগুলি দেখে সুসঙ্গত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে।

দোবেজী বললেন—একজায়গায় পণ্ডিতসভার কথা উঠেছিল। মুসলমানদের কালেমায় এত জোর যে তারা হিন্দুকে মুসলমান করে, কিন্তু আমাদের গায়ত্রীতে কি এতটুকু জোর নেই যা'তে হিন্দুকে হিন্দু রাখতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গায়ত্রী কিন্তু আমাদের কালেমা নয়, আমাদের কালেমা হ'ল পঞ্চবর্হি। আর, গায়ত্রী হ'ল মন্ত্র।

কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্ল বলল—প্রচারযন্ত্র আমাদের হাতে না থাকায় আমাদের জিনিসগুলি আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জিনিস মানে মানুষের জিনিস। প্রত্যেকটা মানুষ যা' চায়, তার সত্তা যা চায় সেই জিনিস। তা'তে আবার প্রত্যেকটা মানুষকে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলা চাই।

শরৎদা—কেউ যদি যথাকরণীয় ক'রতে চেষ্টা করে এবং পরমপিতার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা জানায়, তাহ'লে কি তার সমাধান হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরুতে সুকেন্দ্রিক যদি হয় আর সঙ্গতি (tuning) যদি থাকে, কোথায় কী ক'রতে হবে, তার উত্তর পেয়ে যায়।

১৪ই মাঘ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৮। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আছেন। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন।

শরৎদা (হালদার)—মোহের হাত থেকে কেমন ক'রে উদ্ধার পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের মোহ তখনই শিথিল হয় যখনই ইষ্টের প্রতি অনুরাগ প্রবল হ'য়ে ওঠে। বিভীষণ যে তরণীসেন বধ ক'রেছিল, তা'র কি তার উপর মোহ ছিল না? তা' না হ'লে তরণীসেন বধের পরই কেঁদে উঠবে কেন? কিন্তু সন্তানের প্রতি মোহ থাকা সত্ত্বেও রামচন্দ্রের প্রতি এতটা অনুরাগ ছিল যে, তার ছেলে রামচন্দ্রের স্বার্থপ্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হ'তে পারে মনে ক'রে তাকে বিসর্জ্জন দিতে দ্বিধাবোধ করেনি।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবৃত্তিগুলি আসে। ওগুলি যাবার নয়, নষ্ট হবার নয়। আর, তা' আমি চাইও না। আমি বলি, ওগুলিকে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোল, তাঁর সেবায় লাগাও।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), যোগেনদা (হালদার) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি কারও কাছ থেকে যদি পঞ্চাশ টাকা নিই, তখনই ভাবি আমার ব্যাঙ্ক থেকে অতোখানি গেল। পঞ্চাশ টাকা গেলে একশো টাকা সে কিভাবে পায়, তাই-ই ভাবি। তার ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত আমি সোয়াস্তি পাই না, তা' না হ'লে ঘুম আসে না, ঘুমোতে পারি না। একজনের জন্য আর পাঁচজনকে বলি। প্রত্যেকে যাতে দাঁড়াতে পারে, আরো বেড়ে ওঠে, তা'র ব্যবস্থা না ক'রতে পারলে ভাল লাগে না। এই এতখানি আমার ঠিক আছে বলেই ফকাত ক'রে যা'র কাছে যখন যা খুশি চেয়ে ফেলি। তোমরাও যদি আমার মতো এমনি কর, তাহ'লে আর কোন ভাবনা থাকে না।

জনার্দ্দনদা—আমরা তো ভাবি, ইষ্টের জন্য দেওয়ার মধ্য দিয়েই সে বেড়ে উঠবে। তাছাড়া তাকে make up (পূরণ) করার চেষ্টা করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তোমরা সংক্ষেপে সারো। আমার দায়িত্বটা তোমাদের মাথায় নিয়ে আমার ভার লাঘব কর না। ঐভাবে নিজেরা ক'রতে হয়। তখন প্রত্যেকেই বড় হ'য়ে ওঠে, এই জিনিসটা সবার মধ্যে চারিয়ে যায়। এইভাবে ঢেউএর পর ঢেউ দিয়ে দিয়ে পরপর সবার মধ্যে এই ভাব ঢুকিয়ে দিতে হয়, যাতে যার কাছ থেকে পাওয়া যায় তাকে আরো-আরো পরিপূরণ করার আগ্রহ বেড়ে ওঠে।

বৈদ্যনাথভাই (শীল) এসে দাঁড়ালেন। তিনি ধাতুর অর্থ লিখছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর খোঁজ নিলেন কতদূর হ'ল। তারপর বললেন—ও লেগে গেছে খুব, আর ওর সঙ্গীও (পরমেশ্বর পাল) জুটেছে তেমন।

বৈকুণ্ঠদাকে (সিংহ) বললেন—তুমি কি দীক্ষা দিয়ে দক্ষিণা-সুদ্ধ আমাকে দাও?

বৈকুণ্ঠদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কখনও করো না। দীক্ষার দক্ষিণা ঋত্বিক না নিলে যজমানের কল্যাণ হয় না। রামকৃষ্ণদেব গৃহস্থবাড়ী গেলে একটু কিছু চেয়ে খেলেও খেয়ে আসতেন। বলতেন, নইলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে। কেমন সুন্দর তাঁর কথা। ওরা গল্প করে, আমি শুনি, বড় ভাল লাগে।

দীনবন্ধুর (ঘোষ) এখানে আসা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যা কাজ আছে, সেরে এখানে আসা উচিত। এখানকার বাতাসটাই এমন হ'য়ে গেছে যে মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। যার কাছেই যাক্, সে-ই প্রেরণা পায়। শ্রেয়-অনুরতি একটা মস্ত জিনিস। তাতে সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি সেরে

তাঁর সান্নিধ্যে যাবার আগ্রহ থাকে। রামকৃষ্ণদেবের কথায় আছে উপপতির প্রতি টানের কথা, সে নিটোলভাবে ক্ষিপ্রগতিতে কাজ সেরে তা'র কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। কোন্ ফাঁকে একটু তাঁকে দেখবে, তাঁর সঙ্গে কথা বলবে, তাঁকে নিয়ে আনন্দ ক'রবে এই বুদ্ধি। কাজে ত্রুটি রাখে না; পাছে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! কথাটা খুব সত্যি। আমাদের গ্রামে বাণী বলে একটা মেয়ে দেখেছি। সে অমনি ক'রত। তোমাদেরও যদি এখানে আসার জন্য মন ব্যগ্র থাকে, তাহ'লে বাইরে গিয়ে যা' যা' করণীয় আছে, সুষ্ঠুভাবে সত্বর সমাধা ক'রে এখানে আসার চেষ্টাই কর। মনটা তোমাদের এখানেই পড়ে থাকে। তখন কাজ তাড়াতাড়ি সারাই লাগে। নির্দ্দিষ্ট কাজ সুষ্ঠুভাবে সাফল্যের সঙ্গে সত্বর যদি সমাধা না করি, তাহ'লে তো যেতে পারব না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মুর্শিদাবাদের রবীনদাকে (সিংহ) দেখিয়ে বললেন—ও আমাকে দুটো তাঁবু দেবে বলেছে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেয়ে পায়খানায় গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হ'য়েছেন।

ভোলা রাম এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ভোলা! তোমার দোকানে আজকাল রোজ বিক্রী কত হয়?

ভোলারাম—ছয়/সাত টাকা, আট টাকা, এইরকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রবীনদাকে (রায়) বললেন—'আগম-বাণী' চালানই লাগে। কোন একটা কাজ আরম্ভ ক'রে ছেড়ে দেওয়া ভাল নয়।

রবীনদা এক নবাগত দাদাকে (দুর্গেশ্বর বড়ুয়া, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্কুল বোর্ড) দেখিয়ে বললেন—এদের স্কুল বোর্ডে দুই হাজার শিক্ষক আছেন। উনি তাঁদের মধ্যে চালাতে চেষ্টা করবেন বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্যামনন্দনবাবু যেমন 'ভারতী' push ক'রেছেন, ইনিও তেমনি ক'রলে হয়। আর শিক্ষকদের মধ্যে এ জিনিসগুলি যত চারায়, ততই ভাল। অনেকেই তো জানে না কী করণীয়। আবার, তাদের উপর শিক্ষার দায়িত্ব। তাই তারা যত জানতে পায়, ততই ভাল। তখন তারা ছাত্রদের মধ্যেও সেভাবে সঞ্চারিত ক'রতে পারে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে আসীন। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্তী) প্রমুখ উপস্থিত।

বেদেদের কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোটবেলায় (কাজলের মতো বয়স) একদল বেদে এসেছিল আমাদের ওদিকে। শিয়াল, নেউল এসব কেটে খেত। পদ্মার ধারে কালীবাড়ী ছিল।

তার পাশ দিয়ে দোকান ছিল। ভবানী পালের সাথে গেছি। ওদের মধ্যে একটা মেয়ে আমাকে দেখে বায়না ধ'রলো 'হাম উনকো সাদি করেঙ্গে'। পা আছড়ে কাঁদে। যত বারণ করে, তত বলে 'জরুর করেঙ্গে'। আমি বলি 'ও ভবানী, চল'। ও আর আসে না। ওর বোধহয় খুব ভাল লাগছিল। পরে ওরা মেয়েটাকে খুব মার দিল।

সুশীলদা (বসু)—মুনকু নাকি সে মেয়েটা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! এমনি দেখতে কতকটা সেইরকম লাগতো। তাই, আমি ওকে ইরানী ব'লে ডাকতাম।

সন্ধ্যার পর পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ দুই-তিন জন ভদ্রলোক সহ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কবে এসেছেন?

তরুণবাবু—কাল এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—থাকবেন কয়েকদিন?

তরুণবাবু—না! কাল চলে যাব। আপনি এখানে আছেন, তাই দেখা ক'রতে আসলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মহাভাগ্য।

এই গোষ্ঠী নিয়ে দাঁড়াবার জায়গা পেলাম না, তাই বাধ্য হ'য়ে এখানে থাকা লাগছে। অল্প জায়গায় তো হয় না।

তরুণবাবু—দিল্লির জাতিস্মর শান্তিদেবী সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট আমাদের কাগজে বেরিয়েছিল, আমার এ বিষয়ে খুব উৎসাহ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর জীবনটাই একটা hopeful message (আশার বাণী) যে, মানুষ মরলেই মরে যায় না। মরেও মানুষ বেঁচে থাকে। আর, বলে প্রত্যেকটা বিশদভাবে।

তরুণবাবু—কেউ-কেউ জাতিস্মর হয়, সবাই হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করে না, সুকেন্দ্রিক হ'য়ে চলে না। মানুষ যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, ইষ্টীতপা হ'য়ে চলে, তবে হয়। ওর তাই ছিল। মানুষের জীবনটা বেঁচে থাকে ওই ক'রে। একটা জাইগটকে ভিত্তি ক'রেই এই শরীর। এই balance (সাম্য)-টা ভেঙ্গে গেলেই হয় ব্যাধি। আমাদের কোষগুলির শেষ এইখানেই নয়। তা রূপান্তরিত হয়। যেমন complex (বৃত্তি) থাকে, তেমনভাবে রূপান্তরিত হয়। মৃত্যুর পর যেখানে সঙ্গতি পায় সেখানে আসে। অনেকে মৃতদের দেখতে পায়, তাদের সঙ্গে কথা বলে।

সুশীলদা (বসু) এলেন।

তরুণবাবু—আমার ঠাকুরদা ও জ্যাঠামশাই spiritualism (পরলোকতত্ত্ব) সম্বন্ধে অনেক culture (অনুশীলন) ক'রেছেন। তাঁদের বইগুলি খুব প্রামাণ্য। অনেক বই পড়ে দেখেছি, আজেবাজে কথায় ভরা। তা'তে বিশ্বাসের থেকে অবিশ্বাসই বেশী হয়।

সুশীলদা আসার পর শান্তিমা সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা হ'তে লাগলো।

তরুণবাবু—বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান এসব জন্মে জন্মে কি বদলে যায়? জন্মে জন্মে একই থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যেমনতরভাবে গত হই, তার tuning (সঙ্গতি) যেখানে পাই, সেখানে যাই। অনেকটা আপনাদের রেডিওর মতো।

এরপর অন্যান্য কথাবার্ত্তা উঠলো।

আর কিছু সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকার পর তরুণবাবু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে শান্তিমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য গেলেন। বড়ালবাংলোর বারান্দায় ব'সে আলোচনা হ'তে লাগলো।

জাতিস্মর-সম্পর্কীয় কথাবার্ত্তার পর ওঁরা বিদায় নিলেন।

বিচারক-সম্বন্ধীয় লেখা তরুণবাবুকে প'ড়ে শোনাতে চাওয়া হ'য়েছিল। তিনি বিশেষ ব্যস্ত থাকায় শুনতে পারলেন না, তবে টাইপ কপি দিয়ে দেওয়া হ'লো।

তরুণবাবু প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, পড়তে কয় মিনিট লাগবে?

তাতে প্রফুল্ল বলেছিল—কুড়ি মিনিট।

সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি তো ঠিক জান না, ক' মিনিট লাগবে। তুমি যদি বলতে a few minutes (কয়েক মিনিট), তাহ'লে হয়তো শুনিয়ে দিতে পারতে। Interest (আগ্রহ) লাগলে কয়েক মিনিট বেশী লাগলেও তাতে মানুষ কিছু মনে করে না। এসবগুলি বলছি লোকব্যবহারের কৌশল হিসাবে।

১৫ই মাঘ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ২৯। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হাউজ্যারম্যানদা, ননীদা (চক্রবর্ত্তী), জ্ঞানদা (গোস্বামী), নিখিল (ঘোষ), দোবেজী, ননীদা (মণ্ডল), নরেনদা (মিত্র) প্রমুখ কাছে আছেন।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিজ্ঞান মানে যা, তত্ত্ব মানেও তাই। এই গাছটাকে ভাল ক'রে বিশ্লেষণ করেন, সংশ্লেষণ করেন, মেলান, তখন বাস্তব জিনিসটাকে পাবেন। এর উদ্ভব ও স্থিতি কীভাবে—বুঝতে পারবেন। আধ্যাত্মিক তত্ত্বজীবনও বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে নয়।

এরপর একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু,

আমার অনু-মা!

তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হ'লাম। শরীরটা যাতে ভাল থাকে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে চ'লো। তুমি পড়াশুনায় মনোযোগী হয়েছ শুনে আনন্দিত হলাম। শিক্ষা মানে শুধু কিন্তু পড়াশুনা নয়, নিজের শরীর, মন, চাল-চলন, অভ্যাস, ব্যবহার, বোধ, কর্মক্ষমতা, সেবাবুদ্ধি সব-কিছুকে যত আমরা সুকেন্দ্রিক ও সুপটু ক'রে তুলতে পারি— বৈশিষ্ট্যের ওপর নজর রেখে, ততই আমরা প্রকৃত শিক্ষিত হই। তা'তে নিজেরাও সুখী হই, অন্যকেও সুখী ক'রে তুলতে পারি। সব সময় শ্রেয়চর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে চলতে চেষ্টা ক'রো—সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-অনুদীপনায়, যাতে মুখ দেখলেই ঠাওর ক'রতে পার কে কেমন, কার কী প্রয়োজন। চেষ্টা কর, অভ্যাস করলেই পারবে। তোমার ধাতু তেমনই। নিজেকে সবসময় সুব্যবস্থ রেখো—তোমার ব্যবস্থিতি দেখে অন্যেও সুব্যবস্থ হ'য়ে ওঠে যাতে।

তোমরা কেমন আছ জানিও। সুযোগ-সুবিধামত আসতে পার, দেখলে সুখী হব।

আমার শরীর ভাল নয়। Blood pressure বেড়েছে। দুনিয়াটা আমার কাছে স্তব্ধ হ'য়ে যায়, বুক ও মাথার মধ্যে কেমন করে। আর আর সবাই একপ্রকার আছে।

আমার স্নেহাশিস নিও।

ইতি

আশীর্ব্বাদক

তোমার দীন

'বুড়ো বাচ্চা'

১৬ই মাঘ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৩০। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ, হাউজারম্যানদা, প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Spirit (আত্মিক সম্বেগ)-এর প্রয়োজন সবারই, —বালক-বৃদ্ধ, উকিল-জজ, গাছ-মাটি সকলেই চায় আত্মিক সম্বেগ, যা নিয়ে সে

অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। যারাই বাঁচতে চায়, যারাই থাকতে চায়, তারাই ঐ আত্মিক সম্বেগ চায়। আত্মিক সম্বেগ না ব'লে বলা যায় উৎসাহসন্দীপী আকৃতি।

শরৎদা (হালদার)—একজন যদি সদ্‌গুরু গ্রহণ করে অথচ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি না রাখে, আর একজন যদি সদ্‌গুরু গ্রহণ না ক'রে পরিবেশের সেবা করে, —কে ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ইষ্টার্থপরায়ণ, ইষ্টীতপা যে, সে সুকেন্দ্রিক হয়ই। সম্বেগবান সুকেন্দ্রিক যত হয়, তত বোধটা ভূমায়িত হ'য়ে ওঠে, সর্ব্বত্র তাঁকে অনুভব করে। তখন মানুষের জন্য যে করে, সে কর্ত্তব্যবোধে করে না, প্রকৃত অনুভব থেকে করে। আবার, যারা ভগবানকে ভজে, অথচ মানুষকে ভালবাসে না, তারা ভগবানকে চায় না। চায় নিজের প্রবৃত্তির পরিপূরণ। তার জন্যই ভগবানকে চায়। ভগবানের প্রতি ভালবাসা হ'লে, সবার প্রতি দরদ, মমত্ব ও সেবা আসেই। কারণ, তিনি সর্ব্বজীবে আছেন। সুকেন্দ্রিক হ'লে সে করেই, কিন্তু তার কোনও অহঙ্কার থাকে না। তবে প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে, প্রবৃত্তিকেই মুখ্য ক'রে পারিপার্শ্বিকের সেবা ক'রতে গেলে মানুষ অসংহত হবেই। আবার, সদ্‌গুরু না থাকলেও স্বাভাবিক ভাল জন্মগত সংস্কার থেকে অনেকে সেবাপরায়ণ হয়, তাদের প্রায়শঃই দেখা যায় তারা পিতামাতায় শ্রদ্ধাবান। তাদের সদ্‌গুরু-গ্রহণের সম্ভাবনাও খুব থাকে। তা যদি না হয়, তবে সি আর দাশের মত মানুষ, যে সময় নিজে আগ্রহ ক'রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তা নিতে পারতেন না। দীক্ষার আগেও যে দেশের সেবা করতেন, লোকের সেবা ক'রতেন, তার পিছনে সত্যিই আন্তরিকতা ছিল, হৃদয়বত্তা ছিল।

কালিদাসদা (মজুমদার)—Sublimation (ভূমায়িতি)-টা কী রকমে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তোমার সন্তানকে ভালবাস, কিন্তু অন্যের সন্তানের দুঃখকষ্ট বোধ ক'রতে পার না। তার মানে তোমার পিতৃত্বের sublimation (ভূমায়িতি) হয়নি। একজনের ছেলে হয়তো কাঁদছে, তার নাক দিয়ে পোঁটা পড়ছে। তুমি তাকে নিজের ছেলের মত কোলে ক'রে নিয়ে পোঁটা মুছিয়ে তার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দিলে। এতে সেও একটা impulse (সাড়া) পায়। সে মনে করে, আমি যদি উপস্থিত না থাকি, আমার হ'য়ে আমার ছেলেটাকে দেখবার একজন আছে। তার পিতৃত্ববোধও বিস্তারমুখী হওয়ার প্রেরণা পায়।

মায়া সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়া মানে পরিমিতির ভাব। দুনিয়ার যা' কিছুই পরিমিতি লাভ ক'রে এই হয়েছে—সে হিসেবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও মায়া। মায়া দুইরকম আছে। একটা সঙ্কোচনী, আর একটা বিস্তারিণী।

১৭ই মাঘ, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ৩১। ১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে সমাসীন। পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), যতিবৃন্দ, পঞ্চাননদা (সরকার) জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), দোবেজী, নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন।

ভিক্ষা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

কেষ্টদা—মুসলমানদের মধ্যে ভিক্ষার প্রথা নেই,—তারা উপার্জ্জনের উপর দাঁড়াবার কথা বলে। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে ভিক্ষার রীতিটা যেন বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে গুরুগৃহে গিয়ে ভিক্ষা ক'রে গুরুকে খাওয়ানোর রীতি ছিল। কার বাড়ি যাবে, কার বাড়ি যাবে না, কোথায় কতটুকু ভিক্ষা ক'রবে, আবার যার বাড়িতে ভিক্ষা ক'রতে গেলে তার কী সমস্যা, তা দেখে, খোঁজখবর নিয়ে meet করা (পূরণ করা) লাগত। এইভাবে সেবার একটা বিস্তার হ'ত স্বতঃই। আত্মীয়ের বাড়ি ভিক্ষা ক'রতে যেত না। স্বাভাবিকভাবে সেবার ভিতর-দিয়ে মানুষকে আপন করা লাগত, উপার্জ্জন করা লাগত।

কেষ্টদা—অনেকে পকেটে টাকা থাকতেও ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়,—তার ফল কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অপকর্ম্ম ক'রলে আর কি হবে? অপকর্ম্মের ফল যা' তাই-ই হবে। মনুতে আছে, কেউ যদি অযাচিতভাবে দেয়, সে যত কদর্য্য লোকই হোক না কেন, তার কাছ থেকে গ্রহণ না ক'রলে অন্যায় হবে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে নেওয়াটা আমার পছন্দ হয় না, বিশেষতঃ বামুনদের। তারা লোকপালী, লোক-অনুগ্রহভুক। সাধারণ মানুষের মধ্যেও এমনভাবে infuse (সঞ্চারিত করা) লাগে—যে বা যারা তোমাদের পরিপোষক, তোমাদের উদ্বর্দ্ধক, তাদের পালন করা তোমাদের অবশ্য করণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—Mixed diet (মিশ্র আহার) অর্থাৎ ভাত ও রুটি এক পাতে খেলে ভাল হয়। আটা ও ছোলার বেসন অর্ধেক অর্ধেক নিয়ে যদি রুটি ক'রে খাওয়া যায়, সেই রুটি খুব পুষ্টিকর হয়।

১৮ই মাঘ, ১৩৫৩, রবিবার (ইং ১। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আছেন। যতিবৃন্দ, যতীনদা (ঘোষ), রাজকৃষ্ণদা (মণ্ডল) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—আগামী কনফারেন্সে কয়েকটা স্পেশাল ট্রেন আনাই চাই। মেদিনীপুর থেকে তিনখানা আনতে পারে। কলকাতা থেকে তিনখানা, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার থেকে তিনখানা, আসাম থেকে তিনখানা আনা যেতে পারে।

যতীনদাকে (ঘোষ) শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চলব আমি তুফান মেলের মতো, কিন্তু বিরোধী পক্ষের হৃদয় জয় ক'রে আপন ক'রে নিয়ে চলব, এমনতর সতর্ক সুসমঞ্জস চলনা হওয়া চাই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন। পঞ্চাননদা (সরকার), রবীনদা (রায়), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) প্রমুখ সেখানে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভিক্ষার মধ্যে আছে ভজনা। ভজনার মধ্যে আছে প্রাপ্তি, বিভাগ, সেবা, দান, অনুরাগ, ইত্যাদি। হিন্দুরা ভিক্ষাকে প্রাধান্য দেয় ব'লে অনেকে ঠাট্টা করে। কিন্তু ভিক্ষা মানে শুধু নেওয়া নয়। দেওয়া, সেবা করা, এ সবও আছে ওর ভিতর এবং সেইটেই মুখ্য, নেওয়াটাই গৌণ। স্বামী বা পিতামাতা মারা গেলে মানুষ পরিচয় দেয় হতভাগ্য, হতভাগিনী, ভাগ্যহীন বা ভাগ্যহীনা বলে, তার মানে, আমি আমার ভজনার প্রতীক-বিহীন আজ।

কয়েকজন বিহারী ভাইকে শ্রীশ্রীঠাকুর লেপ, তোষক, চাদর ইত্যাদি দিলেন। দিয়ে বললেন—আমি এখন তোমাদের দিলাম। এরপরে যারা আসবে, তাদের মধ্যে needy (অভাবী) যারা তাদিগকে তোমাদের দেওয়া লাগবে। আমার কাছ থেকে নিয়ে নয়, সেবাপ্রাণ কর্ম্মক্ষমতার মধ্য দিয়ে আহরণ ক'রে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত ভাইদের সদাচার নিষ্ঠাসহকারে পালন ক'রে চলার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন।

অজিতভাই (গাঙ্গুলী)—বাবা-মা যদি কোনও অন্যায়ও করেন এবং সেইজন্য যদি অন্যে তাঁদের ওপর কোনও অত্যাচার করে, আমাদের তো তার প্রতিশোধ নেওয়াই উচিত, পিতামাতার অন্যায় তো আমরা দেখতে যাব না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার গরু যদি অন্যের ক্ষেতে যায়, তাহ'লে তো সে মারবেই। কিন্তু তাই বলে তাকে সেজন্য যদি তুমি মারতে যাও, তাহ'লে তুমি কখন যে তোমার গরুকেই হারাবে, তার কি ঠিক আছে? হিসাব না ক'রে একজনকে আক্রমণ ক'রতে গেলে তুমি তোমার বাবাকেই হারাবে। হিসাব না ক'রে কি কিছু করা ভাল? আর, সব চাইতে বড় প্রতিশোধ হ'ল হৃদয় জয় করা। প্রতিশোধ মানে শুদ্ধ করা।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর পঞ্চাননদাকে বললেন—জব্দ ক'রতে গেলে আগে নিজে জব্দ হতে হয়। তখন জব্দ ইনজেক্ট ক'রে দিতে পারবেন। জব্দ করা মানে আমি এই বুঝি, একটা মানুষ আমার পায়ের কাদা হ'য়ে থেকে গৌরব বোধ ক'রবে, এমন ক'রে তোলা।

২০শে মাঘ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৩। ২। ১৯৫৩)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রম প্রাঙ্গণে আছেন। এক ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আজ দেশে কৃতী যাঁরা, রাষ্ট্রপরিচালক যাঁরা, তাঁরা ধর্ম্মের কোনও স্থান দেন না, এ কেমন? মহামানব হওয়ার পথে মানুষ যদি না চলে তবে কী হ'ল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমকে অবলম্বন ক'রেই মানুষের ধর্ম্মজীবন উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে। ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে থাকে বৈশিষ্ট্যজ্ঞান। কোন্‌টার কী গঠন, কোন্‌টা কীভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে, তা জানা থাকলে কোন্ জিনিসের উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা কী তা' বোঝা যায়।

ইষ্টীতপা যারা নয়, অথচ বিশেষ কোন দিকে প্রতিভাবান, তাদের বড় মানুষ বলা যায়। কিন্তু তারা প্রবৃত্তিরই দাসত্ব করে এবং তার পরিণাম যা' হবার তাই হয়। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে দিকে-দিকে নানা দলের সৃষ্টি হয়, অসংহতি বাড়ে। বিশৃঙ্খলা সমাজকে, রাষ্ট্রকে পঙ্গু ক'রে দেয়। অচ্যুত নিষ্ঠা নিয়ে আদর্শমুখী সুকেন্দ্রিক চলনা না হ'লে কোন-কিছুই হবার নয়,—তখন সমাজ অথবা রাষ্ট্র বিবর্তনের পথে না গিয়ে অপবর্তনের পথেই চলে।

কুমুদদা (বসু)—ঋত্বিকের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে যদি আমার ইচ্ছা না করে, সেখানে করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যাঁকে চাই, ভক্তি করি, অনুসরণ করি, তিনি যদি কোনও ঋত্বিকের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার বিধান দেন, সেখানে সেই ঋত্বিক কিন্তু গুরু নয়। তাঁর অবর্ত্তমানে যা'রা দেয়, তা'রাও কিন্তু ঋত্বিক। তাঁর পথ বাতলে দেয় মাত্র। তারাও নিজেদের ধ্যান করার কথা বলে না, ইষ্টকে ধ্যান করার কথাই বলে। যারা অবিহিত-পূর্বক করে, তাদের অনেকের বংশপংক্তি লোপ পেয়ে যায়। আমার যারা দীক্ষা দেয়, তারা X, Y, Z নয়; তারা xa, xb, xc - x common আছেন। Common (অভিন্ন) জিনিসটা নিয়েই তারা দাঁড়ায়।

কুমুদদা—দেশের দুরবস্থা সর্বদাই বোধ করি, এবং খুব দুঃখ লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই বোধটাই ঠিক, যা সক্রিয়। বোধ করি অথচ করি না কিছু, তার মানে নেই। হিন্দুর প্রধান জিনিস ষট্‌-কর্ম। যজন—নিজে তপস্যা করা, যাজন—অন্যকে তপস্যায় উদ্বুদ্ধ করা, অধ্যয়ন—আয়ত্ত করার পথে চলা, অধ্যাপনা—অন্যে যা'তে আয়ত্ত ক'রতে পারে সেই পথে চালিত করা, দান—তুমি যা' পাও অন্যকে দাও, প্রতিগ্রহ—সশ্রদ্ধভাবে কেউ দিলে তা' গ্রহণ করা। কষ্ট পাচ্ছি বোধ করি, কিন্তু লাঘব করার জন্য একটি বালিকণাও সরাই না, তাতে হবে না, ষট্‌-কর্ম আবার করুন। আমি সংক্ষেপে বলেছি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। নিজেকে ফাঁকি দেওয়া মানে, নিজের পরিবেশকেও ফাঁকি দেওয়া।

২২শে মাঘ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ৫। ২। ১৯৫৩)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে আছেন। সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্তী), নিখিল (ঘোষ), খগেনদা (তপাদার), গোপাল ভাই (গোস্বামী) প্রমুখ কাছে আছেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মণি তার সংসার খরচ থেকে জমিয়ে, ওর মাকে একটা তিন ভরি সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছে। ওর মা সেই হার প'রে এসে আমাকে প্রণাম ক'রে বলল—'মণি, এই হার দিয়েছে।' ও বলে, মোটা মানুষের গলায় পাতলা হার মানায় না। তোমার গলার হারটা বড় সরু। আমার যদি টাকা থাকত, কিংবা আরও বাঁচাতে পারতাম, তাহ'লে আরও চওড়া ক'রে একটা হার দিতে পারতাম। তা' তো পারলাম না। তবু এইটে ওটা থেকে একটু মোটা আছে, তুমি এইটেই প'রো। শুনে আমার বড় ভাল লাগল। বড়খোকা, মণি, কাজল সবাই ওই রকম। আমার ইচ্ছা করে, আপনাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা যাতে মাকে এইভাবে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তেমনিভাবে তাদের উসকে দেন।

২৩শে মাঘ, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ৬। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা এগারটা নাগাদ গোলতাঁবুতে। পঞ্চাননদা (সরকার), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), চন্দ্রেশ্বরভাই (শর্ম্মা), রংবাহাদুর (মাথুর), শান্তিমা প্রমুখ সেখানে আছেন।

পঞ্চাননদা বললেন—কোন্ সময়ে কোথায় কোন্ কথা বলতে হবে, এতটুকু সাধারণ জ্ঞান ও বিবেচনা যদি আমাদের না থাকে, তাহ'লে আমাদের হ'ল কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত প্রশ্ন, কৈফিয়ৎ যাই আসে, নিজেকে দায়ী না ক'রে, নিয়ন্ত্রিত না ক'রে কারও কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইতে যাওয়া উচিত নয়। যত দোষের মূলে আপনারা, যারা কিনা পালের গোদা।

পঞ্চাননদা—অনেকে বলে ভগবান! তোমাকে বাইরে চাই না, অন্তরে চাই—তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'দের ভাব বোধহয় ঐরকম। আমি শালা ফকির মানুষ, আমি অন্তরেও চাই তোমাকে, বাইরেও চাই তোমাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্তী), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ আছেন।

মায়া সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে মায়াকে বলে আসক্তি। কিন্তু মায়া ও আসক্তি এক জিনিস নয়। মমত্ব বা মমতা অর্থাৎ নিজের বোধ সবারই আছে। তা যদি না থাকে, তবে অপমানব। মায়া আর মমত্বও কিন্তু এক কথা নয়। মায়া মানে যা' পরিমাপিত করে। পরিমাপিত মমত্বই আসক্তি। মমত্ব থেকেও একজন মায়ার পারে যেতে পারে। আমি কাউকে হয়ত আমার ব'লে জানি। কিন্তু তাই ব'লে আমাকে যে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমার মমত্ববোধ ভূমায়িত হ'য়ে সবাতেই বিস্তারলাভ ক'রতে পারে।

দিল্লী থেকে আগত একটি ভাই অন্যত্র উঠেছেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে চ'লে আয় জিনিসপত্র নিয়ে। তবে তোর হয়তো একটু কষ্ট হবে, তবুও এখানে থাকা ভাল। তুই কষ্টকে ডরাস্ না তো?

উক্ত ভাই বললেন—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবে তো তুই রাজা। ঘরেই থাকিস্ আর গাছতলায়ই থাকিস, ভাল জোটে, মন্দ জোটে, কি না-জোটে সবই তো তোর কাছে সমান।

উক্ত ভাই বললেন—কাল আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার কাল কেন? যা' কাল ক'রবে মনে কর, তা' আজই কর। যা' পরে ক'রবে ব'লে ভাবছ, সুবিধা থাকলে এখনই কর।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য)-র সঙ্গে বিবর্ত্তন সম্পর্কে কথা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সমস্ত factor (দিক)-এরই একটা সুসঙ্গত সমাবেশী অভ্যুত্থান।

কেষ্টদা—মানুষের হরমোনগুলি যদি বানরের শরীরে দেওয়া যায়, তবে কি বানর মানুষ হ'য়ে উঠবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বানর যদি তা সহ্য ক'রতে না পারে, তাহ'লে হবে না। বানরের সেল এই হরমোন হয়তো সহ্য নাও ক'রতে পারে। আবার হরমোনই যে একমাত্র দিক তাও নয়।

২৬শে মাঘ, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ৯। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপস্থিত। পূজনীয় বড়দা-সহ সুশীলদা (বসু), বনবিহারীদা (ঘোষ), নরেনদা (মিত্র), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), মণিদা (ভাদুড়ী), হরিদাসদা (সিংহ), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কুলকুণ্ডলিনী মানে prime zygote (প্রধান প্রাণকেন্দ্র) যা' কিনা evolve ক'রে (বিবর্ত্তিত হ'য়ে) উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে। কুল মানে ধারা। ধারাটা যেখানে কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে আছে, তাকে বলে কুলকুণ্ডলিনী। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না মানে গতিশক্তি, জ্যোতিশক্তি ও অব্যক্ত শব্দে অতিশায়নী সম্বেগ। অনুভূতির রাজ্যে নানা স্তর আছে যেমন চিদ্-অণু, চিদ্-অণু সম্বলিত অণু, অণু-সম্বলিত পরমাণু, পরমাণু-সম্বলিত কণা, কণাসম্বলিত পিণ্ডিকা। যেমন ভূর্ভুবঃস্ব—সপ্তলোক, সেই ধরনের।

আমার মনে হয়, somatic cell (শারীর কোষ)-ও genetic cell (জনন কোষ) -এ পরিণত হ'তে পারে। একটা জোঁককে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে পাউডার ক'রে,

সেই পাউডার যদি জলে ছেড়ে দেওয় যায়, তবে তার প্রত্যেকটি cell (কোষ) থেকেই আবার জোঁক গজিয়ে উঠবে।

সুশীলদা—কুলকুণ্ডলিনী সম্বন্ধে যে কত জায়গায় কত রকমারি পড়েছি, কিন্তু এটা এমন ক'রে বুঝিনি আগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেক আছে নকলি, আমার হ'ল দেখলি।

ননীদা—আপনি লোক ইত্যাদি সম্বন্ধে যা' বললেন তা' science (বিজ্ঞান)-এর সঙ্গেও মেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Science (বিজ্ঞান) বলে তো কিছু জানি না। যা দেখি তার সুসঙ্গত অন্বয়ী বোধ যা তাই-ই science (বিজ্ঞান)।

২৭শে মাঘ, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১০। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে সমাসীন। অনেকেই আছেন।

সুধীরদা (দাস) এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে পঞ্চরসা কচুরীর (প্রস্তুতি) সম্বন্ধে কথা বলছেন। এটা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিজস্ব পরিকল্পনা। একই কচুরির পাঁচ অংশ পাঁচ রকম অর্থাৎ কটু, তিক্ত, অম্ল, মধুর, লবণাক্ত রস থাকবে। রমণদার মা, শৈল মা ইত্যাদিকে খাওয়ানোর জন্য যে শ্রীশ্রীঠাকুর এইভাবে নিত্যনূতন কত রকমারি রান্নার ও খাবারের উদ্ভাবন ক'রছেন তার শেষ নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা ক'রে, সংগ্রহ ক'রে এদের এই খাবার-পর্ব্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। খাওয়ার সময় যেন মহোৎসব লেগে যায়, দর্শকের ভিড় ঠেকানো যায় না। এই উপভোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও শ্রীশ্রীঠাকুর সুকৌশলী শিল্পীর মত এমনতর ইঙ্গিত দেন, যার ভিতর-দিয়ে আত্মবীক্ষণা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বুদ্ধি গজিয়ে ওঠে সবার মধ্যে। প্রত্যেকেই বুঝবার অবকাশ পায়—আমি যেমনটি চাই, তেমনি পেতে গেলে আমার কেমনতর চলতে হবে, কিভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে। তাঁর অবসর-বিনোদনও এমনি ক'রে স-পরিবেশ সবার জীবন-বর্দ্ধনী ও উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। তা'র ভিতর দিয়েও চলে তাঁর আদর্শানুগ জীবন-অভিযান।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—মহাকাল বলতে অনেকে বোঝে সৃষ্টি-স্থিতিকে যিনি সংহার করেন, তা কিন্তু নয়। মহাকাল মানে মহতী সংখ্যায়নী গতি। একটার পর একটা সংখ্যা বেড়েই চলে সৃষ্টির মধ্যে। একটা মানুষ থেকে পাঁচটা মানুষ হয়, একটা বীজ থেকে কত বীজ হয়।

২৮শে মাঘ, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১১। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে পাতা ধবধবে সাদা বিছানায় বসে আছেন। কাছাকাছি আছেন অনেকেই।

কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের দুইজন অফিসার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। তাঁরা বাইরে থেকে এখানে এসেছেন অফিসের কাজে। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, রামশঙ্করের বাড়ীর কাছে আমার বাড়ী, তার কাছে আপনার কথা শুনেছি। আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল, আমার খুব ভাগ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও মহাভাগ্য যে আপনাদের সঙ্গে দেখা হ'ল।

এরপর অনেক কথা হ'ল।

ওঁরা যাবার আগে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আবার যখন সুবিধা হয়, এদিকে যখন আসেন, তখন দয়া ক'রে আসবেন। এটা আমার স্বার্থের কথা, দেখলে সুখ হয় অন্তরে।

২৯শে মাঘ, ১৩৫৯, বৃহস্পতিবার (ইং ১২। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আসীন। সুশীলদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী), জ্ঞানদা (গোস্বামী), ননীদা (চক্রবর্তী), নরেনদা (মিত্র), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা), পঞ্চাননদা (সরকার), মনোরঞ্জনদা (চ্যাটার্জ্জী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কতিপয় বহিরাগত পুলিস অফিসার আসলেন। তার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন—কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ কেমন ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুণ্ডলিনীকে বলে কুলকুণ্ডলিনী, কুলের ধারা যেখানে কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে আছে। ওকে বলে জাইগট—মূলাধার। ওতে থাকে affinity (টান), যৌগিক সম্বেগ, যা'র দরুন sperm ও ova (শুক্র ও রজঃ) মিলিত হয়। এই যৌগিক সম্বেগ নিয়ে আমরা যদি সুকেন্দ্রিক হই, তার ভিতর-দিয়ে আমাদের অন্তর্নিহিত ধারা সব সম্ভাবনা নিয়ে স্ফূরিত হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন—শোনা যায়, এটা নাকি মাথায় ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুত রকম শোনা যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা ক'রলে ঐরকম কিছু পাওয়া যায় না। কথা আছে সার্দ্ধত্রিবলয়াত্মক জাইগটে ova (রজঃ)-র সাড়ে তিন প্যাঁচ layer (স্তর) আছে।

প্রশ্ন—কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের সময় নাকি নানা চক্র ভেদ ক'রতে হয়, সেগুলি কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চক্র, পদ্ম, লোক, মণ্ডল, একই জিনিস—এসব স্তর। যে-স্তরে থাকি সেই স্তরের অনুভূতি আসে। সাধারণ মানুষ জগতে এসে দুনিয়াদারী দেখে, বৈজ্ঞানিকরা mechanism (মরকোচ) দেখে, দার্শনিকরা mechanism (মরকোচ)-এর পিছনে common factor (উপাদান-সামান্য) যা তাই দেখে। তাই আমরা যত ঊর্দ্ধস্তরে উঠি, তত ঊর্দ্ধস্তরের অনুভব, চলন ও চিন্তা আসে। আমরা অহং ও প্রবৃত্তি দিয়ে অভিভূত হ'য়ে থাকি। এক-এক রকমের ভাব হয়, প্রবণতা হয়। ইষ্টানুগত হ'লে সব দিয়ে তাঁকে পরিপূরণ করতে চাই, সার্থক বিন্যাস হয়, তাকে বলে মোক্ষ।

প্রশ্ন—কুলকুণ্ডলিনী ভেদ হ'লে নাকি মূর্দ্ধা ফেটে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথম মুর্দ্ধা হ'ল ঈশ্বর, তাঁকে পাই সদ্‌গুরুতে। তিনি আমাদের উপাসনার বেদী। ঈশিত্ব তাঁর বোধে ধরা পড়েছে। প্রবৃত্তি তাঁতে সুকেন্দ্রিক হ'লে, আত্মবীক্ষণ ও আত্মনিয়মন আসে। তখন যদি মরি, তখন প্রবৃত্তি দ্বারা অভিভূত হব না, তাঁতে অভিভূত হব। তাই বন্ধন অতিক্রম ক'রে চলে যাব। ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গেলেই যে মোক্ষ হবে, তার কোন মানে নেই। সন্ন্যাসরোগ হ'য়ে যদি মারা যাই, তা'তে মোক্ষ হবে না।

আমরা যা কিছু করি, আমাদের জীবনের জন্যই করি। জীবনকে আমরা বড় ভালবাসি, বাঁচাবাড়ার ভিতর দিয়ে দুনিয়াকে উপভোগ ক'রতে চাই। বেকুব হ'লে বাঁচাবাড়ার পোষণা না দিয়ে প্রবৃত্তির পোষণা জোগাতে চাই। দুই লাখ মেরে দিলাম, ভাবলাম খুব ভাল করলাম। কিন্তু তাতে আমার যোগ্যতা বৃদ্ধি পেল না, প্রবৃত্তি প্রবল হ'ল, আমার ও অপরের ক্ষতি হ'ল। জীবনের পোষণার ভিতর-দিয়ে বিবর্ত্তন ও বিবর্দ্ধনের পথে চলাই জীবনের কাম্য।

চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা)—আমরা জীবনবর্দ্ধন চাই, কিন্তু প্রবৃত্তিই তো আমাদের বিভ্রান্ত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণ যদি হই, তবেই হয়। আচার্য্য ধরা চাই, তাঁতে সুকেন্দ্রিক হওয়া চাই। সমস্ত প্রবৃত্তিকে তাঁর সেবায় লাগিয়ে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা চাই। তখন 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' হ'য়ে ওঠে জীবন। সত্য মানে থাকার ভাব, শিব মানে মঙ্গলময়, সুন্দর মানে চির-আদরণীয় যা'।

প্রশ্ন—ভোগের মধ্য-দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভোগই তো ঐ।

প্রশ্ন—ভোগের মধ্যে থেকে, তার ভিতর-দিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করা যায় না? কেমন ক'রে করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ ভোগ কাকে বলে বোঝে না। সত্তা যা'তে সন্দীপ্ত হ'য়ে না ওঠে, তাতে ভোগ হয় না। ভোগের পন্থাই হওয়া চাই সত্তাপোষণী। রসগোল্লা ভালবাসি, আড়াই সের খেলাম, অসুখ ক'রলো। পাঁচটা খেলে উপভোগ হয়। মদ খাই, লিভার পেকে গেল। কিন্তু অসুখের সময় ভাইনাম গ্যালেসিয়া খাই, তা কিন্তু শরীরকে পোষণ দেয়। পাপ মানে পালনকে পাতিত করে যা। নরক মানে বৃদ্ধি পাওয়াকে যা' ক্ষুণ্ণ ক'রে দেয়, বিকৃত ক'রে দেয়।

আমাদের এই জাত—আর্য্য যাকে কই, কতকাল থেকে চিৎকার পাড়ে 'অমৃত, অমৃত' বলে। মন্ত্রের মধ্যেও ঐ কথা। অমরতার উপাসক আমরা। দলে-দলে মরে গিয়েও সে প্রয়াস ছাড়ে না। ভাবে, পাব একদিন। আমাদের গতিই সেই পাওয়ার পন্থায়।

জ্ঞানদা—সদ্‌গুরুকে বুঝব কী ক'রে যে তিনি সদ্‌গুরু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহজ মানুষ।

জ্ঞানদা—যে গুরুর কাছে গিয়ে শান্তি পাওয়া যায়, তাঁর কাছে গেলেই তো লাভ হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে গিয়ে প্রবৃত্তিগুলি অন্বিত হ'য়ে ওঠে। শান্তি বলতে মানুষ অনেক রকম বোঝে।

মাতাল শুঁড়িবাড়ি গিয়ে হয়তো শান্তিবোধ করে। পরমগুরু থাকেন একজন—যেমন রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ—এঁদের পুরুষোত্তম বলি (fulfiller the best)। আর যত সব হয়তো পাবকপুরুষ, ঋত্বিক পুরুষ, যাঁরা তাঁতে যুক্ত ক'রে দেন। আদত কথা, তাঁকে চাই। যা'র ভিতর তিনি যত পরিস্ফুরিত, তিনি ততটা তাঁকে পাওয়ার পথে সহায়তা ক'রতে পারেন, তাঁর ভিতর দিয়ে সত্তার আবহাওয়া পাই ততখানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হয়েছেন।

দুমকা থেকে চিন্তাহরণবাবু, অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ কয়েকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

কালীদার (গুপ্ত) অসুখের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আজ ক'দিন ধ'রেই খুব উদ্বিগ্ন। তাঁর বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থার বিষয় অরবিন্দদা বলছিলেন।

ওদের সঙ্গে আগত একটি দাদা খুব আবেগভরে গানের ভিতর দিয়ে নিজের আর্ত্তিভাব প্রকাশ করলেন। তার মধ্যে নিজের দোষের স্বীকারোক্তিও ছিল। আর ছিল ঠাকুর সম্বন্ধে একটা আকূতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুর নিয়ে হয়েছে মুশকিল। জাহান্নমের পথে চলি, কিন্তু তাও তিনি ছাড়েন না। তিনি জীবন-সম্বেগরূপে আমাদের ভিতর আছেনই, তাঁকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়? মানুষ ফাঁকি দেয় নিজেকে। বেকুব যারা, তারাই অন্যায়, অপকর্ম্মের পথে চলে। কিন্তু একটু বুদ্ধিমান যারা, তারা সত্তাপোষণী চলনেই চলে, তাতে তাঁকেও উপভোগ ক'রতে পাবে।

আবার গানের ভিতর দিয়ে ওই দাদা নিজেকে ব্যক্ত করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্মিত নয়নে তার দিকে চেয়ে রইলেন।

একটু বাদে ওঁরা সবাই প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ ক'রলেন।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

আ

খ

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

হ

বিষয় পৃষ্ঠা

I

M

P

R

S